

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

জ্যোতিষ-রত্নাকর

সর্ব-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সার সঙ্কলন

“বিফলান্যন্য-শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্ ।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রাকৌ যত্র সাক্ষিণৌ ॥”

বহু-জ্যোতিষবিজ্ঞাবিশারদ সুপণ্ডিতের সাহায্যে
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]

১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গান্ধুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

মূল্য—১৫.০০ টাকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

“তৃষ্ণাতরঙ্গদুস্তবসংসারাজ্জোখিলজ্বনে তরপি: ।

উদয়বহুখাধরাধপমুফটমপি: পাতু বস্তুরপি: ।”

ভূমিকা

“অগ্ন্যস্ত শাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি ।

চিকিৎসিত-জ্যোতিষ-তন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহস্তি ।”

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তরীক্ষস্থিত গ্রহনক্ষত্রতারকাদি জ্যোতিষ্কবর্গের স্থিতি, গতি, গুণ ও ক্রিয়াদির বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্যোতিঃ-শাস্ত্র কহে। জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকারভেদে দ্বিবিধ,—গণিতজ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষ। গণিতভাগে গ্রহনক্ষত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি, পরিমাণ, ব্যবধান, অবস্থান, দূরত্ব ও তদ্বিহিত ক্রিয়ামূলক ঘটনাদি বিবৃত থাকে। আর ফলিতভাগ হইতে জ্যোতিষ-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিয়বাচ্ছন্ন সম্পর্কনির্ণয়, নিত্য-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিচার, কালবিবেক ও তদ্বিহিত শুভাশুভ ফলাদির বিশদ পরিজ্ঞান জন্মে।

তমস্তোমাবৃত্তে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্ ।

রাশিগ্রহোড়ুগংঘাতং স্বজন সূর্যোহিভবস্তদা ॥

সৃষ্টির প্রাকালে এই বিশ্বদংসার অঙ্কতমসাবৃত্ত ছিল। পরে স্বাবরজ্জমাস্ত্রক জগৎ, মেঘাদি ষাটশ রাশি, নবগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া পরাংপর পরমপুরুষ ভগবান্ ‘সূর্য্য’ এই সংজ্ঞা ধারণ করিলেন।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্যমান সৌর-জগতের অন্তর্কর্ত্তী অগ্ন্যস্তম গ্রহ মাত্র। তামসী নিশায় উর্দ্ধদেশে নির্মল গগনে নেত্রপাত করিলে ধেরূপ নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশমণ্ডল অনন্ত ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ ও শোভাময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পাদদেশে ও নানাধিক চারি সহস্র কোশ নিয়ে পৃথিবীর তলভাগ ভেদিয়া দর্শন করিতে পারিলে ঠিক ঐরূপ অভিন্ন দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ক-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তিবলে নিরাধারে শূন্যমণ্ডলে থাকিয়া পৃথিবী আপন কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য সৌরজগতে সর্কপ্রধান গ্রহ ও জগচ্চক্রের কেন্দ্রধরূপ। অনন্ত স্থির-নক্ষত্রমণ্ডল

মেসাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত হইয়া মহাবিশাল চক্রাকৃতি পথে স্থিরগম্বীর-মুক্তিতে সমস্তাং বিবাজিত, অক্ষতলে জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যের অবিশ্রয়ণে অবস্থিত হইয়া অক্ষুট অবাক্ত মধুময় নিনাদে প্রণব-বন্ধারে বিভূষণ গান করিতে করিতে, তালে তালে পদ বিক্ষেপিয়া রাশিমাৰ্গের কক্ষ অক্লেদ পূৰ্ব্বক সেই মহাবিশাল রাশিচক্রপথে মহাবেগে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিতেছে (গ্রহাধিপতি রবির অবাধিত পববর্তী বৃধ, তংপরে শুক্র, তংপরে চন্দ্র ও পৃথিবী, তংপরে মঙ্গল, তংপরে বৃহস্পতি, তংপরে শনৈশ্চর এইরূপ পর্যায়ক্রমে গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষপথে অনবরত চক্রাবর্তন করিতেছে ।

কৰ্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবী এই প্রকাণ্ড কক্ষায় বিরাট চক্রপথে গ্রহনক্ষত্রাদির সমাবেশ-গুণে ও সম্মিলনসংসবে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কলায় বিভিন্নশক্তি সংপ্রাপ্ত হইতেছে । উৎপাদিকা, স্বল্পকুল ও প্রতিকূল এই ত্রিবিধ ভৌতিক শক্তি ইহা হইতে উৎপন্ন, এবং এই চক্রজাত আকর্ষণ-বিকর্ষণ যোগাযোগ শক্তিবিশেষ হইতেই সংসারে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক ঘাবতীয় কার্যা সম্পন্ন হয়, ইহাকেই বিধাতার চক্র কহে ।

স্বাবজ্ঞান, ভাবাভাষ, সংসারের সমস্ত পদার্থই কালের অধীন । সেই সৰ্ব্বসংহারক কালপুরুষের বিরাট মূর্ত্তি এই রাশিচক্রে সংগঠিত, দ্বাদশ রাশি হইতে আকৃতি ও সপ্তগ্রহ হইতে কালপুরুষের প্রকৃতি উৎপন্ন; আকৃতি যথা— মেস রাশি কালপুরুষের মস্তক ও মূখ, বৃধ রাশি কর্ণ ও গ্রীবা, মিথুন রাশি হস্তদ্বয়, কর্কট রাশি বক্ষ ও জঠর, সিংহ রাশি হৃদয় ও পৃষ্ঠ, কন্যা রাশি উদর ও কটি, তুলা রাশি বস্ত্রভাগ, বৃশ্চিক গুহ, ধনু উরু, মকর জাহ্নু, কুম্ভ ওজা ও মৌন রাশি কালপুরুষের পাদদ্বয় । প্রকৃতি যথা—সূর্য্য কালপুরুষের আত্মা, চন্দ্র মনঃ, মঙ্গল শৌর্য্য বা সত্ত্ব, বৃধ বাকা, বৃহস্পতি জ্ঞান-ও স্বপ্ন, শুক্র কৰ্ম্ম এবং শনি দুঃখ । বিশ্বপতির অপার অচিন্ত্য মহিমা—অদ্ভুত লীলা । এই কালপুরুষ এই বিরাট-চক্রে হইতেই পর্যায়ভেদে বৎসর, অর্ধন, ঋতু, মাস, পক্ষ, বাস, তিথি, নক্ষত্র, দশ, মুহূর্ত্ত, হোবা, পল, কলা, কাষ্ঠ, নিমেষ প্রভৃতি অংশরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগগুণে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতি মুহূর্ত্তে সংসারে অসংখ্য অভিনব বৈষম্যের উৎপাদন করিতেছে । জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি, উত্থান-পতন, সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি সংসারচক্রের সমুদয় বহুশ এই বিধাতৃচক্রের অধীন ।

আমাদিগেরই পূৰ্ব্বপুরুষ বনকুটীরবাসী ফলমুলাশী মূনি ঋষিগণ এই প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষ্কিষ্কার সৃষ্টি, পরিণতি ও উন্নতি সংসাধিত করেন ।

আমাদিগেরই প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষ মহর্ষি বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, পরাশর, গর্গ, মনু ও তন্তুল্য ত্রিকালদর্শী দার্শনিকগণ এই অমূল্য শাস্ত্রের শ্রেণিভেদ ও বিধিবিধান করিয়া কলান্তস্থায়িনী কীর্তি রাখিয়া যান। আর্ষাভট্ট, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির, স্বর্ষাসিদ্ধান্ত, ত্রিনিবাস প্রভৃতি আমাদেরই আর্ষাবংশধরগণ জ্যোতির্বিদ্যায় অদ্বিতীয় প্রাধান্য ও প্রভুত্ব দেখাইয়া দিগদেশে স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরই এই অধঃপতিত জাতির পূর্বতন বংশে একদিন খনা ও লীলাবতীর জায় গণিত ও ফলিতজ্যোতিষে অদ্বিতীয়া অসাধারণ প্রতিভাশালিনী কুলকামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কি নিদারুণ আক্ষেপের বিষয়, আজি সেই আর্ষকুলধুবন্ধর হৃদভাগ্য মূর্খ সন্তান আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এ হেন পবিত্র শাস্ত্র অসংবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অসত্য বলিয়া পৈতৃক স্বর্গীয় সম্পত্তি হেলায় পদদলিত করিতেছি, ভ্রমেও কখনও সংরক্ষণে যত্ন, অস্তিত্বে আস্থা ও ফলশ্রুতিতে বিশ্বাসমাত্র প্রদর্শন করি না।

উপর্ঘ্যাপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যবনরাজগণ আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংস্কৃত-গ্রন্থনিচয় ধ্বংস করে, পাশ্চাত্যবাসীরা ঐ আরবী অনুবাদের অনুবাদ সংগ্রহ করেন। সেই ছায়ার ছায়া অবলম্বন করিয়া অরিষ্টটল, বেপ্লার, সক্রোটস, টলেমী, বেকন প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণের অভ্যাস; সাগোরস, লেব, রেটার, ক্রেক, রোব্যাক, গ্রিগারি প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ তাহা হইতেই জ্যোতির্বিদ্যায় জগদ্বিখ্যাত হন এবং কালমাহাত্ম্যে তাঁহারা আজি আমাদের জ্যোতিষ শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা হইতে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমরা বহু আয়াসে দুপ্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরেজী বহু গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া গৃহীমাজেরই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি একত্র অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। অন্তোন্মুখী দিব্যবিচার পুনরভ্যাসের যাহারা পক্ষপাতী, 'জ্যোতিষ-বন্ধাকর' যদি তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও পরিভ্রমের পাত্র হয়, তাহা হইলে সমুদয় যত্ন ও পরিশ্রম আমাদের মার্থক হইবে ও বারান্তরে ইহার যথোপযুক্ত সংস্কারসাধন-পক্ষেও সাধ্যমত যত্নের ক্রটি হইবে না।

প্রথম সংস্করণ, }
কলিকাতা

শ্রী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

নিজের গ্রন্থের প্রশংসা করা নিজের পক্ষে শোভা পায় না সত্য, কিন্তু আমাদের “বসুমতী সাহিত্য-মন্দির” হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলিই গ্রাহকবৃন্দের নিকট যে ভাবে সমাদৃত, প্রশংসিত ও সংগ্রহে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সেই সকল গ্রন্থের প্রশংসা করিলে—সেই সকল গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য একটু পর্ক অমুভব করিলে—নিতান্ত প্লাঘার বিষয় হয় না। অমুগ্রাহক স্তম্ভাচার্যী গ্রাহকবৃন্দের অমুগ্রন্থই আমাদের সেই পর্ক ও স্পর্দ্ধার অন্ততম কারণ। আমাদের প্রকাশিত সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থমালা মধ্যে এই “জ্যোতিষ-বত্মাকার” মহাগ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রসঙ্কলনের পূর্ণ স্তাণ্ডার।

স্বর্গীয় পিতৃদেব যখন এই মহাগ্রন্থ কয়েক জন জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ মগাপণ্ডিত দৈবজ্ঞ মহাশয়গণের সাহায্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রথম সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন, তখন যে দু-একখানি মাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—তারা বেরূপ জটিল ও দুর্কোধ্য, সেইরূপ উচ্চমূল্য। সেগুলি সংগ্রহ করিলেও তাহার পাঠ-উদ্ধার করা পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। ‘জ্যোতিষ-বত্মাকারে’ জ্যোতিষশাস্ত্রের সারাংশের সত্যবাশি সফলভাবে সংস্কলিত, চিত্রাদির দ্বারা সুব্যাখ্যাত। এই জন্যই অমুসঙ্ঘিৎহ পাঠক-সমাজে ইহা স্বল্পদিনেই সমাদৃত হইল এবং গুণগ্রাহী পণ্ডিত-সমাজ একবাক্যে ইহাকে অধিতীয় সফল জ্যোতিষ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার পরবৎসরে পুনঃসংস্করণ—দুই বৎসরে তিনবার সংস্করণ হইয়া এই জ্যোতিষ-গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সমধিক প্রচারে দীর্ঘায়িত হইয়া অমুকরণপ্রিয় বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার সামান্ত পরিবর্তন করিয়া কতিপয় নিকট সংস্করণ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেব ইহাদের গ্রন্থ প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা না ঘটাইয়া, ‘জ্যোতিষ-বত্মাকারের’ আদ্যও বিশুদ্ধ বিভিন্ন বিষয় সংযোগে অচ্যুৎকট সংস্করণ প্রকাশে এবং সর্বোপরি ভারতের লুপ্তপ্রায়

জ্যোতিষের সহিত পাশ্চাত্যের আধুনিক মহাচিন্তাশীল মনীষী পণ্ডিতগণের জ্যোতিষ সিদ্ধান্তগুলির সম্মিলনের প্রয়াস পান।

জ্যোতিষ রত্নাকরের এই মনোমত পরিবদ্ধিত, সুসংস্কৃত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-সম্মিলনের বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশের জ্ঞাত ভারতের নানা স্থান হইতে নানাবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি, জ্যোতিষগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, বিভিন্ন জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিতের সাহায্য লইয়া ও বহু অর্থ-ব্যয় করিয়াও বৎসরের পর বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছে। কারণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী সুপণ্ডিত আমাদের দেশে বিরল। সকলের সকল সিদ্ধান্ত, সকল মত, সকল ঈঙ্গিত আয়ত্ত নহে—আয়ত্ত হইলেও সকলে তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া, সহজবোধ্য করিয়া, সুসম্মিবেশিত করিতে পারেন না। এই জ্ঞাত এই বহুল প্রচারিত গ্রন্থের বিস্তৃত নূতন সংস্করণ প্রকাশে পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সহিত গ্রাহকগণের আগ্রহ, বিরাক্ত, লাঞ্ছনা, কঠোর তাগিদও শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছে।

এত দিনে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও আশা পূর্ণ হইয়াছে; এত দিনে আমরা অনেকাংশে পূর্ণকাম হইয়া পুনরায় সুসংস্কৃত “জ্যোতিষ-রত্নাকর” খানি প্রচারিত ও পুনর্মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে গ্রন্থখানি অসুসঙ্ঘিন্য় পাঠকগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলে শ্রম, অর্থব্যয়, প্রয়াস ও উচ্চম সার্থক জ্ঞান করিব।

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির,

১লা শ্রাবণ, ১৩২৭

}

দিন্যাবনত

শ্রীসতীশচন্দ্র যুথোপাধ্যায়

সূচীপত্র

—:—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সংজ্ঞা ও পরিভাষা		ষড়্বর্গ	৫
ক্রাদি সংজ্ঞা		১ মূলত্রি কোণ	৬
পুরুষাদি সংজ্ঞা		” হোরা	”
যুগ্মাদি সংজ্ঞা		” ত্রেকোণ	”
বিষমাদি সংজ্ঞা		২ জল ত্রেকোণ	”
চরাদি সংজ্ঞা		” মহন ত্রেকোণ	৬
দিবাদি সংজ্ঞা		” মিশ্র-ত্রেকোণ	৭
অগ্ন্যাদিসংজ্ঞা		” সৌম্যরূপ-ত্রেকোণ	”
পূর্বাদি সংজ্ঞা		” ফলপুষ্পযুত ত্রেকোণ	”
রাশিদিগের বর্ণ		” রত্নভাণ্ডায়িত ত্রেকোণ	”
সপ্তবিংশ নক্ষত্র		৩ বৌদ্ধ-ত্রেকোণ	”
উল্লম্বগণ নক্ষত্র		” উত্ততাত্র ত্রেকোণ	”
অধোমুখগণ নক্ষত্র		” নিগড়-ত্রেকোণ	”
ঋবগণ নক্ষত্র		” ব্যাড ত্রেকোণ	”
তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র		৪ শাশধর-ত্রেকোণ	”
উগ্রগণ নক্ষত্র		” পক্ষী ত্রেকোণ	”
লঘুগণ নক্ষত্র		” তুঙ্গ ও স্তুঙ্গ স্থান	”
মৃদুগণ নক্ষত্র		” নীচ ও স্ননীচ স্থান	৮
মৃদুতীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র		” নবাংশ	”
চরগণ নক্ষত্র		” ষাদশাংশ	”
পূর্য্য নক্ষত্র		” ত্রিংশাংশ	৯
গ্রহসংজ্ঞা		” মুহূর্ত্তমান	”
বারাধিপত্য		” নক্ষত্রবিভাগ	”

[VIII]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নবতারা-চক্র		পরাঙ্কিত গ্রহ	১৫
ঐ চক্র		২ মার্গগত গ্রহ	"
জন্মতারা	১০	গ্রহের মিত্রামিত্র ও সম সংজ্ঞা	"
সম্পদ-তারা	"	গ্রহমিত্র-চক্র	"
বিপদ-তারা	"	ঐ চক্র	১৬
ক্ষেম-তারা	"	তাৎকালিক মিত্রতা	"
পাপ-তারা	"		
শুভ-তারা	"	চিরপঞ্জিকা	
বৃষ্ট-তারা	"		
মিত্র-তারা	"	বারগণনা	১৭
অতিমিত্র-তারা	"	প্রকারান্তর (শকাব্দামতে)	১৮
নারী-নক্ষত্র	"	(বাঙ্গালা সনমতে)	"
নক্ষত্রপাদ	"	(ইংরাজী সনমতে)	১৯
বিষুবরেখা	১১		
		তিথি গণনা	
শতপদ-চক্র		শকাব্দামতে	২০
		১১ বাঙ্গালা সনমতে	২২
ঐ চক্র	১১	১২ ইংরাজীমতে	"
অন্নমণ্ডল	"		
ক্রান্তিপাত	"	নক্ষত্র গণনা	
অন্ননাস্তবিন্দু	"	ঐ উদাহরণ	২৪
অন্ননাস্তবৃত্ত	"		
উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন	"		
অন্নন	"	মাস-পরিমাণ	
সায়ন ও নিরয়ন	"		
অন্ননাংশ	১৩	কোন মাস কত দিনে শেষ হয়,	
দীপ্তাংশ	১৪	তাহারই বিবরণ	২৫
দগ্ধত বা অস্বমিত গ্রহ	১৫	মাসমান চক্র	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দিবা-পরিমাণ		গ্রহসংস্কার-গণনা ।	
প্রত্যেক দিবা কত দণ্ডে শেষ হয়,		রবি	৪৭
ভাহারই বিবরণ	২৬	চন্দ্র	৪৮
দিবামান-চক্র	"	রবি চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহ অর্থাৎ	
সূর্যের উদয়াস্ত নিরূপণ		মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি,	
(ঘড়ী মিলাইবার অস্ত্র ঘণ্টা মিনিট		রাহ এবং কেতুর সঙ্কার গণনা	
হিসাবে)	২৭	কোষ্ঠী-প্রকরণ	
অয়নাংশনির্ণয়		জন্মমাস	৫১
অয়নাংশ-নির্ণয়	২৮	জন্মপক্ষ	৫২
ঐ (অস্ত্রমতে)	২৯	জন্মবার	"
অয়নাংশ-চক্র	৩০	জন্মতিথি	৫৩
সন-তারিখ-গণনা	৩১	জন্মনক্ষত্র	৫৪
সূক্ষ্ম পঞ্চাঙ্গগণনা		জন্মযোগ	৫৫
সংস্কার ও স্থিতিপলাদির সহিত		জন্মকরণ	৫৬
সংক্রান্তি, বার তিথি, নক্ষত্র,		জন্মরাশি	৫৭
যোগ ও করণ-নিরূপণ,		জন্মলগ্ন	৬০
সংক্রান্তি-নিরূপণ	৩৩	অয়নাংশ-বিষুক্ত লগ্নমান	৬১
কূট-সংক্রান্তি	৩৩	জন্মপত্রিকা	৬২
সংক্রান্তি-চক্র	৩৪	স্নাতক-চক্র ও তদগত গ্রহগণের	
বারগণনা	৩৫	সাধারণ বিবরণ	৭
তিথি, নক্ষত্র ও যোগ-গণনা	৩৬	তলুভাব	৭
তিথি-চক্র	৩৮	ধনভাব	৭
ব্রাহ্মস্পর্শ-গণনা	৪৯	সহজভাব	৭
রাশি-গণনা	"	বন্ধুভাব	৭
		পুত্রভাব	৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রিপুভাব	৭৮	চন্দ্র	২২
জয়াভাব	৭৯	মঙ্গল	"
নিধনভাব	৮০	বুধ	১০০
ধর্মভাব	৮১	বৃহস্পতি	"
কর্মভাব	৮২	শুক্র	১০১
আয়ভাব	"	শনি	"
ব্যয়ভাব	৮৩	রাশিগণ কর্তৃক নরদেহ-বিভাগ	১০২
লগ্ন বা প্রথম স্থান	৮৪	রাশিগত গ্রহগণ কর্তৃক নরদেহ-	
দ্বিতীয় স্থান	৮৫	বিভাগ (রবি)	১০২
তৃতীয় স্থান	"	(চন্দ্র)	"
চতুর্থ স্থান	৮৬	(মঙ্গল)	১০৩
পঞ্চম স্থান	"	(বুধ)	"
ষষ্ঠ স্থান	৮৭	(বৃহস্পতি)	"
সপ্তম স্থান	"	(শুক্র)	"
অষ্টম স্থান	৮৮	(শনি)	"
নবম স্থান	৮৯	দশাফলবিচার	১০৪
দশম স্থান	"	নাক্ষত্রিকী দশা	১০৫
একাদশ স্থান	৯০	স্বলদশার ফল	১০৭
দ্বাদশ স্থান	"	অন্তর্দশার ফল	১০৮
গ্রহণের ষোণ ও দৃষ্টিস্থান	৯১	শুক্রে দশায়াং রাহোরন্তরে	
সৌভাগ্যধোণ	৯২	প্রত্যন্তর্দশাফলম্,	১০৮
দুর্ভাগ্যধোণ	৯৩		
গ্রহ প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির		গ্রহাণাং স্বলদশাফলম্ ।	
সম্বন্ধ বিচার	৯৮	(রবেঃ)	১০৯
রবি (গ্রহণের স্বরূপকথন)	"	চন্দ্র	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গলশ্র	১০৯	মঙ্গলশ্র দশায়ামন্তর্দশা	
বুধশ্র	"	(তশ্র নিজাত্তর্দশা)	১১৪
শনে:	"	মঙ্গলশ্র দশায়াং বুধশ্রাত্তর্দশা	"
বৃহস্পতে:	"	মঙ্গলশ্র দশায়াং শনেরত্তর্দশা	"
রাহো:	"	মঙ্গলশ্র দশায়াং গুরোরত্তর্দশা	"
শুক্রে	"	মঙ্গলশ্র দশায়াং রাহোরত্তর্দশা	১১৫
		মঙ্গলশ্র দশায়াং শুক্রশ্রাত্তর্দশা	"
অথ অক্ষর্দশা ।			
নামাত্তাত্তর্দশা-বিভাগ	১১০	মঙ্গলশ্র দশায়াং রবেবরত্তর্দশা	"
রবেদর্দশায়াং রবেবরত্তর্দশা	"	মঙ্গলশ্র দশায়াং চন্দ্রশ্রাত্তর্দশা	"
রবেদর্দশায়াং চন্দ্রশ্রাত্তর্দশা	১১১	অথ বুধশ্র দশায়ামন্তর্দশা	
রবেদর্দশায়াং বুধশ্রাত্তর্দশা	"	(তশ্র নিজাত্তর্দশা)	১১৬
রবেদর্দশায়াং বুধশ্রাত্তর্দশা	"	বুধশ্র দশায়াং শনেবত্তর্দশা	"
রবেদর্দশায়াং শনেরত্তর্দশা	"	বুধশ্র দশায়াং বৃহস্পতেবত্তর্দশা	"
রবেদর্দশায়াং বৃহস্পতেবত্তর্দশা	"	বুধশ্র দশায়াং রাহোরত্তর্দশা	"
রবেবদর্দশায়াং রাহোরত্তর্দশা	১১২	বুধশ্র দশায়াং শুক্রশ্রাত্তর্দশা	১১৬
রবেদর্দশায়াং শুক্রশ্রাত্তর্দশা	"	বুধশ্র দশায়াং রবেবরত্তর্দশা	"
অথ চন্দ্রশ্র দশায়ামন্তর্দশাঙ্কলম্		বুধশ্র দশায়াং চন্দ্রশ্রাত্তর্দশা	১১৭
(চন্দ্রশ্র নিজাত্তর্দশা)	"	বুধশ্র দশায়াং মঙ্গলশ্রাত্তর্দশা	"
চন্দ্রশ্র দশায়াং কুজশ্রাত্তর্দশা	"	অথ শনেদর্দশায়াং মন্তর্দশা	
চন্দ্রশ্র দশায়াং বুধশ্রাত্তর্দশা	"	(তশ্র নিজাত্তর্দশা)	"
চন্দ্রশ্র দশায়াং শনেরত্তর্দশা	১১৩	শনেদর্দশায়াং গুরোরত্তর্দশা	"
চন্দ্রশ্র দশায়াং গুরোরত্তর্দশা	"	শনেদর্দশায়াং রাহোরত্তর্দশা	"
চন্দ্রশ্র দশায়াং রাহোরত্তর্দশা	"	শনেদর্দশায়াং শুক্রশ্রাত্তর্দশা	১১৮
চন্দ্রশ্র দশায়াং শুক্রশ্রাত্তর্দশা	"	শনেদর্দশায়াং রবেবরত্তর্দশা	"
চন্দ্রশ্র দশায়াং রবেবরত্তর্দশা	১১৪	শনেদর্দশায়াং চন্দ্রশ্রাত্তর্দশা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শনেদ শায়ং মঙ্গলশাস্ত্রদ শ	১১৮	সুক্রেত্র দশায়ং রাহোরস্তদ শ	১২৪
শনেদ শায়ং বুধশাস্ত্রদ শ	১১৯	অথাত্তদ শারিষ্টম্	
অথ গুরোদ শায়ামস্তদ শ	"	দশারিষ্টভঙ্গযোগ	১২৫
গুরোদ শায়ং রাহোরস্তদ শ	"	অথ প্রত্যস্তদ শ	
গুরোদ শায়ং শুক্রশাস্ত্রদ শ	"	অথ রবেদ শায়ং রবেরস্তরে	
গুরোদ শায়ং রবেরস্তদ শ	১২০	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১২৭
গুরোদ শায়ং চন্দ্রশাস্ত্রদ শ	"	রবেদ শায়ং চন্দ্রশাস্ত্রে	
গুরোদ শায়ং কুজশাস্ত্রদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১২৮
গুরোদ শায়ং বুধশাস্ত্রদ শ	"	রবেদ শায়ং মঙ্গলশাস্ত্রে	
গুরোদ শায়ং শনেরস্তদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১২৯
অথ রাহোদ শায়ামস্তদ শ	১২১	রবেদ শায়ং বুধশাস্ত্রে	
রাহোদ শায়ং শুক্রশাস্ত্রদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩০
রাহোদ শায়ং রবেরস্তদ শ	"	রবেদ শায়ং শনেরস্তরে	
রাহোদ শায়ং চন্দ্রশাস্ত্রদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩১
রাহোদ শায়ং মঙ্গলশাস্ত্রদ শ	"	রবেদ শায়ং গুরোরস্তরে	
রাহোদ শায়ং বুধশাস্ত্রদ শ	১২২	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩২
রাহোদ শায়ং শনেরস্তদ শ	"	রবেদ শায়ং রাহোরস্তরে	
রাহোদ শায়ং গুরোরস্তদ শ	১২২	প্রত্যস্তদ শাফলম্	
অথ শুক্রশ দশায়ং শুক্রশাস্ত্রদ শ	"	রবেদ শায়ং শুক্রশাস্ত্রে	
শুক্রেত্র দশায়ং রবেরস্তদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩৩
শুক্রেত্র দশায়ং চন্দ্রশাস্ত্রদ শ	১২৩	অথ চন্দ্রেত্র দশায়ং চন্দ্রশাস্ত্রে	
শুক্রেত্র দশায়ং মঙ্গলশাস্ত্রদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩৪
শুক্রেত্র দশায়ং বুধশাস্ত্রদ শ	"	অথ চন্দ্রেত্র দশায়ং মঙ্গলশাস্ত্রে	
শুক্রেত্র দশায়ং শনেরস্তদ শ	"	প্রত্যস্তদ শাফলম্	১৩৫
শুক্রেত্র দশায়ং গুরোরস্তদ শ	১২৪		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চন্দ্রশ দশায়াং বৃহশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৩৬	মঙ্গলশ দশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৭
চন্দ্রশ দশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৩৭	মঙ্গলশ দশায়াং চন্দ্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৮
চন্দ্রশ দশায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৩৮	অথ বৃহশ দশায়াং বৃহশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	
চন্দ্রশ দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৩৯	বৃহশ দশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৯
চন্দ্রশ দশায়াং শুক্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪০	বৃহশ দশায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫০
চন্দ্রশ দশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪১	বৃহশ দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫১
অথ মঙ্গলশ দশায়াং মঙ্গলশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪২	বৃহশ দশায়াং শুক্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫২
মঙ্গলশ দশায়াং বুধশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৩	বৃহশ দশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫৩
মঙ্গলশ দশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৪	বৃহশ দশায়াং চন্দ্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫৪
মঙ্গলশ দশায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৫	বৃহশ দশায়াং মঙ্গলশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫৫
মঙ্গলশ দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৬	অথ শনেদশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৫৬
মঙ্গলশ দশায়াং শুক্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	১৪৭	শনেদশায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শনেদর্শিয়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৫৭	গুরোদর্শিয়াং বৃথস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৮
শনেদর্শিয়াং শুক্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৫৮	গুরোদর্শিয়াং শনেস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৯
শনেদর্শিয়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৫৯	অথ রাহোদর্শিয়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭০
শনেদর্শিয়াং চন্দ্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬০	রাহোদর্শিয়াং শুক্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭১
শনেদর্শিয়াং মঙ্গলস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬১	রাহোদর্শিয়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	"
শনেদর্শিয়াং বৃথস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬২	রাহোদর্শিয়াং চন্দ্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭২
অথ গুরোদর্শিয়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৩	রাহোদর্শিয়াং মঙ্গলস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৩
গুরোদর্শিয়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৪	রাহোদর্শিয়াং বৃথস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৪
গুরোদর্শিয়াং শুক্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	"	রাহোদর্শিয়াং শনেস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৫
গুরোদর্শিয়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৫	রাহোদর্শিয়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৬
গুরোদর্শিয়াং চন্দ্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৬	অথ শুক্রস্ত দর্শিয়াং শুক্রস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৭
গুরোদর্শিয়াং মঙ্গলস্তান্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৬৭	শুক্রস্ত দর্শিয়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তদর্শাফলম্	১৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সুক্রশ দশায়াং চন্দ্রশাস্তরে		অথ জাতচক্রম্, (তন্ত্র ফলম্)	১২৩
প্রত্যস্তুর্দশাফলম্	১৭৯	বামাকোণী অথবা জীবাতক	১২৪
সুক্রশ দশায়াং মঙ্গলশাস্তরে		মঙ্গলের ক্ষেত্র	১২৫
প্রত্যস্তুর্দশাফলম্	"	বুধের ক্ষেত্র	"
সুক্রশ দশায়াং বৃশসাস্তরে		বৃহস্পতির ক্ষেত্র	"
প্রত্যস্তুর্দশাফলম্	১৮০	শুক্রেণ ক্ষেত্র	১২৬
সুক্রশ দশায়াং শনেরস্তরে		শনির ক্ষেত্র	"
প্রত্যস্তুর্দশাফলম্	১৮১	রবির ক্ষেত্র	"
সুক্রশ দশায়াং গুরোরস্তরে		চন্দ্রের ক্ষেত্র	"
প্রত্যস্তুর্দশাফলম্	১৮২		
রবির দশার অন্তর্দশা	১৮৩	দম্পতি-বিবেক	
চন্দ্রের দশার অন্তর্দশা	১৮৪	বরকন্তার কোণীবিচার	১২৮
মঙ্গলের দশার অন্তর্দশা	"	বর্ণ	১২৯
বুধের দশার অন্তর্দশা	১৮৫	বিগ্রবর্ণ	"
শনির দশার অন্তর্দশা	১৮৬	ক্ষত্রিয়বর্ণ	"
বৃহস্পতির দশার অন্তর্দশা	"	বৈশ্যবর্ণ	"
রাহুর দশার অন্তর্দশা	১৮৭	শূত্রবর্ণ	"
শুক্রেণ দশার অন্তর্দশা	"	দম্পতি-মিলন	"
অন্তর্দশারিষ্ট	১৮৮	গণ	"
রিষ্টভঙ্গযোগ	"	দেবগণ	"
		নরগণ	"
নাক্ষত্রিকী দশাচক্র		রাক্ষসগণ	"
ঐ চক্র	১৮৯	নাড়ীনক্ষত্র	"
নিত্যংশা	১৯১	নবতারা	২০০
ডিঘচক্র	১৯২	রাশি	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজঘোটক	২০০	বুধরিষ্টি	২০৭
ষড়ষ্টক	"	গুরুরিষ্টি	"
অরিষড়ষ্টক	২০১	শুকুরিষ্টি	"
মিত্রষড়ষ্টক	"	শনিরিষ্টি	"
দ্বি-দ্বাদশ	"	বাহুরিষ্টি	২০৮
অরি-দ্বি-দ্বাদশ	"	কেতুরিষ্টি	"
মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ	"	লগ্নাধিপতিরিষ্টি	"
নবপঞ্চম	"	শুভগ্রহরিষ্টি	"
সাধারণ বিধি	"	পাপগ্রহরিষ্টি	"
দম্পতি-মিলন-চক্র	২০৩	জ্যেষ্ঠাধিপতিরিষ্টি	"
অকালমৃত্যু (রিষ্টকোষ্ঠী)	"	সর্বরিষ্টভঙ্গ	"
পতাকীচক্র	২০৪	পরমায়ুকোষ্ঠী ও যোগজায়	"
গণ্ডরিষ্টি	২০৫	আদর্শকোষ্ঠী	২১৩
দিবাগণ্ড	"	পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাধন	
নিশাগণ্ড	"	নাগাদিপঞ্চ	২১৪
সন্ধ্যাগণ্ড	"	ইড়া	২১৭
গণ্ডরিষ্টশাস্তি	"	পিঙ্গলা	"
পিত্তুরিষ্টি	২০৬	স্বয়ম্বা	২১৮
মাতুরিষ্টি	"	গণক চূড়ামণি	
সূর্য্যরিষ্টি	"	শ্রীমুগধনা	২২০
চন্দ্ররিষ্টি	২০৭	ফলাফল-গণনা	২২৪
পাপযুক্ত চন্দ্ররিষ্টি	"	সময়-গণনা	"
লগ্নস্থ ক্ষীণ চন্দ্ররিষ্টি	"	নষ্টবস্তুর সন্ধান ও চোরের নাম	
ত্রিংশাংশবিশেষে চন্দ্ররিষ্টি	"	নিরূপণ	২২৫
ভৌমরিষ্টি	"		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রোগীর জীবন-মরণ-গণনা	২২৬	পিশাচ শ্রম	
তাত্ত্বিক শ্রম-গণনা	"	অন্ধবিজ্ঞা	২৩৫
লাভ-ক্ষতি-গণনা	২২৭	রাক্ষসী-বিজ্ঞা	
সুখ-দুঃখ-গণনা	"	সাংজ্ঞাষ্টক	২৩৯
যুদ্ধে জয়পরাজয়-গণনা	২২৮	পরমায়ুর্গণনা	২৪০
গমনাগমন-গণনা	"	মত্যাযিত্যা-গণনা	২৪০
জীবন ও মৃত্যু-গণনা	"	গর্ভস্থ-সন্তান-গণনা	"
গর্ভসংস্কার-গণনা	"	কার্যসিদ্ধি-গণনা	"
ঘাতাগণনা	"	লাভালাভ-গণনা	"
লারিক শ্রম-গণনা	২২৯	বাবহার (মোকদ্দমা) গণনা	"
শত্রু হইতে জয় পরাজয়-গণনা	"	শত্রুর আগমন-গণনা	২৪১
কার্যসিদ্ধি-গণনা	"	প্রবাসীর কুশলাকুশল-গণনা	"
কার্যসিদ্ধির কালগণনা	২৩০	প্রবাসির গতি-গণনা	"
বিবাহ-গণনা	"	মাস-গণনা	"
প্রবাসীর কুশলগণনা	"	দিন-গণনা	"
সুজাতক-বিজাতক-গণনা	২৩১	বৃষ্টি গণনা	২৪২
পঞ্চতন্ত্র-শ্রমগণনা	২৩২	বহুবিষয়-প্রাপ্তি-গণনা	"
সন্তান-গণনা	২৩৩	সামান্য-বিষয়-প্রাপ্তি-গণনা	"
পুত্র-কন্যা-গণনা	"	মানসিক চিন্তা গণনা	"
সাধবা-বিধবা-গণনা	"	অপঘণ-গণনা	"
(অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু নির্ণয়)	"	নষ্টদ্রব্য-গণনা	"
দিব্য-নারী-গণনা	২৩৪	শুভদিন	
আয়ুর্গণনা	"	বারবেলা-কালবেলাদি-নির্ণয়	২৪৩
		পঞ্চতিথি	২৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সিদ্ধিযোগ	২৪৪	ষাত্রাকাল	২৫১
অমৃতযোগ	"	ষাত্রাবিধি	"
পাপযোগ	"	প্রত্যঙ্গ-বিবেক	
সিন্দূর	২৪৫		
কালঘণ্টাযোগ	"	দীর্ঘায়ুর লক্ষণ	২৫৩
বিষ্টিভঙ্গা	"	মধ্যমায়ুর লক্ষণ	"
মাসদণ্ডা	"	অল্পায়ুর লক্ষণ	"
অবম ও ত্রাহস্পর্শ	২৪৬	ভজবা	২৫৪
নক্ষত্রামৃতযোগ	"	জাম্বু	"
ত্র্যমৃতযোগ	"	নিতম্ব	২৫৫
বিষযোগ	২৪৭	নাভি	"
বর্জিত যোগ	"	উদর	"
বর্জিত মাস	"	বস্তি	২৫৬
কোন বায়ে কোন দিক্ গমনে শুভ	"	কটি	২৫৬
দিকশূল	২৪৮	বক্ষঃ	"
যোগিনী-নির্গয়	"	স্তন	"
রাহু-কালানল চক্র	"	স্বয়ং	২৫৭
লালাটিক যোগ	২৪৯	বাহু	"
কোন তিথিতে ষাত্রায় কিরূপ ফল	"	হস্ত	২৫৮
কোন নক্ষত্রে ষাত্রায় কিরূপ ফল	"	মণিবন্ধ	"
বর্জিত নক্ষত্র বা নক্ষত্রশূল	২৫০	করতল	"
যাত্ৰিক করণ	"	পাণিপৃষ্ঠ	"
যাত্ৰিক মন্ত্র	"	অঙ্গুলী	২৫৯
কোন লগ্নে কোন দিকে ষাত্রায়	"	নখ	"
শুভ	"	যোমরাজী	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বলি	২৬০	দন্ত	২৬৮
লিঙ্গ	"	জিহ্বা	২৬৯
মণি	"	তালু	"
কোষ	"	চিবুক	"
স্তম্ভ	২৬১	গণ্ড	"
ষোনি	"	হস্ত	২৭০
মূত্র	"	শ্বশ্রু	"
কক্ষ	২৬২	নাসা	"
পার্শ্ব	"	নাসাপুট	২৭১
পৃষ্ঠ	"	কর্ণ	"
গাত্র	"	নেত্র	"
শ্নেহ	২৬৩	পদ্ম	২৭২
কর্ণ	"	ক্র	"
কর্ণঘণ্টা	"	কেশ	"
শ্রীবা	"	পদাঙ্ক স্তান	
কৃকাটিকা	"	বামপদ ও দক্ষিণপদাদির চিহ্ন	২৭৩
	বদন দর্শন	কপাল-দর্শন	
মস্তক	২৬৬	ললাটস্থ চিহ্নাদি	২৭৬
বদন	"	সপ্তচহারিংগদ্বিধ ললাটলিখন	"
হাস্ত	২৬৭	কর-কোষ্ঠী	
শ্বর	"	করকোষ্ঠীর প্রকারভেদ	২৮৫
অশ্রু	"	অককোষ্ঠী	২৮৬
সুৎ	"	রেখা-কোষ্ঠী	২৯০
অধরোষ্ঠ	২৬৮	প্রকোষ্ঠরেখা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আয়ুরেখা	২২১	জন্মকালীন গ্রহসম্মিবেশ বা সংস্থাপন	
পিতৃরেখা	২২৩		
মাতৃরেখা	২২৪		
উর্ধ্বরেখা	২২৫	শনি	৩১৮
শুক্রে শিখাস্থান	"	রাহ ও কেতু	৩১৯
বৃহস্পতির শিখাস্থান	২২৬	বৃহস্পতি	"
শনির শিখাস্থান	২২৭	রবি ও চন্দ্র	"
রবির শিখাস্থান	২২৮	বুধ ও শুক্র	"
বুধের শিখাস্থান	২২৯	রাক্ষসী বিজামতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার	"
মঙ্গলের ক্ষেত্র	৩০০	সামুদ্রিকমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার	৩২০
চন্দ্রের ক্ষেত্র	৩০১	কব, কপাল ও মুখতিলাক এবং	
বিবিধ রেখা	৩০২	দেহস্থিত চিহ্নের পদসম্পন্ন সম্বন্ধ	৩২২
		হস্ত কপাল রেখা	৩২৩
		বর্তমান বয়োরেখা	"
		নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার	
লাগ্নিক-প্রশ্নমতে	৩০৮	হস্তাঙ্গুলীর নাম এবং অঙ্গুলীর	
মাস	৩১২	পর্ব	৩২৪
তিথি ও পক্ষ	৩১৪	বয়োগণনা	"
নক্ষত্র	"	জন্মশক	৩২৫
রাশি	"	জন্মপক্ষ	"
লগ্ন	৩১৫	জন্মতিথি	"
লগ্ন-পরীক্ষা	"	জন্মমাস	"
দিবা-রাত্রি	৩১৬	জন্মবার	৩২৬
পক্ষ	৩১৭	জন্মতারিখ	"
জন্মতারিখ	৩১৭	কেবলিমতে	৩২৭
জন্মবার	৩১৮	মৌর-অঙ্গতে গ্রহসম্মিবেশ	৩২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
তিলকাক্ষ দর্শন		দক্ষিণ গুহ	৩৩৭
দেহস্থিত তিলাদি চিহ্ন	৩২৯	বক্ষঃস্থল	"
অল্পরূপ তিলাকের অবস্থিতিস্থান	৩৩০	দক্ষিণবক্ষঃ দক্ষিণভাগ	৩৩৮
অল্পরূপ তিলাক—দক্ষিণাঙ্গ	"	দক্ষিণ নাভি	"
দক্ষিণ বাহু	"	বাম পৃষ্ঠ	৩৩৮
পৃষ্ঠদেশ	"	নিম্ন বামবক্ষঃ	"
দক্ষিণ উদর	৩৩৪	বাম পৃষ্ঠ	"
দক্ষিণ বক্ষঃস্থল	"	বাম স্কন্ধ	"
দক্ষিণ উদর	"	বাম উদর	৩৩৯
বাম পৃষ্ঠ	"	বাম পার্শ্ব	"
বামজঠর	"	বাম নাভি	"
বাম বাহু	৩৩৫	দক্ষিণ উদর	"
বাম বক্ষঃ	"	দক্ষিণাঙ্গ	"
বামস্কন্ধ	"	দক্ষিণ পার্শ্ব	৩৪০
বামপার্শ্ব	"	দক্ষিণ জাহ্নু	"
বামনাভি	"	বামজঙ্ঘা	"
মধ্যজঠর	৩৩৬	বামাঙ্গ	"
মধ্য বক্ষঃস্থল	"	নিম্ন বাম পৃষ্ঠ	"
বাম উদর	"	বাম জঙ্ঘা	৩৪১
মধ্য-উদর	"	দক্ষিণ উদর	"
মধ্য-বক্ষঃস্থল	"	দক্ষিণাঙ্গ	৩৪২
বক্ষঃস্থল	"	নিম্ন দক্ষিণাঙ্গ	"
গুহদেশ	৩৩৭	বাম উদর	"
দক্ষিণ জঙ্ঘা	"	নিম্ন বামাঙ্গ	"
দক্ষিণ বাহুমধ্য	"	দক্ষিণ গুহ	৩৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মধ্য-অক্ষ	৩৪২	বায়ু-প্রকৃতি	৩৪৭
গুহদেশ	"	কক্ষ-প্রকৃতি	"
বাম গুহ	"	অতিশিথল ও বিষন্ন প্রকৃতি	৩৪৮
দক্ষিণ গুহ	"	উষ্ণমস্তিষ্ক	"
বস্তির নিম্নতল	"	শীতলমস্তিষ্ক	"
দক্ষিণ উদর	"	শুক্ণমস্তিষ্ক	"
দক্ষিণ নাভি	৩৪৩	আর্দ্রমস্তিষ্ক	৩৪৩
বাম উদর	"	উষ্ণ- (কঠিন) হৃদয়	"
বামাঙ্গ	৩৪৩	শীতল- (কোমল) হৃদয়	"
দক্ষিণাঙ্গ	৩৪৩	শুক্ণ-হৃদয়	"
বামগুহ	"	আর্দ্র-হৃদয়	"
বাম জঙ্ঘা	৩৪৪	তীক্ষ্ণ-প্রতিভা	"
দক্ষিণ পাশ্ব	"	মলিন-প্রতিভা	৩৫০
গুহদেশ	"	প্রবল-বৃতি	"
বামাঙ্গ	"	দুর্বল-বৃতি	৩৫১
গুহদেশ	"	উৎকৃষ্ট-বিচারশক্তি	"
জাহ্নুদেশ	"	প্রজ্ঞা ও বিবেক	"
পাদদেশ	৩৪৫	অবিবেক (বিবেচনাশক্তিহীনতা)	"
দক্ষিণ নিতম্ব	"	ধার্মিকতা	৩৫২
নাভি ও গুহের মধ্যভাগ	"	অধার্মিকতা	"
জঙ্ঘা	"	স্বায়ম্পরায়ণতা	"
নিতম্ব	"	অস্বায়ম্পরায়ণতা	"
চরিত্রাহুমান-বিভা		শক্তি ও সাহস	৩৫৩
		অসামর্থ্য ও ভীকতা	"
পিত্ত-প্রকৃতি	৩৪৭	নির্ভীকতা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মিতাচার	৩৫৪	পরশ্রীকাতরতা	৩৬০
অমিতাচার	"	ক্ষিপ্ৰাকারিতা	"
মদনোন্মাদ (কামুকতা)	"	বীরত্ব ও মহত্ব	"
বিশ্বস্তুতা	"	বর্ষের প্রকৃতি	৩৬১
অবিশ্বস্তুতা	৩৫৫	দৈব-জ্ঞান	
বিনয় ও শিষ্টাচার	"	কাকচরিত্র	৩৬১
অশিষ্টাচার ও অবিনয়	"	প্রথম প্রহর	৩৬৩
নব্রত, ও স্নশীলতা	"	দ্বিতীয় প্রহর	"
নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা (গোয়াবতামী),		তৃতীয় প্রহর	"
অসূয়া, অহিতকাজ্ঞা প্রভৃতি		চতুর্থ প্রহর	৩৬৪
দুষ্টিচরণ	৩৫৬	দণ্ডভেদ	৩৬৫
অশুদ্ধ ও অনবধানতা	"	স্বরভেদ	৩৬৬
সাধুতা ও সত্যকথন	"	কাবষাড়া	৩৬৮
মিথ্যাকথন	৩৫৭	সাধারণ ফল	৩৬৯
প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা	"	বর্ষফল	৩৭০
চাতুরিতা (খোসামোদ)	"	স্পন্দন-চরিত্র	৩৭১
উদারতা ও সদাশয়তা	"	স্বপ্নপল্লীজ্ঞান	৩৭৩
প্রলোভনপরায়ণতা	৩৫৭	জ্যোষ্ঠীপতন-সংবাদ	৩৭৫
সভ্যতা ও সমাজিকতা	৩৫৮	নরাক্তিত বা পতাকা	৩৭৬
অমার্জিত বা ইতরপ্রকৃতি	"	স্বপ্ন-সিদ্ধি	
শ্রমশীলতা	"		
আলস্য ও বিশ্রামলিপ্সা	"	ব্যক্তি-বিবেক	৩৭৭
ওপাস্ত, দীর্ঘসূত্রতা, উগ্গমহীনতা ও		অবস্থা বিবেক	"
অসন্তোষ	"	ক্ষণ-বিবেক	৩৭৮
অতিবিনয়, নিরহকার ও নীচতা	৩৫৯	তিথি-বিবেক	"
অহকার ও গর্ব	"	বস্তুবিবেক	"
অতিবিশ্বস্তুতা	"	রাশি বিবেক	৩৭৯
বাচালতা	"	আনন্দে	"
হিঁচৈবিতা	"	বজ্রাদিদর্শনে	"
অহিঁচৈবিতা	৩৬০	জল দর্শনে	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
জলমধ্যে জীবিত-জন্তু দর্শন	৩৭২	রত্নধারণ	৩৮২
মৌভাগ্যদর্শনে	"	বিহিত নক্ষত্রে রত্নধারণের ব্যবস্থা	"
অট্টালিকাদিদর্শনে	৩৭০	গ্রহ বিরুদ্ধে রত্নধারণের কথা	"
সঙ্গীতে	"	গ্রহশাস্তি	৩২১
বন্ধুসমাগমে	"	আবাস	"
স্থান-পরিবর্তনে	"	শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা	৩২২
অগ্নিদর্শনে	"	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা	৩২৩
অশ্বাদি আরোহণে	"	শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম পত্রিকা	"
হত্যাদর্শনে	৩৮১	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	
শবদর্শনে	"	মহাশয়ের জন্ম-পত্রিকা	৩২৪
ধনদর্শনে	"	বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব	
যুদ্ধাদিদর্শনে	"	চাঁদ বাহাদুরের	
পীড়াদিদর্শনে	"	জন্ম-পত্রিকা	৩২৪
ক্রন্দনে	৩৮১	ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড	
ভয়ে	৩৮২	বায়রনের জন্ম-পত্রিকা	৩২৫
মিজ-মিলনে	"	ফ্রান্সদেশের সম্রাট তৃতীয়	
চূষনালিঙ্গনে	"	নেপোলিয়নের পুত্রের	
দৈব-শাস্তি		জন্ম-পত্রিকা	৩২২
গ্রহদোষ-শাস্তি প্রভৃতি	৩৮৩	রুশদেশের সম্রাট তৃতীয় আলেক-	
ঋষিচন্দ্রাদির উদ্দেশে	৩৮৫	জাণ্ডারের জন্ম-পত্রিকা	৩২৬
গ্রহবিরুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ফলাফল	৩৮৬	ভারতেশ্বরী মহারাগী ভিক্টোরিয়ার	
গ্রহদোষশাস্তির জ্ঞান	৩৮৭	জন্ম-পত্রিকা	
অভয়		ফরাসী দেশের সম্রাট, জগদ্বিখ্যাত	
শরীররক্ষাদি নিয়ম	৩৮৮	বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ন	
নিষিদ্ধ ভোজন	৩৮৯	বোনাপার্টির জন্ম-পত্রিকা	৩২৭
আচার	"	গ্রহসংহার চক্র	৩২৮
কবচ	"	দৈব-বাণী চক্র	৪১৫

জ্যোতিষ-রত্নাকর

প্রথম খণ্ড

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

অন্তরীক্ষমণ্ডলে স্তর বায়ুর উপরে জ্যোতিষ্চক্র অবস্থান করিতেছে। ইহার সমান ৩৬০ ভাগে বিভক্ত ; প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'অংশ' কহে। প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক 'রাশি' ও প্রত্যেক রাশি সপাদ (সওয়া) দুইটুকুরিয়া নক্ষত্র লইয়া সংগঠিত ; সুতরাং সর্বমুদ্র দ্বাদশটি রাশি ও সপ্তবিংশতিটি নক্ষত্র। ইহার অপর দুই নাম রাশিচক্র ও নক্ষত্রচক্র। রাশির নাম যথা,—ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, কুলীর, লেয়, পাথেয়, যুক, কোর্পাখ্য, তৌক্ষিক, আকোকের, হ্রদ্রোগ ও কস্তাভ অথবা (১) মেঘ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন, (৪) কর্কট, (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ, (১২) মীন।

রাশিগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ; যথা—

ক্রুরাদি সংজ্ঞা :—মেঘ ক্রুর, বৃষ সৌম্য। মিথুন ক্রুর, কর্কট সৌম্য। সিংহ ক্রুর, কন্যা সৌম্য। তুলা ক্রুর, বৃশ্চিক সৌম্য। ধনু ক্রুর, মকর সৌম্য এবং কুম্ভ ক্রুর ও মীন সৌম্য।

পুরুষাদি সংজ্ঞা।—মেঘ পুরুষ, বৃষ স্ত্রী। মিথুন পুরুষ, কর্কট স্ত্রী। সিংহ পুরুষ, কন্যা স্ত্রী। তুলা পুরুষ, বৃশ্চিক স্ত্রী। ধনু পুরুষ, মকর স্ত্রী এবং কুম্ভ পুরুষ ও মীন স্ত্রী।

যুগ্মাদি সংজ্ঞা।—মেঘ ওজ, বৃষ যুগ্ম। মিথুন ওজ, কর্কট যুগ্ম। সিংহ ওজ, কন্যা যুগ্ম। তুলা ওজ, বৃশ্চিক যুগ্ম। ধনু ওজ, মকর যুগ্ম এবং কুম্ভ ওজ ও মীন যুগ্ম।

বিষমাদি সংজ্ঞা।—মেঘ বিষম, বৃষ সম। মিথুন বিষম, কর্কট সম। সিংহ বিষম, কন্যা সম। তুলা বিষম, বৃশ্চিক সম। ধনু বিষম, মকর সম। এবং কুম্ভ বিষম ও মীন সম।

চরাদি সংজ্ঞা।—মেঘ চর, বৃষ স্থির, মিথুন দ্ব্যাত্মক। কর্কট চর, সিংহ স্থির, কন্যা দ্ব্যাত্মক। তুলা চর, বৃশ্চিক স্থির, ধনু দ্ব্যাত্মক এবং মকর চর, কুম্ভ স্থির ও মীন দ্ব্যাত্মক।

দিবাদি সংজ্ঞা।—মেঘ দিবা, বৃষ রাত্রি। মিথুন দিবা, কর্কট রাত্রি। সিংহ দিবা, কন্যা রাত্রি। তুলা দিবা, বৃশ্চিক রাত্রি। ধনু দিবা, মকর রাত্রি এবং কুম্ভ দিবা ও মীন রাত্রি।

অগ্ন্যাদি সংজ্ঞা।—মেঘ অগ্নি, বৃষ পৃথ্বী, মিথুন বায়ু, কর্কট জল। সিংহ অগ্নি, কন্যা পৃথ্বী, তুলা বায়ু, বৃশ্চিক জল এবং ধনু অগ্নি, মকর পৃথ্বী, কুম্ভ বায়ু ও মীন জল।

পূর্বাদি সংজ্ঞা।—মেঘ পূর্ব, বৃষ দক্ষিণ, মিথুন পশ্চিম, কর্কট উত্তর, সিংহ পূর্ব, কন্যা দক্ষিণ, তুলা পশ্চিম, বৃশ্চিক উত্তর এবং ধনু পূর্ব, মকর দক্ষিণ, কুম্ভ পশ্চিম ও মীন উত্তর। তাহা হইলেই একত্র সংজ্ঞায় মেঘরাশি জ্বর, পুরুষ, ওজ, বিষম, চর, দিবা ও অগ্নিজ্ঞাপক এবং পূর্বাদিক্‌সূচক। বৃষরাশি সৌম্য, স্ত্রী যুগ্ম, সম, স্থির ও রাত্রিবোধক এবং দক্ষিণদিক্‌সূচক। মিথুনাদি অপরপর রাশিও এইরূপ জানিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ রাশির মধ্যে মিথুন, কন্যা, ধনুর প্রথমার্ধ ও কুম্ভরাশি দ্বিপদ ও সরব। মেঘ, বৃষ, সিংহ, ধনুর শেষার্ধ ও মকররাশি চতুষ্পদ ও অতিরব এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনরাশি কীট, সরীসৃপ, জলজ ও নীরব রাশি নামে অভিহিত হয়।

দ্বাদশ রাশি হ্রস্ব, দীর্ঘ, সম এই তিন প্রকারেও বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা—মেঘ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন হ্রস্বরশি; সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক দীর্ঘরাশি এবং মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর সমরাশি।

রাশিদিগের বর্ণ।—মেঘরাশি অরুণবর্ণ, বৃষরাশি গুরুবর্ণ, মিথুনরাশি হরিদবর্ণ, কর্কটরাশি শ্বেতরক্ত মিশ্রিতবর্ণ, সিংহরাশি পাণ্ডুবর্ণ, কন্যারাশি বিচিত্রবর্ণ, তুলারাশি কৃষ্ণবর্ণ, বৃশ্চিকরাশি পিঙ্গলবর্ণ, ধনুরাশি অগ্নিবর্ণ, মকররাশি ধবলবর্ণ, কুম্ভরাশি কপিলবর্ণ এবং মীনরাশি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

পুনশ্চ—কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনরাশি বিপ্রবর্ণ; মেঘ, সিংহ ও ধনু ক্ষত্রিয়বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর বৈশ্যবর্ণ এবং মিথুন, তুলা ও কুম্ভ শূদ্রবর্ণ।

মেঘরাশিতে মন্তক ও মুখ, বুধরাশিতে কণ্ঠ ও গ্রীবা, মিতুনরাশিতে হস্তদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ, কর্কটরাশিতে বক্ষঃস্থল ও জঠর, সিংহরাশিতে হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশ, কন্যারাশিতে উদর ও কটিদেশ, তুয়ারাশিতে বস্তিদেশ, বৃশ্চিক, রাশিতে গুহুদেশ, ধনুঁরাশিতে উরুদেশ, মকররাশিতে জানুদেশ, কুম্ভরাশিতে জন্মাদেশ এবং মীনরাশিতে পাদদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকে।

সপ্তবিংশ নক্ষত্র।—(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ যথাক্রমে অশ্বিনীকুমার, মম, অগ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, শিব, অদিতি, বৃহস্পতি, অনন্ত, পিতৃলোক, যোনি, অর্য্যামা, সূর্য্য, তৃষ্ণা, বায়ু, শক্র এবং অগ্নি, মিত্র, ইন্দ্র, নিখতি, তোয়, বিশ্ব, বিষ্ণু, বসু, বরুণ, অজৈকপাদ, অহিব্রহ্ম এবং পুষা। দেবতাদিগের পর্যায়ের দ্বারাও নক্ষত্রের বোধ হইয়া থাকে।

উল্লম্বাখণ নক্ষত্র।—রোহিণী, আর্দ্রা, পুষ্যা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ। এই নয়টি নক্ষত্রকে উল্লম্বাখণ নক্ষত্র কহে। (১)

পার্শ্বাখণ নক্ষত্র।—অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী ও পুনর্বসু—ইহাদের নাম পার্শ্বাখণ নক্ষত্র। (২)

অধোখণ নক্ষত্র।—অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ ও শতভিষা। (৩) ধ্রুবগণ নক্ষত্র।—উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী। (৪)

(১) এই নক্ষত্রে চিত্রকর্ষ, রৌপ্যকর্ষ, আতপত্র, গৃহনির্মাণ, রাজগৃহ, সৌধগৃহ, বণিক্ণাশালাগৃহ, প্রাকার ও বিহারগৃহ, তোরণ ও নগর আরম্ভ প্রশস্ত। (২) এই নক্ষত্রে যন্ত্ররথাদিনির্মাণ, নৌকাদিগঠন, গৃহপ্রবেশ ও হস্তঃস্বগোপকর্ষাদির প্রথম দমন এবং শকটাদির যোজন প্রশস্ত।

(৩) এই নক্ষত্রে বিদ্যারম্ভ, অর্ঘ্যকর্ষ, ভূমিখনন প্রভৃতি প্রশংসনীয়।

(৪) ইহাতে অভিষেক, শান্তি, তরু, গুল্ম ও বীজবপনাদি শুভকর; কাহারও কাহারও মতে অধোমুখ নক্ষত্রবিহিত কর্ষ ও ইহাতে প্রশস্ত।

ভীক্ষগণ নক্ষত্র।—মূলা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও অশ্লেষা। (৫)

উগ্রগণ নক্ষত্র।—পূর্বফল্গুনী, পূর্বাব্ধাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, তরুণী ও মঘা। (৬)

লঘুগণ নক্ষত্র।—হস্তা, অশ্বিনী ও পুশ্যা। (৭)

মৃদুগণ নক্ষত্র।—অনুরাধা, চিত্রা ও মৃগশিরা। (৮)

মৃদুভীক্ষগণ নক্ষত্র।—কৃত্তিকা ও বিশাখা। (৯)

চরগণ নক্ষত্র।—শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পুনর্বসু ও স্বাতী। (১০)

পুন্নাম নক্ষত্র।—হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্বসু, মৃগশিরা ও পুশ্যা। (১১)

গ্রহসংজ্ঞা।—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে পুরুষগ্রহ এবং চন্দ্র (মতান্তরে), বুধ ও শুক্রকে স্ত্রীগ্রহ কহে। পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে স্থাপন করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এইরূপ সংস্থাপন হয় এবং ক্রম অনুসারেই সপ্তবার সংগঠিত হইয়াছে।

বারাধিপত্য।—প্রতি বারেই এই সপ্তগ্রহের ভোগ ও আধিপত্য হইয়া থাকে। দিনমানকে অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে যামাঙ্কে কহে। যেদিন যে বার, সেই গ্রহ সেইদিনের প্রথম যামাঙ্কের অধিপতি হন। তৎপরে সেই গ্রহ হইতে গণনীয় ষষ্ঠ যে গ্রহ, তিনিপুত্রিতীয় যামাঙ্কের অধিপতি হন। এইরূপ ঐ ষষ্ঠক্রমে অষ্টাত্ত গ্রহ অষ্টাত্ত যামাঙ্কের অধিপতি হইয়া থাকেন। রাজিমানকে অষ্ট ভাগ করিয়া তাহার প্রতি যামাঙ্কেরও ঐরূপে বারাধিপত্য হইয়া থাকে; কেবল ষষ্ঠক্রমে না হইয়া পঞ্চমক্রমে হয়, এইমাত্র প্রভেদ! যেমন সোমবার দিবাভাগে প্রথম যামাঙ্কের অধিপতি চন্দ্র,

(৫) ইহাতে অভিঘাত, মন্ত্রকার্য ও ভূতদানবাদিসাধন সিদ্ধ হয়।

(৬) ইহাতে উচ্চাটন, দহন, বন্ধন ও অস্ত্রাঘাতাদি কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(৭) ইহাতে পুণ্যকর্ম, শিল্পকর্ম, রতি, জ্ঞান, ভূষণ করা ও ঔষধি পানকর্মাদি সিদ্ধ হয়।

(৮) ইহাতে মিত্র, অর্থ, সুরভবিধি, বস্ত্র, ভূষণ ও গীতাদি মঙ্গলকার্য শুভকর হয়।

(৯) ইহাতে মৃদুগণবিহিত কর্মের মিশ্রফল দান করে এবং পন্থাদির চর্যা ও সেতুকার্য সিদ্ধ হয়।

(১০) ইহাতে পুন্নামদান ও উদ্যাননির্মাণ এবং চর ও স্থির উভয় কর্মই বিহিত। (১১) পুন্নাম নক্ষত্রে পুংসঘনাди কার্য করিবে।

দ্বিতীয়ের অধিপতি শনি, তৃতীয়ের অধিপতি বৃহস্পতি ইত্যাদি এবং নিশাভাগে প্রথমের অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয়ের অধিপতি শুক্র, তৃতীয়ের অধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি ।

ষে রূপ গ্রহদিগের নামানুসারে সপ্ত বারের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ দ্বাদশটি নক্ষত্রের নামানুসারে দ্বাদশ মাসের নামকরণ হইয়াছে, যথা—
বিশাখা নক্ষত্র হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাবাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্তিক, মৃগশিরা হইতে মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পুশ্যা হইতে পৌষ, মঘা হইতে মাঘ, উত্তরফল্গুনী হইতে ফাল্গুন এবং চিত্রা হইতে চৈত্রমাসের নাম উৎপন্ন হইয়াছে ।

সংবৎসরে সূর্য একবার রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাশিচক্র ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত ও প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে, এই এক এক রাশিতে এক এক মাস ও এক এক অংশে ন্যূনাধিক এক এক দিন হইয়া থাকে । রাশির পর্যায়ক্রমে মাস যথা—মেঘে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুন ও মীনে চৈত্র । জ্যোতির্বিদগণ রাশির উল্লেখই মাসের প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

সপ্তবারাধিপতি যেমন প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে উদিত হয়, দ্বাদশ রাশিরও সেইরূপ প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে উদয় হইয়া থাকে । এই বিভিন্ন রাশির উদয়মানকে লগ্নমান কহে । যে মাসের যে রাশি, সূর্যোদয়কালে সেই রাশির উদয় হইয়া থাকে ; পরে পর্যায়ক্রমে অপরপর রাশির উদয় হয় । সূর্যোদয়কালের লগ্নকে উদয়লগ্ন কহে এবং সূর্যের অন্ত-গমনকালীন ঐ উদয়লগ্ন হইতে যে সপ্তম রাশির উদয় হয় তাহাকে অন্তলগ্ন কহে । সূর্যের গতি-অনুসারে প্রতিদিন উদয় ও অন্তলগ্নের যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয়, তাহাকে উদয় ও অন্তলগ্নের রবিভুক্তি কহে । লগ্নমান ও রবিভুক্তির বিষয় বিশেষ করিয়া স্থানান্তরে আলোচিত হইবে । ষড়্‌বর্গ ।—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্ষাগ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, ইহাদের নাম ষড়্‌বর্গ । বর্গ শব্দে ইহাদের এক বা তদধিককে বুঝাইয়া থাকে । যে যে রাশিতে বা যে যে রাশির যে যে অংশে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষ শক্তির প্রকাশ করে, তাহাই সেই গ্রহের বর্গ জানিবে ।

যে রাশিতে থাকিলে যে গ্রহ আপনার সম্পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই

রাশিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র এবং ঐ গ্রহকে ঐ রাশির অধিপতি কহে । সিংহরাশিতে থাকিরা রবি স্বকীয় পূর্ণশক্তির প্রকাশ করে ; এই হেতু সিংহরাশি রবির ক্ষেত্র এবং সিংহরাশির অধিপতি রবি । চন্দ্র কর্কট-রাশিতে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয়, এই হেতু কর্কটরাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র এবং কর্কট-রাশির অধিপতি চন্দ্র । এইরূপ মেঘ ও বৃশ্চিকরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র এবং মঙ্গল ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি । মিথুন ও কন্যা বুধের ক্ষেত্র এবং বুধ উহাদের অধিপতি । বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র এবং শুক্র উহাদের অধিপতি । মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র এবং শনি ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি ।

মূল-ত্রিকোণ ।—গ্রহগণ যে যে রাশিতে প্রসন্ন থাকে, সেই সেই রাশি তাহাদের আনন্দের স্থান বা “মূল-ত্রিকোণ” বলিয়া কথিত হয় । রবির সিংহরাশি, চন্দ্রের বৃষরাশি, মঙ্গলের মেঘরাশি, বুধের কন্যারাশি, বৃহস্পতির ধনু রাশি, শুক্রের তুলারাশি এবং শনির কুম্ভরাশিকে আনন্দের স্থান বা মূল-ত্রিকোণ কহে ।

হোরা ।—রাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে “হোরা” কহে । প্রতি হোরার পরিমাণ ত্রিশ অংশের অর্ধ অর্থাৎ ১৫ অংশ । গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই গ্রহই হোরার অধিপতি হইয়া থাকেন । মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই বিষম রাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য । দ্বিতীয় হোরার চন্দ্র এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই সমরাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র ও দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ হোরার অধিপতি সূর্য্য ।

দ্রেক্ষাণ ।—রাশির এক-তৃতীয়াংশকে দ্রেক্ষাণ কহে অর্থাৎ সমান তিন ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে তাহার প্রতি ভাগে ১০ অংশ এক দ্রেক্ষাণ হয় । রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম দ্রেক্ষাণের, সেই রাশি হইতে গণনায় পঞ্চম রাশির গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্ষাণের এবং ঐরূপ নবমাধিপতি গ্রহ তৃতীয় বা শেষ দ্রেক্ষাণের অধিপতি হন । যেমন মেঘরাশির প্রথম দ্রেক্ষাণের অধিপতি মেঘাধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় দ্রেক্ষাণের অধিপতি—মেঘ হইতে গণনায় পঞ্চম—সিংহাধিপতি সূর্য্য এবং তৃতীয় দ্রেক্ষাণের অধিপতি ঐরূপ—নবম রাশি ধনুর অধিপতি—বৃহস্পতি ।

জল দ্রেক্ষাণ ।—চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটি শুভগ্রহ ; ইহাদের অধীন দ্রেক্ষাণের নাম জল দ্রেক্ষাণ ।

দহন দ্রেক্ষাণ ।—রবি, মঙ্গল ও শনি ইহারা অশুভ গ্রহ ইহাদের দ্রেক্ষাণের নাম দহন দ্রেক্ষাণ ।

মিশ্র দ্রেকাশ ।—শুভগ্রহের দ্রেকাশ পাপ গ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহের দ্রেকাশ শুভগ্রহযুক্ত হইলে মিশ্র দ্রেকাশ নামে অভিহিত হয় ।

সৌম্যরূপ দ্রেকাশ ।—মিথুন ও মীনরাশির প্রথম দ্রেকাশ, কর্কট ও ধনুরাশির দ্বিতীয় দ্রেকাশ এবং ধনুরাশির তৃতীয় দ্রেকাশ, এই পঞ্চ দ্রেকাশের নাম সৌম্যরূপ দ্রেকাশ ।

ফলপুষ্পযুত দ্রেকাশ ।—কর্কটের প্রথম দ্রেকাশ ফলপুষ্পযুত বলিয়া খ্যাত হয় ।

রত্নভাণ্ডারিত দ্রেকাশ ।—ধনুর দ্বিতীয় ও তুলার প্রথম দ্রেকাশ রত্নভাণ্ডারিত বলিয়া কথিত হয় ।

রৌদ্র দ্রেকাশ ।—মেঘ, মকর ও বৃশ্চিকরাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাশ, সিংহরাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেকাশ, কুম্ভরাশির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাশ, মীনরাশির দ্বিতীয় দ্রেকাশ এবং তুলা ও মিথুনরাশির তৃতীয় দ্রেকাশ, এই সকল দ্রেকাশকে রৌদ্র দ্রেকাশ বলে ।

উদ্যতান্ন দ্রেকাশ ।—মেঘ, মিথুন, মকর ও কুম্ভের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, সিংহ ও কন্যার দ্বিতীয় এবং তুলার তৃতীয়, এই সকল দ্রেকাশের নাম উদ্যতান্ন দ্রেকাশ ।

নিগড় দ্রেকাশ ।—বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং মীন ও কর্কটের তৃতীয় এই চারি দ্রেকাশের নাম “নিগড় দ্রেকাশ” বা “সর্প দ্রেকাশ” কহে ।

ব্যাড় দ্রেকাশ ।—বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেকাশ, কর্কট, মীন ও মকররাশির তৃতীয় দ্রেকাশ ; সিংহরাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেকাশ এবং তুলারাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাশ, ইহাদের নাম “ব্যাড় দ্রেকাশ ।”

পাশধর দ্রেকাশ ।—বৃষরাশির প্রথম দ্রেকাশ, মকররাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেকাশ, ইহাদের নাম পাশধর দ্রেকাশ ।

পক্ষি দ্রেকাশ ।—সিংহ ও কুম্ভরাশির প্রথম দ্রেকাশ এবং তুলা-রাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেকাশ, এই চারি দ্রেকাশকে “পক্ষি দ্রেকাশ” কহে ।
 তুঙ্গ ও সুতুঙ্গ স্থান ।—রবির মেষরাশি তুঙ্গস্থান এবং মেঘের ১০ম অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চস্থান । চন্ডের বৃষরাশি তুঙ্গস্থান ও বৃষের ৩য় অংশ সুতুঙ্গস্থান । মঙ্গলের মকর তুঙ্গস্থান ও মকরের ২৮শ অংশ সুতুঙ্গস্থান । বুধের কন্যা তুঙ্গ ও কন্যার ১৫শ সুতুঙ্গস্থান । বৃহস্পতির কর্কট তুঙ্গ ও কর্কটের ৫ম অংশ সুতুঙ্গস্থান । শুক্রের মীন তুঙ্গ ও মীনের ২৭শ অংশ সুতুঙ্গস্থান । শনির তুলা তুঙ্গ ও তুলার ২০শ অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চস্থান ।

জ্যোতিষ-রত্নাকর

নীচ ও সূনীচস্থান।—যে গ্রহের যে রাশি তুঙ্গ শুভাহার যত অংশে সুতুঙ্গস্থান, * সে রাশির সপ্তম রাশি সেই গ্রহের নীচ ও তাহার তত অংশে তাহার সূনীচস্থান। যেমন, রবির তুঙ্গস্থান মেঘরাশি ও সুতুঙ্গস্থান মেঘের ১০ম অংশ;—ঐ মেঘ হইতে গণনার সপ্তম রাশি তুলাই রবির নীচস্থান এবং সূনীচস্থান ঐ তুলার ১০ম অংশ। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতির নীচ ও সূনীচস্থান ঐরূপে অবগত হইবে।†

নবাংশ।—রাশিকে ৯ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে নবাংশ কহে। প্রত্যেক নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ, ২০ কলা। নবাংশের অধিপতি-নির্গম এইরূপে হইয়া থাকে, যথা—প্রত্যেক চর-রাশি, তাহার পঞ্চম রাশি ও নবম রাশি, এই তিন রাশির নবাংশের প্রথমাংশের অধিপতি ঐ চররাশির অধিপতি হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি অপরাংশের অধিপতি যথাক্রমে পর পর রাশির অধিপতিগণ হন। মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর, এই চারিটি চররাশি, পূর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে মেঘ এই চররাশি, ইহার পঞ্চম সিংহরাশি ও নবম ধনুরাশি, এই তিন রাশির নবাংশের মধ্যে প্রথমাংশের অধিপতি মেঘাধিপতি মঙ্গল। তৎপর পর পর রাশির অধিপতি যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অংশসমূহের অধিপতি হয় অর্থাৎ মেঘের দ্বিতীয়াংশের অধিপতি বুধাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিতুনাধিপতি বুধ, চতুর্থাংশের অধিপতি কর্কটধিপতি চন্দ্র, পঞ্চমাংশের অধিপতি সিংহাধিপতি সূর্য্য, ষষ্ঠাংশের অধিপতি কন্যাধিপতি বুধ, সপ্তমাংশের অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র, অষ্টমাংশের অধিপতি বৃশ্চিকাধিপতি মঙ্গল এবং নবমাংশের অধিপতি ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি হন। এইরূপ ক্রমে সমস্ত রাশির দ্বিতীয়াদি অংশের অধিপতি নির্গম করিতে হইবে।

দ্বাদশাংশ।—রাশিকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিলে এক এক ভাগকে ইহার দ্বাদশাংশ কহে। প্রত্যেক দ্বাদশাংশের পরিমাণ ২।৩০ দুই অংশ, ত্রিশ কলা। যে রাশির দ্বাদশাংশ, সেই রাশির অধিপতি এই দ্বাদশাংশের প্রথমাংশের অধিপতি হন। তৎপরে পর পর রাশির অধিপতি ইহার পর পর অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। যেমন—মেঘের

* গ্রহগণ সুতুঙ্গ বা সুচ্চাংশস্থানীয় হইলে বিশেষ বলবান হইয়া থাকে।

† গ্রহগণ নীচ বা সূনীচস্থানীয় হইলে অমঙ্গলপ্রদ বা অন্তঃকরক হইয়া থাকে।

ষাদশাংশের অধিপতি মেঘাধিপতি মঙ্গল ও ত্রিংশাংশের অধিপতি বুধাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ ইত্যাদি ।

ত্রিংশাংশ।—সমান ত্রিংশ ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে প্রতি ভাগের নাম ত্রিংশাংশ । পরিমাণ এক অংশ । ত্রিংশাংশের অধিপতি এইরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে । বিষম রাশিসকলের অর্থাৎ মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় পঞ্চাংশের অধিপতি শনি, তৎপরে অষ্টাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরে সপ্তাংশের অধিপতি বুধ ও শেষ পঞ্চাংশের অধিপতি শুক্র ; আর সমরাশিসকলের অর্থাৎ বুধ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীনের অধিপতি উহার বিপর্যয়-নিয়মে অবধারিত হয় । যথা,—প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি শুক্র ; তৎপরে সপ্তমাংশের অধিপতি বুধ, পরে অষ্টমাংশের অধিপতি বৃহস্পতি ; তাহার পর পঞ্চমাংশের শনি ও শেষ পঞ্চমাংশের অধিপতি মঙ্গল ।

হোরাবিভাগে রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের আধিপত্য নাই, আর এই ত্রিংশাংশবিভাগে অন্য অন্য গ্রহ ভিন্ন রবিচন্দ্রের আধিপত্য হয় না ।

মুহূর্ত্তমান ।—অহোরাত্ৰকে সমান ত্রিংশাংশ করিলে এক এক অংশকে “মুহূর্ত্ত” কহে । প্রতি মুহূর্ত্তের পরিমাণ ২ দণ্ড । ১৫ মুহূর্ত্তে দিবামান ও ১৫ মুহূর্ত্তে রাত্রিমান হয় । নক্ষত্রগণ মুহূর্ত্তের অধিপতি হইয়া থাকে । দিবামানে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমে আর্দ্রা, অশ্লেষা, অনুরাধা মঘা, শনিষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, মূলা, শতভিষা, উত্তরফল্গুনী ও পূর্বফল্গুনী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র ; আর রাত্রিমান-পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমে আর্দ্রা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, শ্রবণা, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা ও স্বাতী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র হয় ।

নক্ষত্রবিভাগ ।—যে নক্ষত্রে মানবের জন্ম হয়, তাহাকে জন্মনক্ষত্র কহে এবং ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রতাপ বা পাপ, সাধক বা শুভ, বধ বা কষ্ট এবং মিত্র ও অতিমিত্র ত্রিরাবৃত্তিক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এই নয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ।

যেমন,—বাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার নবভারাচক্রমতে—

নবভারাচক্র

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	পাপ	শুভ	কষ্ট	মিত্র	অতিমিত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

- জন্মতারা—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা ।
 সম্পদতারা—ভরণী, পূর্বফল্গুনী ও পূর্বাষাঢ়া ।
 বিপদতারা—কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া ।
 ক্ষেমতারা—রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা ।
 পাপতারা—মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা ।
 শুভতারা—আর্দ্রা, স্বাতী ও শতভিষা ।
 কষ্টতারা—পুনর্বসু, বিশাখা ও পূর্বভাদ্রপদ ।
 মিত্রতারা—পুশ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ ।
 অভিমিত্রতারা—অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী ।

যে কোন জন্মতারা হইতে এইরূপ ত্রিরাবৃত্তিক্রমে তিন তিনটি করিয়া নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে ।

নাড়ীনক্ষত্র—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী, জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্শ্বনাড়ী, ষোড়শ নক্ষত্রকে সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী, ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বিনাশনাড়ী এবং পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে মানসনাড়ী কহে । যেমন—যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম ; তাহার অশ্বিনী জন্মনাড়ী ; জন্মনাড়ী হইতে গণনায় দশম মঘা কর্শ্বনাড়ী, ষোড়শ বিশাখা সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ জ্যেষ্ঠা সমুদয়নাড়ী, ত্রয়োবিংশ ধনিষ্ঠা বিনাশনাড়ী ও পঞ্চবিংশ পূর্বভাদ্রপদ মানসনাড়ী হইয়া থাকে । কোষ্ঠীপ্রকরণে এ সকল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে । নক্ষত্রপাদ—নক্ষত্রকে সমান চারি ভাগে বিভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'পাদ' কহে । সপাদ দুই নক্ষত্রে রাশি, সূত্রায় ১ পাদ নক্ষত্র লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে—যেমন অশ্বিনীর চারি পাদ, ভরণীর চারি পাদ ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ লইয়া মেঘরাশি । কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন পাদ, রোহিণীর চারি পাদ ও মৃগশিরার দুই পাদ লইয়া বুধরাশি । এইরূপে নয় নয় পাদ লইয়া পর পর সকল রাশি জানিবে । নক্ষত্রের যে পাদে জন্ম হয়, সেই পাদের নির্দ্ধারিত বর্ণানুসারে আমাদের নামকরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই নির্দ্ধারিত বর্ণকে আদ্যক্ষর ধরিয়া আমাদের রাশিনাম প্রস্তুত হয় । এইরূপ নাম দ্বারা সহজেই মানবের জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রের নির্ণয় হইয়া থাকে । এই পাদনির্দ্ধারিত বর্ণপর্যায়কে 'শতপদচক্র' কহে । পরপৃষ্ঠায় শতপদচক্র প্রদর্শিত হইল । নামকরণের সময় চক্রলিখিত বর্ণপর্যায়ের ত্রয়দীর্ঘভেদ ও শকারভেদ গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে ত্রয়স্থানে দীর্ঘঘর ও শস্থানে স ব্যবহৃত হয় ।

বিবৃবেথা — পৃথিবীর বিবৃবেথার ঠিক সমস্বরূপাতে উর্দ্ধদেশে রাশিচক্রের
 মধ্যে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত করিত রেখার নাম 'বিবৃবেথা' বা 'নিরক্ষরুত'।

শতপদচক্র

নক্র	১ম পাদ	২য় পাদ	৩য় পাদ	৪র্থ পাদ
৩	ধ	জ	উ	এ
৪	ও	ব	বি	ব
৫	বে	বো	ক	কি
৬	ক	খ	ঙ	কা
৭	কে	কো	ঘ	কি
৮	খ	হে	হো	ড
৯	তি	জে	ডে	ডে
১০	ম	মে	ম	মে
১১	মো	ডা	টা	ম
১২	টা	তী	থ	পি
১৩	পু	য	ণ	ঠ
১৪	পে	পো	ম	রি
১৫	খ	রে	য়ো	ও
১৬	তি	জে	ভে	ভে
১৭	ম	মে	ম	এ
১৮	মো	খ	সি	ম
১৯	টা	বী	ড	তি
২০	পু	খ	ক	ড
২১	পে	ত্রো	ক	ত্রি
২২	খ	ত্রো	ত্রো	খ
২৩	বি	খ	বে	বে
২৪	স	সি	ঙ	সে
২৫	পো	ম	মি	ও
২৬	খ	দ্রো	ম	দি
২৭	বে	দ্রো	ক	এ
২৮	হ	হা:	চ	চি
২৯	হ	ডে	জো	গ
৩০	হ	ন	নো	নো

অন্নমণ্ডল।—গ্রহগণ যে পথে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে, তাহাই 'অন্নমণ্ডল' নামে পরিগণিত।

ক্রান্তিপাত।—বিষুবরেখার সহিত অন্নমণ্ডলের যে দুই স্থানে প্রতি বৎসর সংমিলন হয়, সেই দুই স্থানকে 'ক্রান্তিপাত' কহে। ৯ই বা ১০ই চৈত্র ও ৯ই বা ১০ই আশ্বিন, এক্ষণে এই দুই দিনে ক্রান্তিপাত হইতেছে; প্রথম ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ও দ্বিতীয় ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তিপাত কহে। এই দুই ক্রান্তিপাতের দিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়; তৎপরে ক্রমশঃ দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অন্নান্তবিন্দু।—বিষুবরেখার ২৩ অংশ, ৩০ কলা উত্তরে ও ২৩ অংশ, ৩০ কলা দক্ষিণে পৃথিবীর মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তির ঠিক উল্লদেশে দুই স্থানে যে দুই বিন্দু কল্পনা করা যায়, তাহাকে 'অন্নান্তবিন্দু' কহে।

অন্নান্তবৃত্ত।—ঐ দুই অন্নান্তবিন্দুর যোজক রেখাকে অন্নান্তবৃত্ত বলা যায়। উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশ।—যে পথে সূর্যের উত্তরদিকে গতি হয়, তাহাকে উত্তরাংশ ও যে পথে দক্ষিণদিকে গতি হয়, তাহাকে দক্ষিণাংশ কহে। উত্তরাংশান্তবিন্দু সূর্যের উত্তরপথের শেষ সীমা ও দক্ষিণাংশবিন্দু দক্ষিণপথের শেষ। উত্তরাংশের সময় নিরক্ষবৃত্তের উত্তর-ভাগস্থ পৃথিবীর দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হয় এবং দক্ষিণভাগে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের হ্রাস হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশের সময় ঠিক ইহার বিপরীত হইয়া থাকে অর্থাৎ দক্ষিণভাগে এইরূপ দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস এবং উত্তরদিকে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের হ্রাস হইয়া থাকে। অন্ন।—গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্তে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ মেঘের পর বৃষ, তৎপরের মিথুন ইত্যাদিক্রমে চক্র অতিক্রমণ করিতেছে। কেবল রাহু ও কেতু * দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ মেঘের পর মীন, তৎপরে কুম্ভ ইত্যাদি বিপর্যয়ক্রমে ভ্রমণ করে।

সায়ন ও নিরয়ন।—অচল অশ্বিনী + নক্ষত্রের প্রথম পাদে মেঘের সঞ্চারণ হইতে রাশিচক্রের যে আরম্ভ গণনা করা হয়, তাহাকে 'নিরয়ন' গণনা কহে। নিরয়নমতে রাশিচক্র চিরকাল সমভাবে স্থির রহিয়াছে। আর

রাহু ও কেতু বাস্তবিক গ্রহ নহে; পৃথিবী ও চন্দ্রের কর্মপথের মিলনস্থান মাত্র। গ্রহণের ঠাণ্ড ইহাদের গুণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা গ্রহ-নামে গণ্য হয়।

+ নিরয়নমতে ৩ বিপলের কিঞ্চিদধিক পরিমাণে ইহার বার্ষিকগতি হয়।

বিষুবরেখা ও অন্ননমণ্ডলের মিলনস্থানে অর্থাৎ ক্রান্তিপাতে যেখানে সূর্যের সম্পাতে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়, সেই স্থান হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ-গণনাকে 'সায়ন'-গণনা করে। অধুনা বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে সায়ন-গণনার আরম্ভ হইয়া থাকে। এক্ষণে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মেঘরাশি হইতে ২১ অংশ সরিয়া যাইতেছে; সুতরাং সায়ন ও নিরয়ন-গণনার মধ্যে ২২ অংশের প্রভেদ লক্ষিত হয়।

অন্ননাংশ।—প্রতি বৎসর বিষুবরেখা ৫৪ কলা করিয়া পশ্চিমাংশে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাকে 'অন্ননাংশ' কহে; সুতরাং সায়ন-গণনায় রাশিনক্ষত্র প্রতিক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত প্রতি বৎসর যতদূর পশ্চিমে সরিয়া হউক না কেন, সায়নমতাবলম্বিগণ সেই স্থান হইতে মেঘরাশির সঞ্চার ধরিয়া রাশিচক্রের আরম্ভ-গণনা করেন; সুতরাং সায়নমতে রাশিগণের স্থানের স্থিরতা নাই।

দিনমান ও লগ্নমান প্রভৃতি গণনার জন্ত সায়নমত অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা নিয়মমতে গণনাই সুবিধাজনক ও সহজ।

গ্রহগণের গতি ও রাশিসংক্রমণ।—গ্রহগণ রাশিচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের গতি এবং প্রতি রাশিতে প্রবেশ ও স্থিতিকাল ইত্যাদির বিষয় বলা হইতেছে :—

সূর্য্য ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে রাশিচক্রে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে; ইহার গতি দ্রুত আর ১ অংশ, ১ কলা, ৫ বিকলা করিয়া দৈনিক গতি। একমাস করিয়া প্রতি রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান হয়। রাশিচক্রের বক্রতাহেতু সকল গ্রহেরই গতির তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র ২৭ দিন, ১০ দণ্ড, ১৭ পল, ৪২ বিপলে একবার রাশিচক্র আবর্তন করিয়া আইসে এবং প্রতিদিনে ১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া গমন করে। ইহাকে ইহার দৈনিক গতি কহে। সপাদ দুই দিবস অর্থাৎ সওয়া দুই দিন করিয়া প্রতি রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান হয়।

মঙ্গল ৬৮৬ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ৩০ বিপলে রাশিচক্র আবর্তন করে। দৈনিক গতি ৩১ কলা। বক্রাদিভাব * না হইলে দেড় মাস করিয়া প্রতি রাশিতে ইহার অবস্থান হয়।

* সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি শীঘ্র, রাহু ও কেতুর গতি বক্র ও অশান্ত। গ্রহগণ কখনও বক্র, কখনও বা অতিবক্র, সরল, মন্দ, অতিচার ও অহাতিচার, এই কয় গতির যে-কোন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বুধ ৮৭ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ১৭ বিপলে চক্র আবর্তন করে। ইহার গতি একরূপ নহে, শীত্ৰগামী বুধ প্রতি রাশিতে ১৮ দিন করিয়া অবস্থান করে।

বৃহস্পতি ১১ বৎসর, ১০ মাস, ১৫ দিন, ৩৬ দণ্ড, ৮ পলে চক্রাবর্তন করে। গতির স্থিরতা নাই অর্থাৎ একরূপ গতি নহে। অল্পাধিক ১ বৎসরকাল ধরিয়া প্রতি রাশিতে ইহার অবস্থিতি হয়।

শুক্রে ৭ মাস, ১৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পলে রাশিচক্রে একবার আবর্তন করে। ইহা কতকদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে ও কতকদিন সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত হয়, সেইজন্ত ইহাকে 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার দৈনিক গতি ১ অংশ, ১৬ কলা, ৭ বিকলা, কিন্তু সর্বদা সমান নহে। ইহার স্থিরগতি ৪ দিন আছে।

শনি ২৯ বৎসর, ৫ মাস, ১৭ দিন, ১২ দণ্ড, ৩০ পলে রাশিচক্রে একবার ঘুরিয়া থাকে। ইহার মধ্যগতি ১২ বিকলা। ১০ দিন করিয়া স্থিরস্থিতি। প্রতি রাশিতে শনি ন্যূনাধিক ২ বৎসর, ৬ মাস করিয়া অবস্থান করে।

রাহু ও কেতু ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন, ১৫ দণ্ডে রাশিচক্রে আবর্তন করিয়া আইসে। বৎসরে ১৯ অংশের অধিক করিয়া ইহা রাশিচক্রে সঞ্চালিত হয়। ১ বৎসর, ৬ মাস, ২০ দিন করিয়া প্রত্যেক রাশিতে অবস্থান করে।

এতদ্ভিন্ন গ্রহগণের সূক্ষ্ম সংক্রমণ আছে। কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রত্যেক গ্রহ পুনর্বার পূর্বেপ্রস্থানের নিরূপিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য ২৮ বৎসর পরে পুনর্বার সমান দিনে, সমান বারে, সমান অংশে প্রত্যাগমন করে। বার, তারিখ, সংক্রান্তি ও মাসসংখ্যা আবার তখন ২৮ বৎসর পূর্কের মত হইতে থাকে।

চন্দ্র ১৯ বৎসর পরে পূর্বেনির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। তখন তিথিনক্ষত্রাদি ১৯ বৎসর পূর্কের মত পুনর্বার একরূপ হইতে থাকে।

এইরূপ ৭৯ বৎসর পরে মঙ্গল, ৪৬ বৎসর পরে বুধ, ৮৩ বৎসর পরে বৃহস্পতি, ৮৭ বৎসর পরে শুক্র, ৫০ বৎসর পরে শনি এবং ১৩ বৎসর পরে রাহু ও কেতু সমান অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দীপ্তাংশ।—রবির ১৫ অংশ, চন্দের ১২ অংশ, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের ৭ অংশ এবং বৃহস্পতি ও শনির ১ অংশ করিয়া 'দীপ্তাংশ' বলিয়া কথিত। গ্রহগণ যে রাশিতে যে স্থানে অবস্থান করে, তথা হইতে অর্ধপূর্বে অর্ধপশ্চাৎ এই দীপ্তাংশের বিক্ষেপ করে।

দক্ষিত বা অন্তমিত গ্রহ।—রবির দীপ্তাংশমধ্যে পতিত অপর গ্রহকে 'দক্ষিত' বা 'অন্তমিত' গ্রহ কহে।*

পরাজিত গ্রহ।—ভূঙ্গগত গ্রহের দীপ্তাংশমধ্যে পতিত গ্রহকে পরাজিত গ্রহ কহে।

মার্গগত।—যে গ্রহ বর্গগত নহে অর্থাৎ ষড়্‌বর্গের কোন বর্গপ্রাপ্ত নহে এবং বাহার প্রতি অন্য গ্রহের দৃষ্টি নাই, তাহার নাম মার্গগত গ্রহ।†

গ্রহের মিত্রামিত্র ও সমসংজ্ঞা।—গ্রহগণের মধ্যে একটি অপরটির সহিত মিত্র, শত্রু বা সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে, যথা,—

রবির মিত্র—চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি; শত্রু—শুক্র ও শনি এবং সম—বুধ।

চন্দ্রের মিত্র—বুধ ও রবি; শত্রু—০ এবং সম—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

মঙ্গলের মিত্র—রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি; শত্রু—বুধ এবং সম—শুক্র ও শনি।

বুধের মিত্র—রবি ও শুক্র; শত্রু—চন্দ্র এবং সম—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

বৃহস্পতির মিত্র—রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল; শত্রু—বুধ ও শুক্র এবং সম—শনি।

শুক্রের মিত্র—বুধ ও শনি; শত্রু—রবি ও চন্দ্র এবং সম—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

শনির মিত্র—বুধ ও শুক্র; শত্রু রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এবং সম—বৃহস্পতি।

প্রত্যেক রাশির অধিপতি গ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার মিত্র এবং সপ্তম রাশির অধিপতি তাহার শত্রু, সুতরাং রাশির অধিপতি ধরিয়াও গ্রহণের শত্রুমিত্রাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরপৃষ্ঠা-লিখিত তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল :—

* অন্তমিত গ্রহ দুর্বল ও অন্তর্ভকর।

† পরাজিত ও মার্গগত গ্রহ দুর্বল ও অন্তর্ভকর।

গ্রহমিত্রচক্র

রাশি	অধিপতি গ্রহ	পঞ্চম রাশি	অধিপতি মিত্র গ্রহ	নবম রাশি	অধিপতি মিত্রগ্রহ	সপ্তম রাশি	অধিপতি শত্রুগ্রহ
মেঘ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	তুলা	শুক্ৰ
বৃষ	শুক্ৰ	কন্যা	বৃধ	মকর	শনি	বৃশ্চিক	মঙ্গল
মিথুন	বৃধ	তুলা	শুক্ৰ	কুম্ভ	শনি	ধনু	বৃহ
কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	মকর	শনি
সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	মেঘ	মঙ্গল	কুম্ভ	শনি
কন্যা	বৃধ	মকর	শনি	বৃষ	শুক্ৰ	মীন	বৃহ
তুলা	শুক্ৰ	কুম্ভ	শনি	মিথুন	বৃধ	মেঘ	মঙ্গল
বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃষ	শুক্ৰ
ধনু	বৃহ	মেঘ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	মিথুন	বৃধ
মকর	শনি	বৃষ	শুক্ৰ	কন্যা	বৃধ	কর্কট	চন্দ্র
কুম্ভ	শনি	মিথুন	বৃধ	তুলা	শুক্ৰ	সিংহ	রবি
মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	কন্যা	বৃধ

তাৎকালিক মিত্রতা।—এতদ্ভিন্ন লগ্নমতে গ্রহগণের শক্রমিত্রভাব পরিদৃষ্ট হয় ; যথা—লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ও দ্বাদশ রাশির গ্রহগণ যদি পরস্পর শক্রে হয়, তাহা হইলে তাহা সম এবং সম হইলে তাহা মিত্র ও মিত্র হইলে তাহা অতিমিত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তৃতীয় ও একাদশ রাশিহু এবং চতুর্থ ও দশম রাশিহু গ্রহগণের ঐরূপ তাৎকালিক মিত্রাধিভাব গৃহীত হয়। অপরাণব রাশিতে ইহার ঠিক বিপরীত হয়।

চিরপঞ্জিকা

বার-গণনা

যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, বৎসরের শেষ দিনেও সেই বার হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার পরের বার হইতে বৎসরের আরম্ভ হয় ।

যে কোন বৎসর কোন বারে আরম্ভ হইয়াছে বা হইবে অর্থাৎ সেই বৎসর বৈশাখ মাসের ১ম দিন কি বার, তাহা জানিতে হইলে নিম্ন-লিখিতমতে গণনা করিলেই জানা যাইবে ।

যে শতাব্দীর* ১ম বৈশাখের বার জানিতে হইবে, সেই শতকের অঙ্ক হইতে ১৫১৩ বিয়োগ কর ; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ৩৯,৪৪৭৯৪৫৭কে গুণ কর ; গুণফলে ১৭৯৮,২০০ যোগ কর ; পরে ঐ যোগফলকে ১০,৮০,০০০ দিয়া ভাগ কর ; ইহাতে যে অঙ্ক লক্ষ হইল, তাহাকে লক্ষাঙ্ক বলে । এই লক্ষাঙ্ক ৭ দিয়া হরণ করিলেই বার প্রাপ্ত হইবে । ১ থাকিলে সোমবার, ২ থাকিলে মঙ্গলবার, ৩ থাকিলে বুধবার, ৪ থাকিলে বৃহস্পতিবার, ৫ থাকিলে শুক্রবার, ৬ থাকিলে শনিবার ও শূন্য থাকিলে রবিবার জানিবে । এই লক্ষ বার শকাব্দার বৈশাখ মাসের ১ম দিনের বার হইল ; সুতরাং ইহাতে যে কোন মাসের যে কোন তারিখের (মধ্যগত দিনসংখ্যা যোগ করিয়া পরে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া) বার অবগত হওয়া যায় ।

উদাহরণ :- ১২৯৬ সালের প্রথম বৈশাখ কি বার গিয়াছে ?

এখানে ১২৯৬ সাল শকাব্দা ১৮১১, এই শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে প্রথম ১৫১৩ বিয়োগ করিলাম ; তাহাতে ২৯৮ হইল ; ইহাকে 'অক্ষপিণ্ড' কহে । এই অক্ষপিণ্ড দ্বারা ধ্রুবাঙ্ক ৩৯, ৪৪, ৭৯, ৪৫৭কে গুণ করিলাম ; গুণফল ১৩৭, ৫৫, ৪৮, ৭৮, ১৭৬ হইল ; ইহার সহিত ১৭, ৯৮, ২০০ যোগ করিলাম ; তাহাতে ১১৭, ৫৫, ৬৬, ৭৮, ৩৮৬ যোগফল হইল । পরে ঐ যোগফলকে ১০৮০,০০০ দ্বারা হরণ অর্থাৎ ভাগ করিয়া ১০৮,৮৪৮ লক্ষ হইল ; ইহাকে লক্ষাঙ্ক কহে । এই লক্ষাঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ ৬ থাকিল । সোমবার ১ হইলে, সুতরাং ৬ সংখ্যায় শনিবার ; জানিলাম, ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন শনিবার হইয়াছে ।

* বাঙ্গালা সনে ৫১৫ সংখ্যা যোগ করিলে শকাব্দা হয় । [সন-তারিখ গণনা দেখ]

যে কোন মাসের যে কোন তারিখের বার ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যাইবে। মধোর দিনসংখ্যা ইহাতে যোগ ও পুনরায় ৭ দিয়া ভাগ দিলেই ইচ্ছবার লক্ষ হয়।

প্রকারান্তর

(শকাব্দায়তে)

সাধারণ বার-গণনার সহজ সঙ্কেত।

মাসাক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৬
শ্রাবণ	৩
ভাদ্র	০
আশ্বিন	৩
কার্ত্তিক	৫
অগ্রহায়ণ	০
পৌষ	১
মাঘ	২
ফাল্গুন	৪
চৈত্র	৬

যে শকাব্দার যে মাসের যে তারিখের বার জানিতে হইবে, সেই শকাব্দ ও তাহার চতুর্থাংশ এবং পার্শ্বলিখিত সেই মাসের মাসাক, যত তারিখ হইয়াছে, তাহার অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ২, এইগুলি একত্র যোগ করিয়া সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। ১ রবি, ২ সোম ইত্যাদিক্রমে অতীষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে।

যে শকাব্দ চতুর্থাংশে ভগ্নাংশ উৎপাদন করে অর্থাৎ চারিভাগ করিতে মিলিয়া না যায়, তাহার ভগ্নাঙ্কস্থলে পূর্ণ ১ ধরিয়া লইবে। যেমন, শকাব্দা ১৮১১এর চতুর্থাংশে ৪৫২৬ স্থলে ৪৫৩১ যে শকাব্দ চতুর্থাংশে ভগ্নাঙ্ক না হইয়া মিলিয়া যায়, সেই শকের ভাদ্র ও আশ্বিনের গণনার সময় উহাদের মাসাক ০ ও ৩এর পরিবর্তে ৬ ও ২ ধরিতে হইবে; কিন্তু অগ্ন্যায় মাসের সময় নহে।

উদাহরণ :- ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমী-পূজা হইল, সে দিন কি বার ?

এখানে ১৮১১ শকাব্দ ও তাহার চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্কস্থলে পূর্ণ ১ লইয়া ৪৫৩; আশ্বিন মাসের মাসাক ৩; তারিখ ১৭ এবং অতিরিক্ত ২; একত্রে ২,২৮৬ সমষ্টি হইল। তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৪ অবশিষ্ট রহিল। ৪ সংখ্যার বুধবার; সুতরাং ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমী-পূজার দিন বুধবার জানিলাম।

(বাঙ্গালা সনমতে)

বাঙ্গালা সনের বার-গণনাতেও ঐরূপ প্রক্রিয়া করিয়া ফল প্রাপ্ত হইবে;—কেবল প্রভেদ এই যে, যে সনের চতুর্থাংশ করিতে ১ অবশেষ

থাকে, যেমন ১২৯১১৯৫, তাহারই ভাদ্র ও আশ্বিনের মাসাঙ্ক যথাক্রমে ৬১২ হইবে।

উদাহরণ :—উপরের শকাব্দার উদাহরণটি সনে আনিলে অর্থাৎ ১৮১১ শকের স্থানে ১২৯৬ সন ধরিলে, ঐ ১৭ই আশ্বিনের অষ্টমী-পূজার বুধবার পাওয়া যায় কি না? পূর্বপ্রক্রিয়ামতে সনাক্ষ ১২৯৬, চতুর্থাংশ ৩২৪, মাসাঙ্ক ৩, দিনাক্ষ ১৭, অতিরিক্ত ২, সমষ্টি ১,৬৪২ হইল। ৭ দ্বারা ঐ ১,৬৪২কে হরণ করিলে পূর্ববৎ ইহাতে ৪ অবশেষ রহিল; সুতরাং ইহাতেও ঐ বুধবার নির্ণীত হইল। (ইংরাজী সনমতে)

ইংরাজী সনমতে বার-গণনা করিতে হইলেও প্রায় পূর্ববৎ প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তরলাভ হয়; কেবল মাসাঙ্ক ও অতিরিক্ত অঙ্কের বিভিন্ন সংখ্যা ধরিতে হয় ও ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা লিপ্-ইয়ারের কয়েক মাসে যোগ করিতে হয় না। নিম্নে নিয়ম প্রদত্ত হইল :—

মাসাঙ্ক	
জানুয়ারী	০
ফেব্রুয়ারী	৩
মার্চ	৩
এপ্রিল	৬
মে	১
জুন	৪
জুলাই	৬
আগষ্ট	২
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	০
নভেম্বর	৩
ডিসেম্বর	৫

ইংরাজী সালের অঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ, পার্শ্ব-লিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত সংখ্যা ৬, একত্র করিয়া তাহার সমষ্টিকে ৬ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ১ থাকিলে রবি, ২ থাকিলে সোম ইত্যাদিক্রমে বার অবগত হইবে।

যে ইংরাজী সালে চতুর্থাংশে মিলিয়া যায়, তাহাকে 'লিপ্-ইয়ার' কহে। লিপ্-ইয়ারের মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ মাসের বার-গণনায় অতিরিক্ত সংখ্যা ৬ যোগ করিতে হইবে না।

উদাহরণ :—খৃঃ ১৮৮৯, ৫ই অক্টোবর কি বার? এখানে ইংরাজী সনের অঙ্ক ১৮৮৯ চতুর্থাংশ,— ভগ্নাক্ষস্থানে পূর্ণ ১ লইয়া ৪৭৩, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক অক্টোবরের ০, তারিখের সংখ্যা ৫ ও অতিরিক্ত ৬, একত্রে সমষ্টি হইল ২৩৭৩; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট কিছুই রহিল না, সুতরাং ০ শুল্ক সংখ্যায় শনিবার জানা গেল। অতএব উত্তর, খৃঃ ১৮৮৯ সালের ৫ই অক্টোবর শনিবার।*

* এই কয় প্রক্রিয়াতেই যদি কদাচিৎ উত্তর না মিলে, তাহা হইলে ১ যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলেই সিদ্ধিত হইবে।

তিথি-গণনা

যে তিথিতে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার ১১ তিথি অন্তরে সেই বৎসর শেষ হয়। সূর্য যখন যে রাশিতে যে অংশে অবস্থান করে, তাহার দ্বাদশ অংশের মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলেই 'অমাবস্যা' হয়। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে এক রাশির একাংশগত হইলে তাহাকে প্রকৃত অমাবস্যা কহে। এতদ্-বিপরীতে অর্থাৎ সূর্য হইতে ঠিক অর্ধ-পথ ব্যবধানে ১৬৮ হইতে ১৮০ অংশমধ্যে উপস্থিত হইলে, তাহাকে 'পূর্ণিমা' কহে এবং সমসূত্রপাতে ঠিক ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে প্রকৃত পূর্ণিমা হইয়া থাকে।

সূর্যের দৈনিক গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা; আর চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ, ১০ কলা ও ১৪ বিকলা। সুতরাং উভয়ে একাংশগত হইবার পর অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা ১২ অংশ, ১১ কলা ও ৬ বিকলা করিয়া অগ্রে গমন করে। চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতির নামই 'তিথি'। এক অমাবস্যার পর হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে 'মুখ্য চান্দ্রমাস' এবং এক পূর্ণিমার পর হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে 'গৌণ চান্দ্রমাস' কহে। যে মাসের তারিখের সংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা বেশী হয়, তাহাকে তৎপূর্ব্ব চান্দ্রমাস কহে। গ্রহগণের গতি একরূপ নহে, ইহা পূর্ব্বই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতি বা তিথি সকল দিন ৬০ দণ্ডব্যাপী হয় না; প্রায়ই ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

প্রতি ১৯ বৎসরান্তে চন্দ্র পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি পূর্ব্ববৎ আবার প্রকাশ হইতে থাকে।

বৎসরের প্রথম দিনের তিথি হইতে ১১শ তিথিতে বৎসরের শেষ হয়, সুতরাং পরবৎসর তাহার দ্বাদশ তিথিতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

যে কোন বৎসরের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের তিথি, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামতে অবগত হইতে পারা যায়।

প্রশ্নের তিথির শক বা সাল ও শক ১৮০৫ বা সন ১২৯০, এই উভয়ের বিয়োগফলকে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পৃথক্ এক স্থানে রাখ। প্রথম রাশিকে ১৭০ দিয়া হরণ করিয়া অপর রাশিতে যোগ কর। যদি ১৭০ দিয়া হরণ না করা যায়, তবে ঐ একটি রাশিকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা "৬" এই ধ্রুবাক্ষ হইতে বিয়োগ করিবে, যদি ৬ হইতে বিয়োগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঐ ৬এ ৩০ যোগ করিয়া

তাহা হইতে বিয়োগ করিবে ; কিন্তু স্মরণ রাখিবে, প্রশ্নের বৎসর যদি ১৮০৫ শক বা ১২৯০ সনের পূর্ববর্তী হয়, তবেই এই বিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা পরবর্তী হইলে ৫ এর সহিত যোগ করিবে। এই বিয়োগ বা যোগফলই অভীষ্ট তিথি জানিবে অর্থাৎ ঐ সংখ্যায় যে তিথি হয়, তাহাই উত্তর। যদি এই উত্তর-রাশি ৩০এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৩০ বিয়োগ করিয়া লইবে।

উদাহরণ :—শক ১৮১১ বা সন ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের ১ম তারিখে কোন্ তিথি ?

এখানে শক ১৮১১ ও শক ১৮০৫ এই উভয়ের বিয়োগফল ৬ ; ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হইল। ইহাকে ১৭০ দিয়া হরণ করা যায় না, সুতরাং ৩০ দিয়া ইহাকে হরণ করিয়া ভাগশেষ ৬ পাইলাম ; প্রশ্নের শক ১৮১১, ঋব শক ১৮০৫ উহার পরবর্তী হওয়ায়, ঋবাস্ক ৬এর সহিত ঐ ৬কে যোগ করিলাম। ১২ সংখ্যা লক্ষ হইল। অতএব ১৮১১ শকের বৈশাখের প্রথম তিথি ১২ সংখ্যায় গুল্ল-দ্বাদশী স্থির হইল।

১ম বৈশাখের তিথি অবগত হইলে, যে কোন মাসের যে কোন দিনের তিথি সহজেই গণনা করিয়া লইতে পারা যায়। (শকাঙ্কামতে)

৭

৬

কালিক

৬

৬

৬

শকের অঙ্ককে চন্ডের হারকাক ১৯ দিয়া হরণ করিয়া তাহাকে ১১ দিয়া পূরণ (গুণ) কর ; ইহাতে উপরিলিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া সমষ্টিতে ৩০ দিয়া হরণ কর। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই অঙ্কের তিথিই* ঐ দিনের তিথি হইবে।

উদাহরণ :—শক ১৮১১ অঙ্কের ১৭ই আশ্বিন কি তিথি ?

এখানে শকের অঙ্ক ১৮১১, ইহাকে ১৯ দিয়া হরণ করিয়া ৬ অবশিষ্ট থাকিতেছে, ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হয়। এই ৬৬, উপরিলিখিত মাসাঙ্ক ৯, দিনাঙ্ক ১৭ এবং অতিরিক্ত ৬, এই কয়েকের

* তিথির অঙ্ককে অমাবস্তার পরদিন অর্থাৎ গুল্ল-প্রতিপদ হইতে '১' ধরিয়া পুনরমাবস্তাবধি ৩০ হইবে।

সমষ্টি হইল ১০০ ; ইহাকে ২০ দিয়া হরণ করিয়া ১০ অবশিষ্ট থাকে
সুতরাং ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন ১০ সংখ্যায় দশমী তিথি উত্তর হইল ।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	১
আষাঢ়	৪
শ্রাবণ	৬
ভাদ্র	৮
আশ্বিন	১০
কার্তিক	১০
অগ্রহায়ণ	১০
পৌষ	১০
মাঘ	১০
ফাল্গুন	১০
চৈত্র	১০

(বাঙ্গালা সনমতে)

যে সালের যে মাসের যে তারিখের তিথি
জানিতে হইবে, সেই তারিখের অঙ্ক পার্শ্বলিখিত
মাসাঙ্ক ও সেই সালের ১ম বৈশাখের তিথির অঙ্ক,
এই কয় সমষ্টিতে ১০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট
যাহা থাকিবে, সেই সংখ্যার তিথিই সেই তারিখের
উত্তরের তিথি হইবে । সমষ্টি ৩০এর অনধিক হইলে
ঐ সংখ্যাতেই উত্তরের তিথি জানিবে ।

উদাহরণ :—বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের ২৫এ জ্যৈষ্ঠ
তারিখে কোন্ তিথি ?

১২৯৬ সালের ১ম বৈশাখের তিথি শুক্রা দ্বাদশী,
ইহা অগ্রে গণনা করিয়া লইলাম ; পরে ঐ শুক্রা
দ্বাদশীর রাশি ১২, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ১ এবং
তারিখের সংখ্যা ২৫. ইহাদের সমষ্টি হইল ৩৮ ; ইহা
৩০এর অধিক বলিয়া ৩০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট
৮ লইলাম । ৮এ শুক্র-অষ্টমী হয় ; সুতরাং ইহাই
প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ জ্যৈষ্ঠ
তারিখের ঈষ্ট তিথি ।

(ইংরাজীমতে)

মাসাঙ্ক	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জানুয়ারী												
ফেব্রুয়ারী												
মার্চ												
এপ্রিল												
মে												
জুন												
জুলাই												
আগষ্ট												
সেপ্টেম্বর												
অক্টোবর												
নবেম্বর												
ডিসেম্বর												

খৃষ্টাব্দে ১ যোগ করিয়া ঐ যোগফলকে ১১ দিয়া হরণ করিলে
ভাগশেষে যে সংখ্যা উৎপন্ন হয়, ইংরাজীতে তাহাকে গোল্ডন নম্বর
(Golden number) কহে ।

গোল্ডন নম্বর (Golden number) হইতে ১ বিয়োগ করিয়া যাহা
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দ্বারা পূরণ করিবে । এইরূপে যের অঙ্ক

লক্ষ হইবে, সেই অক্ষ একত্র করিয়া তাহাকে ৩০ দিয়া হরণ করিবে, যে অক্ষ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ইষ্টদিনের তিথি হইবে।

ইংরাজী প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরকে লিপ্-ইয়ার (Leap-year) কহে। যে অক্ষকে চারিভাগ করিলে কিছুই অবশেষ না থাকে, তাহাই এই চতুর্থ বৎসর বা লিপ্-ইয়ার। লিপ্-ইয়ারের তিথি-গণনায় জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ভিন্ন অপর ১০ মাসের মাসাক্ষের পরিবর্তন হইবে, যথা— মার্চ মাসে ০ শূন্য, এপ্রিল মাসে ২, মে মাসে ২, জুন মাসে ৪, জুলাই মাসে ৪, আগস্ট মাসে ৬, সেপ্টেম্বর মাসে ৭, অক্টোবর মাসে ৮, নবেম্বর মাসে ৯, ডিসেম্বর মাসে ১০ মাসাক্ষ ধরিতে হইবে। ১ম উদাহরণ:— ইং ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কোন্ তিথি ?

প্রথমে ১৮৮৯ অক্ষের গোল্ডন নম্বর স্থির করিতে হইবে। ইহা উপরি-লিখিত নিয়মে স্থিরীকৃত করিলাম ৯, ৯ হইতে ১ বিয়োগ করিয়া ৮ হইল, ৮কে ১১ দ্বারা পূরণ করিয়া হইল ৮৮; ঐ ৮৮, পূর্বলিখিত মাসাক্ষ ৮ ও তারিখের অক্ষ ১৬, ইহাদের সমষ্টি ১০৯কে ৩০ দিয়া হরণ করিলাম। ভাগশেষ থাকিল ১৯। ১৯ সংখ্যায় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি হয়; অতএব ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি উত্তর স্থির হইল। ২য় উদাহরণ:—ইং ১৮৮৪ সালের ১০ই এপ্রিল কোন্ তিথি? পূর্বমতে গোল্ডন নম্বর স্থির হইল ৪। ইহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া থাকিল ৩। ৩কে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পাইলাম ৩৩। এই ৩৩ দিন সংখ্যা ১০ ও লিপ্-ইয়ার বলিয়া মাসাক্ষ ৩এর পরিবর্তে ২, ইহাদের সমষ্টি হইল ৪৫। ত্রিশ দিয়া হরণ করিয়া ১৫ থাকিল। অতএব—উত্তর ১৫ সংখ্যায় পূর্ণিমা তিথি স্থিরীকৃত হইল।

বিখ্যাত জ্যোতিষী পোপ গ্রিগোরির বার-গণনা-প্রণালী এই;—খুঃ অঃ সংখ্যা, তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, খৃষ্টাব্দের শেষ দুই অক্ষ ভাগ করিলে যাহা থাকে, তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, মাসাক্ষের সংখ্যা ও তারিখের সংখ্যা এই সমস্ত একত্র করিয়া তাহা হইতে খৃষ্টাব্দের শেষের দুই অক্ষ বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহা বিযুক্ত কর; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে পূর্ববৎ বারের অক্ষ লক্ষ হইবে। চতুর্থাংশে যদি ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা ভ্যাগ করিবে। যেমন—ইং ১৮৮৮ সালের ২৫এ জুলাইয়ের বার নিরূপণ করিতে খুঃ অঃ ১৮৮৮, খুঃ অক্ষের চতুর্থাংশ ৪৭২, অক্ষের শেষ দুই অক্ষ (৮৮) বাদ দিয়া ১৮এর চতুর্থাংশ ৪, মাসাক্ষ ৬, তারিখের অক্ষ ২৫, ইহাদের সমষ্টি ২,৩৯৫, ইহা হইতে ১৮ বিযুক্ত করিয়া, অবশিষ্ট ২,৩৭৭কে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৪ সংখ্যায়—বুধবার স্থির হইল।

নক্ষত্র-গণনা

৩

০০ ০০ ১

১৫ ১৫

১৫
১৫

কোন নির্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্র-গণনার প্রয়োজন হইলে, অগ্রে সেই দিবসের তিথি নির্ণয় কর। তাহার পর বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ দিনের তারিখের অঙ্ক অপেক্ষা ঐ তিথির অঙ্ক অধিক কি না? যদি অধিক না হয়, তবে ঐ তিথির অঙ্কে উপরিলিখিত মাসাঙ্ক যোগ কর। যদি অধিক হয়, তবে পূর্বমাসের মাসাঙ্ক লইয়া যোগ কর, এই যোগফলের সংখ্যাই নির্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্রসংখ্যা হইবে অর্থাৎ ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী ও ৩ কৃত্তিকা ইত্যাদিক্রমে ঐ সংখ্যায় যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উক্ত দিনের নক্ষত্র জানিবে।

যদি যোগফলের সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিয়া সংখ্যা গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ :—১২৯৬ সালের ২৩এ কার্তিক কি নক্ষত্র?

প্রথমে উক্ত তারিখের যে তিথি, তাহা গণনা করিয়া লইলাম;— তিথি কৃষ্ণা প্রতিপদ। কৃষ্ণা প্রতিপদের অঙ্ক ১৬, মাসের তারিখ ২৩, সুতরাং তারিখের সংখ্যা হইতে তিথির সংখ্যা অধিক নহে, তাহা হইলেই কার্তিকের মাসিকাঙ্ক ১৪, ইহার সহিত তিথির অঙ্ক ১৬ যোগ করিলাম; সমষ্টি হইল ৩০। ৩০ সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক বলিয়া ২৭ উহা হইতে বাদ দিলাম। ৩ থাকিল। ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা; অতএব ৩ সংখ্যায় কৃত্তিকা নক্ষত্র স্থির হইল।

২য় উদাহরণ :—১২৯৬ সালের ৩রা ভাদ্র কোন নক্ষত্র?

এ স্থলে উপরিকথিত মতে প্রথমে তিথি-গণনায় দেখিলাম যে, উক্ত দিবস কৃষ্ণা অষ্টমী। কৃষ্ণাষ্টমীর সংখ্যা ২৩, তারিখের সংখ্যা ৩, সুতরাং দিনসংখ্যা হইতে তিথিসংখ্যা অধিক হইতেছে; অতএব উহা পূর্ব চান্দ্রমাস। এ অবস্থায় উপরের নিয়মানুসারে 'বর্তমান মাসের মাসাঙ্ক না লইয়া' পূর্বমাস জ্ঞাবণের মাসাঙ্ক ৭ লইয়া তিথিসংখ্যা ২৩এর সহিত

যোগ করিলাম। যোগফল ৩০ হইল। ৩০ হইতে ২৭ বিয়োগ করিলাম, অবশিষ্ট ৩ সংখ্যায় কৃত্তিকা নক্ষত্র স্থির হইল।

বার-তিথি-নক্ষত্র-গণনায় যে যে প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কদাচিৎ না মিলিলে উত্তররাশিতে ১ যোগ বা উহা হইতে বিয়োগ করিলে নিশ্চিৎ মিলিবে।

মাস-পরিমাণ

অর্থাৎ

কোন মাস কত দিনে শেষ হয়, তাহারই বিবরণ।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোন মাস কত দিনে শেষ হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি স্কুল তালিকা প্রদত্ত হইল :—

৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ২০ বিপল, ২১ অনুপলে বৎসর শেষ হয়। কিন্তু সাধারণ গণনায় শেষোক্ত ৩১ পল, ২০ বিপল ও ২১ অনুপল পরিত্যক্ত হইয়া নিম্নলিখিত মত গৃহীত হইয়া থাকে।

মাসমান-চক্র

মাস	দিবা	দণ্ড	পল
বৈশাখ	৩০	৫৬	৪৯
জ্যৈষ্ঠ	৩১	২৫	৩৯
আষাঢ়	৩১	৩৮	৩৫
শ্রাবণ	৩১	২৭	৫৭
ভাদ্র	৩১	০	২০
আশ্বিন	৩০	২৫	৪০
কার্ত্তিক	২৯	৫২	৫১
অগ্রহায়ণ	২৯	২০	১
পৌষ	২৯	১৯	৯
মাঘ	২৯	২৭	২৩
ফাল্গুন	২৯	৫০	৪
চৈত্র	৩০	২২	৩
সংবৎসর	৩৬৫	১৫	৩১

দিবা-পরিমাণ

অর্থাৎ

প্রত্যেক দিবা কত দণ্ডে শেষ হয়, তাহার বিবরণ।

যে মাসের যে তারিখের দিবামান জানিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে সেই মাসের পার্শ্ববর্তী মাসিকাক্ষ দণ্ড পল গ্রহণ কর। পরে প্রশ্নের তারিখ যদি ১১ই তারিখের মধোর কোন তারিখ হয়, তবে পূর্ববর্তী মাসের ১১ই হইতে উক্ত তারিখ পর্যন্ত যে কয় দিন হয়, তাহার সংখ্যা আর যদি ১১ তারিখের পরের তারিখ হয়, তবে ঐ বর্তমান মাসের ১১ই হইতে যে কয় দিন হয়, তাহার সংখ্যা গ্রহণ কর। এই দিনসংখ্যা দ্বারা তালিকাস্থিত নির্দিষ্ট মাসের পার্শ্ববর্তী দৈনিকাক্ষ পল-বিপলকে পূরণ কর। তৎপরে ঐ দৈনিকাক্ষ যদি 'ধ' চিহ্নিত হয়, তবে পূর্ব-গৃহীত মাসিকাক্ষের সহিত যোগ কর ; আর যদি 'ঋ' চিহ্নিত হয়, তবে বিয়োগ কর ;—এই যোগ বা বিয়োগফলে যত দণ্ড, যত পল হইবে, প্রশ্নের দিবসের পরিমাণ তত দণ্ড, তত পল নিশ্চিত।

নিম্ন প্রদর্শিত দিবামান-চক্রের প্রথমার্শে ইক্দিবসের অগ্রপশ্চাদ্বর্তী (১১ হইতে ১০ পর্যন্ত) মাস, দ্বিতীয়ার্শে ঐ মাসের নিম্নিত মাসিকাক্ষ দণ্ড-পল এবং তৃতীয়ার্শে দিবসের নিম্নিত দৈনিকাক্ষ পল-বিপল যথাক্রমে লিখিত হইল, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সহজে প্রক্রিয়ার সাধন করা যাইবে।

দিবামান-চক্র

মাস	মাসাক্ষ	দৈনিকাক্ষ
১১ই চৈত্র	হইতে ১০ বৈশাখ	৩০ দণ্ড ৩ পল ধ ৩ ২৪
" বৈশাখ	" " জ্যৈষ্ঠ	৩১ ৪২ ধ ২ ৪৮
" জ্যৈষ্ঠ	" " আষাঢ়	৩৩ ৬ ধ ১ ৮
" আষাঢ়	" " শ্রাবণ	৩৩ ৪০ ঋ ১ ১৪
" শ্রাবণ	" " ভাদ্র	৩৩ ৬ ঋ ২ ৪৬
" ভাদ্র	" " আশ্বিন	৩১ ৪০ ঋ ৩ ২০
" আশ্বিন	" " কার্তিক	৩০ ০ ঋ ৩ ৩০
" কার্তিক	" " অগ্রহায়ণ	২৮ ১৭ ঋ ২ ৪৬
" অগ্রহায়ণ	" " পৌষ	২৬ ৫৩ ঋ ১ ৪
" পৌষ	" " মাঘ	২৬ ২০ ধ ১ ১৪
" মাঘ	" " ফাল্গুন	২৬ ৫৭ ধ ২ ৪৬
" ফাল্গুন	" " চৈত্র	২৮ ২৬ ধ ৩ ২০

উদাহরণ :—২৮এ জ্যৈষ্ঠ দিনমান কত দণ্ড কত পল ?

এখানে ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখ ১১ই তারিখের পর হওয়াতে ১১ই ও ২৮-এর অন্তর ১৭ সংখ্যা গ্রহণ করিলাম। উক্ত জ্যৈষ্ঠের পার্শ্ববর্তী দৈনিকাক্ষ ১পল ৮ বিপলকে ঐ ১৭ সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া, দৈনিকাক্ষ 'ধ' চিহ্নিত থাকাতে নির্দিষ্ট তারিখের পার্শ্বলিখিত মাসিকাক্ষ ৩৩ দণ্ড ৬ পলের সহিত ঐ গুণফল যোগ করিলাম। যোগফল ৩৬ দণ্ড ২৫ পল ১৬ বিপল হইল। সুতরাং ইহাই ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের দিবার পরিমাণ স্থির হইল।

২য় উদাহরণ :—৭ই মাঘের দিবার পরিমাণ কত ?

এখানে ৭ই মাঘ, ১১ই তারিখের মধ্যে তারিখ হওয়াতে, পূর্ব-মাসের ১২ তারিখ হইতে ২৫ দিনসংখ্যা গ্রহণ করিলাম। ১১ই পৌষ হইতে ১০ই মাঘ পর্যন্ত মাসের পার্শ্বস্থিত দৈনিকাক্ষ ১ পল ১৪ বিপলকে ঐ ২৫ দ্বারা গুণ করিয়া দৈনিকাক্ষ 'ধ' চিহ্নিত হওয়াতে, মাসিকাক্ষ ২৬ দণ্ড ২০ পলের সহিত ঐ গুণফল যোগ করিলাম। যোগফল ২৬ দণ্ড ৪০ পল ৫০ বিপল ঐ তারিখের দিনের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইল।

সূর্যের উদয়ান্ত-নিরূপণ

(ঘড়ী মিলাইবার জন্ত ঘণ্টা মিনিট হিসাবে)

যে দিবসের উদয় ও অস্তের সময় নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ কটা কয় মিনিটে সূর্যের উদয় ও কটা কয় মিনিটে সূর্যের অস্তগমন, তাহা জানিতে হইবে, সেই দিনের দিনমান কত দণ্ড, কত পল, তাহা প্রথমে গণনা করিয়া লও। ৩০ দণ্ড হইতে ঐ দিনমান যত অধিক বা অল্প হয়, তাহার দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও পলকে ৫ দিয়া হরণ কর। ঐ গুণফল ও ভাগফল একত্র যোগ করিলে তাহা মিনিট হইবে। এই মিনিটসংখ্যা, ৬ ঘণ্টার সহিত একবার যোগ কর, অথবা ৬ ঘণ্টা হইতে উহা বাদ দাও ;—২টি ফল হইল। দিনমান যদি ৩০ দণ্ডের অল্প হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রথম অর্থাৎ যোগফলে সূর্যের উদয় ও ভাগফলে অস্ত ; যদি অল্প না হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ বিয়োগফলে সূর্যের উদয় ও যোগফলে সূর্যের অস্তগমন হইবে জানিবে।

উদাহরণ:—২১এ শ্রাবণ তারিখে কত ঘণ্টা, কত মিনিটে সূর্যের উদয় ও কত ঘণ্টা, কত মিনিটে সূর্যের অস্ত হইবে ?

প্রথমে ২১এ শ্রাবণের দিবার পরিমাণ গণনা করিয়া লইলাম,—৩১ দণ্ড ৩৫ পল। অনন্তর পূর্বলিখিত নিয়মানুসারে দেখিলাম যে, ৩০ দণ্ড অপেক্ষা ২ দণ্ড ৩৫ পল দিনমান অধিক হইতেছে। ঐ ২ দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও ৩৫ পলকে ৫ দিয়া হরণ করিয়া যথাক্রমে ২৪ ও ৭, এই দুই সংখ্যা হইল। ইহাদের যোগফল ৩১ মিনিট হইল। এই ৩১ মিনিট এবং ৬ ঘণ্টা একবার পরস্পর যোগ ও অণুবার অন্তর করিলাম, যোগফল হইল ৬ ঘণ্টা ৩১ মিনিট আর বিয়োগফল হইল ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট। ৩০ দণ্ড অপেক্ষা তারিখের দিনমান অধিক হইতেছে বলিয়া ঐ বিয়োগফল ৫টা ২৯ মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও যোগফল ৬টা ৩১ মিনিটে সূর্য্যের অস্তগমন স্থির হইল।

২য় উদাহরণঃ—৭ই মাঘের উদয় ও অস্ত কোন্ কোন্ সময় হইবে ?

পূর্বের ন্যায় প্রথমে দিনমান স্থির করিলাম,—২৭ দণ্ড ৪১ পল। ৩০ দণ্ড হইতে অন্তর করিয়া লইলাম ২ দণ্ড ১৭ পল ; দণ্ডকে ১২ দিয়া পূরণ ও পলকে ৫ দিয়া হরণ করিয়া দুইটি সংখ্যা পাইলাম—প্রথমটি হইল ২৪ ; আর দ্বিতীয়টি ৩ হইয়া ২ ভাগশেষ থাকে ; ঐ ২কে বিপল করিয়া ৫ দিয়া হরণ করিলাম—২৩ হইল। ইহা সেকেকু বলিয়া জানিবে। এই ২৪ ও ৩এর যোগফল ২৭ মিনিট, আর ঐ ২৪ সেকেকু একত্রে ৭ মিনিট ২৪ সেকেকু হইল। ৬ ঘণ্টা এবং এই ২৭ মিনিট ২৪ সেকেকু একবার পরস্পর যোগ ও অণুবার অন্তর করিয়া হইল,—৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেকু যোগফল ও ৫ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৩৬ সেকেকু বিয়োগফল। ৩০ দণ্ড অপেক্ষা দিনমান অল্প বলিয়া যোগফল ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেকু সূর্য্যের উদয় এবং বিয়োগফল ৫টা ২১ মিনিট ৩৬ সেকেকু সূর্য্যের অস্ত নির্ণীত হইল।

অয়নাংশ-নির্ণয়

যে শকের যে মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশাদি জানিতে হইবে, সেই শকাব্দার সংখ্যা হইতে প্রথমে ৪২১ বিয়োগ কর। অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া লইবে ; ইহা দিনবোধক রাশি হইল। এই রাশিকে ২০০ দিয়া হরণ করিয়া যত দিন, যত দণ্ড, যত পল ইত্যাদি হইবে, উক্ত শকের বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ তত অয়ন, তত অংশ, তত কলা ইত্যাদি জানিবে অর্থাৎ দিনে অয়ন দণ্ডে অংশ, পলে কলা প্রভৃতি ক্রমে হইবে। এই বৈশাখ হইতে ৪১০ সাড়ে চারি পল প্রতি মাসে ধরিয়া অভীষ্ট মাসাবধি যত পল হইবে, তাহা এই রাশিতে যোগ করিয়া লইলেই যে কোন মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

উদাহরণ : ১৮১১ (১২৯৬ সাল) শকের পৌষ-সংক্রান্তির অয়নাংশ কত ?
সঙ্কেতমতে প্রথমে ১৮১১ হইতে ৪২১ অন্তর করিয়া ১৩৯০ গ্রহণ
করিলাম। ১৩৯০কে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪,১৭০ হইল। ৪,১৭০কে ২০০
দিয়া হরণ করিয়া এবং তাহাকে দিন ধরিয়া লওয়ায়, ভাগফল ২০ দিন
৫১ দণ্ড হইল। ২০ দিনে ২০ অয়ন ও ৫১ দণ্ডে ৫১ অংশ ধরিয়া লইলাম ;
বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ও ৫১ অংশ স্থির হইল। বৈশাখ
হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৮ মাসের ৪১০ পল হিসাবে ৩৬ পলে ৩৬ কলা
উহাতে যোগ করাতে পৌষ সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ১৪ অংশ ৩৬
কলা উত্তর হইল।

(অগ্রমতে)

পূর্বপ্রক্রিয়ানুযায়ী শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া
বিয়োগফল ১৩৯০কে দুই স্থানে রাখ। তাহার পরে উহার এক রাশিকে
১০ দিয়া হরণ করিয়া, হরণফল অষ্ট রাশি হইতে বিয়োগ কর ;
বিয়োগফলকে ৬০ দিয়া হরণ করিয়া লইলেই অভীষ্ট অয়নাংশ ২০ অয়ন
৫১ অংশ হইল। এখন ৮ মাসের ৩৬ কলা উহাতে যোগ করিলেই
পূর্বমত ২০ অয়ন ৫১ অংশ ৩৬ কলা উত্তর হইল।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর রাশিচক্র ৫৪ বিকলা (প্রতিমাসে)
০।০।৪।৩০ সাড়ে চারি বিকলা ও প্রতিদিন ০।০।০।৯ অনুকলা করিয়া
সরিয়া যাইতেছে। প্রতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে বিষুবরেখা হইতে রাশিচক্র
১ অংশ করিয়া সরিতেছে। এইরূপে সরিয়া সরিয়া প্রায় ২৪,০০০ সহস্র
বৎসরের পর পুনরায় পূর্বস্থানে আসিয়া মিলিত হইবে। রাশিচক্র
গতিশীল বলিয়া নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল প্রভৃতি গণনার জন্য অগ্রে সেই
গতির নিরূপণ দ্বারা রাশি-নক্ষত্রের স্থাননির্ণয় অতি আবশ্যক হয় ; সুতরাং
অয়নাংশ-গণনা সহজে করিয়া লইবার জন্য নিম্নে তাহার চিত্ররূপ প্রদর্শিত
হইল, এই চক্র দেখিয়া অতি সহজে সকলেই উহার নির্ণয় করিতে পারিবেন

৪২১ শকে রাশিচক্র বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং যে
কোন শকের অয়নাংশ জানিতে হইলে, তাহা হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া
যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, নিম্নোক্ত চক্রের সেই সংখ্যার ঘরে তাহা প্রাপ্ত
হওয়া যাইবে। আবশ্যকমতে দুই তিন খণ্ডার সংখ্যা একত্র যোগ
করিয়া অভীষ্ট ফল গ্রহণ করিতে হয় ; যেমন ১৮১১ শকের অয়নাংশ
জানিতে হইলে পূর্বমত ৪২১ বাদ দিয়া ১৩৯০এর ১৩০০ ও ৯০ এই উভয়
খণ্ডার অঙ্ক, নিম্নস্থ চক্র দৃষ্টে গ্রহণ করিয়া যোগফল ২০ অয়ন ২১ অংশ
বা ১০ দিন ১১ দণ্ড উত্তর স্থির হয়।

জ্যোতিষ-সংস্করণ

অন্নমাংশ-চক্র

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
১	০	০	৫৪
২	০	১	৪৮
৩	০	২	৪২
৪	০	৩	৩৬
৫	০	৪	৩০
৬	০	৫	২৪
৭	০	৬	১৮
৮	০	৭	১২
৯	০	৮	৬
১০	০	৯	০
২০	০	১৮	০
৩০	০	২৭	০
৪০	০	৩৬	০
৫০	০	৪৫	০
৬০	০	৫৪	০
৭০	১	০	০
৮০	১	১২	০
৯০	১	২১	০
১০০	১	৩০	০
২০০	৩	০	০
৩০০	৪	৩০	০
৪০০	৬	০	০
৫০০	৭	৩০	০
৬০০	৯	০	০
৭০০	১০	৩০	০
৮০০	১২	০	০
৯০০	১৩	৩০	০
১০০০	১৫	০	০
১,১০০	১৬	৩০	০
১,২০০	১৮	০	০
১,৩০০	১৯	৩০	০
১,৪০০	২১	০	০

সন-তারিখ-গণনা

বাংলা ১১৮০ সালের ১০ই চৈত্র ইংরাজী কোন্ সালের কোন্ তারিখ? ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন; উহা বাঙ্গালা কোন্ সাল? ইং ১৭৫৮ সালের ২৩শে জুন বাঙ্গালা কোন্ সালের কোন্ তারিখ ও কি বার? ইত্যাদিরূপ প্রশ্নের বিষয় অনেক সময় আমাদের নিকট ঘটিয়া থাকে এবং অনেকেরই ইহার মীমাংসা করা কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইতে দেখা যায়। পরপৃষ্ঠায় শকাব্দা, বাঙ্গালা সন ও ইংরাজী সালের সামঞ্জস্যপ্রণালী ও বার-তারিখের সম্মিলন-সঙ্কেত অতি সহজ প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হইল :—

শকাব্দাকে বাঙ্গালা সন করিতে হইলে, শকসংখ্যা হইতে ৫১৫ বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই বাঙ্গালা সন হইবে। বাঙ্গালা সনকে শকাব্দা করিতে হইলে উহার বিপরীত অর্থাৎ সনসংখ্যায় ৫১৫ যোগ করিলেই হইবে।

শকাব্দাকে ইংরাজী সাল করিতে হইলে, শকসংখ্যায় ৭৮ সংখ্যা যোগ ও ইংরাজী সালকে শকাব্দা করিতে হইলে ইংরাজী সালের সংখ্যা হইতে ৭৮ বিয়োগ কর।

বাঙ্গালা সনকে ইংরাজী করিতে হইলে, বাঙ্গালা সালের সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ আর ইংরাজী সালকে বাঙ্গালা করিতে হইলে ইংরাজী হইতে ৫৯৩ বিয়োগ কর।

১ম উদাহরণ :—১৪০৭ শক বাঙ্গালা কত ?

এখানে শকাব্দ ১৪০৭ হইতে ৫১৫ বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল ৮৯২—
বাঙ্গালা সন উত্তর হইল। এইরূপ বাঙ্গালাকে শক করিতে হইলে
 $৮৯২ + ৫১৫ = ১৪০৭$ শক।

২য় উদাহরণ :—ঐ ১৪০৭ শক ইংরাজী কত সাল ?

এখানে শকসংখ্যায় ৭৮ যোগ করিয়া ১৪৮৫ ইংরাজী সাল হইল।
ইংরাজীকে শক করিতে $১৪৮৫ - ৭৮ = ১৪০৭$ শক।

৩য় উদাহরণ :—বাঙ্গালা ১১০৫ সাল ইংরাজী কত সাল ?

এখানে ১১০৫ সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ করিয়া ১৬৯৮ ইংরাজী সাল উত্তর
হইল। ইংরাজীকে বাঙ্গালা করিতে $১৬৯৮ - ৫৯৩ = ১১০৫$ বাঙ্গালা সন।

তারিখ গণনা করিতে হইলে অর্থাৎ সাল, মাস, তারিখ ও বার এই সকলগুলির মিলন গণনা করিতে হইলে পরপৃষ্ঠালিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

ইংরাজী তারিখ জানিতে হইলে, বাঙ্গালা সনসংখ্যা, মাসসংখ্যা ও দিনসংখ্যার সহিত যথাক্রমে ৫৯৩৩।১৩ এই তিন সংখ্যা যোগ কর, আর বাঙ্গালা তারিখ জানিতে হইলে ইংরাজী সনসংখ্যা, মাসসংখ্যা ও দিনসংখ্যা হইতে উক্ত ৫৯৩৩।১৩ সংখ্যা বিয়োগ কর ; এই যোগ বা বিয়োগফলই প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর জানিবে ।

এই প্রকার গণনার পূর্বে প্রথমে প্রশ্নের তারিখের বার-গণনা করিয়া লইতে হয় । আর গণনার শেষে উত্তরের তারিখের বার-গণনা করিতে হয় । যদি উভয় বার এক হয়, তবেই উত্তর ঠিক হইয়াছে জানিবে । যদি উভয় বার এক না হয়, তবে উত্তরের বারের সহিত ১।২।৩ এই তিন সংখ্যার যে কোন সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সঙ্গে এক হয়, তাহা করিবে এবং ইহাই উত্তরের অদ্রাস্ত তারিখ জানিবে ।

১ম উদাহরণ :—১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরাজী কোন্ তারিখ গিয়াছে ?

তারিখ গণনা আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রশ্নের বার-গণনা করিয়া দেখিলাম বুধবার ।

পরে উপরের নিয়মমতে ১২৯৪।১০৫ সংখ্যার সহিত ক্রুবাক্ষ ৫৯৩৩।১৩ যোগ করিলাম, যোগফল ১৮৮৮।১১৮ হইল । তাহা হইলেই ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখ হইল । তারিখটি মিলিয়াছে কি না, জানিবার জন্ম ইংরাজী মাসের বার-গণনার নিয়মানুসারে ১৮ই জানুয়ারীর বার গণিয়া দেখিলাম ঠিক বুধবার উঠিল ; অতএব নিশ্চয় জানিলাম যে, ১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী গিয়াছে ।

পুনশ্চ ঐ ১২৯৪ সালের ১৮ই কার্তিক তারিখের ইংরাজী তারিখ গণনার প্রথমে প্রশ্ন তারিখের বার গণিয়া দেখিলাম, বৃহস্পতিবার হইল । উপরিকথিত নিয়মানুসারে তারিখ গণনা করিয়া ১৮৮৭—১০।৩১ অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর হইল । তারিখটি মিলাইবার জন্ম ইংরাজী ঐ ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখে বার গণিয়া দেখিলাম —২ সংখ্যায় সোমবার উঠিল । প্রশ্নের বার বৃহস্পতি গণিয়াছি, উত্তরের বার সোম হওয়াতে জানিলাম যে, উত্তরের তারিখ ঠিক হয় নাই । ১।২।৩ এই তিন সংখ্যার কত যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সহিত ঐক্য হয়, অল্প অনুধাবনেই বুঝিলাম, উত্তরের রাশিতে ৩ যোগ করিলেই বার মিলিয়া যাইবে । সুতরাং তাহাই করিয়া অর্থাৎ উত্তরের রাশি

১৮৮৭।১০।৩১এর ৩১ দিনসংখ্যাতে ৩ যোগ করিয়া ১৮৮৭ সালের ৩রা নবেম্বর অত্রান্ত উত্তর নির্ণয় করিলাম।

২য় উদাহরণ।—ইং ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা কোন্ তারিখ গিয়াছে ?

সঙ্কেতমতে ১৮৮৭।৫।৭ সংখ্যা হইতে ৫৯৩।৩।১৩ সংখ্যা অন্তর করিলে ১২৯৪।১২।২৪ সংখ্যা হয়। সুতরাং ইহাই অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল, ২৪শে বৈশাখ উত্তর স্থির হইল। উত্তরাক্ষ মিলাইবার জন্ত প্রশ্নের তারিখের অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের ৭ই মের বার গণনা করিয়া দেখিলাম, শনিবার উঠিল, আর উত্তরের তারিখের অর্থাৎ ১২৯৪ সালের বৈশাখের বার গণনা করিয়া দেখি, শুক্রবার উঠিতেছে ; সুতরাং উত্তরটি ঠিক হয় নাই ; কিন্তু ১ যোগ করিলে শনিবার হইয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলেই ২৪এর সহিত ১ যোগ করিয়া ২৫এ তারিখ করিলাম ; অতএব ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল, ২৫এ বৈশাখ তারিখ অত্রান্ত উত্তর স্থির হইল।

সূর্য্য পঞ্চাঙ্গ গণনা

অর্থাৎ

সংক্রান্ত ও স্থিতিপলাদির সহিত সংক্রান্তি, বার,
তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ-নিরূপণ।

সংক্রান্তি-নিরূপণ

যে শকের মাসের সংক্রান্তি গণনা করিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাৎপ্রদর্শিত সংক্রান্তির চক্র হইতে সেই শকের বার্ষিকাক্ষ এবং মাসিকাক্ষ গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ করিয়া যোগফলের প্রথমাক্ষ ৭এর অধিক হইলে, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া লও। এই প্রথমাক্ষ সংক্রান্তির বার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে সংক্রান্তি-সংক্রান্তির দণ্ডপলাদি হইবে।

কুট-সংক্রান্তি।—দ্বিতীয় অঙ্কের দণ্ডের মান যদি ৪৭এর অধিক হয়, তবে প্রথমাক্ষে অর্থাৎ বারাক্ষে অতিরিক্ত ১ যোগ করিবে ; যদি ৪২এর অধিক হয় এবং ৪৭এর অনধিক হয় অর্থাৎ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ বা ৪৭ হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের দিনমান নিরূপণ করিয়া তাহার অঙ্কের সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া দেখিবে, এই যোগফল হইতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়াক্ষের দণ্ড

পল অধিক হয় কি না? যদি অধিক হয়, তবে পূর্বক প্রথমাঙ্কে এক বোগ কবিবে। এইরূপে নির্ণীত সংক্রান্তিকেই "কুট-সংক্রান্তি" বলে। কিন্তু কুট-সংক্রান্তি: বাস্তবিক পর মাসের প্রথম দিন।

সংক্রান্তি-চক্র

মাসিকাক		বারিকাক			
মাস	মাসাক	শক	শকাঙ্ক	শক	শকাঙ্ক
বৈশাখ	১১২৫৫	১	১১৫৩২	২০০	৬১৪৫৩
		২	২৩৩১৩	৩০০	৬৩৭১৩৫
জ্যৈষ্ঠ	৪৯৫৫	৩	৩৪৬৩৫	৪০০	৬৩০১৭
		৪	৫২২৬	৫০০	৬২২১৩৮
আষাঢ়	০৩৫১৪২	৫	৬১৭১৩৮	৬০০	৬১৫১১০
		৬	০৩৩৯	৭০০	৬১৭৪২
শ্রাবণ	৪১৪১২৮	৭	১১৪৮৪১	৮০০	৬১০১৪
		৮	৩৪১২	৯০০	৫১৫২৪৫
ভাদ্র	৫৪২২৭	৯	৪১৯১৪৪	১০০০	৫১৪৫১৭
		১০	৫১৩১৫	১,৭০০	৫১৫২৫৯
আশ্বিন	৩৪৩৪	২০	৪১০১০০	১,৮০০	৪১৪৫১০০
		৩০	২৪০১৪৬	২,০০০	৩১৩৫১৩০
কর্কিক	৬১৪৪	৪০	১২১১	৩,০০০	৩১৫১৫০
		৫০	৬৫৬১৩৬	৪,০০০	২১৩
অগ্রহায়ণ	২৩০১৯	৬০	৫৩১৩১	৫,০০০	০১৪৬২৩
		৭০	৪৬৪৪৬	৬,০০০	৬৩১৪০
পৌষ	৫১০৬২৫	৮০	২৪২২২১	৭,০০০	৫১০৬৫৬
		৯০	১৩৭১৩৬	৮,০০০	৪১২১৩
শ্রাবণ	০৬১২২	১০০	৬৫২৩২	৯,০০০	২৪৭১৩০

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের আষাঢ়-সংক্রান্তি কি বার গিয়াছে?

এখানে সন-তারিখ গণনাতে ১২৯৬ সালে ১৮১১ শকাব্দা জানিলাম। পরে সংক্রান্তিচক্রে ১৮১১ শকের বারিকাক একেবারে না পাওয়ার ১১০০-১০-১২ বারিকারে তিন শকের তিন দশি লইয়া একত্র বোগ করিলাম, সমষ্টি

হইল ১১১৩৬।১৭ ; তাহার পর ঐ চক্র হইতে আষাঢ়ের মাসিকাক্ষ ০।৩৫।৪২ লইয়া উহাতে যোগ করিলাম, যোগফল হইত ১২।১১।৫৯ ; প্রথমাক্ষ (১২) ৭এর অধিক বলিয়া উহা হইতে ৭ বাদ দিয়া ৫ লইলাম ; ৫ সংখ্যান্ন বৃহস্পতিবার হয় ; অতএব বৃহস্পতিবার ১১ দণ্ড ৫৯ পলের সময়ে যে আষাঢ়-সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছিল, ইহা গণনায় নিশ্চিত অবশ্য হইলাম ।

২য় উদাহরণ । ১২৯৬ সালের বৈশাখী-সংক্রান্তি কি বারে কোন সময়ে সঞ্চার হইয়াছিল ?

পূর্ববৎ শকাঙ্ক ১১১৩৬।১৭ ও, বৈশাখের মাসাক্ষ ১।১২।৫৫ যোগ করিয়া ১২।৪৯।১২ পাইলাম । প্রথমাক্ষ ১২ হইতে ৭ পরিত্যাগ করিয়া ৫ হইল ; সুতরাং বৃহস্পতিবার ৪৯।১২ পলের সময়ে বৈশাখী-সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছে নিশ্চয় জানিলাম ; কিন্তু দ্বিতীয়াক্ষ (৪৯) ৪৭এর অধিক হওয়াতে, প্রথমাক্ষে ১ যোগ করিয়া তৎপরদিবস শুক্রবার কুট-সংক্রান্তি হইতেছে, গণনা দ্বারা ইহাও অবশ্যারিত হইল ।

তৃতীয় উদাহরণ ।—১২৯৬ সালের কার্তিকী-সংক্রান্তি কি বারে কতক্ষণের সময়ে সঞ্চার হইয়াছিল ?

এখানেও পূর্বমত গণনায় কার্তিক মাসের মাসাক্ষ ৬।৮।৪৪ এবং ঐ শকাঙ্ক (১৮০০) শকের ৪।৪৫।৩০, ১০ শকের ৫।৩৫।১ ও ১ শকের ১।১৫।৩২ একত্র যোগে ১১।৩৬।১৭ যোগ করিয়া ১৭।৪৫।১ পাইলাম ; ১৭ হইতে ৭ ত্যাগ করিয়া ৩ অক্ষ অবশিষ্ট থাকায় মঙ্গলবার হইতেছে ; কিন্তু দ্বিতীয়াক্ষে ৪২এর অধিক ৪৭এর অনধিক এক্ষপ সংখ্যা (৪৫) থাকায়, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে, প্রথমাক্ষে ১ যোগ হইবে কি না, জানিবার জন্য প্রশ্নের তারিখ কার্তিকী-সংক্রান্তি অর্থাৎ ৩২এ আশ্বিনের দিনমান নিরূপণ করিলাম,—২৮ দণ্ড ৪৪ পল ; নিয়মানুসারে এই দিন-মানের অর্ধেকের (১৪।২২) সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া যোগফল পাইলাম ৪৪।২২ চুয়াল্লিশ দণ্ড বাইশ পল ; পূর্বে বারের দণ্ড পল পাইয়াছি ৪৫।১ পঁয়তাল্লিশ দণ্ড ১ পল, সুতরাং বারের দণ্ড পল অধিক হইতেছে, অতএব দ্বিতীয়াক্ষ ৪৫এর অন্য প্রথমাক্ষে ১ যোগ করিতে হইল ; তাহা হইলেই পরদিন বুধবার কুট-সংক্রান্তি হইতেছে স্থিরীকৃত হইল ।

বারগণনা

সূক্ষ্মমতে বার গণনা করিতে হইলে, সংক্রান্তি গণনার মত সমস্তই

করিতে হইবে, কেবল তারিখের সংখ্যা ধরিয়া শকাব্দ ও মাসাব্দের সহিত প্রথমে যোগ করিয়া লইতে হইবে, এইমাত্র প্রভেদ ।

উদাহরণ ।—১২৯৪ সালের ৫ই চৈত্র কি বার গিয়াছে ?

পূর্বমত ১২৯৪ সনে ১৮০৯ শক ধরিয়া তাহার শকাব্দ ($১৮০০ \div ৯$) ৯।৫।১৪ ও চৈত্রের মাসাব্দ ০।৬।২২ ও তারিখের অঙ্ক ৫, একত্র যোগসমষ্টি করিলাম—১৪।১১।৩৬ ; প্রথমাঙ্ক ১৪ হইতে ৭ পরিত্যাগ করিলে ০ শূন্য মাত্র অবশেষ রহিল, সুতরাং শূন্য সংখ্যায় শনিবার উত্তর স্থির হইল ।

বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয়াঙ্ক ৬৭ হইতে অধিক হইলে প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিতেই হইবে এবং আরও অধিক স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে, ৪২।৪৩।৩৩।৪৩।৪৬।৪৭ ইহার কোন সংখ্যা দ্বিতীয়াঙ্কে থাকিলেই প্রঙ্গ তারিখের দিনমান গণিয়া লইয়া সংক্রান্তি-গণনার স্মার পরীক্ষাপূর্বক ১ যোগ করিতে হইবে কি না, নিশ্চিত বুঝিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবে ।

তিথি, নক্ষত্র ও যোগ গণনা

তিথি ও নক্ষত্রের পরিচয় ইতিপূর্বেই একরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে যোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । যে সংখ্যায় যে যোগের প্রকাশ করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

(১) বিষ্ণুস্ত, (২) প্রীতি, (৩) আয়ুজ্ঞান, (৪) সৌভাগ্য, (৫) শোভন, (৬) অতিগণ্ড, (৭) সুকর্মা, (৮) ধৃতি, (৯) শূল, (১০) গণ্ড, (১১) বৃদ্ধি, (১২) ধ্রুব, (১৩) ব্যাঘাত, (১৪) হর্ষণ, (১৫) বজ্র, (১৬) অসূক, (১৭) ব্যতীপাত, (১৮) বরীয়ান, (১৯) পরিঘ, (২০) শিব, (২১) সিদ্ধ, (২২) সাধ্য, (২৩) শুভ, (২৪) শুক্র, (২৫) ব্রহ্ম, (২৬) ইন্দ্র ও (২৭) বৈধৃতি ।

সূক্ষ্মরূপে যে কোন দিনের তিথি, নক্ষত্র ও যোগ নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার সাধন করিবে ।

যে বৎসর যে মাস যে দিন প্রশ্নের তারিখ হইবে, তাহার বৎসরকে ইষ্টাব্দ, মাসকে ইষ্টমাস ও দিনকে ইষ্টদিন কহে ।

সূক্ষ্মতিথি বলিলে তিথি, নক্ষত্র ও যোগ—এই তিনেরই বিষয় প্রকাশ করিবে ।

সূক্ষ্ম তিথিগণনায় যে কোন অক্ষের একখানি পঞ্জিকা অবলম্বন করিতে হয়। এই অক্ষকে 'আশ্রিতাক' কহে।

ইফাঁক ও আশ্রিতাক এই উভয়ের অন্তরকে অক্ষান্তর কহে এবং ইফাঁক হইতে আশ্রিতাক পূর্বের হইলে এই অক্ষান্তরকে ধনাকান্ত ও পশ্চাতের হইলে এই অক্ষান্তরকে ঋণাকান্তর কহা যায়।

১২৯২ সালের ৭ই আশ্বিনের সূক্ষ্মতিথির প্রয়োজন হইলে যদি ১২৮৫ সালের পঞ্জিকা অবলম্বনে গণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ১২৯২ ইফাঁক, আশ্বিন ইফঁমাস, ৭ই তারিখ ইফঁদিন, উভয় সনের অন্তর ৭ সাত সংখ্যা 'ধনাকান্তর' এবং ১২৮৫ সন 'আশ্রিতাক' হইবে।

সর্বাঙ্গে ইফঁদিবসের বার নিরূপণ করিবে। যে কোন অক্ষের পঞ্জিকা একখানি অবলম্বন কর। উভয় অক্ষ হইতে ধনাকান্তর কি ঋণাকান্তর হইল, তাহা দেখ। তিথিচক্রের মধ্যে এই অক্ষান্তরের খণ্ডায় যে সংখ্যা আছে, তাহা ইফঁদিনের সংখ্যাতে যোগ অথবা ইফঁদিনের সংখ্যা হইতে উহা বিয়োগ, নিয়মতে বিবেচনাপূর্বক কর। যদি ধনাকান্তর হয় ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অক্ষ থাকে, তবে এই 'ধ' চিহ্নিত অক্ষ ইফঁদিনের অঙ্কে যোগ কর, আর যদি খণ্ডায় 'ঋ' চিহ্নিত অক্ষ থাকে, তাহা হইলে এই 'ঋ' চিহ্নিত অক্ষ ইফঁদিনের অঙ্ক হইতে বিয়োগ কর। আর যদি ঋণাকান্তর হয় ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অক্ষ থাকে, তবে এই 'ধ' চিহ্নিত অক্ষ ইফঁদিনের অঙ্ক হইতে বিয়োগ, আর 'ঋ' চিহ্নিত অক্ষ উহাতে যোগ কর। এই যোগ বা বিয়োগফলের যে সংখ্যা হইবে, ইফঁমাসের সেই সংখ্যা নির্দিষ্ট তারিখ-আশ্রিত পঞ্জিকায় দেখ। যদি সেই মাসের দিনসংখ্যা হইতে যোগফলের সংখ্যা অধিক হয়, তবে পরবর্তী মাসের যে তারিখে গিয়া পড়িল, সে তারিখ দেখ, আর যদি 'ধ' বা 'ঋ' চিহ্নিত অক্ষ অপেক্ষা তারিখের সংখ্যা তল্প হয়, তবে বিয়োগ করিবার সময় ঐ তারিখের সহিত পূর্বমাসের দিনসংখ্যা যে তারিখ হয়, তাহাই দেখ। আশ্রিত পঞ্জিকার এই নির্দিষ্ট তারিখে যে তিথিবারাক আছে অর্থাৎ যে বার ও তিথির পরিমাণ যত দণ্ড, যত পল, তাহা গ্রহণ কর। পরে পশ্চাৎ-প্রদর্শিত তিথিচক্রের মধ্যে ঐ অক্ষান্তরের খণ্ডায় যে তিথিবারাক (প্রথমাক তিথি, দ্বিতীয়াক বার, তৃতীয়াক ও চতুর্থাক তিথির দণ্ডপল) আছে, তাহা গ্রহণ কর। ধনাকান্তরস্থলে এই উভয় তিথিবারাকের যোগফল ও ঋণাকান্তর স্থলে ইহাদের বিয়োগফল

গ্রহণ কর।* এই যোগ বা বিয়োগফল যাহা হইল, তাহার প্রথমাক্ তিথি, দ্বিতীয়াক্ বার ও তিথি এবং চতুর্থাক্ তিথির দশ ও পল হইবে।

নক্ষত্রগণনার সময় আশ্রিত পঞ্জিকা হইতে তিথিবারাক্ না লইয়া নক্ষত্রবারাক্ প্রথমে নক্ষত্র, দ্বিতীয়ে বার, তৃতীয়ে ও চতুর্থে নক্ষত্রের দশ-পল হইবে। তিথিচক্রের খণ্ডা হইতেও তিথিবারাক্কে পরিবর্তে বারাক্ গ্রহণ করিবে।

যোগগণনার সময়েও ঐরূপ আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্র, এই উভয় হইতে তিথিবারাক্ ও নক্ষত্রবারাক্কে পরিবর্তে যোগবারাক্ লইতে হইবে।

সূক্ষ্মতিথিগণনার তিন স্থানে এই তিন বারাক্ রাখিয়া একবারে তিথি, নক্ষত্র ও যোগের গণনা করা গিয়া থাকে।

সূক্ষ্মতিথিগণনার প্রথমে যে ইষ্টদিনের বারগণনা করা হইয়াছিল, সেই বারের সহিত উত্তরের বারের যদি ঐক্য হয়, তবেই জানিবে যে, গণনা নিভুল হইয়াছে; নতুবা উত্তরের বারে যত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রথমকার বারের সহিত মিলে, আশ্রিত পঞ্জিকার গৃহীত তারিখের ততসংখ্যক পূর্বের বা পশ্চাতের তারিখ লইয়া পুনরায় গণনা করিলে অদ্রান্ত উত্তর পাইবে। তিথি, নক্ষত্র বা যোগ এই তিনের যেটিতে ভুল হইবে, সেইটির পুনর্গণনা করিবে।

তিথি-চক্র

অবান্তরাক্	দিনান্তরাক্	বাঁক্	রাঁক্	যোগবারাক্
		তি	নক্ষত্র	
১	৭	৪১১২৮১১৬	৩১১১৩১৩	৩১১৪২১৪৭
২	১৪	৮১২৩৬১২২	৫১২২৬১৬	৫১২২৮১২৫

* যোগফলের প্রথমাক্, তিথিগণনার সময় ৩০এর অধিক হইলে ৩০ আর নক্ষত্র বা যোগগণনার সময় ২৭এর অধিক হইলে ২৭ বার দিবে। বয়োগ করিবার সময় উপরের রাশির প্রথমাক্ নীচের রাশির প্রথমাক্ অপেক্ষা লঘু হইলে তিথিগণনার সময় ৩০ ও নক্ষত্রগণনার সময় ২৭ যোগ করিয়া পরে আরম্ভ করিবে।

তিথি-চক্র

অক্ষাংশ	দিনাঙ্ক	তিথি	নক্ষত্র	যোগ	
৩	ঈ	৭	১০৩৩২৮৩১	৯২৫৫৮২৮	১০৩৩২৯৪
৪	ঈ	০	১৪৪১৩৬৪৭	১২৪১১১৩৩	১২৪১১৫২
৫	ষ	৮	১৮৬৫৫৩	১৫৫৫২৪৩৩	১৫৫৫২৭২৯
৬	ঈ	১৩	১৯৫৫৭৭৫৮	১৮৫৫৬৫৫৪	৩৯৬১১১৮
৭	ঈ	৬	২৩০১৩৬১৪	২১০১৯৫৭	২২০১৪৪৫
৮	ষ	২	২৭১১৩৪৩৩	২৪১১২৩০	২৪১১৩০৩
৯	ষ	৯	১২৫২৪৪৬	০২২৩৬৩	০৩১২২৩০
১০	ঈ	১২	৩৩৩৪৪৪৫	৪৪৪৯২৭	৪৩৩৬৩৯
১১	ঈ	৫	৭৫৩৩১	৭৫২২১০	৭৪৫২৯৬
১২	ষ	২	১১৬২২১১৭	১০৬৩৩৫১২	১০৬৩৪২৩৩
১৩	ষ	৯	১৫০৩৩৩৩	১৩০৪৮১৬	১২০১২৭২২
১৪	ঈ	১২	১৭১১৩১৩২	১৬১১২০৩৭	১৭১১২৮১০
১৫	ঈ	৫	২১২৪৯৪৮	১৯২৩৩৪০	১৯২১২৪৯
১৬	ষ	৩	২৪৩৩৯১	২২৩৪৪৬৪৩	২২৩৫৬৩৫
১৭	ষ	১০	২৮৪১২৭১৭	২৫৪১৫৯৪৬	২৪৪১৪২৩৩
১৮	ঈ	১১	০৫১২৯১৬	১৫৩২৮	২৫৪৩৪২
১৯	ঈ	৪	৪৬৩৭১২৩	৪৬৪৫১০	৪৬২৯৯
২০	ষ	৩	৮০৫৫৪৮	৭০৫৮১৪	৭১১১১২৩
২১	ষ	১০	১২২১১৪১৪	১০২১১১১৭	৯১১৫৭১০৪
২২	ঈ	১০	১৪৩৩৬২	১৩২১১৩৩৮	১৪৩৩৮১৩৩
২৩	ঈ	৪	১৮৪১২৪১৮	১৬৩৩৬৬৪১	১৬২১৪৪১১
২৪	ষ	৪	২২৫৪২৩৪	১৯৫৫৯৪৪	১৯৫২৬২৭
২৫	ষ	১১	২৬০১০৫০	২২৬২২১৪৭	২২৬১২২৩৬
২৬	ঈ	১০	২৭৬৫৩৫৬	২৫৬৫৫৯	২৬০১৩১৪
২৭	ঈ	৩	১১১১২	১১১২৮১২২	১১১৫৫৪২
২৮	ষ	৫	৫২২৩০১৮	৪২২১১১৫	৪২৪১১৪০

জ্যোতিষ-বহুকার

তিথি-চক্র

অক্ষাংশসংখ্যা	দিনসংখ্যা	তিথিমানসংখ্যা	মহাসংখ্যা	যোগসংখ্যা	
২৯	ধ	১২	৫১৩১৫৮৩৪	৭১৩৩৪১২৮	৭১৪২৪১৭
৩০	ঋ	৯	১১১৪১৪৫১৩৬	১১১৫১৭১২০	১১১৪১২৮১২৬
৩১	শ্র	২	১৫১৫১৫৮১৪৯	৩৪১৬২০১২০	১৩১৪১২৪১৪৪
৩২	ধ	৫	১৯১০১৯১০	১৭১০১৩৩১২৬	১৬১৬১৫৬১৪১
৩৩	ধ	১২	২৩১৩১৩১২১	২০১৫১৪৬১২৯	১৯১৩১২৯১৩৮
৩৪	ঋ	৮	১৫১২১২৭১১৯	২৩১২১২৮১৫৯	২৩১২১৪৩১১৭
৩৫	শ্র	১	২৯১৩১৪১৩৫	২৬১৩১৩১৫৩	২৬১৩১২৫১৪৪
৩৬	ধ	৬	২১১৪১৪১৮	২১১৪১৪১৫৬	১১১২১২১৪২
৩৭	ধ	১৩	৬৫১২৩১৪	১০১৫১৫৮১০	৪১৫১৫৪
৩৮	ঋ	৮	৮১৩১১৫১৩	৮১৬১০১২২	৯১৬১২৪১৪৮
৩৯	শ্র	১	১২১০১৩৩১১৯	১১১০১৪৩১২৫	১১১০১৪০১৪৬
৪০	ধ	৭	১৬১২১৫১৩৫	১৪১১১৫৬১২৮	১৪১১১২৪১১২
৪১	ধ	১৪	২০১৩১৯১২	১৭১৩১৯১৩১	১৭১৪১৫১৪০
৪২	ঋ	৭	২২১৪১২১৫০	১৩১৩১৪১৩১৫৩	২১১৪১৯১৪৯
৪৩	শ্র	০	২৬১৫১২০১৬	২৩১৪১৫৪১৫৬	১৩১৫১৫১৪৭
৪৪	ধ	৭	০১৬১৩৮১২৩	২৬১৬১৬১০	২৭১৬১৩৮১১৪
৪৫	ধ	১৪	৪১০১৫৬১৩৮	২১০১২১১০	১০১৫১৪১২২
৪৬	ঋ	৭	৫১০১৫৩১২২	৫০৮১৩১২৩	৬১০১২৪১৫১
৪৭	ধ	১	৯১২৩৯১২৪	৮১২১১০৪১১	৮১২১১০৪১১
৪৮	ধ	৮	১৩১৩১২৬১৬	১১১৩৯১৯১২৮	১১১৩১২৫১১৫
৪৯	শ্র	১৩	১৫১৪১১৮১১	১৫১৪১৫২১৩০	১৫১৩১৫৭১২৪
৫০	ঋ	৬	১৯১৫১৩৬১৩৩	১৮১৬১৫৩১৪	১৮১৫১২৯১৫১
৫১	ধ	১	২৩১৬১৫৫১৩৬	২১১০১১৩৭	২৩১৬১২৫১৫০
৫২	ধ	৮	২৭১১৩২১১২	২৪১১৩১৩১৪০	২৩১১৩১৩৬
৫৩	ঋ	১২	২৯১২১৪১৫১	০১২১৪১১	০১১১২১২২৫
৫৪	শ্র	৬	৩১৩১২১৭	৩১১১১৭১৪	৩১২৩৫১৫২

তিথি-চক্র

অক্ষয়	দিন	তিথি	নক্ষত্র	যোগ
৫৫	শ ২	৬।৪।৪১।২৩	৬।৩।৩০।৭	৬।১০।৮।১৯
৫৬	শ ৩	১।১।৪।৪৯।৩৯	৯।৫।৪৩।১০	৮।৬।২।৩।১৭
৫৭	শ ১১	১।২।৫।৫২।৩৪	১।২।৬।১৫।৩২	১৩।৬।২।৩।৫৬
৫৮	শ ৪	১।৬।০।১০।৫০	১।৫।০।২৮।৩৫	১।৫।০।৩।৫৪
৫৯	শ ৩	২।০।১।২৯।৬	১।৮।১।৪১।৩৫	১।৮।১।৫।২।১
৬০	শ ১০	২।৪।২।৪৭।২২	২।১।২।৫৪।১১	২।০।২।৩।১
৬১	শ ১১	২।৬।৩।৩৯।২১	২।৪।৩।২৭।২	২।৫।৩।৩।৫।৮
৬২	শ ৪	০।৪।৫।৭।৩৭	০।৪।৪।০।৫	০।৪।২।৪।৫।৬
৬৩	শ ৩	৪।৬।১।৫।৫৩	৩।৫।৫।৩।৮	৩।৬।৭।২।৩
৬৪	শ ১০	৮।০।৩।৪।৯	৬।০।৫।১।১	৫।৬।৫।৩।২।১
৬৫	শ ১১	১।০।১।২।৬।৮	৯।০।৩।৮।৩৩	১।০।০।৫।৪।০
৬৬	শ ৪	১।৪।২।৪।৪।২।৪	১।২।১।৫।০।১।৪	১।২।১।৪।০
৬৭	শ ৪	১।৭।৩।৩।৩।৭	১।৫।৩।৪।৩।৮	১।৫।৩।২।৪।২।৫
৬৮	শ ১১	২।১।৪।২।১।৫।৩	১।৮।৪।১।৭।৪।০	১।৭।৪।৩।২।৩
৬৯	শ ১০	২।৩।৫।১।৩।৫।২	২।২।৫।৫।০।৪।৪	২।২।৫।৩।২
৭০	শ ৩	২।৭।৬।৩।২।৮	২।৫।০।৩।৪।৭	২।৫।৬।৫।১।২।১
৭১	শ ৪	১।০।৫।০।২।৪	১।১।১।৬।৫।০	০।০।৩।৭।২।৮
৭২	শ ১১	৫।২।৮।৪।০	৪।২।২।৯।৫।৩	৩।২।১।৯।৫।৪
৭৩	শ ১০	৭।৩।০।৩।৯	৭।৩।২।১।৫	৮।৩।২।০।৩।৩
৭৪	শ ৩	১।১।৪।১।৮।৫।৫	১।০।৪।১।৫।১।৮	১।০।৪।৬।৩।১
৭৫	শ ৭	১।৫।৫।৩।৮।১।১	১।৩।৫।২।৮।১।৮	১।৩।৫।৪।৮।৫।৮
৭৬	শ ১২	১।৯।৬।৫।৫।২।৭	১।৬।৬।৪।১।২।৪	১।৬।০।৩।১।২।৫
৭৭	শ ৮	২।০।৬।৪।৮।২।২	১।৯।০।১।৩।৪।৫	২।০।০।১।৫।৩।৪
৭৮	শ ২	২।৪।১।৬।৩।৮	২।২।১।২।৬।৫।৮	২।২।১।০।৮।৩।২
৭৯	শ ৩	২।৫।১।১।৪।৪।৫	২।৪।২।৩।৯।৫।১	২।৫।৩।১।০
৮০	শ ১০	২।৩।৪।৩।১।০	১।৩।৫।২।৫।৪	১।৪।৪।৯।২।৭

তিথি-চক্র

কলকাত্ত্বাৎ	বিনাস্ত্বাৎ	তিথিব্যাৎ	নকত্রব্যাৎ	যোগব্যাৎ
৮১	ঋ ৮	৪৪১০৫১০	৪৫১২৫১০৬	৫৫১৫৫১০
৮২	ঋ ১	৫৫১০৫১০৬	৬৬১০৫১০৬	৭৬১০৫১০৬
৮৩	ষ ৬	১১১০১১১৪২	১৭১০১১১২২	২৩১০১১১০৬
৮৪	ষ ১০	১৬১০১২১০৮	১৪১০১৪১২৫	১০১০১৪১০৭
৮৫	ঋ ৮	১৮১০১৩১০৭	১৬১০১৩১০৭	১৭১০১৩১০৬
৮৬	ঋ ১	২৩১০১৪১০৩	২১১০১৪১০৩	২০১০১৩১০৩
৮৭	ষ ৭	২৫১০১৫১০২	২২১০১৫১০৩	২১১০১৫১০৩
৮৮	ষ ১৪	২৯১০১৬১০২	২৫১০১৬১০৬	২৪১০১৬১০৬
৮৯	ঋ ৭	৩১১০১৬১০৩	২৬১০১৬১০৩	২৫১০১৬১০৩
৯০	ষ ০	৩৩১০১৬১০৮	৩১১০১৬১০৩	৩০১০১৬১০৮
৯১	ষ ৭	৩৫১০১৬১০৩	৩২১০১৬১০৬	৩১১০১৬১০৬
৯২	ঋ ১৪	৩৭১০১৬১০৭	৩৩১০১৬১০৮	৩২১০১৬১০৮
৯৩	ঋ ৬	৩৯১০১৬১০৮	৩৪১০১৬১০৩	৩৩১০১৬১০৮
৯৪	ষ ১	৪১১০১৬১০৮	৩৫১০১৬১০৮	৩৪১০১৬১০৮
৯৫	ষ ৮	৪৩১০১৬১০৩	৩৬১০১৬১০৭	৩৫১০১৬১০৩
৯৬	ঋ ১০	৪৫১০১৬১০৩	৩৭১০১৬১০৩	৩৬১০১৬১০৩
৯৭	ঋ ৬	৪৭১০১৬১০৬	৩৮১০১৬১০৬	৩৭১০১৬১০৬
৯৮	ষ ১	৪৯১০১৬১০৬	৩৯১০১৬১০৬	৩৮১০১৬১০৬
৯৯	ষ ০	৫১১০১৬১০৬	৪০১০১৬১০৬	৪০১০১৬১০৬
১০০	ঋ ১০	৫৩১০১৬১০৮	৪১০১০১০৩	৪১০১০১০৩

উদাহরণ। ১২১৬ সালের ২৫ এ আষাঢ় কি তিথি ?

এখানে ১২১৬ ইষ্টাব্দ, আষাঢ় ইষ্টমাস ও ২৫এ ইষ্টতারিখ; যে পঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া গণনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা ১২১৪ সনের; সুতরাং ১২১৪ আশ্বিনাব্দ। আশ্বিনাব্দ ও ইষ্টাব্দের অন্তরফল অক্ষান্তর ২ এবং ইষ্টাব্দ হইতে আশ্বিনাব্দ পূর্বকালের হওয়ায় ইহা ধনাক্ষান্তর হইল।

একশ্রেণে প্রথমে প্রথমে তারিখের কায় গণনা দ্বারা উক্ত দোষবিষয় অবলম্বন

হইয়া পরে গণনা আরম্ভ করিলাম ; তিথি-চক্রের মধ্যে অকান্তর ২এর খণ্ডায় দিনান্তর ১৪ সংখ্যা লইলাম এবং ইহা 'ধ' চিহ্নিত থাকাতে, ইষ্ট তারিখ ২৫এর সহিত যোগ করিলাম, যোগফল ৩৯ হইল । আশ্রিতাদের আষাঢ় মাসের দিনসংখ্যা ৩২, সুতরাং (৩৯-৩২=৭) আষাঢ়ের দিনসংখ্যা অতিক্রম করিয়া ৭ দিন অধিক হওয়াতে ৭ই শ্রাবণ তারিখ হইল ; অতএব আশ্রিত পঞ্জিকায় ইহা শ্রাবণের তিথিবারাঙ্ক । প্রথমে তিথির অঙ্ক, তৎপরে বারের অঙ্ক, তৎপরে দণ্ড ও পলের অঙ্ক (২।৬।৪৫।৪৯) গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিলাম । পরে '২' এই অকান্তরের খণ্ডায় তিথিবারাঙ্ক (৮।২।৩৬।৩২) গ্রহণ করিলাম ; অকান্তর, ষনাকান্তর বলিয়া এই উভয় তিথিবারাঙ্ক একত্রে যোগ করিলাম, যোগফল হইল ১০।৯।২২।২১, ইহার প্রথমাঙ্ক ১০ সংখ্যায় শুক্র-দশমী তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক হইতে ৭ বাদ দিয়া অবশিষ্ট '২' সংখ্যায় সোমবার ও শেষের ২২ ও ২১ সংখ্যায় ঐ দশমী তিথির স্থিতি-দণ্ডপল অবগত হইলাম, অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় সোমবার শুক্র-দশমী তিথি ২১ দণ্ড ১১ পল পর্য্যন্ত ছিল, ইহা গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল ।

পুনশ্চ, পূর্বের গণনায় সোমবার পাইয়াছিলাম, এক্ষণে '২' সংখ্যায়ও সোমবার হইল ; সুতরাং উভয় বারের ঐক্য হওয়ার গণনাযে অভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয় ।

২য় উদাহরণ—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় (উপরের তারিখ) কি নক্ষত্র কতক্ষণ ছিল ?

এখানে পূর্বের উদাহরণে প্রদর্শিত তিথিগণনার সমস্ত প্রক্রিয়া করিয়া, কেবল আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্রের বার হইতে তিথিবারাঙ্কের পরিবর্তে নক্ষত্রবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া যোগ করিলাম, সমষ্টি ১৫।৯।৭।৯ ; এক্ষণে ইহার মধ্যের বারাঙ্ক ৯ হইতে পূর্ববৎ ৭ বাদ দিয়া সোমবার হইল ; সুতরাং গণনা ঠিক হইয়াছে জানা গেল ; অতএব প্রশ্নের তারিখে অর্থাৎ ২৫এ আষাঢ় দিনে ১৫ সংখ্যায় স্বাতীনক্ষত্র ৭ দণ্ড ৯ পল পর্য্যন্ত ছিল, পরে পরবর্তী বিশাখানক্ষত্র পড়িয়াছে জানিলাম ।

৩য় উদাহরণ—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় (ঐ তারিখে) কি যোগ হইয়াছিল ? পূর্ববৎ প্রক্রিয়ার তিথি ও নক্ষত্র বারাঙ্কের পরিবর্তে আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্র হইতে যোগবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া একত্র করিলাম, যোগফল হইল ২১।৮।৫।৪।৩৯, ইহার উত্তরে রাশি হইবে, কিন্তু ইহার দ্বিতীয়াঙ্ক বারের সংখ্যা হওয়াতে রবিবার হইতেছে জানিলাম,

আর পূর্বের গণনায় ইষ্টতারিখ সোমবার জানিয়াছি, অভাব বারাহের অনেক্য হওয়াতে উত্তরটি ঠিক হয় নাই। রবিবারে ১ যোগ করিলেই সোমবার মিলিয়া যায়, অতএব আশ্রিত পঞ্জিকার ৮ই শ্রাবণ তারিখে ১ যোগ করিয়া তাহার পরবর্তী ৮ই শ্রাবণের যোগবারাহ লইয়া পুনরায় গণনা করিলাম, এবার যোগফল হইল ২২।১।৪৮।৭।২২; এই যোগের নাম সাধ্য; অতএব উক্ত তারিখে অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় সোমবার সাধ্যযোগ ২৮ দণ্ড ৮ পল পর্যন্ত ছিল, অবধারিত হইল।

তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও বার এই চারি বিষয়ের নিরূপণপ্রণালী বিবৃত হইল; এক্ষণে করণ গণনার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। করণ যথা,—

(১) বব, (২) বালব, (৩) কোলব, (৪) তৈতিল, (৫) গর, (৬) বণিজ, (৭) বিষ্টি, (৮) শকুনি, (৯) চতুষ্পাদ, (১০) নাগ, (১১) কিস্তুল। যোগ ও করণজনিত শুভাশুভবিচার কোষ্ঠীপ্রকরণ ও 'শুভদিন' অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

করণগণনা করিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে,—

প্রথমে ইষ্টদিবস ও তৎপূর্বদিবসের তিথি নিরূপণ কর। '৬০' দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল যোগ করিয়া তৎপূর্বদিবসের তিথির দণ্ডপল ঐ সমষ্টি হইতে বিয়োগ কর, ইহাই তিথির মান। তিথির মানকে ২ ভাগ করিলে পূর্বার্দ্ধ মান হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পূর্বার্দ্ধ মান অপেক্ষা ইষ্টদিবসের তিথির দণ্ডপল ন্যূন কি অধিক। যদি অধিক হয়, তবে তিথির সংখ্যাকে অধিক করিয়া তাহা হইতে '২' আর যদি ন্যূন হয়, তবে '১' বিয়োগ কর এই যোগ বা বিয়োগফলকে ৮ দিয়া হরণ করিলেই করণ উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ ভাগশেষ ১ থাকিলে বব, ২ থাকিলে বালব, ৩ থাকিলে কোলব, ৪ থাকিলে তৈতিল, ৫ থাকিলে গর, ৬ থাকিলে বণিজ ও ৭ বা ৮ থাকিলে বিষ্টিকরণ হয়। কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ১এ শকুনি, অমাবস্যা তিথিতে ২এ চতুষ্পাদ ও ৩এ নাগ এবং শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে ০ শূন্য থাকিলে তাহা কিস্তুল করণ বলিয়া অভিহিত হয়।

দ্বিগুণিত তিথিসংখ্যা হইতে যদি ১ বিয়োগ করিয়া থাক, তাহা হইলে করণের দণ্ডপল ঐ তিথির দণ্ডপলের সমান হইবে, আর যদি ২ বিয়োগ করিয়া থাক, তবে তিথির দণ্ডপল হইতে পূর্বার্দ্ধ মান বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই করণের দণ্ডপল হইবে।

শেষোক্ত স্থানে অর্থাৎ যথায় পূর্বার্দ্ধ মান নিযুক্ত করিয়া করণের

দণ্ডপল নিরূপিত হয়, তথায় উক্ত করণের পরবর্ত্তী করণের সঞ্চার ঐ ইষ্টদিবসের মধ্যেই হইবে এবং তাহার পরিমাণ ঐ তিথির পরিমাণের সমান হইবে।

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় তারিখে কোন্ করণ হইয়াছিল ?

এখানে সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদিবসের ও তৎপূর্ব্বদিবসের তিথি নিরূপণ করিয়া লইলাম ; ইষ্টদিবসের তিথি শুক্র-দশমী ২৪ দণ্ড ১ পল, আর তৎপূর্ব্বদিবসে নবমী ২৮ দণ্ড ৪১ পল। ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল '২৪'। ১এর সহিত '৬' দণ্ড যোগ করিলাম—৮৪।১ হইল। পূর্ব্বদিনের তিথির ২৮।৪১ উহা হইতে বিয়োগ করায়, বিয়োগফল ৫৫।২০ হইল। ইহাই তিথির মান, ইহাকে '২' দিয়া ভাগ করিয়া ২৭।৪০ হইল ; ইহা তিথির পূর্ব্বার্দ্ধ মান। পরে এই পূর্ব্বার্দ্ধ মান হইতে ইষ্টদিনের দণ্ডপল ন্যূন হওয়াতে তিথিসংখ্যা, '১০কে' দ্বিগুণ করিয়া যে '২০' গুণফল হইল, তাহা হইতে '১' বিয়োগ করিলাম, '১৯' থাকিল। ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলাম, তাহাতে '৫' অবশিষ্ট থাকায় '৫' সংখ্যায় গরকরণ উত্তর হইল ; আর ঐ গরকরণের দণ্ডপল তিথির সমান ছিল, ইহাও অবধারিত হইল।

১ম উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ৮ই কার্ত্তিক কোন্ করণ কতক্ষণ ছিল ?

ইষ্টদিনের তিথি অমাবস্যা ৩৬।৩০ দণ্ড এবং পূর্ব্বদিনের তিথি চতুর্দশী ৩৮।৫৫ উহা পূর্ব্ববৎ প্রথমেই গণনা করিয়া লইলাম। ৬০ দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮।৫৫ যোগ করিলাম, ৯৬।৩০ হইল। পূর্ব্বদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮।৫৫ উহা হইতে বিয়োগ করিলাম, তিথির মান ৫৭।৩৫ হইল ; ইহাকে দুই দিয়া ভাগ করিলাম, ২৮।৩৩ পূর্ব্বার্দ্ধ মান হইল। ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ এই পূর্ব্বার্দ্ধ মান ২৮।৩৯ হইতে অধিক হইতেছে, অতএব ইষ্টদিনের তিথির সংখ্যা অমাবস্যার সংখ্যা '০' ও '৩০'কে দ্বিগুণ করিয়া যে ৬০ হইল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলাম, ৫৮ অবশেষ থাকে, ইহাকে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ভাগশেষের ২ সংখ্যায় বালবকরণ উত্তর হয়, কিন্তু অমাবস্যা তিথিতে এই '২' থাকিতেছে বলিয়া উহা প্রক্রিয়ার সূত্রানুসারে চতুষ্পাদকরণ বলিয়া পরিগণিত করিলাম, সূত্রাৎ ইষ্টতারিখের চতুষ্পাদকরণ স্থিরীকৃত হইল ; আর এই করণের দণ্ডপল জানিবার জন্ম তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ মান ২৮।৩৩ বিয়ুক্ত করিলাম। বিয়োগফল ৮।৫৭ আট দণ্ড সাতান্ন পল ঐ করণের দণ্ডপল

হইল, পরে কিন্তুলকরণ পড়িবে ও তাহার দণ্ডপল তিথির দণ্ডপলের : সমান হইবে, ইহাও গণনায় অবগত হওয়া গেল।

ত্র্যাহস্পর্শ-গণনা

যেদিন অহোরাত্র ৬০ দণ্ডের মধ্যে ক্রমাবয়ে তিন তিথির সঞ্চার হয়, সেই দিনকে “ত্র্যাহস্পর্শ” কহে। “ত্র্যাহস্পর্শ” গণনায় নিম্নমত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

যে দিবসের ত্র্যাহস্পর্শ গণনা করিতে হইবে, সূক্ষ্মতিথি-গণনা দ্বারা প্রথমে অবগত হও, সেদিনের তিথি, নক্ষত্র ও যোগের দণ্ডমান, ৪এর সমান কি তদপেক্ষা অল্প কি না। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ উহাদের দণ্ডমান ৪এর অধিক না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেইদিন “ত্র্যাহস্পর্শ” হইবার সম্ভাবনা আছে। নিশ্চয় জানিবার জন্য আশ্রিত পঞ্জিকায় যে তারিখ ধরিয়া গণনা হইতেছিল, তাহার পরের তারিখ ধরিয়া অল্প বার গণিয়া দেখ, যদি উভয় গণনায় বারের সংখ্যা একরূপ হয়, তবে উক্ত তারিখে নিশ্চয় “ত্র্যাহস্পর্শ” হইবে জানিবে।

রাশিগণনা

যে কোন ব্যক্তির কি রাশি, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র কি, তাহা নক্ষত্রগণনামতে গণনা করিয়া লও। পরে ঐ নক্ষত্রসংখ্যাকে ৪ দিয়া পূরণ করিয়া পূরণফলকে ‘১’ দিয়া হরণ কর। এই হরণফলের সংখ্যাই রাশির সংখ্যা হইবে। যদি হরণের সময় ভাগশেষ ৩এর অধিক থাকে, তবে ভাগফলে অতিরিক্ত ‘১’ যোগ কর। যদি ১, ২ বা ৩ ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্রের ১, ২ বা ৩ পাদ থাকিতে পরবর্তী রাশির সঞ্চার জানিবে। যেমন কোন ব্যক্তির রাশিগণনায় প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র গণনা দ্বারা রেবতী উঠিল, রেবতীর সংখ্যা ‘২৭’। নিম্নমানুযায়ী ‘২৭’কে ৪ দ্বারা পূরিয়া ‘১০৮’ হইল; ১০৮কে ৯ দ্বারা হরণ করিলাম, ‘১২’ ভাগফল হইয়া মিলিয়া গেল, অবশিষ্ট কিছুই রহিল না, সুতরাং ‘১২’ সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির মীন রাশি স্থিরীকৃত হইল।

২য় উদাহরণ।—কাহারও রাশি গণনা করিতে প্রথমে নক্ষত্রগণনা দ্বারা পুষ্যা নক্ষত্র পাইলাম; তাহার কি রাশি হইবে?

পুন্ড্রা নক্ষত্রের সংখ্যা '৮' ; '৮'কে '৪' দিয়া পুরিয়া '৩২' হইল, ৩২কে '৯' দিয়া হরিয়া ভাগফল '৩' এবং ভাগশেষ '৫' থাকিতেছে ; সুতরাং '৫' সংখ্যা '৩'এর অধিক হওয়াতে ভাগফলে '৩'এর অতিরিক্ত '৯' যোগ করিলাম, ৪ হইল ; অতএব এই ৪ সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির কর্কট রাশি নির্দ্ধারিত হইল ।

৩য় উদাহরণ ।—যাহার চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম, তাহার রাশি কি হইবে ?

চিত্রার সংখ্যা '১৪', '১৪'কে ৪ গুণ করিয়া ৫৬ হয়, ৫৬কে ৯ দিয়া ভাগ দিলে ৬ ভাগফল হইয়া ২ অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং চিত্রার অর্ধেক পর্য্যন্ত ৬ সংখ্যায় কন্ডা রাশি ৩ পরের অর্ধেক অর্থাৎ ২ পল থাকিলে ৭ সংখ্যায় তুলা রাশি হইবে ।

গ্রহসংস্কার-গণনা

(রবি)

গ্রহগণ অনবরত পূর্বাভিমুখে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহেরই পরিভ্রমণের নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র 'পথ' বা 'কক্ষা' আছে। প্রত্যেক পথ বা কক্ষা রাশিচক্রের অনুরূপ ২৭ নক্ষত্র ও ১২ রাশিতে বিভক্ত। কখন কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে, গ্রহসংস্কারগণনা দ্বারা তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মানবের সাধারণ শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা গিয়া থাকে, সুতরাং কোন্ দিনে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে বা রাশিতে অবস্থান করে, তাহার নির্ণয়-জ্ঞাত পরিশিষ্টে রবিচন্দ্র ভিন্ন অগ্র গ্রহগণের সংস্কারের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে রবি ও চন্দ্রের সংস্কার গণনা কিরূপে করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। রবিসংস্কার গণনা করিতে হইলে, সাধারণতঃ যে মাসের ষষ্ঠ তারিখ, সেই মাসাধিষ্ঠিত রাশির প্রায় তত অংশে রবির অবস্থিতি ধরা হয়। রাশির অংশ নির্দিষ্ট হইলে তথায় নক্ষত্রেরও নির্ণয় সহজে হইয়া থাকে ; কিন্তু নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা একবারেই সুস্বরূপে উহার নির্ণয় হইতে পারে। নিম্নম যথা—

যে মাসের যে তারিখের রবিসংস্কার গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ হইতে সেই মাস পর্য্যন্ত যে কয়েক মাস গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা গ্রহণ কর। এই মাসসংখ্যাকে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলে তারিখের সংখ্যা যোগ কর, এই যোগফলকে ৩ দিয়া পুরিয়া ৪৫ দিয়া হরণ কর। যদি ভাগশেষ থাকে, তবে ভাগফলে

অতিরিক্ত ১ যোগ কর। এক্ষেপে যে অঙ্ক লক্ষ হইবে, সেই অঙ্কের নক্ষত্রে উক্ত তারিখে রবির সঞ্চার জানিবে।

পুনশ্চ, যদি গুরুরাশি ভাগশেষ থাকে অর্থাৎ ৩৬, ৩৭, ৩৮ বা ৩৯ থাকে, তাহা হইলে উক্ত দিবসেই কতক্ষণ পরে পরবর্তী নক্ষত্রে রবির সঞ্চার হইবে, আর যদি লঘু রাশি অর্থাৎ ১, ২, ৩ বা ৫ থাকে, তাহা হইলে কতক্ষণ পরে রবি নির্ণীত ঐ নক্ষত্রে আগমন করিবেন, মনে রাখিবে।

উদাহরণ।—২৫এ ফাল্গুন রবি কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করেন? এখানে মাসসংখ্যা ১১কে ৩০ দিয়া পূরণ করিলাম,—৩৩০ হইল। এই গুণফলে তারিখের সংখ্যা ২৫ যোগ করিলা ৩৫৫ পাইলাম। ইহাকে ৩ দিয়া পূরণ করিলা ১,০৬৫ হইল। এই গুণফলকে ৪০ দিয়া হরণ করিলাম, ২৬ ভাগফল হইয়া ২৫ অবশেষ থাকিল। অতিরিক্ত ১ লইয়া ভাগফলের সংখ্যা ২৬এর সহিত যোগ করিলাম, ২৭ হইল, অতএব উক্ত তারিখে রবি ঐ ২৭ সংখ্যক রেবতী নক্ষত্রে অবস্থিত আছে, গণনার নিশ্চিত হইল।

(চন্দ্র)

চন্দ্রের সঞ্চার গণনা করিতে হইলে, যে মাসের যে তারিখের তিথি গণনা করিতে হইবে, সেই তারিখের তিথি অনুসারে নক্ষত্র নিরূপণ কর (তিথি-নক্ষত্র-গণনা দেখ)। নিরূপিত নক্ষত্রেই চন্দ্রের সে দিবসের সঞ্চার জানিবে। রাশিগণনার সঙ্কেত অনুসারে নক্ষত্র হইতে রাশির নির্ণয় হয় এবং উক্ত দিনে চন্দ্রকে ঐ নক্ষত্রের চন্দ্র বলিয়া থাকে।

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ৫ই পৌষ তারিখে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ রাশিতে চন্দ্রের সঞ্চার ছিল?

এখানে তিথিগণনামতে প্রহ্ন-তারিখের পঞ্চমী তিথি নির্ণয় করিয়া, তাহা হইতে নক্ষত্রগণনামতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র স্থির করিলাম; রাশিগণনার ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভরাশি উঠিল; অতএব উক্ত দিনে চন্দ্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভরাশিতে অবস্থিত এবং “কুম্ভের চন্দ্র” নামে প্রকাশিত ছিলেন।

রবিচন্দ্র ভিন্ন অণ্ড গ্রহ

অর্থাৎ

মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং

কেতুর সঞ্চার-গণনা

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে গ্রহগণ কোন নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় সমান রাশির সমান সমান অংশে, সমান সমান নক্ষত্রাদির সংমিলন পথে সম্মুখস্থিত।

হর এবং তখন হইতে আবার পূর্ববৎ নিয়মে চক্রপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেই নির্দিষ্ট সময়ের তালিকাও ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সময়ের পরিমাণকে গ্রহগণের 'হারকাক' কহে, বেধ-সৌকর্যের জন্ম গ্রহগণের হারকাক পুনরুৎপাদিত হইল। যথা—মঙ্গলের হারকাক ৭৯ বৎসর, বুধের হারকাক ৪৬ বৎসর, বৃহস্পতির হারকাক ৮৩ বৎসর, শুক্রের হারকাক ৮ বৎসর, শনির হারকাক ৫২ বৎসর এবং রাহুর হারকাক ৫৩ বৎসর নির্ধারিত আছে, আর যখন যে রাশিতে রাহু অবস্থিত করে, তাহার ৭ম রাশিতে সর্বদাই কেতুর সঞ্চার থাকে; সুতরাং উহার হারকাক বা সঞ্চার-বিবরণের পৃথক সংজ্ঞার কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না।

কোন শকে, কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন গ্রহ রাশিচক্রের কোন অংশে অবস্থান করিতেছে, ইহা জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিতরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়।

যে অক্ষের যে মাসের গ্রহসঞ্চার গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের সংখ্যাকে গ্রহের স্বকীয় হারকাকের সংখ্যা দিয়া হরণ কর। যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাকে 'অবশেষ' কহে। যেখানে ভাগশেষ না থাকে, সেখানে হারকাকই ভাগশেষ জানিবে। অনন্তর যে মাসের সঞ্চার-গণনা করিবে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহসঞ্চারচক্রে সেই গ্রহের পার্শ্বে উক্ত অবশেষের ও উক্ত মাসের খণ্ডায় যে সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে, সেই সংখ্যা-নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ইচ্ছিত্বসে উক্ত গ্রহের সঞ্চার নিশ্চিত জানিবে। নক্ষত্রানুসারে পরে রাশি নিরূপণ করিবে। গ্রহসঞ্চারচক্রের এক প্রকোষ্ঠে (যেখানে একের অধিক অঙ্ক লিখিত আছে), তথায় সর্বত্রই প্রথমাক্ষে নক্ষত্র ও পর পর পরবর্তী অঙ্কে পরবর্তী নক্ষত্রে সঞ্চারের তারিখ বুঝিবে, 'ব' চিহ্নিত গ্রহ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে।

উদাহরণ।—১৭৪৬ শকের ২৫এ পৌষ তারিখের জাতকচক্রের কোন গ্রহ কোন নক্ষত্রে কোন রাশিতে অবস্থিত ?

মঙ্গল।—মঙ্গলগ্রহের হারকাক ৭৯ দিয়া শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া ৮ ভাগশেষ থাকিল, ইহাকেই অবশেষ কহে। পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহসঞ্চারচক্রে মঙ্গলগ্রহের সন্নিকট লিখিত '৮' এই অবশেষের খণ্ডায় পৌষ মাসের ঘরে ২২।২৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমাক্ষ ২২ সংখ্যা দ্বারা উক্ত সংখ্যাকে শ্রবণা নক্ষত্রে পৌষ মাসে মঙ্গলের সঞ্চার প্রকাশ করিতেছে আর দ্বিতীয়াঙ্ক ২৯ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছে যে, মঙ্গল ২৯এ পৌষ তারিখে শ্রবণা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রবণার পরবর্তী

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিবে। রাশি-গণনার সহজেতমতে উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; সুতরাং প্রশ্নের শকে ও তারিখে জাতকচক্রে মঙ্গল-গ্রহ অবশ্য নক্ষত্রে মকররাশিতে অবস্থিত জানা গেল।

বুধ।—বুধের হারকাক ৪৬ দ্বারা শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া ৪৪ অবশেষ থাকিল। গ্রহসঞ্চারচক্রে ৪৪এর খণ্ডায় বুধের ঘরে পৌষ মাসের নিম্নে ২০১৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে প্রকাশ করিতেছে যে, বুধগ্রহ প্রশ্নের শকে মাসের প্রথমাবধি পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সঞ্চারিত থাকিয়া, পরে ৯ই তারিখে পরবর্তী উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে। উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; অতএব জাতকচক্রে বুধ মকর রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত জানা গেল।

বৃহস্পতি।—বৃহস্পতির হারকাক ৮২ দ্বারা শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া অবশেষ ৩ থাকিল; গ্রহসঞ্চারচক্রে বৃহস্পতির পার্শ্বস্থ ৩এর খণ্ডায় পৌষের নিম্নে ৮ সংখ্যা পাইলাম, ৮ সংখ্যায় পুষ্যা নক্ষত্র ও পুশ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশি হয়; অতএব উক্ত সময়ে জাতকচক্রে বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশিতে অবস্থিত ছিলেন, ইহা নির্ণীত হইল।

শুক্র।—শুক্রের হারকাক ৮ দ্বারা শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া অবশেষ ২ থাকে। পূর্বমতে সঞ্চারচক্রে ২এর খণ্ডায় ২২১৫ অঙ্ক পাইলাম। ইহাতে প্রকাশ করে যে, উক্ত মাসে শুক্র গ্রহণ হইতে ১৫ই তারিখে ধনিষ্ঠায় সঞ্চারিত হইবেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশি হয়; অতএব প্রশ্ন-তারিখে জাতকচক্রে শুক্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশিতে সংস্থিত বুঝিলাম।

শনি।—পূর্বপ্রক্রিয়ামতে ৫২ হারকাক দ্বারা শনির অবশেষ ৩০ হইল। ৩০এর খণ্ডায় শনির ঘরে পৌষের নিম্নে চক্রে ৪ অঙ্ক পাইলাম, ৪ সংখ্যায় রোহিণী নক্ষত্র ও বুধ রাশি হয়, অতএব উক্ত সময়ে জাতক-চক্রে শনি বুধ রাশিতে রোহিণী নক্ষত্রে ছিল।

রাহু।—পূর্বমতে ৫৩ হারকাক দ্বারা রাহুর অবশেষ ৫০ হইল। ৫০এর খণ্ডায় পূর্বনিয়তমে ২০ সংখ্যা মিলিল। ২০ অঙ্কে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র ও উক্ত নক্ষত্রে ধনু রাশি হয়; অতএব রাহু জাতকচক্রে ধনু রাশিতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন।

কেতু।—সর্বত্রই কেতুগ্রহ রাহুগ্রহের ৭ম স্থানে অবস্থান করে; অতএব রাহুর অবস্থানস্থল ধনু রাশি হইতে ৭ম মিথুন রাশিতে কেতু অবস্থিত ছিল।

এতদ্ভিন্ন রবি-সঞ্চার-গণনা-মতে রবি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু রাশিতে অবস্থিত, ইহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইল।

কোষ্ঠী-প্রকরণ

মানবজাতেরই অদৃষ্টচক্র রাশিচক্রের অধীন। জন্মলগ্নানুযায়ী শুভা-
 শুভ সুখ-দুঃখ জাতকের আজীবন ভোগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে সময়ে
 যেরূপ মুহূর্তে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সেই সময়ের যে পক্ষ,
 যে বার, যে তিথি, যে যোগ, যে করণ ও যে নক্ষত্র থাকে, সেই মাস,
 পক্ষ, বার প্রভৃতির ফলের অনুরূপ ফল আমরা চিরকাল প্রাপ্ত হইয়া
 থাকি।—জন্মসময়ে পূর্বদিকে যে রাশির উদয় থাকে অর্থাৎ যাহা
 আমাদের জন্মলগ্ন হয়, সেই লগ্নের স্বরূপ শুভাশুভ এবং রাশিচক্রে সে
 সময়ে রবি-চন্দ্রাদি গ্রহগণ যে রাশির যেরূপ অংশে যে ভাবে অবস্থিতি
 করেন, সেই সেই রূপেই অনুরূপ শুভাশুভ সুখ-দুঃখ ও পরমায়ুসংখ্যা
 লইয়া আমরা এক সঙ্ক্ষেপে (সংসারে) আজীবন বিচরণ করি। কি
 ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি আন্তিক, কি নাস্তিক, কাহারও
 প্রতি কৃত্রাপি কখনও এই বিচিত্র বিধানের কোন বাজিতবিধি নাই,
 পূর্বতন পুণ্যাত্মা মনোবী জ্যোতির্বিদগণ বহু পরীক্ষায় ইহা প্রতিপন্ন
 করিয়া গিয়াছেন। সহজে ও সংক্ষেপে এতদ্বিষয় যথাক্রমে বর্ণিত
 হইতেছে। যথা—

জন্মমাস

বৈশাখ।—বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত,
 ধার্মিক, সচ্ছনপ্রতিপালক, সদৃগুণশালী ও সকলের প্রিয় হয়।

জ্যৈষ্ঠ।—জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে বিদেশবৃত্তিক অর্থাৎ
 প্রবাসী, ভীরুপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিচিত্রবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়।

আষাঢ়।—আষাঢ় মাসে জন্ম হইলে মানব বহুভাবী, প্রমদাপ্রিয়,
 প্রমত্ত, গুরুবৎসল, বহুবায়ী এবং মন্দাঙ্গপীড়িত হয়।

শ্রাবণ।—শ্রাবণ মাস যাহার জন্মমাস, সে ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ, ধনবান্,
 বদান্ত অর্থাৎ দাতা, দ্বা-পুত্র-ঐত্র-দাসদাসায়ুক্ত ও বহুলোকবাধ্যকারী হয়।

ভাদ্র।—ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধীর, সুন্দরী নারীর
 প্রিয়, শত্রুদমনকারী, কুটিল, মর্গগ্রাহী, শরণাগত-রক্ষক ও হান্তমুখ হয়।

আশ্বিন।—আশ্বিন জন্মমাস হইলে জাতক রাজপ্রিয়, কাব্য ও নৃত্য-
 গীতকুশল, কুশাগ্রবুদ্ধি, সুখী, দাতা, বহুমানশালী ও ভক্তিমান্ হয়।

কার্তিক।—যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ক্রম-
 বিক্রমবৎ ধনাঢ্য, বহুভাবী, কুটবুদ্ধি, স্ত্রীমান ও মুদ্রবিশারদ হয়।

অগ্রহায়ণ ।—যাহার অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম, সেই ব্যক্তি তীর্থাভিলাষী, প্রবাসপ্রিয়, পরোপকারী, সংপ্রকৃতিক, সম্ভাবসায়ী ও ললনাপ্রিয় হয় ।

পৌষ ।—যাহার পৌষ মাসে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি গৃহমন্ত্র, কৃশাল, পরোপকারী, পিতৃধনহীন, কষ্টাগ্রিত, ব্যয়কারী, বিধিভ্রষ্ট ও সুখীর হইয়া থাকে ।

মাঘ ।—জন্মমাস মাঘ হইলে বিদ্যাবিনীত, কুলপ্রধান, সদাচারযুক্ত, প্রবীণ, যোগানুরক্ত, বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রতুলা হয় ।

ফাল্গুন ।—ফাল্গুন জন্মমাস হইলে জাতক প্রিয়ভাষী, সজ্জনপ্রিয়, পরোপকারী, বিমলাভ্যুৎকরণ, দাতা ও অত্যন্ত কামুক হয় ।

চৈত্র ।—চৈত্র মাসে যে ব্যক্তির জন্ম হয়, সে সংকর্ষশীল, বিনয়ী, সুবেশ, ভোগী, সুখী, মধুরানভোগী, সংসঙ্গশীল ও দেবদ্বিজভক্ত হইয়া থাকে ।

জন্মপক্ষ

গুরুপক্ষ ।—গুরুপক্ষে যে ব্যক্তির জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি চঞ্চলচিত্ত, সুশীল, বাক্পটু, সুন্দরশরীর, প্রফুল্ল ও নীতিমান হইয়া থাকে ।

কৃষ্ণপক্ষ । কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হইলে মানব প্রলাপী, ধ্বংসপ্রিয়, নিষ্কুলের উন্নতিকারক এবং অতিশয় কামুক হয় ।

জন্মবার

রবিবার ।—রবিবারে জন্ম হইলে জাতক ধার্মিক, তীর্থসেবী, প্রিয়বদ এবং সামান্য ধনেই ধনী বলিয়া বিখ্যাত হয় ।

সোমবার ।—সোমবার জন্মবার হইলে মনুষ্য প্রসন্নবদন, কামুক, স্ত্রীলোকের প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও অল্পভোগী হয় ।

মঙ্গলবার ।—যাহার জন্মবার মঙ্গলবার হয়, সে ব্যক্তি ক্রুর, সাহসিক, ক্রোধী, কপিলবর্ণ, পরস্পরিত, শ্যামল ও কৃষিকর্মা হয় ।

বুধবার ।—বুধবারে জন্ম হইলে মানব বুদ্ধিমান, পরস্পরিগামী, সুন্দর, শাস্ত্রার্থবিদ, নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী হয় ।

বৃহস্পতিবার ।—যাহার বৃহস্পতিবারে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, মধুরবাক, শান্ত, মান-অভিলাষী, বহুপোষক, দৃঢ়সংকল্প এবং কৃপাবান হয় ।

শুক্রবার ।—যাহার শুক্রবারে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও নারীগণের চিত্তহারী হয় ।

শনিবার ।—শনিবারে জন্ম হইলে জাতক দীন, কৃতঘ্ন, প্রবাসী, কলহপ্রিয়, মুখরোগী ও কুব্ধতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

জন্মতিথি

প্রতিপদ—প্রতিপদে জন্ম হইলে মানব মণিকনকডুষিত, চারুকান্তি, কুলপ্রদীপ, প্রতাপী, বিমলবেশধারী, মনোহর কেশ ও বহুপুত্রবিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়া—দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে বহুগুণশালী, দানশীল, দয়ালু, কুলোজ্জলকারী, নির্যালহৃদয়, অতি বলিষ্ঠ, শত্রুদমনকারী ও বিপুলকীর্তিমান হইয়া থাকে।

তৃতীয়া—তৃতীয়ায় জন্ম হইলে গুণগরিষ্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত গুণশালী, বায়ু-রোগী, রাজানুরাগী, পরোপকারী, পরবিষয়ভোগী, কুতূহলী, সত্যবাদী ও কৃতবিদ্য হয়।

চতুর্থী—চতুর্থীতে জন্ম হইলে স্ত্রী-পুত্র মিত্রাদি-সম্ভোগী, দৃতাভিলাষী, কৃপালু, বিবাদশীল, বিজয়ী ও কঠোরান্তঃকরণবিশিষ্ট হয়।

পঞ্চমী—পঞ্চমী তিথি জন্মতিথি হইলে রাজমাগ্ন, সুশ্রী, কৃপাবান্, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, বাগ্মী, গুণবান্ এবং বন্ধুজনের মাননীয় হয়।

ষষ্ঠী—ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্শ্রেষ্ঠ, চতুর, সুকীর্তিশালী প্রলম্বিত-বাহ, ত্রণময়শরীর, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমী—সপ্তমী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কণ্ঠাবান্, বৈরিবিজয়ী, বিড়ালনেত্র, প্রতাপবান্, দেবতাত্রাঙ্গণপূজাকারী, মহাশ্রী ও পৈতৃক ধনের বিনাশকারী হয়।

অষ্টমী—অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজধনে ধনী, কৃশশরীর, সুশ্রী, কৃপালু, যুবতীপ্রিয়, পশু ও ধনধান্যবিশিষ্ট এবং সুধীর হয়।

নবমী—নবমী তিথিতে জন্ম হইলে বিরোধী, সুজনের অপ্ৰিয়, পরোপকারে মতিমান্, কুশীল, আচারহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমী—দশমী যদি জন্মতিথি হয়, তবে মানুষ বিদ্যাপ্রিয়, ধনপুত্রবান্, দীর্ঘকণ্ঠ, অতি শ্রীমান্, উদারচিত্ত, সুমনা ও দয়ালু হয়।

একাদশী—একাদশী জন্মতিথি হইলে ক্রোধনয়নভাব, ক্রেশসহ, সুভাষী, ক্রিয়াবান্, সুজনপ্রতিপালক, মহামতি, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতি হৃষ্টচিত্ত হয়।

দ্বাদশী—দ্বাদশী জন্মতিথি হইলে মানব সম্ভানবিশিষ্ট, সর্বজনানু-রাগী, রাজমাগ্ন, অতিথিপ্রিয়, অপব্যয়ী ও ব্যবহারদক্ষ (মর্কটমবাজ) হয়।

ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি রূপবান্, সন্তুষ্টহীন, বাল্যকালে সুখী, জবনীপ্রিয়, সর্বদা অলসস্বভাব ও শিল্পকুশল হয়।

শুক্রা চতুর্দশী—শুক্রা চতুর্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধপ্রকৃতি, ক্রোধ-শীল, চোর, কঠোর, বঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারাসক্ত হয়।

কৃষ্ণা চতুর্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির ছয় ভাগের প্রথম ভাগে জন্মিলে শুভ, দ্বিতীয় ভাগে পিতৃনাশ, তৃতীয় ভাগে মাতৃনাশ, চতুর্থ ভাগে মাতুলবিনাশ, পঞ্চম ভাগে বংশনাশ ও ষষ্ঠ ভাগে ধননাশ ও বংশনাশ উভয়ই হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা—পূর্ণিমা তিথি যে ব্যক্তির জন্মতিথি হয়, সেই ব্যক্তি কন্দর্প-তুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, ঞ্চালপথে উপার্জনকারী, সতত সর্ষ, উৎসাহী, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারদক্ষ হয়।

অমাবস্যা—অমাবস্যায় জন্মিলে জাতক ক্রুর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগ-শীল ও চোর হইয়া থাকে।

সিনিবাসী অমাবস্যা—যে অমাবস্যা চতুর্দশীযুক্ত হয়, তাহাকে সিনিবাসী অমাবস্যা কহে। এই সিনিবাসী অমাবস্যা গৃহস্থের গৃহে মনুষ্য দূরে থাকুক, পশু বা পক্ষীও যদি সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে গৃহস্থ ইন্দ্রতুল্য হইলেও অচিরে লক্ষ্মীহীন ও অধঃপতিত হয়।

জগন্নাথ

অশ্বিনী—অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে গজাশ্বমেধাদির তত্ত্বজ্ঞ, জানী, প্রচণ্ড, অতি খল, চঞ্চল, চাটুবাদপ্রিয় ও রাজানুগৃহীত হয়।

ভরণী—ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে ষাণ্মাদির ক্রয়বিক্রয় দ্বারা অর্থ-যুক্ত, ক্রুর, প্রশান্ত, প্রবাসী ও বৈরিবিজয়ী হয়।

কৃত্তিকা—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে উদরপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, প্রচণ্ড, ভীক, স্থূলগণ্ড ও শত্রু কতৃক সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রোহিণী—রোহিণী যাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সেই ব্যক্তি ভোপী, দয়ালু, শুচি, অল্পকোপী, দক্ষ, নৃত্যগীতবিশারদ, অর্থবান্, স্থূলকপোলনেজ, বহা বলিষ্ঠ ও কফবাতপ্রকৃতি হয়।

মৃগশিরা—মৃগশিরা যাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সেই ব্যক্তি হরিণের তুল্য চক্ষুশালী, অতি বলবান্, সুগণ্ড, রাজার প্রিয়, সাহসিক, অতিশয় কামী, চপল, অল্প ধার্মিক, বন্ধু ও পুত্রবিশিষ্ট এবং অল্প ধনে ধনবান্ হয়।

আর্দ্রা—আর্দ্রা নক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি চপল, অতি বলবান্, সর্বদা প্রসন্ন, কামুকজনের সেবাকারী, লুক, ধনবাতযুক্ত ও পুণ্যক্রিয়াসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র বিম্বত হয়।

পুনর্কর্ম—বাহার পুনর্কর্ম নক্ষত্রে জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অতি ধর্মনিষ্ঠ, বর্কর্মদক্ষ, পিতৃমাতৃভক্ত, অত্যন্ত অভিলাষী, বনিতারত, প্রবাসশীল এবং মধুরান্নসেবী হয়।

পুষ্যা—বাহার পুষ্যা নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হয়, সেই মানব শ্রেষ্ঠমতি, কৃতী, কুলপ্রধান, ধনধাত্মযুক্ত, প্রাজ্ঞ, অতি বলবান্, দেবতা-ব্রাহ্মণভক্ত ও সর্ববিদ্যায় সুনিপুণ হয়।

অশ্লেষা—অশ্লেষা বাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সে দ্বিজিহ্বাধারী অর্থাৎ কপটী, ষড়রিপুর বশীভূত, চোর, অতি তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, পিতৃমাতৃঘাতী, শঠ, ক্রান্তিমূর্খ, মিথ্যাবাদী ও বংশ-নাশকারী হয়।

মঘা—মঘা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক বিবাদপ্রিয়, সিংহতুল্য, সুন্দরনেত্র, প্রতাপবান্, অজ্ঞাপত্য, বনিতাবিরোধী, অল্প বলশালী, অল্প বিন্যাবান্ ও নৃপসেবক হয়।

পূর্বফল্গুনী—জন্মনক্ষত্র পূর্বফল্গুনী হইলে মনুষ্য ধনাঢ্য, প্রবাসী; শত্রুহীন, রতিশাস্ত্রনিপুণ, লোকপ্রিয় ও সর্বদা হৃষ্টমনা হয়।

উত্তরফল্গুনী—জন্মনক্ষত্র উত্তরফল্গুনী হইলে মনুষ্য সর্বজনপ্রিয়, দাতা, ধনবান্, পুত্রবান্, অত্যন্ত ক্ষুধাতুর, কোপনয়ম্ভাব ও স্ত্রীসুখবঞ্চিত হয়।

হস্তা—হস্তা নক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব অসন্তোষী, পাপার্থশালী, সুনেত্র, প্রতাপযুক্ত, রাজানুগৃহীত, গুণী, সত্যপরায়ণ, সঙ্গীত বিদ্যাবিদ ও প্রভুভূশালী হয়।

চিত্রা—চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক ধনাঢ্য, সৌভাগ্যবান্, লোকমাগ্ন, লোকপ্রিয়, সদর্শভোগী, মাতৃভক্ত, বিচিত্রকর্মা ও নৃপতুল্য কীর্তিমান্ হয়।

স্বাতী—স্বাতী নক্ষত্রে যদি জন্ম হয়, তবে জাতক বহু রত্নযুক্ত, বাতুদ্রব্যাজীবী, বহুবন্ধ, বহুগৃহ ও বহুধনের অধিপতি এবং মহাসুখী হয়।

বিশাখা—জন্মনক্ষত্র বিশাখা হইলে মনুষ্য প্রবাসী, পণ্ডিতবিরোধী, ধর্মনিষ্ঠ ও গুণ্ডমন্তবিশিষ্ট হয় এবং তাহার দন্ত ও চক্ষু নৌহাঘাত প্রাপ্ত হয়।

অনুরাধা—জন্মনক্ষত্র অনুরাধা হইলে নিত্যপ্রফুল্ল, রিপুঘাতী, বাল্যে প্রবাসী, পরদারসেবী, চোর, ধনাঢ্য ও অপরের স্বত্বভোগী হয়।

জ্যেষ্ঠা—যে ব্যক্তির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ হয়, সেই ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, পদ্মমুখ, পদ্মনেত্র, ক্রুদ্ধ, পণ্ডিত, হৃষ্টবুদ্ধি, পরপীড়ক এবং কলহ-প্রিয় হয়।

মূল্য—মূল্য নক্ষত্রে বাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অতি বলবান্,

ব্যাকুলচিত্ত, সৰ্ববিদ্যানুরাগী, মাতৃবিনাশক, স্বজনোপকারী ও বৃদ্ধকালে দরিদ্র হয় ।

পূর্বাষাঢ়া—পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে স্তাবকগণানুরক্ত, দেবতাভক্ত, বহুগণের মাতা, কার্যদক্ষ ও শত্রুদমনকারী হয় ।

উত্তরাষাঢ়া—উত্তরাষাঢ়ার জন্ম হইলে কুমিগ্রযুক্ত, বনিতাবশীভূত, পণ্ডিত, ধূর্তমতি, কৃশাঙ্গ, মায়াধর ও বঙ্গবানু হয় ।

শ্রবণা—ষাহার জন্মনক্ষত্র শ্রবণা, সেই ব্যক্তি স্বধর্মনিষ্ঠ, মানী, বিবেচক, দেবতা ব্রাহ্মণভক্ত, তীর্থপরায়ণ, বহুপুত্রযুক্ত ও মহাসৌভাগ্যবানু হয় ।

ধনিষ্ঠা—ষাহার জন্মনক্ষত্র ধনিষ্ঠা, সেই ব্যক্তি দীর্ঘতনু, কফপ্রকৃতি, কামুক, বিবাদী, বহুপুত্রযুক্ত, শাস্ত্রবেত্তা, প্রসম্মিতবাহু এবং ভূপতিতুল্য কীর্ত্তিমানু হয় ।

শতভিষা—ষাহার শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হয়, সে অসঙ্গ, নিশ্চেষ্ট, বচনপটু, ধূর্ত, বিবাদী, ব্যক্তিগ্রাহী, বাহনানাভিলাষী, হস্তিপিয় ও বিভবশালী হয় ।

পূর্বভাদ্রপদ—পূর্বভাদ্রপদে জন্ম হইলে অল্পধনী, দাতা, বিনীত, প্রিয়ভাষী, সদবৃত্তিসম্পন্ন, একদেশদর্শী অর্থাৎ পক্ষপাতী, চঞ্চলচিত্ত, প্রবাসী ও নৃপসেবক হয় ।

উত্তরভাদ্রপদ—উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে মনুষ্য গম্ভীর, চেষ্টাসম্পন্ন, শুভবুদ্ধি, পুণ্যমতি, মহাবলশালী, ক্রোধী, প্রভু ও স্থূলতনুসম্পন্ন হয় ।

রেবতী—যে ব্যক্তির জন্মনক্ষত্র রেবতী, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মনোহরকান্তি, শত্রুতাপকারী, বিদ্বানু, নীতিবিদ, বিদেশবাসী ও রাজসেবী হয় ।

জন্মযোগ

বিষ্ণুস্ত—জন্মযোগ বাহার বিষ্ণুস্ত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুস্তযোগে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, স্বাধীনকার্য্যে রত, স্ত্রীপুত্রবহুবান্ধবদিগের সহিত সুখসম্পন্ন এবং গৃহাদি-নির্মাণবিষয়ে সুনিপুণ হয় ।

প্রীতি—যে ব্যক্তি প্রীতিযোগে জন্ম পরিগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি অরোগী, সুখী, প্রফুল্ল, অনুরক্তজনানুরাগী, পণ্ডিতের আশ্রয়-সম্পন্ন এবং যাচকের প্রতি ত্যাগশীল হয় ।

আয়ুস্মানু—আয়ুস্মানুযোগে জন্ম হইলে জাতক ধনুর্দারী, যানবাহন-ভোগী, বহুদেশবিজয়ী, উদ্যানক্রীড়ক, দাসদাসীযুক্ত, উত্তম গৃহবিশিষ্ট ও সর্বদা গর্বিত হয় ।

সৌভাগ্য—সৌভাগ্যযোগে জন্ম হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান্, প্রশংসিত, গুণজ্ঞ, উদারচিত্ত, বলিষ্ঠ, বিবেচক, অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়।

শোভন—শোভনযোগে জন্ম হইলে, জাতক প্রিয়দর্শন, সমৃদ্ধতা, সুপণ্ডিত, সম্মানী, শত্রু কত্বক লাভযুক্ত ও প্রবীণ হয়।

অতিগণ্ডযোগ—অতিগণ্ডযোগে জন্ম হইলে মানব কলহপ্রিয়, যেদ-নিন্দক, ধূর্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগযুক্ত, লোমশ, দীর্ঘদেহ এবং প্রকাণ্ড গণ্ড-বিশিষ্ট হয়।

সুকর্মযোগ—সুকর্মযোগে জন্ম হইলে মানব পরোপকারী, নৃত্য-গীতাদিকুশল, যশস্বী, সৎকর্মানুষ্ঠাতা ও লোকবিখ্যাত হয়।

ধৃতিযোগ—ধৃতিযোগে জন্ম হইলে প্রাজ্ঞ, হৃষ্টান্তঃকরণ, বাগ্মী, সুশীল এবং বিনয়ান্বিত হয়।

শূলযোগ—শূলযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি ভীত, দরিদ্র, দয়িতপ্রিয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বশীভূত, বন্ধুবর্গের শূলস্বরূপ, ভোগশূন্য, শূলরোগাক্রান্ত ও অপ্রিয়কারী হয়।

গণ্ডযোগ—গণ্ডযোগে জন্মিলে মানব স্বার্থপর, পরকার্যহস্তা, পরম্ববাদী, অতি ধূর্ত, অতি শঠ, কুশ্রী ও বন্ধুবর্গের সম্ভাপপ্রদাতা হয়।

বুদ্ধিযোগ—বুদ্ধিযোগে জন্মিলে মানব ভোগী, বিনীত, অর্থব্যবহার-নিপুণ ও ব্যবসায়পটু হয়।

ক্রবযোগ—ক্রবযোগে জন্ম হইলে জাত ব্যক্তি অভিনব কাব্যের প্রণেতা ও বন্ধুবর্গের পরিপোষক হয় এবং তাহার কীর্তি দিগন্তপ্রসারিণী হয় ও সরস্বতী তাহার মুখপদ্মে সর্বদা নৃত্যমানা থাকেন।

ব্যাঘাতযোগ—ব্যাঘাতযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সংলোকের ব্যাঘাতকারী, কঠোরান্তঃকরণ, অসত্যভাষী, দুষ্কদর্শী, দীর্ঘদেহ ও কুশাস্ত্র হয়।

হর্ষণযোগ—হর্ষণযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সুচারুগাভ্র, পদ্মনেত্র, শাস্ত্রপ্রিয়, বিনীত ও অক্রোধী হয়।

বজ্রযোগ—বজ্রযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি গুণী, গুণজ্ঞ, বলবান্, তেজস্বী, রত্নবস্ত্রাদি-পরীক্ষক এবং শত্রুঘাতী হয়।

অসৃকযোগ—অসৃকযোগে জন্ম লইলে জাতক ধনী, কুরূপা; কুমতি, বিদেশগামী, রুধিরপ্রকোপযুক্ত, মহালোভী ও বলীয়ান্ হয়।

বাতীপাতযোগ—বাতীপাতযোগে জন্ম হইলে জাতক কঠোরবাক্য-যুক্ত, শিশুস্বভাব, রোগাতুর, মাতৃহিতকারী এবং পরকার্যে পক্ষপাতী হয়।

বরীন্নান্‌যোগ—বরীন্নান্‌যোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি দাতা,

দয়ালু, অতি সুবেশ, সৎকর্ষকর্তা, মধুরস্বভাব, বলীয়ান এবং লোকবল-সম্পন্ন হয়।

পরিঘষণো—পরিঘষণে জন্ম হইলে মনুষ্য বংশের ঠাকুরস্বরূপা; অসত্যসাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্পান্নভোক্তা ও অরিবিজয়ী হয়।

শিবযোগ—শিবযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি শৈব, বেদবিৎ, জিতেন্দ্রিয়, চারুতনু ও মহাত্মা হয়।

সিদ্ধিযোগ—সিদ্ধিযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মনুষ্য জিতেন্দ্রিয়, সর্ববিদ্যা-বিশারদ, গৌরদেহ, বলিষ্ঠ, মধুরপ্রকৃতি, বিনয়ী, সত্যশীল ও বহুভোগী হয়।

সাধ্যযোগ—সাধ্যযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অসাধ্যসাধন-কারী, বলবান্, অতি ধীর, রিপুবিজয়ী, সদ্বুদ্ধি ও সত্বপায় দ্বারা অর্থবান্, শ্রেষ্ঠ, কৃতার্থ ও বিনীত হয়।

শুভযোগ—শুভযোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক লোক-হিতকারী, পণ্ডিত, সমাজের ইচ্ছাসাধক, নিত্য শুভকর্মা, শোভনবেশধারী ও সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়।

শুক্ৰযোগ—শুক্ৰযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট, সুগন্ধ-মাল্যবস্ত্র-রত্নসম্পন্ন, সভাবিজয়ী, তেজস্বী ও জিতেন্দ্রিয় হয়।

ব্রহ্মযোগ—ব্রহ্মযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব শাস্ত্রাভ্যাসকারী, বর্ণাচারবিশিষ্ট, শান্ত, দান্ত ও চারুকর্মা হয়।

ইন্দ্রযোগ—ইন্দ্রযোগে জন্ম হইলে প্রতাপশালী, বলবান্, শুণ্ডা-শ্লেষপ্রকৃতি, লক্ষ্মীমান, ইন্দ্রতুল্য ও সর্বদা প্রসন্নচিত্ত হয়।

বৈশ্বতিযোগ—বৈশ্বতিযোগে জন্ম হইলে জাতক মৈত্রীবিহীন, কুটিল, খল, মুর্থ, দরিদ্র, পরবঞ্চক, কুকর্ষকর্তা ও পরদাররত হয়।

জন্মকরণ

ববকরণ—ববকরণে জন্ম হইলে জাতক বলিষ্ঠ, ধীর, কৃতী, লক্ষ্মীমান্ ও বিচক্ষণচেতা হয়।

বালবকরণ—বালবকরণে জন্ম হইলে জাতক ক্রিয়াবান্, স্বল্প-প্রতিপালক সেনানায়ক, কুলশীলযুক্ত, উদারবুদ্ধি ও বলীয়ান হয়।

কৌলবকরণ—কৌলবকরণে জন্ম হইলে জাতক বাগ্মী, বিনয়ী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, প্রগল্ভ, তেজস্বী, পণ্ডিতপ্রিয় ও কৃত্ব হয়।

ভৈতিলকরণ—ভৈতিলকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শী, ললনাভিলাষী, কন্দর্পতুলা, সুন্দর বক্তা, গুণজ্ঞ, দক্ষ ও সুশীল হয়।

পরকরণ—পরকরণে জন্মিলে বিচারদক্ষ, অরিপক্ষ-বিজয়ী, বলবান্, পণ্ডিত, বহুহাশ্যযুক্ত, দয়ালু, গুণবান্ ও পরোপকারী হয়।

বাণিজ্যকরণ—বাণিজ্যকরণে জন্ম হইলে প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, গুণবান্, গুণজ্ঞ, বাণিজ্য কর্তৃক অর্থবান্ এবং ভাগ্যপূর্ণ ধনশালী হয়।

বিষ্টিকরণ—বিষ্টিকরণে জন্ম হইলে দরিদ্র, সৌভাগ্যবিহীন, কুচেষ্ঠ, কুংসিত-স্বীবিশিষ্ট, অতিলাভী, দীনহীন ও মন্দবুদ্ধি হয়।

শকুনিকরণ—শকুনিকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি পরধনাপহারী, প্রবঞ্চক, কুরবুদ্ধি, ক্ষিপ্ৰকারী, খড়্গহস্ত, (খুনে), কোপনয়্যভাব, প্রভুর অহিতকারী ও অতিশয় পরত্রীরত হয়।

চতুষ্পদকরণ—চতুষ্পদকরণে যাহার জন্ম, সেই ব্যক্তি সদাচারবর্জিত, স্বল্পবিস্ত, ক্ষীণদেহ ও চতুষ্পদধনে ধনী অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুবিশিষ্ট হয়।

নাগকরণ—নাগকরণে যাহার জন্ম হয়, সে নাগধনাভিলাষী অর্থাৎ বাণিমাণিক্যাদিরত্বাকাঙ্ক্ষী, বক্রোক্তিপটু, অতিশয় সুশীল, জ্যোতিষ কর্তৃক বন্ধুবর্গের সন্তাপদায়ী ও মহাদেবতুল্য রঙ্গভূমির অধিনায়ক হয়।

কিস্তয়করণ—যাহার কিস্তয়করণে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী, ধর্ম ও অধর্মের প্রতি সমজ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ের দ্বারা কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

জন্মরাশি

মেঘ—মেঘ রাশি যাহার জন্মরাশি হয়, সে ব্যক্তি তাম্রবর্ণ, বৃশ্চাকার নেত্রবিশিষ্ট, লঘুভোজী, উষ্ণদ্রব্যভোজী, শাকভোজী, চঞ্চল, প্রসাদগুণশালী, ভ্রমণপ্রিয়, কায়ুক, দুর্বলজানু, অস্থির, ধনশালী, বলবান্, অন্ননাবল্লভ, সেবাজ্ঞ, কুমুখী, ব্রণময়শরীর, মানী, সহদরের প্রধান, শক্তিচিহ্নযুক্ত পাণিতলবিশিষ্ট ও জলভীরু হয়।

বৃষ—বৃষ রাশি যাহার জন্মরাশি হয়, সে ব্যক্তি শ্রীমান্, বিলাসী, বিশালউরু ও বদনবিশিষ্ট, পৃষ্ঠে, বদনে ও পার্শ্বদেশে চিহ্নযুক্ত; ত্যাগশীল কেশসম্বন্ধ, প্রভু, কক্কাহান কচ্ছ), কন্যাসন্তানযুক্ত, স্নেহপ্রকৃতি,

কুমারী, ক্ষুধাতুর, স্থিরচিত্তবিশিষ্ট এবং জীবনের মধ্য ও শেষ অবস্থায় সুখী হইয়া থাকে ।

মিথুন—মিথুন রাশিতে জন্ম হইলে মনুষ্য নারীলোলুপ, সুরতনিপুণ, ভ্রাতৃত্ববর্ধনেত্র, শাস্ত্রবিৎ, দূতক্রীড়াসক্ত, কুক্ষিতমূর্দ্ধজ, নিপুণবুদ্ধি, হাঙ্গ, ইঙ্গিত প্রভৃতিজ্ঞ, চারুদেহ, প্রিয়ভাষী, বহুভোজী, গীতপ্রিয়, নৃত্যবিৎ, স্ত্রীবসহ রতিকারী ও উন্নতনাসিক হয় ।

কর্কট—কর্কট রাশিতে জন্ম হইলে জাতক আবক্র, দ্রুতগামী, সমুন্নতক, স্ত্রীজিত, সংসূহৃদযুক্ত, দৈবজ্ঞ, বহুগৃহশালী, হ্রাসবুদ্ধিশীল, অর্থবান্, স্থলগণ্ডেশবিশিষ্ট, প্রণয়পরবশ, বন্ধুবৎসল এবং মলিল ও কাননপ্রিয় হয় ।

সিংহ—সিংহ রাশিতে জন্মিলে জাতক তীক্ষ্ণভাব, স্থূলতনু, বিশালবদন, পিঙ্গলনেত্র, অল্পাপত্য, স্ত্রীদ্বেষী, মাংসপ্রিয়, কানন ও পর্বতদর্শনাভিলাষী, অকার্য্য ও রোষণপরাষণ, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, উদরের পীড়ায়ুক্ত, দশনরোগী, মানসিক কষ্টবিশিষ্ট, ত্যাগবান, বিক্রমশালী, স্থিরবুদ্ধি, গর্বিত-হৃদয় ও জননীর বশীভূত হয় ।

কন্যা—কন্যা রাশিতে জন্ম হইলে জাতক ধীর, নম্রগামী, মনোহর-নেত্র, শিথিলস্বক্ক ও বাহুযুক্ত, কমনীয় দেহ, সত্যরত, নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত, শাস্ত্রার্থবিৎ, ধাঙ্গিক, মেধাবী, সুরতপ্রিয়, পরগৃহধনভোগী, প্রবাসী, মিষ্টভাষী ও স্বল্পসন্ততিযুক্ত হয় ।

তুলা—তুলা রাশি জন্ম রাশি হইলে মনুষ্য দেবতা, ব্রাহ্মণ ও সাধুজনের পূজায় তৎপর, প্রাজ্ঞ, পবিত্র, উচ্চকায়, উচ্চনাসিক, কৃশদেহ, বাণিজ্য-কুশল, দেবতাবোধক উপাধিবিশিষ্ট, যোগী, বন্ধুবর্গের উপকারক, হীনাস্ত, দুর্বল, ভ্রমণ দ্বারা অর্থবান, কোপনস্বভাব এবং বন্ধুকর্তৃক নিন্দিত ও ভ্যাজ্য হয় ।

বৃশ্চিক—বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হইলে বিশালচক্ষু, বিস্তুতবক্ষঃ, সুগোল জন্বা, উরু ও জানুসম্পন্ন, পিতামাতা গুরুজন হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈশবে রোগী, রাজপূজ্য, পিঙ্গলবর্ণ, ক্রুরকর্মা, মৎস্য, কুলিশ ও পরীচিহ্নযুক্ত করচরণতলবিশিষ্ট এবং আত্মগোপনকারী হয়

ধনু—ধনু রাশিতে জন্ম হইলে মনুষ্য দীর্ঘমুখ, দীর্ঘশিরা, পিতৃধনভাগী, কবি, বীর্ঘ্যবান, বক্তা, স্থূলদন্ত, কর্ণ, অধর ও নাসাবিশিষ্ট, উদ্যমশীল, শিল্পবিৎ, কুঞ্জাস, কুনখী, মাংসল-ভুজশালী, প্রশান্ত, ধর্ম্যবিৎ, বন্ধুদ্বেষী, বলের বশীভূত ও প্রণয়ের বশীভূত হয় ।

মকর—মকর রাশিতে জন্ম হইলে জ্ঞীপুত্রপ্রতিপালক, ধর্মধ্বজী, চারুনেত্র, ক্ষীণকটি, বাক্যগ্রাহী, সৌভাগ্যবান, অলস, পৈশ্চপ্রকৃতি, ভ্রমণশীল, বীর্যবান, কাব্যকর্তা, লোভী, অগম্য স্ত্রী এবং বৃদ্ধানারীগামী, লজ্জাহীন ও নিযুঁগ হয়।

কুম্ভ—কুম্ভ রাশিতে জন্ম হইলে মানব করভকণ্ঠ, শিরালু, খরলোমশ, দীর্ঘতনু, উরু, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, বদন, কটি ও উদরাজে স্থূলতাসম্পন্ন, পরবনিতার নিমিত্ত পাপাসক্ত, ক্ষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন, পুষ্পানুলেপন ও সুহৃদপ্রিয় এবং ভ্রমণানুরক্ত হয়।

মীন—মীন রাশিতে জন্ম হইলে জলজ ধন অর্থাৎ মুক্তাদিভোগী, ব্যবসায়বিৎ, নারীপ্রিয়, সম্পূর্ণ ও কান্তিবিশিষ্ট দেহ, উচ্চনাসিক, বিশাল-শীর্ষ, শক্রদমনকারী, স্ত্রীজিত, চারুকান্ত, নিধনভোগী ও পণ্ডিত হয়।

জন্মলগ্ন

জন্মকালীন বার-তিথি-নক্ষত্রাদি কর্তৃক জাতকের যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, গুণ ও জীবনের ফলাফল সংঘটিত হয়, জন্মমাসাদি বর্ণনার তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষেপে—জন্মকালীন লগ্ন ও রাশিচক্রের অবস্থা অর্থাৎ তদগত গ্রহবর্গের তাৎকালিক অবস্থানবিশেষ দ্বারা যেরূপে মানবের জীবনের শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়, তাহা কথিত হইতেছে। প্রথমে লগ্ন কি ও কিরূপে তাহার নিরূপণ করিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। পূর্বে পরিভাষা-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেমন সংবৎসরের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, তেমনি প্রতিদিনও পর্যায়ক্রমে ঐ দ্বাদশ রাশির উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের সময় মাসাধিষ্ঠিত রাশি (যে মাসের যে রাশি—যেমন বৈশাখে মেঘ, জ্যৈষ্ঠে বুধ) সূর্যাস্তসময়ে তাহার ৭ম রাশি, এইরূপ অহোরাত্র ৩০ দণ্ডের মধ্যে পর পর সমুদয় রাশিই উদিত হইয়া থাকে। নিরক্ষরভূতের সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে যেখানে দিবা ও রাত্রি সমান অর্থাৎ কিঞ্চিন্নানাধিক ৬০ দণ্ড করিয়া হয়, সেখানে রাশিচক্রের ও সূর্য্যের গতির বৈষম্যহেতু এই উদয়-পরিমাণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে; যথা—মেঘ—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। বুধ—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। মিতুন—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। কর্কট—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। সিংহ—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। কন্যা—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। তুলা—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। বৃশ্চিক—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। ধনু—৫ দণ্ড ২১

পল ৫৩ বিপল। মকর—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। কৃত্তিক—৩ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। মীন—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল।

আমাদিগের দেশে বিষ্ণুবরেখার সন্নিকটবর্তী লঙ্কাদ্বীপাদি ভূভাগেই রাশিদিগের উক্তরূপ লগ্নমান হইয়া থাকে। পশ্চিভগণ লঙ্কাদ্বীপ হইতে দেশান্তর নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া উপরিলিখিত খণ্ডকে 'লঙ্কাদয় খণ্ড' কহে। বিষ্ণুবরেখা হইতে যে স্থান যত অন্তর ও যে পরিমাণে দিবামাস ও রাত্রিমানের তথায় হ্রাসবৃদ্ধি, তদনুসারে লগ্নমানেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপরিলিখিত খণ্ড একমাত্র বিষ্ণু প্রদেশসমূহেই ব্যবহৃত হয়।

বিষ্ণুদিনের দিবসার্দ্ধি ১০ দণ্ড হইতে যত পল অল্প বা অধিক হয়, তাহাকে 'চরার্দ্ধিপল' কহে। লগ্নমানের সহিত চরার্দ্ধিপল যথাক্রমে যোগ বা বিয়োগ করিলেই লগ্নমান নির্ণীত হয়।

কলিকাতা এবং ইহার সমীপস্থ সমরেখাবর্তী স্থানসমূহে জ্যোতিপাতের দুই দিবস ভিন্ন বৎসরের অপরাপর দিবসের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; যথা—বিষ্ণুবসংক্রান্তির দিন (এক্ষণে ২১ অংশ) পশ্চিমে সরিয়া, ১ই বা ১০ই চৈত্র তারিখে এই সংক্রান্তি হইতেছে। (পরিভাষা-পরিচ্ছেদে জ্যোতিপাত দেখ) দিবা ও রাত্রিমান সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড, তাহার পর, প্রথম সংক্রান্তির দিন, দিবা ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) বৃদ্ধি হইয়া ৩১ দণ্ড ৪৩ পল হয়। এইরূপ, দ্বিতীয় মাসে তাহাতে আরও ৮৩ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়। তৃতীয় মাসে দিবা সর্বাংশে বৃহৎ অর্থাৎ আর ৩৪ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৪০ পল হয়। চতুর্থ মাসে ৩৪ পল হ্রাস হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়। পঞ্চম মাসে আর ৮৩ পল হ্রাস হইয়া ৩৯ দণ্ড ৪৩ পল হয়। ষষ্ঠ মাসে শারদীয় জ্যোতিপাতের দিবস, সংক্রান্তির দিবা ও রাত্রি, বাসন্তিক জ্যোতিপাতের বিষ্ণুবসংক্রান্তির তুল্য সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড। সপ্তম মাসের সংক্রান্তির দিন, ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) দিবা হ্রাস হইয়া ২৮ দণ্ড ১৭ পল হয়। অষ্টম মাসে আর ৮৩ পল হ্রাস হইয়া ২৬ দণ্ড ৫৪ পল হয়। নবম মাসে দিবা সর্বাংশে ক্ষুদ্র অর্থাৎ আর ৪৩ পল কম হইয়া ২৬-১১ হয় এবং দশম মাসে ঐ ৪৩ পল করিয়া পুনর্বার ২৬ দণ্ড ৫৪ পল হয়; একাদশ মাসে আর ৮৩ পল বৃদ্ধি হইয়া ২৮ দণ্ড ১৭ পল হয়। তৎপরে দ্বাদশ মাসে বিষ্ণুবসংক্রান্তি দিবসে আর ১০৩ পল বৃদ্ধি হইয়া দিবা ও রাত্রি পুনরায় সমান হয়। তাহা হইলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় (মেঘ, বৃষ ও মিথুন) এই তিনের যথাক্রমে, ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া বৃদ্ধি, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন (কর্কট, সিংহ ও কন্যা) এই

তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল করিয়া ক্ষয়, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ (তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু) এই তিনের যথাক্রমে পুনর্বার ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া ক্ষয় এবং মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র (মকর, কুম্ভ ও মীন) এই তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল করিয়া বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র (মেঘ, বৃষ, মিথুন, মকর, কুম্ভ, মীন,) এই ৬ মাসের দিবামান ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পলক্রমে ও ব্যাংক্রমে ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ (কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু) এই ৬ মাসের দিবামান ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ ক্রমে ও ব্যাংক্রমে হ্রাস পাইয়া থাকে। ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ ইহাদের অর্দ্ধাংশ ভগ্নাংশ ত্যাগ করিয়া যথাক্রমে ৫২, ৪২ ও ১৭ হইবে। এই অর্দ্ধাংশ হ্রাসবৃদ্ধিকেই চরার্কপল কহে। প্রথমোক্ত বৃদ্ধিশীল কয়েক মাসের রাশির চরার্কপলকে যুক্তচরার্কপল ও শেষোক্ত ক্ষয়শীল কয়েক মাসের চরার্কপলকে বিযুক্তচরার্কপল কহে। রাশিদিগের পূর্বোক্ত লগ্নমানের (লঙ্কোদয় খণ্ডা) ক্রমে ও ব্যাংক্রমে যুক্তচরার্কপল যোগ ও বিয়োগ করিলেই কলিকাতা প্রদেশের প্রকৃত সায়ন লগ্নমান জ্ঞাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

রাশি লগ্নমান	যোগ বা বিয়োগ	চরার্কপল	কলিকাতার সায়নলগ্নমান !	
মেঘ	৪১৩১২	বিয়োগ	৫২	৩১৪৭১২
বৃষ	৪১৫১৫	"	৪২	৪১২৭১৫
মিথুন	৫১২১১৫৩	"	১৭	৫১৪১৫৩
কর্কট	৫১২১১৫৩	যোগ	১৭	৫১৩৮১৫৩
সিংহ	৪১৫১১৫	"	৪২	৫১৪১১৫
কন্যা	৪১৩১১২	"	৫২	৫১৩১১২
তুলা	৪১৩১১২	"	৫২	৫১৩১১২
বৃশ্চিক	৪১৫১১৫	"	৪২	৫১৪১১৫
ধনু	৫১২১১৫৩	"	১৭	৫১৩৮১৫৩
মকর	৫১২১১৫৩	বিয়োগ	১৭	৫১৪১৫৩
কুম্ভ	৪১৫১১৫	"	৪২	৪১২৭১৫
মীন	৪১৩১১২	"	৫২	৩১৪৭১২

ষাটশ রাশির চরার্কপল নিম্নমতে নির্ণীত হয়, যথা—

বাস্তবিক বা শারদীয় জ্যৈষ্ঠিপাতের দিন মধ্যাহ্নসময়ে সূর্যদেশ হই

অঙ্কুলি স্থূল ও অগ্রভাগ সূঁচির ঝায় সূক্ষ্ম একটি কীলক (কাঠি) সরলভাবে ভূমির উপর স্থাপন করিলে, তাহার ষতটুকু ছায়া মুক্তিকায় পতিত হইবে, তাহাকে বিষুবছায়া কহে । ১০, ৮ ও ১০ এই তিন অঙ্ককে ঐ ছায়ার অঙ্কুলিপরিমাণ পূরণ করিয়া যে তিনটি সংখ্যা হইবে, তাহার শেষ সংখ্যাটিকে ৩ দিয়া হরণ করিবে,—প্রথম দুই রাশি ও তৃতীয় ভাগলক্ষ রাশি, এই তিন রাশি, ক্রমে ও উৎক্রমে দ্বাদশ রাশির প্রদেশীয় চরার্কপল হইবে । যেমন—কলিকাতার বিষুবছায়া ৫ অঙ্কুল, ১০ বাঙ্কুল (৬০ বাঙ্কুলে ১ অঙ্কুল) ইহাকে ১০, ৮ ও ১০ এই তিন সংখ্যা দ্বারা পৃথক পৃথক পূরণ করিলে ৫১।৪২, ৪১।২০ ও ৫১।৪০ হয় । তৃতীয় রাশি ৫১।৪০ কে ৩ দিয়া হরণ করিলে ১৭।১৩ হয়, প্রথম দুই রাশির ৪০ ও ৩০ বিপলের স্থলে ১ পল ধরিলে ও শেষ রাশির ১২ বিপল পরিত্যাগ করিলেই ৫২, ৪২ ও ১৭ এই তিন রাশি হয় । ইহাই ক্রমে ও উৎক্রমে চরার্কপল ।

এ দেশে সায়নমতের পরিবর্তে নিরয়নমতেই গণনা দি হয় । প্রকৃত বিষুবসংক্রান্তি এক্ষণে ইহার পূর্বস্থান হইতে প্রায় ২৬ অংশ পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে । নিরয়নবাদিগণ সেই পূর্বস্থানেই বিষুবসংক্রান্তি ধরিয়া থাকেন ; সুতরাং মেঘলগ্নের ৩০ ভাগের ৯ ভাগের সহিত বুঘলগ্নের ৩০ ভাগের ২১ ভাগ মিলাইয়া অয়নাংশবিযুক্ত মেঘলগ্ন হয় । ইহাকে মেঘ রাশির অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান কহে । এইরূপ সকল রাশিরই অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান নির্ণীত হয় ।

বাজালার কতিপয় প্রধান স্থানের অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান উদ্ধৃত হইল—

পরপৃষ্ঠায় তত্তৎস্থান ও সমরেখাবর্তী প্রদেশ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । এই স্থানে বৃষ্টিতে হইবে যে, কলিকাতা ও মেদিনীপুর নির্দেশ করায় কলিকাতার উপর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং মেদিনীপুরের ঐ ঐ প্রদেশকে সমরেখাবর্তী স্থান বলা যাইবে এবং বর্ধমান, নবদ্বীপ ও ঢাকায় এইরূপ বৃষ্টিতে হইবে । বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি কলিকাতার সমরেখা স্থানিবে এবং যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি বর্ধমান, নবদ্বীপ ও ঢাকার সমরেখাবর্তী বৃষ্টিতে হইবে । এই প্রকার উত্তর ও পূর্ব প্রদেশে সমরেখাবর্তী স্থান নির্দিষ্ট করিবে । এই প্রকারে মুর্শিদাবাদ, রংপুর ও কুচবেহার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের, সমরেখাবর্তী প্রদেশ বৃষ্টিতে হইবে ।

অয়নাংশবিশুক্ত লগমান

৫

কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং
সমরেথাবর্তী প্রদেশ ।

বর্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা এবং
সমরেথাবর্তী প্রদেশ ।

মুর্শিদাবাদ এবং সমরেথাবর্তী
প্রদেশ ।

চট্টগ্রাম এবং সমরেথাবর্তী
প্রদেশ ।

বংপুর এবং সমরেথাবর্তী
প্রদেশ ।

কুচবেহার এবং সমরেথাবর্তী
প্রদেশ ।

তুলনা	শিক্ষিক	ধন	মকর	কুস্ত	মীন
৫০৩২০	৫৪১০৪৫	৫২১৫২৫	৪২৩২৪	৩৩৫৪৩০	৩০৪৫৬
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩
৫৩৬১২৫	৫২৫০৫৫	৫২৩১৫১	২৪১৩২৪	২২১৫৩০	০১৪৫৩

ক্রোড়িত্ব-স্বাক্ষর

প্রতি রাশিতে একমাস করিয়া সূর্য্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং উক্ত রাশির লগ্নমানের ৩০ ভাগের (মাস যতদিনে হয়, তত ভাগের) ১ ভাগ প্রতিদিন তৎকর্তৃক ভুক্ত হয়; ইহাই রবির দৈনিক রবিভুক্তি। যে দিনে যত তারিখ হয়, মাসাধিষ্ঠিত রাশির উল্লিখিত অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমানের ত্রিংশাংশকে তত দিয়া পূরণ করিলেই সেই দিবসের রবিভুক্তি হইবে। রবিভুক্তির সমষ্টিতে উক্ত রাশির ভুক্ত লগ্নমান ও লগ্নমান হইতে ভুক্ত লগ্নমান অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে উহার ভোগ্য লগ্নমান কহে;—যেমন বৈশাখ মাসের মেঘ লগ্নমান ৪৭।১০কে (মাসের দিনসংখ্যা যদি ৩১ হয়, তবে) ৩১ দিয়া ভাগ করিলে কিষ্কিদক্ষিক ০।৭।৫৮ সাত পল আটান্ন বিপল হয়, ইহাই বৈশাখ মাসের দৈনিক রবিভুক্তি। ২রা তারিখে ০।৭।৫৮কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ০।১৫।৫৬ পনের পল ছাণ্ডান্ন বিপল রবিভুক্তির সমষ্টি অর্থাৎ মেঘের ভুক্ত লগ্নমান; আর ৪৭।১০—৩।৫১।১৪ তিন দশ একান্ন পল চৌদ্দ বিপল উহার ভোগ্য লগ্নমান হয়। সাধারণতঃ রবিভুক্তি-গণনায় মাসের সংখ্যা দিয়া লগ্নমানকে ভাগ না করিয়া লগ্নমান যত দশপল হয়, তাহাকেই দ্বিগুণ করিয়া দশ স্থানে পল ও পল স্থানে বিপল ধরা হয়; যেমন মেঘলগ্নমান ৪৭।১০কে দ্বিগুণ করিয়া ৩ দশ স্থানে পল ও পল স্থানে বিপল লইয়া (৮ পল ১৪ বিপল ২০ অনুপল) মেঘের দৈনিক রবিভুক্তি হয়। মাসের অধিষ্ঠিত রাশির অর্থাৎ উদয়লগ্নের খেৰূপ রবিভুক্তি হয়, সেইরূপ উহার সপ্তম রাশি অর্থাৎ অন্তলগ্নেরও রবিভুক্তি হইয়া থাকে। দিবসে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে উদয়লগ্ন ও রাত্রিতে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অন্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হয়। জন্মপত্রিকা ও গুণাদি গণনার নিমিত্ত সর্বাংশেই লগ্ন-নিরূপণ আবশ্যক হয়; দিবা বা রাত্রির যে কোন সময়ের লগ্ননির্ণয় করিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন কর।

যদি দিবসের মধ্যে কোন সময়ের লগ্ন গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে মাসাধিষ্ঠিত রাশির লগ্নমান (যাহা সূর্য্যোদয়ের সময় উদিত ছিল), ইহাতে তাহার ভুক্ত লগ্নমান অর্থাৎ রবিভুক্তির সমষ্টি (দৈনিক রবিভুক্তিকে তারিখের সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া) অন্তর করিয়া অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান একস্থানে স্থাপন কর। তৎপরে পর পর রাশির লগ্নমানসকল উহার নিম্নে স্থাপিত করিয়া যোগ করিতে থাক। জন্ম বা প্রশ্নকালীন নিম্নে দশপল যে রাশির লগ্নমানের অন্তভুক্ত হইবে, সেই রাশিই ঐ জন্ম বা প্রশ্নসময়ের লগ্ন জানিবে। যদি রাত্রির মধ্যে কোন সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে উদয়লগ্নের পরিবর্তে তাহার ৭ম রাশি যে অন্তলগ্ন

তাহারই রবিভুক্তি পূর্বমত বাদ দিয়া ভোগ্য লগ্নমান হইবে ও পূর্বমত পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিয়া দেখিবে, রাত্রির দণ্ডপল যে লগ্নের মধ্যবর্তী হইল, সেই লগ্নই উক্ত সময়ের লগ্ন হইবে ।

উদাহরণ।—৫ই কার্তিক বৃহস্পতিবার বেলা ১০ দণ্ডের সময় কলিকাতায় যদি কাহারও জন্ম হয় বা কোন প্রস্ন হয়, তবে তাহা কোন লগ্নে হইবে? কার্তিক মাসে তুলারাশি, অতএব সূর্যোদয়কালে ঐ দিবস তুলা লগ্নের উদয় ছিল। উহার অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান ৫ দণ্ড ৩৬ পল ১০ বিপল। দৈনিক রবিভুক্তি (৫১৩৬।১০) কে দ্বিগুণিত করিয়া ও দণ্ডাদিস্থলে পলাদি লইয়া ১১ পল ১২ বিপল ২০ অনুপল হয়। রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান (০।১১২২।২০) কে তারিখসংখ্যা ৫ দ্বারা গুণিত করিয়া ৫৬ পল ১ বিপল ৪০ অনুপল হয়। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান ৫১৩৬।১০ হইতে ০।৫৬।১৪।০ অন্তর করিয়া ৪ দণ্ড ৪০ পল, ৯ বিপল ৪০ অনুপল হইল। এক্ষণে এই ৪।৪০।৯।৪০-এর সহিত ইহার পরবর্তী বৃশ্চিক রাশির লগ্নমান ৫।৪০।৪৭।০ যোগ করিয়াই দেখিলাম ১০।২০।৫৬।৪০ হইল অর্থাৎ দিবা দশ দণ্ডের সময় উক্ত দিন বৃশ্চিক লগ্নের অন্তর্ভুক্ত হইল; অতএব আর লগ্নমান যোগ করিতে হইল না। বৃশ্চিক লগ্নেই ৫ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার বেলা ১০ দণ্ডের সময় জন্ম বা প্রস্ন হইয়াছে নির্দ্বারিত হইল।

উদাহরণ।—উক্ত দিবস রাত্রি ১৯ দণ্ড ৫৫ পলের সময় কোন লগ্ন হইবে?

এখানে রাত্রির লগ্নমান গণনা হইতেছে বলিয়া অন্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হইবে। উক্ত দিনের অন্তলগ্ন মেঘ উদয়লগ্নের সপ্তম রাশি। মেঘের অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল হয়। দৈনিক রবিভুক্তি ৮ পল ১৪ বিপল। রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান উক্ত দিনে ৮।১৪।২০কে ৫ গুণ করিয়া ৪১ পল ১১ বিপল ৪০ অনুপল হইল। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল হইতে ৪১।১১।৪০ অন্তর করিয়া ৩ দণ্ড ১৫ পল ৩৮ বিপল ২০ অনুপল হইল। এক্ষণে এই ভোগ্য লগ্নমান ৩।২৫।৫৮।২০ এর সহিত পর পর কত রাশির লগ্নমান যোগ করিলে ১৮ দণ্ড ৫৫ পলের সমান হইবে, তাহাই দেখিতে হইবে। প্রক্রিয়ামতে দেখা যাইতেছে যে পরবর্তী বৃষের লগ্নমান ৪।২৮।৫২, মিথুনের লগ্নমান ৫।৫৫।৩৩ এবং কর্কটের ৫।৪১।২, ঐ ভোগ্য লগ্নমান ৩।২৫।৫৮।২০ এর সহিত যোগ করাতে রাত্রি ১৯ দণ্ড ৩৩ পল ৫৫ বিপল হইতেছে। তাহা হইলেই ১৮ দণ্ড ৩০ পল ৫৫ বিপলের সময়ের পরবর্তী সিংহলগ্নের ২৪ পল মাত্র ভুক্ত হইবে, ইহা গণনা দ্বারা নিরূপিত হইল।

লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে যাহাতে যথার্থরূপে সময়ের নিরূপণ হয়, তাহা করিবে। রবিবকরবিশিষ্ট দিবামানে, অতি সহজে, অভ্রান্ত ও সুস্পষ্টরূপে সময় নিরূপণ করিবার প্রক্রিয়া যথা—

সূর্য্যাকিরণে সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলে স্বীয় শরীরের যে ছায়াপতন হইবে, স্বীয় পদ দ্বারা সাবধানে সেই ছায়ার পরিমাণ করিলে যত পদ ছায়া হইবে, সেই পদসংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে ১৪ যৌগ করিবে। এই যৌগফল দ্বারা ২৯২ সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ভাগফল উৎপন্ন হইবে, পূর্ব্বাহ্ন হইলে দিবামানে তত দণ্ডপল বেলা হইয়াছে এবং অপরাহ্ন, তত দণ্ড পল বেলা অবশেষ আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

জন্মপত্রিকা

জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে লগ্নগণনামতে জাতকের জন্মসময়ের লগ্ন নিরূপণ কর। পরে রাশিচক্রের অনুরূপ একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া, যে রাশি জাতকের জন্মলগ্ন হইল, সেই রাশির গৃহ 'লং'—এই সাক্ষেতিক চিহ্নে চিহ্নিত কর। জন্মসময়ে রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণ যে নক্ষত্রে, যে রাশিতে, যে অংশে অবস্থান করেন, গ্রহক্ষুটপঞ্জিকা* দৃষ্টে অথবা চিরপঞ্জিকামতে ভোগ্য নক্ষত্রের অক্ষের সহিত তত্ত্তরাশিতে তাহা-দিগকে স্থাপিত কর। চক্রের মধ্যস্থানে শতপদচক্রমতে জাতকের নাম, জন্মশক, মাস, তারিখ, বার ও দণ্ডপল স্থাপিত কর। চক্রের নিম্নভাগে 'জাতাহ' অর্থাৎ জন্মদিবসের দিবামান, রাত্রিমান ও মুহূর্ত্তমানাদি যথাক্রমে লিখ এবং তন্মিলে বার, তারিখ ও স্থিতি দণ্ডপলের সহিত তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণের উল্লেখ কর। সাধারণতঃ দিনপঞ্জিকার বামপার্শ্বস্থ অঙ্কমালা এ স্থলে উদ্ধৃত করা হয়। উহা চারি শ্রেণীতে লিখিত থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রথমাক্ষ বার, দ্বিতীয়াক্ষ তিথি, তৃতীয় ও চতুর্থ অক্ষ তিথির দণ্ডপল। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথমাক্ষ নক্ষত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষ নক্ষত্রের দণ্ডপল ও চতুর্থাক্ষ করণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রথমাক্ষ যোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষ যোগের দণ্ডপল ও শেষাক্ষ তারিখের সংখ্যা প্রকাশ করে। জন্মনক্ষত্র যদি পূর্ব্বদিনাবধি ভোগ করিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বাহ্নের,

* আজিকালি বঙ্গপঞ্জিকার মধ্যে প্রত্যেক পঞ্জিকায় গ্রহক্ষুট গণনা দেওয়া থাকে। পাঠকবর্গ ও শিক্ষার্থীগণ পঞ্জিকাক্রয়কালে গ্রহক্ষুট দেখিয়া লইবেন।

আর যদি পরদিনাবধি ভোগ করে, তবে পরাহের দিবাদির মান উক্তরূপে জাতকচক্রের পার্শ্বে সংস্থাপন করিবে। সহজ বোধের জগ ইহারই নিম্নখণ্ডে সচরাচর ষড়্বর্গাদির পরিচয়, জন্মমাসাদির ফল, গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার, দশাফল প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ষড়্বর্গ কাহাকে কহে এবং জন্মমাসাদির ফল কিরূপ, তাহা একরূপ ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার ও বর্তমানকাল-প্রচলিত নাস্কত্রিকী দশা-বিবরণ সহজে ও সংক্ষেপে বিবৃতকরণানন্তর পশ্চাৎ সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকার আদর্শ প্রদর্শিত হইবে।

জাতকচক্র ও তদুগত গ্রহগণের সাধারণ বিবরণ

জাতকচক্রে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদিরূপ পর্যায়ক্রমে রাশিগণের গণনাকে 'বামাবর্ত' ও মীন, কুম্ভ ইত্যাদিরূপ বিপর্যয়ক্রমে গণনাকে 'দক্ষিণাবর্ত' গণনা কহে। যে গৃহে 'লং' চিহ্নে লগ্ন স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাকে লগ্নগৃহ বা লগ্ন কহে। লগ্ন হইতে বামাবর্তে দ্বাদশ গৃহে দ্বাদশ-ভাব গণনা করা হয়। লগ্নগৃহকে প্রথম গৃহ বা তনুভাব কহে। এইরূপ দ্বিতীয় গৃহকে ধনভাব, তৃতীয় গৃহকে সহজ বা সহোদর ভাব, চতুর্থাৎ দ্বাদশ গৃহকে এইরূপ যথাক্রমে বন্ধুভাব, রিপুভাব, জায়াভাব, নিধনভাব, ধর্মভাব, কর্মভাব, আয়ভাব ও ব্যয়ভাব কহে। ভাবগৃহের নামানুযায়ী প্রথম তনুভাবে জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, গুণ, জাতি, বর্ণ, বংশ, আয়ুর স্থূল পরিমাণ, শারীরিক শাস্ত্রা, সাহস ও সুখ-দুঃখাদি অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয়—ধনভাবে ধন, রত্ন, সম্পত্তি, ধাতু প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয়, উপার্জন ও বিবিধ অর্থোপায় অবধারিত হয়। তৃতীয়—সহজভাবে সহোদর, অনুচর, জাতি, সেবক ও পরাক্রমাদির বিষয় অবধারিত হয়। চতুর্থ—বন্ধুভাবে মিত্র, মাতা, গৃহ, ধন, ভূমি, সম্পত্তি, ক্ষেত্রকার্যা, মহৌষধি, পশু ও খনিজ-রত্নের বিষয় স্থির করা যায়। পঞ্চম—পুত্রভাবে অপত্য অনুগত, শিষ্য, মন্ত্র, বুদ্ধি, বিদ্যা, গর্ভনস্থান ও নীতিতত্ত্বাদির বিষয় গণনা হয়। ষষ্ঠ রিপুভাবে শত্রু, ষড়রিপু, চিন্তা, পাড়া, পিতৃব্য, মাতুল, বন্ধন, রাজভয় ও বিবিধ আশঙ্কার বিষয় স্থির করা হয়। সপ্তম—জায়াভাবে স্ত্রী, বাণিজ্য, বিবাহ, যাত্রা, বিবাদ, আরোগ্য প্রভৃতির কল্পনা করা যায়। অষ্টম—নিধনভাবে মৃত্যু, কারাগার, সঙ্কট এবং পরমায়ুর বিষয় কীর্তিত হয়। নবম—ধর্মভাবে ধর্ম, ভাগ্য, চরিত্র, তীর্থ, প্রণয় ও

শুণ্যকর্মাতির বিষয় গণনা হয়। দশম—কর্ম্মভাবে কর্ম্ম, কীর্ত্তি, সম্মান, ভোগ, পিতা, রাজা ও উচ্চপদাতির বিষয় বিচার করা যায়। একাদশ—আয়ভাবে আয়, যান, বাহন, বস্ত্র, রত্ন, সুবর্ণ, আত্মীয়, আশা, সিদ্ধি ও লাভের বিষয় চিন্তা করা যায় এবং শেষ দ্বাদশ গৃহ বা ব্যয়ভাবে—ব্যয়, ক্ষতি, দণ্ড, ঋণ, জ্ঞান, গুপ্ত শত্রু ও সর্ব্বপ্রকার অভাব চিন্তা করা হইয়া থাকে।

তন্মাদি দ্বাদশ গৃহের মধ্যে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ এই অষ্ট গৃহকে শুভগৃহ বা শুভভাব, আর তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারি গৃহকে অশুভ গৃহ বা অশুভভাব কহে। যে যে রাশির গৃহে শুভভাব হয়, সেই সেই রাশির অধিপতি গ্রহকে শুভভাবাধিপতি, আর যে রাশির গৃহে অশুভভাব হয়, সে রাশির অধিপতি গ্রহকে অশুভাধিপতি কহে। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারিটি গৃহকে “কেন্দ্র”; দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ এই চারিটিকে “পর্ণফর”, আর তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ এই চারিটিকে ‘আপেক্ষিক’ কহে। কেন্দ্রস্থিত গ্রহ মহাবলবান্, পর্ণফরস্থিত গ্রহ অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং আপেক্ষিকমে অবস্থিত গ্রহ অতিশয় হীনবল হইয়া থাকে।

নবম ও পঞ্চম গৃহ “ত্রিকোণ” এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গৃহ “উপচয়” এই দুই বিশেষ নামে কথিত হয়।

লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি তুঙ্গগত হইয়া কেন্দ্রস্থানে অথবা ত্রিকোণে অবস্থান করে, কোন তুঙ্গগত গ্রহ লগ্নে থাকে, আর উহাদের উচ্চাধিপতি* গ্রহও ঐরূপ কেন্দ্রী বা ত্রিকোণস্থিত হয়, তাহা হইলে, যাহার জন্মপত্রিকায় এরূপ থাকিবে, সেই জাতক জীবনে মহা উন্নতি সাধন করিবে সন্দেহ নাই; পক্ষান্তরে, যদি শনি, রাহু বা কেতু গ্রহ কোন অশুভভাবাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া অশুভ গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের আজীবন দুঃখভোগ ও বিবিধ কষ্টপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যদি শুভ গ্রহগণ + স্বক্ষেত্রে, তুঙ্গস্থানে বা কেন্দ্রে স্থিত হয়, যদি শুভ-

* যে গ্রহের যে রাশি তুঙ্গস্থান বা নীচস্থান, সে রাশির অধিপতি গ্রহকে উহার উচ্চাধিপতি কহে। [পরিভাষা পরিচ্ছেদ দেখ।]

+ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—ইহারা শুভগ্রহ; আর রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু—ইহারা অশুভ বা পাপগ্রহ জানিবে। বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপগ্রহ হইয়া থাকে। ক্ষয়শীল চন্দ্র পাপগ্রহমধ্যে পরিগণিত।

ভাবাধিপতিগণ, বিশেষতঃ চতুর্থ ও দশমাধিপতি স্বক্ষেত্রে অবস্থান করিলে কিংবা যদি কোন শুভভাবাধিপতি নীচরাশি স্থ থাকে ও তাহার উচ্চাধিপতি ও নীচাধিপতি বলবান হইয়া কেবলে অবস্থান করে অথবা যদি শুভ নক্ষত্রযুক্ত হইয়া দশমে বা যে কেবলস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিত করে, যদি কোন পাপগ্রহ দশমস্থিত থাকিয়া বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হয় অথবা যদি লগ্নাধিপতি ও চন্দ্র শুভগৃহস্থিত হয় এবং বৃহস্পতি বুধ ও শনি যদি স্বক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জাতকের সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিবিধ সুখসম্পদভোগ হয়। আর যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি স্বক্ষেত্রগত থাকে, যদি কেবলে তিনটি পাপগ্রহ একত্র হইয়া থাকে, যদি লগ্নাধিপতি নীচরাশিগত থাকে, আর তাহাদের উচ্চ ও নীচ অধিপতিগণ অশুভ গৃহে সংস্থিত হয় অথবা লগ্নে রবি বা চন্দ্রের দ্বাদশ স্থানে যদি মঙ্গল কি শনি অবস্থান করে অথবা যদি অশুভগৃহাধিপতি শুভগৃহাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া অশুভস্থানে অবস্থিত হয়, তবে জাতক জীবনে প্রতি পদে বাধাধিপতি ভোগ করে এবং অল্লায়ু, দরিদ্র ও দীন হইয়া থাকে।

শুভগ্রহের ফল শুভ এবং পাপ বা অশুভ গ্রহের ফল অশুভ হইয়া থাকে। পাপগ্রহগণ উপচয়স্থানে সংস্থিত হইয়া যদি শুভভাবে থাকে অথবা শুভভাবের যদি অধিপতি হয়, তবে বিলম্বে বা কষ্টে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। শুভগ্রহগণ যদি শুভভাবে অশুভগৃহের অধিপতি হইয়া থাকে, তবে তাহাদের প্রদত্ত শুভফলের কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি হয়।

একাদশগৃহস্থিত গ্রহমাত্রেরই (বিশেষতঃ শনি) জাতকের অতীব মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্র—সপ্তম বা দ্বিতীয় স্থানে, মঙ্গল—দশম বা তৃতীয় স্থানে, বুধ—ষষ্ঠ বা লগ্নস্থানে, বৃহস্পতি—নবম বা দ্বিতীয় স্থানে, শুক্র—দ্বাদশ বা পঞ্চম স্থানে, শনি—অষ্টম বা লগ্নস্থানে, রবি—একাদশ বা চতুর্থ স্থানে শুভনক্ষত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে জাতকের অতীব শুভদায়ক হয়। তন্মাদি দ্বাদশ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কর্তৃক যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তনুভাব

রবি—তনুস্থানে অর্থাৎ লগ্নে রবি থাকিলে জাতক শৈশবে পীড়িত, নেত্র-রোগী, নীচসেবারত, সদৃগৃহস্থ, দাস্তিক, নিঃসন্তান, অপলৌক ও দরিদ্র হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র তনুস্থানে থাকিলে জাতক সুশীল, সুন্দর, বীর্যবান, বল্লভরথন-ভোগী ও লোকবিখ্যাত হয়; কিন্তু চন্দ্র যদি লগ্নে নীচগৃহস্থ হন, কিংবা

পাণগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হন, তাহা হইলে জাতক বিত্তহীন, অতিদীন ও ক্ষুধমতি হয়। অপিচ, বৃশ্চিক চন্ডের পূর্ণপক্ষ শুভদায়ক ও অসুখ অর্থাৎ ক্ষীণপক্ষ জাতকের অশুভদায়ক হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল লগ্নস্থানে থাকিলে জাতক বুদ্ধদেহ, কুষ্ঠরোগী, ভগ্নস্ব, অর্শ্ব বা অগ্নরূপ গৃহপীড়ায় পীড়িত, উচ্চনাভি, লোকনিন্দিত ও বিকল-মধ্যাঙ্গ হইবে। অপিচ, মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক বাল্যে উদর-দশন রোগী, কৃষ্ণবর্ণ, খল, স্লেগ্মাপীড়িত, নীচানুরক্ত, পাপাসক্ত, সর্বদা অস্থির, অসুখী এবং মলিন ও ছিন্নবস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে।

বৃষ—বৃষগ্রহ লগ্নস্থ থাকিলে জাতক সুমুর্তি, শান্ত, নিপুণ, মেধাবী, জিতেঞ্জিয়, বিদ্বান্ ও দয়ালু হয়। অপিচ, জাতক ত্যাগশীল, মধুরভাষী, সত্যবাদী, বিলাসী ও বন্ধুবর্গের উপকারী হয়।

বৃহস্পতি—লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক সুকবি, গায়ক, দাতা, ভোক্তা, সুখী, রাজপুঞ্জিত, প্রিয়দর্শন, পবিত্র ও দেবদ্বিজভক্ত হয়। অপিচ, শাস্ত্রবিদ ও ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া থাকে।

শুক্র—শুক্র জন্মলগ্নে অবস্থান করিলে জাতক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, ধার্মিক, বিচিত্র শিল্পশাস্ত্রবিশারদ, গুণবান্ এবং যুবতীগণের সহিত সর্বদা ক্রীড়াপ্রিয় হয়। অপিচ, শুক্র লগ্নে থাকিলে জাতক ধনী, ভোগযুক্ত ও বাচাল হইয়া থাকে।

শনি—শনি তনুস্থানে থাকিলে মনুষ্য নরাধম, জ্বররোগী, বহুরোগ-পীড়িত, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, অপিচ, ব্রণময় শরীর ও বাতরোগী হইয়া থাকে। রাহু—লগ্নে রাহু থাকিলে জাতক পাপপরত, কুব্ৰী, হঃসাহসিক, রক্তনেত্র, রোগী ও বাচাল হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু তনুস্থানে থাকিলে জাতক পীড়া, অসুখ, চিন্তা, উদ্বেগ-বায়ুরোগ ও বহুকর্ম প্রাপ্ত হয়।

— — —

ধনভাব

রবি—রবি দ্বিতীয়গৃহে অর্থাৎ ধনস্থানে অবস্থিত থাকিলে জাতক নির্ধন হয়, অথবা রক্তদ্রব্য ও তাব্রাদি দ্বারা অর্থবান্ হয়, অপিচ, রবি ধনস্থানগত থাকিলে জাতক রক্তচক্ষু, কুপরিচ্ছদধারী, দুঃখবিশিষ্ট, অতি দীনহীন, স্ত্রীপুত্রবিহীন ও সংসারত্যাগী হইয়া থাকে।

চন্দ্র—চন্দ্র ধনস্থানে থাকিলে জাতক ধনশালপূর্ণ, লক্ষ্মীমান্,

নিরহকার, কর্পূর-চন্দ্রনাড়ি গন্ধদ্রব্যাসক্ত, কন্দর্পতুলা, প্রফুল্ল ও মদিরত্ৰযণ্ডিত হয়। অপিচ, জাতক চঞ্চলমতি, কীৰ্ত্তিমান্, সহিষ্ণু ও পরম সুখভোগী হইয়া থাকে।

মঙ্গল—ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব কৃষিজীবী, বাণিজ্যব্যবসায়ী, প্রবাসী, স্বল্পবিত্তবান্, বক্তা, ধাতুজীবী ও দ্যুতক্রীড়াসক্ত হয়। অপিচ, জাতক ক্ষীণচিত্ত, সহিষ্ণু, মহালোভী ও লঘুসুখভোগী হইয়া থাকে।

বুধ—ধনস্থানে বুধ থাকিলে জাতক সত্যবাদী, পিতৃভক্ত, সুবুদ্ধি, প্রবাসবাসী, সুন্দর এবং সৌভাগ্যশালী হয়।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি যদি ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইতে জাতক ধনী, মানী, হর্ষযুক্ত, গন্ধচন্দনভূষিত এবং বৃদ্ধাবস্থায় দরিদ্র হয়।

শুক্ল—শুক্ল ধনস্থানে থাকিলে মানব বিদ্যা দ্বারা উপার্জনশীল, রক্ততখনবিশিষ্ট ও স্ত্রীধনে ধনবান্ হয়। অপিচ, জাতক যৌবনোপগমে অতি রসিক, কৃশশরীর ও বাচাল হয় এবং যুবতীগণের মনোরঞ্জনকারী হইয়া থাকে।

শনি—ধনস্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য কুকার্য্যরত, চোর, দুঃখিতচিত্ত ও নীচবিদ্যানুরক্ত হয় এবং অঙ্গারতৃণাদি দ্বারা সে ধন উপার্জন করে; অপিচ, কাষ্ঠ, সীসক ও লৌহাদির ব্যাপারে সে অর্থবান্ হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু যাহার ধনস্থানে থাকে, সেই ব্যক্তি চৌর্য্যব্যবসায়ী ও মৎস্য-বাংস-নখ-চর্ম্ম-অস্থি প্রভৃতির বিক্রয়কারী হয়। অপিচ, সেই মনুষ্য সর্ব্বদা সন্তাপযুক্ত, বহুদুঃখভোগী, বকধাৰ্ম্মিক ও নীচগৃহবাসী হইয়া থাকে। কেতু—কেতু ধনস্থানে থাকিলে সম্পত্তিবিনাশ, কুটুম্ব-বিরোধ, মুখরোগ, অপমান ও রাজভয় এবং দ্বীয় গৃহে বা সৌমাগৃহে থাকিলে মহাসুখী হয়।

সহজভাব

রবি—তৃতীয় গৃহ অর্থাৎ সহজস্থানে রবি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃহতা, প্রিয়জনের হিতকারী, পুত্র ও ভার্য্যা কর্তৃক অভিযুক্ত, ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, গুণবান্, বিপুলধনবিহারী এবং নারীজনের অতি প্রিয় হয়।

চন্দ্র—যাহার সহজস্থানে চন্দ্র শুভগৃহে থাকেন, সেই ব্যক্তি সুখভোগী, গুণনিধান, কাব্যশাস্ত্রামোদী ও বহুভগ্নীবিশিষ্ট হয়;—পাপগৃহ হইলে জাতক মূৰ্খ হয় এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল তৃতীয় গৃহে থাকিলে সহোদরের বিনাশ হয়। যদি মঙ্গল ভ্রুগত হন, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, কৃষিজীবী, ধনী, সুখী ও বিলাসী হয়, আর যদি মঙ্গল সহজস্থানে নীচস্থ বা শক্রগৃহগত থাকে, তবে জাতক ধনহীন ও সুখহীন হইয়া দংশমণকাদিপীড়িত কুৎসিত গৃহে বসতি করে।

বুধ—তৃতীয় গৃহে বা সহজস্থানে বুধ অবস্থিত থাকিলে জাতক মহা ঐশ্বর্যশালী হয়। যদি বুধ ভ্রুগী হন, তাহা হইলে জাতক বহুস্ত্রীপুঞ্জ-বিশিষ্ট, নির্লজ্জ, ক্ষীণজ্জ্বল, কৃশাঙ্গ, চঞ্চল ও বালাকালে রোগযুক্ত হয়। অপিচ, পাপগৃহগত বা পাপগ্রহযুক্ত বুধ হইলে ভ্রাতা ও স্ত্রীপুঞ্জের বিনাশ হয় এবং মিত্র কর্তৃক বুধ দৃষ্ট হইলে জাতক স্বয়ং নির্মালবুদ্ধিবিশিষ্ট ও উক্ত গুণবিশিষ্ট ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি—সহজস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য রাজপুত্রিত, ভ্রাতৃ-সংযুক্ত, কুটুম্ববিশিষ্ট, কৃপণ ও ধনবান্ হইলেও নির্বনের ঞ্চার প্রতীক্ষমান হয়।

শুক্ল—শুক্ল সহজস্থানে থাকিলেও মনুষ্য মনেরমা-ভগিনীবিশিষ্ট, বহুভ্রাতা-ভগ্নীয়ুক্ত, জড়মতি, ক্রুর, কাতরদ্যভাব ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া থাকে ; অপিচ, জাতক নেত্ররোগসম্পন্ন হয়।

শনি—শনি সহোদরস্থানে থাকিলে জাতকের ভ্রাতাভগিনীর নাশ হয়, কিন্তু স্বয়ং সেই ব্যক্তি উত্তম স্ত্রীপুঞ্জযুক্ত, সৌভাগ্যশালী এবং রাজতুল্য হইয়া থাকে।

রাহু—তৃতীয় গৃহে রাহু থাকিলে ভ্রাতার বিনাশ হয় ; কিন্তু যদি রাহু ভ্রুগী থাকে, তাহা হইলে জাতক অদীম ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং পঞ্চবাঙ্গী-ভ্রাতাপুত্রকন্যামিত্রাদিভ্রাত বিবিধ দুখে সুখী হইয়া থাকে।

কেতু—তৃতীয় স্থানে কেতু ভ্রাতৃবিনাশ করেন ; অপিচ, জাতক শক্রহীন ও ঐশ্বর্যশালী হয় এবং সর্বদা উদ্বিগ্ন, রুগ্ন ও মানসিক চিন্তায়ুক্ত থাকে।

সহোদরস্থানে যদি পাপগ্রহ পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের সহোদর জীবিত থাকে না—অথবা শুভগ্রহ শুভগ্রহগণ কর্তৃক বীক্ষিত হইলে বন্ধু ও সহোদর লাভ হইয়া থাকে।

সহজস্থানের যত নবাংশে মঙ্গল বা চন্ডের দৃষ্টি থাকিবে, জাতকের তত সংখ্যক সহোদর হইয়া থাকে ; আর যত নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিবে, তত সংখ্যক সহোদরের বিনাশ হইবে।

বন্ধুভাব

রবি—চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুস্থানে রবি অবস্থিত থাকিলে জাতকের
বন্ধুবিনাশ হয় এবং সেই ব্যক্তি সংগ্রামে অজেয়, বহুপুত্রশালী, বহু-
সম্পত্তিশালী, মূহুপ্রকৃতি, সঙ্গীতানুরক্ত, উত্তমস্ত্রীরত্নবিশিষ্ট, বিবিধ ধন-
বিহারী ও রাজপ্রিয় হয়। চন্দ্র—চন্দ্র বন্ধুস্থানে থাকিলে জাতক রত্নপূর্ণ
ও গজবাজীবিশিষ্ট অট্টালিকার অধীশ্বর, মৎস্যমাংসাদিলোভী, প্রিয়জন-
হিতকারী, রোগহীন ও যুবতীরঞ্জন হয়।

মঙ্গল—বন্ধুস্থানে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী
হয় এবং সেই ব্যক্তি প্রবাসে মোকদ্দমাবিশিষ্ট স্থানে ও আবাসে আদ্র গৃহে
বাস করে। অপিচ, সে ব্যক্তি জড়মতি, অতি দীন, কুটিলহৃদয়, কৃশাঙ্গ,
শ্লেষায়ুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবক, কুবন্ত্রধারী, সকল সুখবিহীন
ও পাপশীল হইয়া থাকে।

বুধ—বুধ যদি পাপগৃহ হইয়া বন্ধুস্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতক
বহুমিত্রযুক্ত, বহুধনযুক্ত ও বহুরসবিনাসী হয়; আর যদি পাপগ্রহযুক্ত
হইয়া থাকে, তবে ইহার বিপরীত ফল হয়।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি মিত্রস্থানে থাকিলে মানব অরণ্যমধ্যেও মিত্র প্রাপ্ত
হয়। বিচিত্র মাস্য, বস্ত্র ও রত্নাদি-শোভিত হইয়া সে গজবাজী-বাহনে
সুন্দরী কামিনীগণকে বিবাহ করে; অপিচ, বৃহস্পতি মিত্রগৃহ প্রাপ্ত হইয়া
থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, রত্নভাণ্ডারপতি, সর্বদুগী ও সর্বজনপ্রিয় হয়।

শুক্ৰ—বন্ধুস্থানে শুক্ৰ থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, কবিতা-
শক্তিসম্পন্ন, নির্মলচিত্ত, সচ্চরিত্র ও সুকর্শন হয়, অপিচ, শুক্ৰ যদি
বন্ধুস্থানে তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গৃহবাসী, শ্রেষ্ঠ
কামিনীবিনাসী ও সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

শনি—শনি বন্ধুস্থানে থাকিলে মনুষ্য বিকলাঙ্গ, দুঃখপীড়িত, ভগ্ন-
গৃহবাসী, ভগ্নাসনবিশিষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট হয়।

রাহু—রাহু বন্ধুস্থানে থাকিলে মানব কুবন্ত্রধারী, সুগন্ধপুষ্পানুরাগী,
নীচমিত্রগৃহবাসী ও গ্রামের প্রান্তভাগে স্থায়ী হয়; অপিচ, সে দরিদ্র,
খল, পাপাসক্ত, নীচানুরক্ত কৃশাঙ্গ এবং একপুল্লবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু বন্ধুস্থানে থাকিলে জাতক মাতা হইতে অসুখী ও
সুহৃদ্বর্গ বা পিতা হইতে বিনষ্ট হয়;—কেতু তুঙ্গীভাবে থাকিলে সেই
ব্যক্তি সদা উদ্ভিন্ন; বন্ধুহীন ও অস্থিরবাসী হয়।

পুত্রভাব

রবি—পঞ্চমগৃহে অর্থাৎ পুত্রস্থানে রবি অবস্থিত হইলে, মনুষ্য বাণ্য-কালে সুখী, যৌবনে রোগযুক্ত, একপুত্রবিশিষ্ট, কুবন্তধারী, ত্রুরকর্মা, চঞ্চলচিত্ত, নির্লজ্জ ও গৃহে শূরত্বপ্রকাশক হয় এবং কখনও সে ধনবান্ হয় না। রবি যদি পুত্রস্থানে স্বক্ষেত্রগত হন, তাহা হইলে প্রথম পুত্রের বিনাশ হয়; যদি শত্রুগৃহপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে সন্তান নিহত হইয়া থাকে। চন্দ্র—চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকিলে মানব বহুপুত্রসম্পন্ন, মৌভাগ্যশালী, সুখী ও মনোরমা রমণীর পতি হয়; পুত্রস্থান যদি পাপগৃহ হয় কিংবা চন্দ্র স্বয়ং যদি ক্ষয়শীল হন, তাহা হইলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হয়। অপিচ, যে জাতকের পুত্রস্থানে ক্ষয়শীল চন্দ্র পাপগৃহসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তাহার একটিমাত্র অতিচপলা কন্যা হইয়া থাকে।

মঙ্গল—পুত্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য পুত্রহীন, অর্থহীন ও সুখহীন হয়। মঙ্গল যদি নীচস্থিত হয় অথচ শত্রুগৃহগত বা শত্রু কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্য পুত্রশোকাকর্ষিত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। মঙ্গল স্বক্ষেত্রস্থিত বা তুঙ্গী থাকিলে, একমাত্র মলিন চিত্ত ও কুহকী পুত্র জন্মলাভ করিবে।

বুধ—যদি পুত্রস্থানে বুধ থাকেন, তাহা হইলে জাতক সুখসম্পন্ন, প্রফুল্লবদন, পবিত্র, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত, স্ত্রীপুত্রযুক্ত ও কবি হয়। অপিচ, বুধ পুত্রস্থানে শত্রু কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকিলে মানবের সুশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অন্যথা হয় পুত্র জন্মে না, না হয় জন্মিয়া জীবিত থাকে না।

বৃহস্পতি—পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক বহুস্ত্রীপুত্রযুক্ত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সুস্ত্রী ও লোকপ্রিয় হয়।

শুক্ৰ—পুত্রস্থানে শুক্ৰ থাকিলে জাতক ধনী, মানী, গুণী, দাতা, ভোক্তা এবং অল্পপুত্র ও বহুকন্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শনি—শনি শত্রুগৃহগত হইয়া পুত্রস্থানে থাকিলে, জাতকের সকল পুত্র বিনষ্ট হয়; যদি স্বক্ষেত্রস্থিত বা মিত্রগৃহস্থিত কিংবা তুঙ্গগত হইয়া থাকিলে, একমাত্র রুগ্ন, পঙ্গু ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

রাহু—রাহু পুত্রস্থানে থাকিলে জাতকের একটিমাত্র অতি দীন মলিন পুত্র জন্মে, পুত্রস্থান চন্দ্র বা রবির গৃহ হইলে জাতকের পুত্র জন্মে না বা জন্মিয়া জীবিত থাকে না। কেতু—পঞ্চমস্থানে কেতু থাকিলে জাতক অল্পপুত্রক, বীর্য়বান্, বুদ্ধিদোষে কষ্টভোগী এবং স্বয়ং ও তাহার ভ্রাতা আঘাত বা বাতরোগজ দুঃখভোগ করে।

রিপুভাব

রবি—ষষ্ঠ গৃহে রিপুস্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতক যোগরত, ধীমান, চারুমুর্তি, বিলাসী, তেজস্বী, কৃশ, ধার্মিক, কৰ্ম্মকঠিনদেহ, জ্ঞাতিবর্গপ্রমোদী, নিজকুলহিতকারী, শত্রুহীন এবং দীর্ঘায়ুঃ হয়। অপিচ, রবি যদি শত্রুগ্রহের সহিত যুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে জাতকের পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। চন্দ্র—চন্দ্র রিপুস্থানে যদি বৃহস্পতির গৃহে অবস্থিত থাকেন অথবা যদি পূর্ণচন্দ্র হইয়া তুঙ্গগত বা স্বগৃহস্থিত হন কিংবা শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জাতকের সকল শত্রু বিনষ্ট হয় ও সেই ব্যক্তি মহাসুখভোগ করে। যদি চন্দ্র ক্ষীণ কিংবা নীচগৃহস্থিত অথবা তাত্কালিক শত্রুর গৃহগত হন, তাহা হইলে সুখদাতা না হইয়া বহু পীড়া ও বিবিধ দুঃখদাতা হইয়া থাকেন। অপিচ, পাপচন্দ্র পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট, পাপগ্রহের সহিত যুক্ত বা পাপগ্রহের গৃহগত হইলে নিশ্চিত সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

মঙ্গল—রিপুস্থানে মঙ্গল যদি নীচরাশিস্থ বা শত্রুগৃহগত না থাকে, তাহা হইলে মানব রাজত্বলাভ হয়। যদি শত্রু কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া নীচস্থানগত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বিকটশরীরবিশিষ্ট এবং কুৎসিত ও ক্রুরকৰ্ম্মকারী হয়। শত্রুগৃহগত বা নীচস্থানগত মঙ্গল মৃত্যুকারী হয়।—অপিচ, রিপুস্থানে মঙ্গল তুঙ্গী থাকিলে জাতক বহু পুত্র, অর্থ ও মিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বুধ—রিপুস্থানে যদি বুধ শুক্রভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুনাশ ও ঐশ্বর্য্যসুখ হয়, আর যদি অশুভভাবে বুধ থাকেন অর্থাৎ পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট, পাপগ্রহসহ যুক্ত বা পাপগ্রহের গৃহগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুবৃদ্ধি ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—ষষ্ঠ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য শত্রুকুলবিজয়ী, যুদ্ধকুশল ও সুখী হয়; যদি বৃহস্পতি শত্রুগৃহগত থাকেন, তাহা হইলে পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি ও শত্রু কর্তৃক মানব প্রপীড়িত হয়।

শুক্র—শুক্র স্বক্ষেত্রগত, মিত্রগৃহগত বা তুঙ্গী হইয়া যদি রিপুস্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুদমন ও অভয়লাভ হয়,—যদি শত্রুগৃহস্থ বা নীচস্থানস্থিত কিংবা অন্তমিত থাকেন, তবে জাতকের বৈরিভয়, কলহ ও রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

শনি—শনি রিপুস্থানে যদি শক্রগৃহগত থাকে, তবে জাতকের বৈরিবিনাশ হয়। যদি তুঙ্গগত বা স্বক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে জাতকের মহাসুখপ্রদাতা হয়; আর যদি নীচস্থ শনি থাকে, তাহা হইলে পদে পদে শত্রুভয় হইয়া থাকে। রাহু—রাহু রিপুস্থানে যে কোনভাবে অবস্থিত থাকুক না কেন, জাতক ধনপুল্লসুহৃদভোগী ও শত্রুশৃণু হয় এবং অন্তঃপ্রহরিত যে কোনও দোষ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, জাতকের প্রধানা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

কেতু—ষষ্ঠ স্থানে কেতু থাকিলে, মনুষ্য অরোগী, মহাভোগী, অতুল-সুখসম্পন্ন ও মাতুল বা আত্মীয় কর্তৃক অমর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

জাম্বাভাব

রবি—রবি সপ্তম গৃহ বা জাম্বাস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতক অসুখ-ভোগী, চঞ্চল, পাংশলী, মধ্যমাকার, কপিলনেত্র, পিঙ্গলবর্ণকেশবিশিষ্ট ও কদাকার হয় এবং তাহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্র—জাম্বাস্থানে পূর্ণচন্দ্রে থাকিলে মানব সুন্দরকান্তি, কাঞ্চনযুক্ত ও মনোরমা যুবতীর পতি হয়; ক্ষীণচন্দ্রে থাকিলে অসুখী ও বিকলাঙ্গী রুগ্না নারীর পতি হয়। চন্দ্র যদি পূর্ণ ও শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট থাকেন, তবে জাতক শত যুবতীর অধিপতি হয়।

মঙ্গল—সপ্তম গৃহে জাম্বাস্থানে যদি মঙ্গল নীচস্থ বা শক্রগৃহগত থাকে, তবে জাতকের স্ত্রীবিনাশ হয়, যদি মিত্রগৃহগত থাকে, তবে তাহার কুরূপা সলিনা নারী পত্নী হয়; পুনশ্চ, মঙ্গল শক্রগৃহগত থাকিলে জাতকের শত্রুব্যক্তি স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে; অপিচ, মঙ্গল তুঙ্গী কিংবা স্বক্ষেত্রপ্রাপ্ত থাকিলে মনুষ্য উত্তমা কামিনী লাভ করিয়া থাকে।

বুধ—বুধ জাম্বাস্থানে শুদ্ধভাবে থাকিলে জাতকের সতী, সুরূপা ও সংকুলজাতা কামিনী হয়, আর অশুভভাবে থাকিলে কুৎসিতস্বভাবা, চপলা নারী ভোগ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি সপ্তম স্থানে থাকিলে জাতক অমৃতভাষী, চিরায়ু ও বিপুলধনাধিপতি হয় এবং সেই ব্যক্তি শত যুবতীর মুখপদ্মমধু পান করিয়া থাকে। শুক্র—শুক্র সপ্তম স্থানে থাকিলে জাতক ধনবান, স্বাস্থ্য-বান, বহুপুল্ল, বহুকামিনীযুক্ত এবং মহাসুখী হয়; অপিচ, যৌবনাশেও জাতক শ্রেষ্ঠকুলোৎপন্ন কামিনীসকল লাভ করিয়া থাকে।

শনি—জাম্বাস্থানে শনি থাকিলে মনুষ্যের সমুদয় স্ত্রী বিনষ্ট হয়;—যদি:

ভূঙ্গগত বা মিত্রগত শনি সপ্তম স্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতক অন্নহীনা, কুরুপা অথবা পুনভূ^২ (যাহার দুইবার বিবাহ হয়) কন্ডা ভোগ করিয়া থাকে ।

রাহু—জায়াস্থানে রাহু যদি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা পাপগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে অথবা যদি রবি-চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের স্ত্রী বিনষ্ট হয় ; অপিচ, চণ্ডালিনীর প্রতি জাতক আশঙ্ক হইয়া থাকে ।

কেতু—জায়াস্থানে কেতু থাকিলে সর্ব্বদা ষাচক ও উষ্মিগ্র হয়, তাহার বনিভা পীড়াগ্রস্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি জল বা অগ্নি ভূত হইতে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

নিধনভাব

রবি—রবি অষ্টম গৃহে অর্থাৎ নিধনস্থানে অবস্থান করিলে বজ্রবাত, সর্পদংশন বা জ্বররোগে স্থলভূমিতে জাতকের প্রাণবিরোগ হয় । রবি ভূঙ্গী অথবা স্বক্ষেত্রস্থিত থাকিলে মনুষ্যের মুখে মৃত্যু হয় ; অত্রস্থ থাকিলে দুঃখে মৃত্যু হইয়া থাকে ।

মঙ্গল—মঙ্গল নিধনস্থানে থাকিলে মনুষ্য শত্রু, অগ্নি, রাজদণ্ড, ক্ষয়কাম, কুষ্ঠ, ভ্রণ, গ্রহণী বা অর্শরোগে পৃথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় । অপিচ, মঙ্গল দুর্বল বা নীচগত হইলে হস্তপদাদি-রোগে অথবা দক্ষ হইয়া জাতক নিন্দিত স্থানে প্রাণত্যাগ করে ।

বুধ—বুধ নিধনস্থানে যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে জাতক শ্রেষ্ঠ ভীর্ষক্ষেত্রে মুখে প্রাণত্যাগ করে । যদি পাপগ্রহের ক্ষেত্রস্থিত থাকে, তবে শূলরোগ বা জজ্বাদির রোগে মহাকষ্টে জাতকের মৃত্যু হয় ; অপিচ, পাপগ্রহযুক্ত বা শত্রুগৃহস্থিত বুধ নিধনস্থানে থাকিলে জাতক বদন-কম্পরোগে নিহত হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে ।

বৃহস্পতি—নিধনস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক মহাপুণ্যতীর্থে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

শুক্ৰ—শুক্ৰ অষ্টম স্থানে থাকিলে মনুষ্য বিয়লকর্মকারী, পৃথুলোচন, ঝাংসরত, নৃপসেবক ও ধীমান্ন হয় এবং সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠস্থানে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিস্নান ও পিতৃকুল পবিত্র করে ।

শনি—শনি নিধনস্থানে অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য দুঃখভোগী, শোকাভিভূত ও দেশান্তরবাসী হয় এবং সেই ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে নীচ লোকের হস্তে কিংবা বদনকম্প, বিসৃচিকা রোগে বা নেত্ররোগে অতি দুঃখে প্রাণ বিসর্জন করে ।

রাহু—নিধনস্থানে রাহু থাকিলে জাতক মহাপাপী, কাপুরুষ ও ধনবান্ হইবে এবং জন্মমুখে, চৌর্ধ্যাপরাধে অথবা বহুকালসঞ্চিত পাপের পর ভাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে ।

কেতু—কেতু নিধনস্থানে থাকিলে পীড়া, ক্ষতি ও গুহরোগ হয় । যদি মেষ বা বৃষরাশিতে অবস্থান করে, তবে জাতক ধনলাভ করে ।

ধর্ম্মভাব

রবি—রবি নবম গৃহে অর্থাৎ ধর্ম্মস্থানে সংস্থিত হইলে জাতক পুণ্যবিহীন ও ভাগ্যহীন হয় ; আর যদি রবি স্বক্ষেত্রগত বা তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে জাতক বহুপুণ্যবান্, বহুধনসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী, সত্যবাদী ও নৃপপদ প্রাপ্ত হয় ।

চন্দ্র—পূর্ণচন্দ্র নবম স্থানে থাকিলে জাতক পুণ্যবান্, ক্রিয়াবান্ ও কামিনীবল্লভ হয় ; আর যদি নীচগৃহস্থ বা ক্ষীণ হন, তাহা হইলে উহারই বিপরীত ফল হইয়া থাকে ।

মঙ্গল—মঙ্গল ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যহীন, রোগযুক্ত, সুবেশধারী, শিল্পজীবী ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হয় ।

বৃষ—ধর্ম্মস্থানে যদি বৃষ শুভগৃহ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে জাতক সৌভাগ্যশালী, পুণ্যবান্, স্ত্রীপুত্রসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সুখী হয় ; আর যদি পাপগৃহস্থিত হন, তাহা হইলে উহারই সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মানব ধনী, গুণী, ধার্ম্মিক, কুলবর্দ্ধন, কীর্ত্তিমান ও মহাসৌভাগ্যশালী হয় ।

শুক্ল—শুক্ল নবম স্থানে স্থিত হইলে মনুষ্য দেবদ্বিজগুরুভক্ত, পবিত্র, তীর্থপরায়ণ এবং স্বোপার্জিত সৌভাগ্যে মহোৎসবশীল হয় ।

শনি—ধর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক পাপাত্মা, ক্রুর, রোগী, দরিদ্র, নাস্তিক ও বীর্যহীন হয় এবং সেই ব্যক্তির স্ত্রী পাপাসক্তা হইয়া থাকে ।

রাহু—রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক পাপশীল, নীচকর্মানুরক্ত চণ্ডালতুল্য এবং শক্রভয়ভীত ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয় ।

কেতু—ধর্ম্মস্থানে কেতু থাকিলে জাতক ক্রেশশূন্য, পুত্রাভিলাষী, মান ও তপস্যাশীল, স্নেহজ্ঞাতি হইতে সৌভাগ্যবান্ এবং বাহুরোগী হইয়া থাকে ।

কর্মাভাব

রবি—দশম গৃহে বা কর্মস্থানে রবি থাকিলে জাতক নয়নরোগী, পৈতৃকধনসম্পন্ন, রাজমাণ্ড; অভিমাত্রী ও শেষাবস্থায় রোগবিশিষ্ট হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র কর্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুধনভোগী, গুণনিধান ও স্ত্রীপুত্রাবিশিষ্ট হয় এবং যদি পাপগৃহগত বা শক্রগৃহগত থাকেন, তাহা হইলে মানব কর্মহীন, কৃশাঙ্গ, মুখরোগী ও পৈতৃক ধনে ধনবান্ হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল কর্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য অস্ত্রজ্ঞ, সাহসিক, ভূমিজীবী, স্ত্রীপ্রিয়, ক্রোধী, সমাঙ্গ ও দেবতাব্রাহ্মণভক্ত হয়।

বুধ—বুধ দশম স্থানে যদি শুভভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক রাজপুঞ্জিত, যশস্বী, মিত্রবান্, নিজভূজোপার্জিত বহুবিভ্রশালী, ষানবাহন-রত্নাদিসম্ভোগী ও ধার্মিক হয়; আর যদি বুধের অশুভভাবে অবস্থিতি হয়, তবে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি কর্মস্থানে অবস্থান করিলে মানব অতি ধার্মিক, মহা নীতিমান্, শক্রগণের অজ্ঞেয়, ধনরত্নবিভূষিত ও মহাসুখী হয়।

শুক্র—শুক্র কর্মস্থানে থাকিলে জাতক বনমধ্যে রাজেশ্বর্য্য ভোগ করে, অপিচ, সেই ব্যক্তি স্ত্রীধনসম্পন্ন, নেত্ররোগযুক্ত ও মহাভোগী হইয়া থাকে।

শনি—শনি কর্মস্থানে থাকিলে জাতক কুরাআ, নৃপগৃহবাসী ও বিপদ হইতে অর্থাগ্রাসক হয়।

রাহু—কর্মাস্থানে রাহু থাকিলে মনুষ্য পরান্নভোগী, কামুক, চপল, স্নানে বিরক্ত, মুখরা নারীর পতি ও দুঃখভোগী হয়।

কেতু—কর্মাস্থানে কেতু থাকিলে জাতকের পিতা অসুখী হয়; ধনু রাশিতে কেতু অবস্থিতি করিলে শক্রক্ষয়, মকররাশিতে থাকিলে মাতার পীড়া এবং ক্ষেত্রগত থাকিলে ভার্য্যা বিনষ্ট হয়।

আয়স্ভাব

রবি—একাদশ গৃহে বা আয়স্স্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতক বহুতর ধনরত্নরোগী, বিধিজ্ঞ, ভোগহীন, নৃপতুল্য, কামিনী-চিত্তহারী, বলবান্, কৃশাঙ্গ, চপলচিত্ত ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র আয়স্স্থানে থাকিলে পত্নীভৃত্যাদিবিশিষ্ট ও বিবিধ সৌভাগ্যযুক্ত হয়; আর যদি ক্ষীণ অথবা পাপগৃহগত বা নীচগৃহগত হয়, তাহা হইলে মধ্য নৃচ ও মুহূর্ত্তাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল আয়তস্থানে থাকিলে জাতক পণ্ডিত, পরহিতার্থী, কোষপূর্ণধনের অধিপতি এবং নৃপতুলা গৃহমেধী হয়। মঙ্গল যদি তুঙ্গস্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক সাতশয় সৌভাগ্যসম্পন্ন, ধৈর্য ও বাহুবল-বিশিষ্ট, পুণ্যকামী ও মহালোভী হয়।

বুধ—বুধ একাদশ গৃহে থাকিলে মানব কণ্ঠবুদ্ধিরত, কৃপণ, বহুধনী, সুখী, নীরদকান্তি, পৃথুলোচন ও প্রমদাবল্লভ হয়।

বৃহস্পতি—যদি একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে জাতক নৃপতুলা ধনবান্, মহা ধর্মপরায়ণ, নিজকুলের বিকার-সম্পাদক এবং রোগাবিশিষ্ট হয়।

শুক্র—শুক্র আয়তস্থানে ক্ষেত্রস্থিত থাকিলে মানব কন্দর্পকান্তি, কুম্ভামোদী, হাশ্যপরহাসযুক্ত, কুল-হিতসাধক, গুণবান্ ও সুখভোজন হয়।

শনি—শনি যদি আয়তস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধনী, বহুভোগী, তৃষ্ণাশূন্য, দীতানুরাগী, ও ফুল্লচিত্তে ও অল্পবয়সে রোগী হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু একাদশ গৃহে থাকিলে জাতক দাতা, নীলকান্তি, চাকল্য-যুক্ত, পরদারসেবী, সৃষ্টি, শাস্ত্রানন্দক ও নির্লজ্জ হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু একাদশে থাকিলে জাতক মিষ্টভাষী, মনোহরকান্তি, তেজস্বী, বিদ্বান্ ও উদারপীড়ায়ুক্ত হয়; অপিচ, তাহার সন্তান দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে, আর যদি হৃৎকেন্দ্রগত হন, তবে জাতকের সর্ববিষয়ে লাভ হয়।

ব্যয়ভাব

রবি—ছাদশ গৃহ অর্থাৎ ব্যয়স্থানে যদি রবি অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতক উৎসাহিত, কাশ্মাতুর, তল্লধনী, জঙ্ঘারোগী ও কথকজনের বিরোধী হয়। অপিচ, পাপগ্রহযুক্ত ও পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া রবি যদি ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে মহৎশজাত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়।

শ্রে—শ্রে যদি তুঙ্গী হইয়া ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে জাতক বহুযুবতীর পতি, পুত্রভৃত্যাদিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য হয়; আর যদি শ্রে নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহগত অথবা পাপগৃহগত হন, তাহা হইলে মানব বহুরোগযুক্ত ও দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ, ছাদশ স্থানে থাকিলে মনুষ্য অবিশ্বাসী, কৃপণ ও নীচসংসর্গী হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল ছাদশে থাকিলে মনুষ্য পরধনতালুপ, ক্রতগামী হাশ্য-বদন, প্রচণ্ড, দঃদাররত, ও সুখভোগী ও জিন্দাবান্ এবং সাত্বিক হয়।

বুধ—ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে মানব বিকলমূর্তি, সলজ্জবভাব, পাপাসক্ত, কুহকী এবং পরজীঘনে ধনবান্ হইয়া থাকে ।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য সংযতাব, সত্যবাদী, সাধুসঙ্গী, কামাতুর, দান্তিক, দানশীল, বাল্যে সৌভাগ্যবান্, গুহরোগী এবং মানপরাঙ্কুহ হয় ।

শুক্র—ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বাল্যে রোগযুক্ত, দান্তিক, কৃষিজীবী, কৃশাঙ্গ ও মলিন হয় ।

শনি—শনি যদি ব্যয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক ক্রুরমতি, কৃশাঙ্গ, জঙ্ঘারোগী, পক্ষাবাতী, ধনহীন, সুহঃখী ও চপলা নারীর পতি হয় ।

রাহু—রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য ধর্মহীন, অর্থহীন ও সুখবিহীন হইয়া নিরন্তর দেশান্তরবাসী হইয়া থাকে । অপিচ, ঐ ব্যক্তি অতি ধার্মিক ও পিঙ্গলনেত্র হয় ।

কেতু—দ্বাবশ স্থানে কেতু থাকিলে জাতক মাতুলালয়ে পালিত, রাজতুল্য, সন্ধিষয়ে বায়ী এবং গুহ, বস্তি, চরণ ও নেত্রভাগে পীড়াগ্রস্ত হয় ।

তদ্বাদি দ্বাদশ ভাব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল—এক্ষণে প্রতিগৃহের অধিপতি গ্রহ যেরূপে বিভিন্ন গৃহে অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে, সহজে ও সংক্ষেপে তদ্বিষয় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে ।

লগ্ন বা প্রথম স্থান

লগ্নস্থানে—লগ্নাধিপতি গ্রহ থাকিলে জাতক সৌভাগ্যবান্, শত্রুবিজয়ী, সুহৃদমাঙ্গ ও বহুলোকপ্রতিপালক হব । দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, বহুধনসম্পন্ন ও স্ত্রীমান্ হয় । তৃতীয়াধিপতি থাকিলে পরাক্রান্ত, বংশশ্রেষ্ঠ, পরিজনবেষ্টিত, অস্থিরবাসী ও বহুভ্রমণকারী হয় । চতুর্থাধিপতি থাকিলে স্বাবরসম্পত্তিভোগী মিত্রভাগ্যবিশিষ্ট ও যানবাহনাদির অধীশ্বর হয় । পঞ্চমাধিপতি থাকিলে কুলশ্রেষ্ঠ, বিলাসী, হৃষ্টচিত্ত, সুবুদ্ধি, বিদ্যাপ্রিয় ও পুত্রবান্ হয় । ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে শত্রুপাড়া, বহুক্লেশ, আয়ুর্হানি ও ঐ গ্রহজনিত রোগ ভোগ হয় । সপ্তমাধিপতি থাকিলে প্রবাসী, ব্যবসায়কুশল ও বাল্যে বিবাহিত হয় । অষ্টমাধিপতি থাকিলে রোগ, শোক, সঙ্কট, আয়ুর্হানি ও ঐ গ্রহজাত রোগ ভোগ হয় । নবমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবান্, সুবুদ্ধি, অধর্মদ্বেষ্টা, বিদ্যানুরাগী, বাণিজ্যপ্রিয় ও বহু ভ্রমণকারী হয় । দশমাধিপতি থাকিলে ব্রতান্ত, কারিগর্য, ক্ষয়ভাগান্

ও লোকমান্ন হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ধনাগম, মিত্রলাভ ও উৎসাহলাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে অপরিশ্রামদশী, অন্নায়ুঃ, অবমানিত ও পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় স্থান

দ্বিতীয় স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক অধ্যবসায়সম্পন্ন ও ভ্রমণদ্বারা ধনশালী হয়। অশুভগ্রহ থাকিলে উহার পূর্ণ বিপরীত ফল হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য, বিত্তবান্ ও পুত্রবান্ হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও বাণিজ্যে বিত্তলাভ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে আকস্মিক বিপদে অর্থক্ষতি হয়, বলবান্ শুভগ্রহ হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে সৌভাগ্যবান্ হয়। নবমাধিপতি থাকিলে ধর্মচর্চা, বিদ্যাবান্ ও যাজ্ঞবৃত্তি হয়। দশমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যবৃত্তি, রাজসেবা ও তজ্জনিত সন্মান লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে মিত্রজনিত ভাগ্য ও সম্পত্তি ভোগ হয় এবং দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বহুব্যায়ে ধনক্ষতি হয়।

তৃতীয় স্থান

তৃতীয় স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক গর্বিত, ভ্রমণরত, আত্মাভিমানী ও আত্মীয়জনের বশীভূত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বলবান্ থাকিলে ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা ভ্রমণ কর্তৃক ধনাগম হয়, অগ্ৰথা—অর্থহানি ও মনস্তাপ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে পৈতৃক ধনের ক্ষয় ও অস্থিরবাস হয়; বলবান্ গ্রহ থাকিলে সহোদর কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সহোদরপ্রীতি, পুত্রহানি ও বিদ্যাক্ষয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃহানি ও বহু বিঘ্ন হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে আত্মীয়ের সহিত বিরোধ ও আত্মীয় বা প্রতিবেশী কর্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃহানি, ভ্রাতৃবিরোধ, মনস্তাপ, শোক ও সর্বদা বিঘ্নবিপত্তি হয়। নবমাধিপতি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃভাগ্যযুক্ত, ভ্রমণরত, অল্পবিত্তশালী ও অস্থিরসংকল্প হয়। দশমাধিপতি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃবলে বলীয়ান্, অরিকার্য্যকারী ও ভ্রমণরত হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃসাহায্যে ধন ও বন্ধুলাভ হয়, বন্ধুলাভ দ্বারা অর্থলাভ ও অল্প ধনাগম হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃজনিত দুর্ভাগ্যভোগ ও বহু অশুভ হয়।

চতুর্থ স্থান

চতুর্থ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক পৈতৃক সম্পত্তিসম্পন্ন এবং অনুত্তম ধানবাহনের ও বাসস্থানের অধীশ্বর হয় এবং কোনরূপে জাতকের ভূমিলাভ হয় আর কৃষিকার্যে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে কৃষিকার্যে দ্বার। অর্থবান্, খনিজ দ্রব্যাদির ব্যবসায় অথবা ভূমির ক্রয়বিক্রয়াদি ইহাতে বহুবিস্তবান্ হয়। অগ্রথা শক্রবৃদ্ধি ও পৈতৃকধ্বংসজনিত বিপত্তি ঘটে। চতুর্থাধিপতি থাকিলে অধনী, অপ্রবাসী ও পৈতৃক সম্পত্তিতে সুখভোগী হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে জাতক নিজ বুদ্ধিকৌশলে কোন রহস্য প্রকাশ করে, আশ্রয়নে বলায়ান্ হব, পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধি করে এবং অনুত্তম স্থাবর সম্পত্তির অধীশ্বর হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষি, মিত্রক্ষয়, পৈতৃক সম্পত্তির বিনাশ ও আশ্রয়ের মধ্যে সর্বত্র অসন্তোষ হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে ব্যবহারদক্ষতা, বাণিজ্য বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও অট্টালিকা এবং ভূসম্পত্তির অধিপতি হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পৈতৃক সম্পত্তির বিনাশ, পিতৃরিষি ও পতন দ্বারা মহা অনিষ্ট হয়। নবমাধিপতি থাকিলে ধর্ম্যাবসায়, বাণিজ্য বা বিচারার্থে দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে সম্ভ্রান্ত কার্যকারী, লোকমাগ্ন ও স্থাবর সম্পত্তিগামী হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে কৃষিকার্যকারী পিতৃধনসম্পন্ন, ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট ধানবাহনের অধিপতি হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষি, পৈতৃক ধনবিনাশ, বিবাহ কর্মভোগ ও পরগৃহে বাস হয়।

পঞ্চম স্থান

পঞ্চম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক সুবুদ্ধি, সুভোগী, বিলাসী, কল্পনাসম্পন্ন ও অপত্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে দূতপ্রিয়, বিলাসী, ক্রয়বিক্রয়দক্ষ ও মধ্যবিধ ধনস্থাপন হয় এবং স্ত্রী, ও পুত্র ও আশ্রয় কর্তৃক ধনসম্পন্ন হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে বুদ্ধিক্রয় ও পুত্রহানি অথবা ভ্রমবশত পুত্র হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য ও বসন দ্বারা ভূসম্পত্তি ভোগী এবং সুন্দর আলয়ের অধিপতি হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সুন্দরী ভাৰ্য্যা, সুপুত্র, কার্যে সাক্ষ্য, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি এবং লোকমাগ্ন হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে আশাতঙ্গ, মনস্তাপ, পুত্রহানি ও সর্ববনা অমিতভোজী এবং রোগপাণ্ডিত হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে পরমতপস্কী, বশিতাবশাভূত ও বাণিজ্যে বিস্তবান্ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পুত্রশোক, মনস্তাপ, লাম্পট্য ও অমিত-

শোভনজনিত পীড়া এবং উজ্জ্বল রোগে যুক্ত হয়। নবমাষিপতি থাকিলে সুভার্যা, সুপুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও সৌভাগ্য লাভ হয়। দশমাষিপতি থাকিলে স্নানপ্রসিদ্ধি ও সন্মানভোগী হয় এবং শুভগ্রহ হইলে সন্তান যশস্বী হয়। একাদশাষিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সুমিত্রলাভ এবং বন্ধু বা ব্যবসায় কর্তৃক ধনসম্পন্ন হয়। দ্বাদশাষিপতি থাকিলে হিন্দি, দুর্ভিক্ষ, পুত্রশোক ও বিলাসিতাহেতু মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠ স্থান

ষষ্ঠ স্থানে—নগ্নাষিপতি থাকিলে বধ, বন্ধন, শত্রুপীড়া ও ঐ গ্রহজনিত রোগ ও পীড়াভোগ হয়। শুভগ্রহ বা শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, পিতৃব্য-মাতুলাদি কর্তৃক ইষ্টলাভ হয়। দ্বিতীয়াষিপতি থাকিলে ঋণ, রোগ ও রিপু কর্তৃক ধনক্ষতি হয়। তৃতীয়াষিপতি থাকিলে, ভ্রাতৃহি ও আত্মীয় বা জ্ঞাতির সহিত বিরোধ ঘটে। চতুর্থাষিপতি থাকিলে ঋণজড়িত, বন্ধুহীন এবং ভৃত্য বা শত্রু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চমাষিপতি থাকিলে বুদ্ধিবৃদ্ধির হীনতা, পুত্রহীনতা, ভয়প্রীতি ও আশাভঙ্গ হয়। ষষ্ঠাষিপতি থাকিলে চিররোগ, বধবন্ধনভয়, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য, শত্রুবৃদ্ধি ও বহুঋণ হয়। সপ্তমাষিপতি থাকিলে স্ত্রীবিনাশ, অর্থনাশ, ব্যবসায়ে ক্ষতি ও হুঁসঙ্গ হয় এবং ভৃত্য কর্তৃক বহুক্ষতি হইয়া থাকে। নবমাষিপতি থাকিলে কষ্টযুক্ত, শত্রুরোগপীড়িত এবং মূর্খ অথবা অধর্মপরায়ণ হয়। দশমাষিপতি থাকিলে মানহানি, কর্মক্ষতি ও মনস্তাপ হয়। একাদশাষিপতি থাকিলে শত্রু কর্তৃক পীড়িত, রোগযুক্ত ও অল্পবিত্ত হয়। দ্বাদশাষিপতি থাকিলে শত্রুবেষ্টিত ও রোগযুক্ত হয়।

সপ্তম স্থান

সপ্তম স্থানে—নগ্নাষিপতি থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, অস্থিরবাস, প্রবাস ও যৌবনে বহু স্ত্রীলাভ ঘটে, সে ব্যক্তি প্রায়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিস্তবান্ ও বুদ্ধিদোষে অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়াষিপতি থাকিলে বিবাহজনিত সৌভাগ্যলাভ হয়, অথবা বাণিজ্য বা বিচারকার্য হইতে বহুবিত্ত সঞ্চয় করে। তৃতীয়াষিপতি থাকিলে জ্ঞাতিবিরোধ, দূরে বিবাহ ও বাণিজ্যার্থ ভ্রমণশীল হয়। চতুর্থাষিপতি থাকিলে মিত্রলাভ, বিবাহজনিত সৌভাগ্য, বাণিজ্য ও ব্যবসায় উন্নতি, বিদেশে প্রভূত ও সম্পত্তিলাভ হয়। পঞ্চমাষিপতি থাকিলে দাম্পত্যসুখ, শত্রুপ্রীতি, দূর-যাত্রায় ইষ্টলাভ, নারীলাভ এবং পরিজনমধ্যে অপ্রণয় হয়। ষষ্ঠাষিপতি থাকিলে ভাৰ্য্যাবিরোধ,

বিরোধ, অর্থক্ষতি ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে নারীলাভ, বাণিজ্যে বৃদ্ধি ও জয়লাভ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যে বা ব্যবসায়ে অর্থহানি, মনস্তাপ, স্ত্রীবিনাশ ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সুন্দরী নারীলাভ, প্রবাসে সৌভাগ্য ও বিদ্যা অথবা ব্যবসায় কতৃক ধনশালী হয়। দশমাধিপতি থাকিলে বিদেশবৃত্তিক, ব্যবসায়ে বৃদ্ধি, খ্যাতি, সম্ভ্রম ও সম্ভ্রান্তকুলের নারীলাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা দূরযাত্রায় ধনলাভ, বিবাহজনিত মৈত্রী এবং সহভাগীর সহিত সৌহার্দ্য হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে গৃহকলহ, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ক্ষতি, শোক ও মনস্তাপ উপস্থিত হয় এবং সে ব্যক্তির ভার্য্যা প্রায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অথবা চিররুগ্ন থাকে :

অষ্টম স্থান

অষ্টম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতকের আয়ুর্হানি, রোগ, পীড়া বিপত্তি, শোক, ভীতি ও বিবিধ দুঃখ হয়; শুভগ্রহ বলবান থাকিলে জাতক স্ত্রীধনে ধনী বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিভোগী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিলাভ বা উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি হয়। দুর্বল বা পাপগ্রহ কতৃক দুষ্ট হইলে পূর্বধন-বিনাশ ও বহুবিপত্তি ঘটে। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃবিনাশ বা ভ্রাতৃসম্পত্তিলাভ, বন্ধুপ্রীতি ও যাত্রায় অমঙ্গল হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষি, বিয়বিপত্তি, শোক, স্থাবর সম্পত্তিজনিত দুর্ঘটনা ও যান বা বাহন হইতে পতন দ্বারা অনিষ্ট হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে অনিষ্ট, পীড়া ও মনস্তাপ হয় এবং শাহার সম্ভ্রম প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে ইন্দ্রিয়া-সক্তি ও তজ্জনিত বিপদ এবং দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, শোক ও মনস্তাপ উপস্থিত হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যে অর্থহানি হয় এবং স্ত্রীবিনাশপ্রাপ্ত বা সর্বদা পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। শুভগ্রহ—বিশেষ শুক্র থাকিলে স্ত্রীধনপ্রাপ্তি হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও স্ত্রীধনলাভ এবং সুখমৃত্যু হইয়া থাকে। নবমাধিপতি থাকিলে চিন্তা, ক্লেশ, মনঃকষ্ট, সর্বত্র বিরাগভাজনতা ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে রাজভঙ্গ, অবমাননা, বধ, বন্ধন, চিন্তা, শোক, মনস্তাপ ও কার্যহানি হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অমঙ্গল ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারলাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বিবিধ বাধাবিপত্তি, দেহের অপুষ্টি ও শ্রাস্য সম্পত্তির অনধিকার হয়।

নবম স্থান

নবম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক শাস্ত্রধর্মবিদ্যানুরাগী, লোকমান্ন, সম্ভ্রান্ত, ভাগ্যবান ও জলপথে বাণিজ্যকারী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে সুবুদ্ধি, শাস্ত্রপ্রিয় এবং ধর্মকার্য বা বাণিজ্য কর্তৃক অর্থবান হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে বহু দূরভ্রমণ, বিবিধ ভাগ্য ও বিদ্যার্থ প্রবাসবাস হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বিদ্যানুরাগ, ধর্মচর্চা বা দূরযাত্রা হইতে ধনাগম হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবান, বিদ্যানুরাগী, ধর্মভীত, ভীর্ষসেবী ও পুণ্যক্রিয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে দুর্ভাগ্যবান, সাধুলোকের অপ্রিয়, মূর্থ ও ধর্মহীন হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য বা বিবাহজনিত সৌভাগ্যলাভ হয়; সে ব্যক্তির প্রায়ই ধর্মযাজক ও লিপিব্যবসায়ীদিগের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। অষ্টমাধিপতি থাকিলে বিদ্যাশিক্ষায় বিপত্তি, ধর্মচিন্তায় বাধা এবং তীর্থ ও দূরস্থানে নিধনপ্রাপ্তি হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সঙ্গপদেশক, ধার্মিক, ভাগ্যবান, শাস্ত্র বা বাণিজ্যজনিত ধন ও প্রতিপত্তি লাভ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে ধন, মান, খ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে বিদ্বান ও ধার্মিকজনের প্রীতিভাজন এবং বিদ্যা ও ধর্ম দ্বারা উপার্জনকারী হয় এবং কখনও বাণিজ্যকার্যেও উন্নতিলাভ করে। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বিদ্বান ও ধার্মিকজনের বিরাগভাজন, সর্বদা বিপন্ন ও ভাগ্যহীন হয়; অপ্টিচ, বিদ্যা ও ধর্মানুশীলনে বাধা এবং বাণিজ্যে বা জলপথে অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দশম স্থান

দশম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে সমাজমাগ্ন, প্রাধান্যভোগী ও সফলক্রিয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে রাজসেবা, ব্যবসায় বা যে কোনও ধর্মানুমত বিশ্বাসের কার্যে উপার্জনকারী হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভাতুরিষ্টি ও পর্যটনকারী হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে স্বাবর-সম্পত্তিভোগী, উৎকৃষ্ট যানবাহনের অধীশ্বর এবং উচ্চপদস্থ ও সম্মানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সফলক্রিয়, বুদ্ধিজীবী ও স্নানামখ্যাত হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে *ক্রপ্রবণ, অপদস্থ ও নিষ্ফলক্রিয় হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে উন্নতহৃদয় ও মনোরমা স্ত্রীলাভ এবং বহুবিভক্ত হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে মাতুরিষ্টি, কার্যাহানি, চিন্তা, অবমাননা ও অনুতাপ হয়। নবমাধিপতি থাকিলে গুণসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ও যশস্বী হয়।

নশমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্য, কীর্তি, ক্ষমতা, যশঃ, সম্ভ্রান্তপদ ও প্রাধান্য লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে মহৎ ব্যক্তির সহিত কৈরী ও ভৎসূত্র ভাগবান্ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে কার্যহানি, মনস্তাপ ও বিবিধ দুঃখ হয়।

একাদশ স্থান

একাদশ স্থানে—সপ্তাধিপতি থাকিলে উৎসাহ ও সম্পত্তিবৃদ্ধি, বহুমিত্র, কীর্তি, ক্ষমতা ও উৎকৃষ্ট যানবাহনাদির অধিকারী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয় এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অপর আত্মীয়-বন্ধু জন হইতে ধন ও ভাগ্য সংগ্রহ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্য এবং পর্যটন দ্বারা মিত্র ও ধন লাভ হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে ভূনস্পত্তি, বহুমিত্র ও সুন্দর বাহন ভোগ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে উৎকৃষ্ট জামাতা বা পুত্রবধু লাভ, অকপট বন্ধুভাব এবং ব্যবসায় দ্বারা উন্নতিসাধন হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে বন্ধু বনাশ, অকপট বন্ধুভাব, অগ্রহের অহিত এবং দাস ও শত্রু বাক্তি হইতে অর্থাগম হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে কামিনীবল্লভ হয় এবং মিত্র বা অপর আত্মীয়জন হইতে কিংবা বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা উপার্জনকারী হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমঙ্গল, হরিষে বিষাদ, মিত্রনাশ, ক্ষতি মনস্তাপ ও বহু চিন্তা হয়। নবমান্ গ্রহ হইলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। নবমাধিপতি থাকিলে মিত্রভাগা, ধনভাগ্য ও সুখসম্ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে মাননীয় মিত্র, উৎকৃষ্ট যানবাহন, সামাজিক প্রাধান্য, লাভপ্রবৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একাদশাধিপতি থাকিলে বহু অর্থ বহু মিত্র, বিবিধ উৎসাহ ও সুখবৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে অর্থহানি ও মনস্তাপ হয়। অপিচ, অকপট মিত্র প্রায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং কপটবন্ধু কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

দ্বাদশ স্থান

দ্বাদশ স্থানে—সপ্তাধিপতি থাকিলে বধ, বন্ধন, ঋণ, দৃশ্চিন্তা, শোক, শত্রু, শত্রুরের অপুষ্টি ও নানা দুঃখ হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে অশ্রিতব্যয়, পূর্বধনবিনাশ ও বহু ঋণ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে আত্মীয়গণের সহিত বিরোধ, পথিমধ্যে শত্রু ও বন্ধনভয় এবং মনঃকষ্ট হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে অপরিমিত ব্যয় ও প্রবাসক্লেশ এবং ঋণদায়ে বা শত্রুপীড়ায় পৈতৃক সম্পত্তির উচ্ছেদ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে হিতকর্মে ব্যাঘাত, রোগপীড়িত বা কষ্টপ্রকৃতি সন্তান, দৃশ্চিন্তা ও অকারণ অনুতাপ হয়; সে ব্যক্তি দুর্কৃষ্টি

অথবা দ্যুতানক্তিবেশে প্রায়ই সর্বস্ব বিনষ্ট করে। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে বিবাহজনিত দুর্ভাগ্য, দাম্পত্য-বিবাদ, শত্রুপীড়া ও মনস্তাপ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে ন্যায়বিষয়ে বঞ্চিত, ঋণগ্রস্ত, নির্বাসিত, কারারুদ্ধ ও মহাহুঁহ প্রাপ্ত হয় এবং বিদেশে তাহার নিধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নবমাধিপতি থাকিলে কার্যনাশ, কারাবাস, ঋণগ্রস্ত, অপদস্থ, দুশ্চিন্তা ও বিবিধ দুঃখ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে বহুঋণ, মিত্রহানি, অমিত ও অকারণ বায়ু এবং গুপ্ত শত্রু কর্তৃক বিপদ উপস্থিত হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে মনস্তাপ, শত্রুপীড়া, ঋণদায়, কার্যনাশ, কারাবাস, বধ বন্ধন, বহু শোক ও বহুহুঁহ হয়।

গ্রহগণের যোগ ও দৃষ্টিস্থান

শুভগ্রহগণ যুক্ত হইলে শুভফল প্রদান করে, অশুভ গ্রহগণ যুক্ত হইলে, অশুভফল প্রদান করে, আর শুভ ও অশুভগ্রহ একত্রে অবস্থিত হইলে মিশ্র-ফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি শুভগ্রহ অশুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভফল আর অশুভ গ্রহ কর্তৃক যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অশুভ ফল দান করে; আর পাপগ্রহ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অপেক্ষাকৃত শুভ এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভফলেরই আপেক্ষিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে গ্রহ যে রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকে, সে রাশিতে তাহার দৃষ্টি থাকে না — অধিষ্ঠিত রাশি হইতে তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে দ্বিপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি ও সপ্তম অর্থাৎ ঠিক সম্মুখস্থ বিপরীত রাশিতে চতুষ্পাদ বা সম্পূর্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি থাকে না। অধিকন্তু বিশেষ বিধি,—তৃতীয় ও দশমে একপাদ স্থলে শনির পূর্ণদৃষ্টি, পঞ্চম ও নবমে দ্বিপাদস্থলে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদ স্থলে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি হইয়া থাকে, পঞ্চম ও নবম রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি অতিশয় শুভ, তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে শুভ, অষ্টম রাশিতে মঙ্গল ভিন্ন অন্য সকল গ্রহের শুভ; আর সপ্তম রাশিতে শুভগ্রহের কিংবা রবিচন্দ্রের সমসপ্তম দৃষ্টি শুভ হইয়া থাকে।

নবতারা-চক্রমতে গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি অতি সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরিভাষা-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই তিন তিনটি করিয়া জন্মাদি তারা হয়। (পরিভাষা দেখ)। ঐহাদের মধ্যে জন্মতারা, বিপত্তারা, পাপতারা ও কষ্টতারা মানবের অশুভ

এবং সম্পত্তারা, ক্ষেমতারা, শুভতারা, মিত্রতারা ও অতিমিত্রতারা * মানবের শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। অশুভ তারার অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি অশুভ এবং শুভতারার অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি সর্বত্র শুভ :—ইহা দ্বারা অতি সহজে জাতচক্রে গ্রহগণের দৃষ্টিফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পাপগ্রহগণ যমাদীতে অবস্থিত হইলে অতি মঙ্গলকর হইয়া থাকে।

দুই, তিন বা ততোধিক গ্রহ এক রাশিতে একত্র সংস্থিত হইয়া দ্বিগ্রহ-ত্রিগ্রহাদি যোগ এবং পরস্পর অবস্থা বিশেষ দ্বারা অপর বহুবিধ যোগের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুভগ্রহের যোগোৎপন্ন ফল শুভ, আর অশুভগ্রহের ফল অশুভ হইতে দেখা যায়। উক্ত সমস্ত যোগাদির আনুপূর্বিক বিবরণের পরিবর্তে এস্থলে সহজশিক্ষার্থী পাঠকবর্গের বিনোদনোপযোগী কতিপয় প্রধান প্রধান যোগের বিবরণমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সৌভাগ্যযোগ

জন্মকালে একটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে জাতক বংশের উপযুক্ত পাত্র হয়। এইরূপ দুইটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে বংশের শ্রেষ্ঠ, তিনটি থাকিলে বহুমাণ্ড, চারিটি থাকিলে ধনী, পাঁচটি থাকিলে সুখী, ছয়টি থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। জন্মকালে একটি গ্রহ তুঙ্গী থাকিলে জাতক ভোগ-বিশিষ্ট হয় ;—দুইটি থাকিলে ধনেশ্বর এবং তিনটি থাকিলে রাজতুল্য ও চারিটি থাকিলে রাজচক্রবর্তী হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সৌভাগ্যযোগ হইয়া থাকে ; যথা—(১) যদি সমস্ত গ্রহ চারিটি কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে, (২) যদি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, মঙ্গুমে, দ্বাদশে সমস্ত গ্রহ থাকে, (৩) যদি সমস্ত গ্রহ পর পর পঞ্চ রাশিতে থাকে ও তাহার মধ্যে জন্মরাশি লগ্ন হয়, (৪) যদি বৃহস্পতি নবমাধিপতির সঙ্গে এক রাশিতে কিংবা মমসপ্তমে থাকে, (৫) যদি লগ্নে বৃহস্পতি, চতুর্থে কিংবা মঙ্গুমে চন্দ্র, দশমে রবি ও চন্দ্র ধনুতে থাকে, (৬) যদি লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধনুতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং মকরে মঙ্গল থাকে, (৭) যদি মেঘ, কর্কট কিম্বা তুলা রাশিতে অধিপতি গ্রহ এবং মকর শনি থাকে, (৮) যদি মেঘে রবি ও মঙ্গল, কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং মীনে শুক্র থাকে, (৯) যদি কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং চতুর্থে শুক্র থাকে, (১০) যদি কন্যা লগ্ন হয় এবং শুক্র বুধ ও চন্দ্র আর মীনে বৃহস্পতি থাকে, (১১) যদি সকল গ্রহ

* অতিমিত্র তারা যমাদীমতে সমুদয় নাড়ী ; সুতরাং অশুভ : (পরিভাষা দেখ)।

লগ্নের উপচন্ড্রে অথবা চন্ড্রের উপচন্ড্রে থাকে ; (১২) যদি লগ্নে শনি, দ্বিতীয়ে বুধ ও বৃহস্পতি, চতুর্থে শুক্র এবং দশমে চন্ড্র থাকে, (১৩) যদি মেঘ, কর্কট, তুলা অথবা মেঘ, বুধ, কন্যা, বৃশ্চিক ও মীন কিংবা মেঘ, সিংহ, তুলা ও ধনু এই চারি রাশিতে সকল গ্রহ থাকে, (১৪) যদি লগ্নে শুক্র, তৃতীয়ে শনি, চতুর্থে বৃহস্পতি, দশমে চন্ড্র এবং মেঘে রবি থাকে ; (১৫) যদি বৃহস্পতি তুঙ্গগত ও পূর্ণচন্ড্র কর্তৃক দৃষ্ট এবং শুক্র তুঙ্গগত ও বুধের দ্বারা দৃষ্ট হয় ; (১৬) যদি স্বক্লেত্রে শুক্র, তুলায় শনি ও অপর গ্রহ ত্রিকোণে থাকে, (১৭) যদি বুধ লগ্ন হয় এবং দ্বিতীয়ে চন্ড্র, ষষ্ঠে বৃহস্পতি ও একাদশে শনি থাকে, (১৮) যদি তুলা লগ্ন হয়, দশমাধিপতি নবমে থাকে এবং সিংহে শনি ও রাহু, আর কুণ্ডে বৃহস্পতি থাকে, (১৯) যদি লগ্নাধিপতি দশমে, শনি একাদশে এবং মঙ্গল তুঙ্গী থাকে, (২০) যদি ধনু লগ্ন, আর মেঘে রবি ও বুধ এবং মীনে শুক্র ও বৃহস্পতি থাকে, (২১) যদি সিংহ লগ্ন হয়, আর লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র, বৃশ্চিকে মঙ্গল এবং মিত্থুনে শনি থাকে, (২২) যদি লগ্নে চন্ড্র ও শনি, ত্রিকোণে বৃহস্পতি ও রবি, আর দশমে মঙ্গল থাকে, (২৩) যদি লগ্ন হইতে ষষ্ঠ গৃহ বৃশ্চিক বা মকরে মঙ্গল আর দশমে বৃহস্পতি থাকে ।

দুর্ভাগ্যযোগ

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দুর্ভাগ্যযোগ হইয়া থাকে, যথা—(১) যদি লগ্নে মঙ্গল, বুধ, শুক্র অথবা মঙ্গল, বুধ, শনি কিংবা মঙ্গল, শুক্র, শনি থাকে ; (২) যদি লগ্ন হইতে দশম স্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে, আর চন্ড্র হইতে অষ্টম স্থানে কোন গ্রহের অবস্থিতি না থাকে, (৩) যদি দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, অষ্টমে ও একাদশে অথবা দ্বিতীয়ে, অষ্টমে ও নবমে পাপগ্রহ থাকে ; (৪) যদি লগ্নে ও তৃতীয়ে কিংবা লগ্নে ও দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকে ; (৫) যদি দ্বিতীয় গৃহের অধিপতি গ্রহ অশুভগৃহের অধিপতি হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে ; (৬) যদি নবম গৃহের অধিপতি নীচস্থ বা অস্তমিত হইয়া কোন অশুভ গৃহে, আর নবমে পাপগ্রহ থাকে ; (৭) যদি রবি ও চন্ড্র নীচস্থ, দশমাধিপতি পাপগৃহগত, নীচস্থ বা অস্তমিত থাকে ; (৮) যদি রবি, চন্ড্র ও শনি, রাহু অথবা কেতুযুক্ত হইয়া পাপগৃহে থাকে ; (৯) যদি শনি নীচস্থ হইয়া দ্বিতীয়ে ও দ্বিতীয়াধিপতি কোন পাপগৃহে থাকে ; (১০) যদি দ্বিতীয়াধিপতি আদ্যশগৃহে এবং অষ্টমাধিপের সহযু জ্ঞভাবে ও পাপগৃহ কর্তৃক দৃষ্ট

হইয়া থাকে ; (১১) যদি লগ্নাধিপ বলহীনভাবে পাপগ্রহে থাকে ও নবমাধিপতি যে রাশিতে থাকে, তাহার অধিপতি গ্রহ পাপযুক্ত হয় ; (১২) যদি পর পর তিন রাশিতে পাপগ্রহ এবং নবমে শনি ও মঙ্গল, কিংবা দ্বাদশাধিপতি দ্বিতীয় স্থানে থাকে ; (১৩) যদি নবম স্থানে দুইটি পাপগ্রহ এবং নবমাধিপতি বা লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে ; (১৪) যদি রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি অথবা রবি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি এক রাশিতে থাকে ; (১৫) যদি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি বা শনি, মঙ্গল এক রাশিতে থাকে ; (১৬) যদি রবি মঙ্গল ও শনি লগ্নে থাকে ; (১৭) যদি কোন রাজযোগ না থাকে এবং লগ্ন হইতে দশমে, রবি হইতে একাদশে ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন গ্রহ অবস্থিত না হয় ।

অবশিষ্ট দুর্ভাগ্যযোগ সকলের মধ্যে যেগুলি মানবজীবনে সবিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার সহিত সেইগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল ।

শিরচ্ছেদ—লগ্ন হইতে অষ্টমে যদি রবি ও চন্দ্র থাকে, অথবা দিগ্ধে চন্দ্র, মকরে বা কুন্ডে রাহু থাকে, তাহা হইলে সে জাতকের মস্তকচ্ছেদ নিশ্চয় হইবে সন্দেহ নাই ।

ভুজচ্ছেদ—জন্মলগ্ন যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র হয় এবং বুধের ক্ষেত্রে যদি পাপযুক্ত শনি থাকে, তাহা হইলে জাতকের নিশ্চয় ভুজচ্ছেদ হইবে ।

হস্তপদচ্ছেদ—জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল যদি শনি, রবি কি রাহুর সহিত মিলিত থাকে, তবে জাতকের হস্তপদচ্ছেদ নিশ্চিত জানিবে ।

অন্ধ—যদি শক্রগ্রহে চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকে ও তথায় কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে অথবা লগ্নের অষ্টম স্থানে শক্রগ্রহগত সূর্য্য অবস্থান করে ও তথায় চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, কিংবা যদি অষ্টম, ষষ্ঠ, দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি অবস্থিতি করে অথবা যদি সূর্য্যগ্রহণসময়ে জাতকের জন্ম হইয়া লগ্নে রবি ও নবমে, পঞ্চমে পাপগ্রহ থাকে, তবে জাতক নিশ্চয়ই চক্ষুহীন হইবে সন্দেহ নাই ।

খঞ্জ—কর্কট রাশিতে যদি শনি থাকে ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে জাতক খঞ্জ অর্থাৎ খোঁড়া হইবে ।

কর্ণরোগ—যদি ধনস্থানে বা ব্যয়স্থানে শুক্র কিংবা মঙ্গল থাকে তবে জাতক কর্ণপীড়ায় অস্থির থাকিবে ।

মহাপাতক—শনি যদি স্বক্লেত্র রাহুর সহিত যুক্ত এবং শক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে ব্রহ্মতুল্য ব্যক্তিও মহাপাতকী হইবে।

চক্ষুদোষ—যদি দ্বিতীয় বা দ্বাদশ গৃহে চন্দ্র থাকে, তবে জাতক চক্ষুর পীড়ায় যারপরনাই কষ্ট পাইবে।

গোহত্যা-ব্রহ্মহত্যা—চন্দ্র পাপযুক্ত এবং রবি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ব্রহ্মঘাতী, আর ঐ পাপ চন্দ্র শনির সহিত মিলিত বা শনি কর্তৃক দৃষ্ট থাকিলে জাতক গোঘাতী হইবে।

পতিত পাপ—সপ্তম বা অষ্টম স্থানে রবি, মঙ্গল, শনি ও রাহু থাকিলে ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিকেও নীচানুসেবায় পতিত হইতে হইবে।

শূলব্যথা—তিনটি পাপগ্রহ একরাশিস্থ থাকিলে জাতক নিশ্চিত শূলরোগী হইবে।

ক্ষয়কাম—শনি, চন্দ্র ও রাহু একত্র থাকিলে জাতকের ক্ষয়রোগ নিশ্চয় জন্মবে। মকরে রবি এবং শনি ও মঙ্গলের মধ্যস্থ চন্দ্র থাকিলে। ক্ষয়কাম হইবে।

বধির—তৃতীয়, পঞ্চম ও একাদশ স্থানে যদি পাপগ্রহের অবস্থান থাকে এবং শুভ গ্রহ কর্তৃক যদি দৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহই বধির অর্থাৎ কালা হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ—বৃশ্চিক, কর্কট, বুধ ও মকর ইহাদের যে কোন রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম বা নবম হইয়া পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট অথবা চন্দ্র যদি ধনুর পঞ্চম নবাংশগত কিংবা মীন, কর্কট ও মকরের যে কোন নবাংশস্থিত হইয়া শনি ও মঙ্গলের সহিত যুক্ত বা শনি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিশ্চিত কুষ্ঠপীড়িত হইবে।

শোথরোগ—চন্দ্র রবির গৃহে বা অংশে এবং রবি চন্দ্রের গৃহে বা অংশে থাকিলে জাতকের শোথরোগ হইবে।

বাতব্যাধি—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে শনি থাকিলে মনুষ্য বাতরোগী হইবে।

শ্মিত্ররোগ—লগ্নে চন্দ্র, সপ্তমে রবি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতক শ্মিত্ররোগ (ধবলকুষ্ঠ) ভোগী হইবে।

দন্তরোগ—সপ্তম স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টিবর্জিত যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে দন্তরোগ জন্মবে।

বিকৃত দন্ত—মেঘ, বুধ বা ধনু জন্মলগ্ন হইলেও তাহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে বিকৃতদন্ত হয়।

উন্মাদ—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে অথবা লগ্নে শনি এবং পঞ্চম, সপ্তম ও নবম এই তিন গৃহের যে কোন রাশিতে মঙ্গল থাকিলে জাতক উন্মাদ হইবে।

বাতুল—লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থানে ক্ষীণচন্দ্র ও শনি যদি একত্র থাকে, তবে মনুষ্য বাতুল হইবে।

অপস্মাররোগ—শনি ও চন্দ্র যদি একত্র থাকে ও তাহাতে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে মানবের অপস্মার রোগ জন্মিবে।

সর্পদংশনে মৃত্যু—লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে যদি মঙ্গল ও চন্দ্র থাকে এবং উহা যদি মঙ্গলের শত্রুগৃহ হয়, তবে নিশ্চয় সর্পদংশনে জাতকের প্রাণবিয়োগ হইবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু—জন্মকালে কুম্ভ, মিথুন, ধনু ও মীন রাশিতে যদি সমস্ত পাপগ্রহ থাকে, তবে বজ্রাঘাতে জাতকের মৃত্যু হইবে।

অন্ত্রাঘাতে মৃত্যু—শত্রুগৃহগত বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি বৃহস্পতি ষষ্ঠ স্থানে থাকেন, তবে ইন্দ্রতুলা হইলেও জাতক অন্ত্রাঘাতে নিধনপ্রাপ্ত হইবে।

উদ্বন্ধন (গলায় দড়ী)—স্বক্ষেত্রে শনির সহিত যদি রাহ মিলিত থাকে, তবে জাতকের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ হইবে।

জশে ডুবিয়া মৃত্যু—মেঘ, কর্কট, তুলা বা মকর রাশিতে যদি চন্দ্র থাকে এবং শনি ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে অথবা মৃতবৎ হইবে।

সাধারণ অপমৃত্যু—লগ্নে শনি ও মঙ্গল একত্র থাকিলে যে কোনরূপেই হউক, জাতকের অপমৃত্যু ঘটিবে।

কুস্তীরাদিমুখে মৃত্যু—ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি বুধ শত্রুগৃহগত হইয়া শত্রু কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জাতক মকর-কুস্তীরাদি জলজন্তুর মধ্যে কাহারও কর্তৃক নিহত হইবে।

লিঙ্গচ্ছেদ—কর্কটে রবি ও মকরে মঙ্গল থাকিলে জাতকের লিঙ্গচ্ছেদ হইবে।

বংশনাশ—রবি, শনি ও রাহু জন্মকালে এক গৃহে থাকিলে জাতকের বংশনাশ হইবে।

জারজযোগ—লগ্ন ও চন্দ্রের প্রতি যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, কিংবা চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্র রবির সহিত যুক্ত হয়, তবে জাতক জারজ হইয়াছে জানিবে। যদি দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথির কোন এক তিথি, শনি, রবি ও মঙ্গল ইহার যে কোন বার এক

যে কোন ভগ্নপদ * নক্ষত্র মিলিত হয়, তবে এই তিথি-বার-নক্ষত্রের মিলন-দিনে যাহার জন্ম হয়, সে নিশ্চিত জ্বরজ্ঞ জানিবে।

পাপিষ্ঠ ও অন্নায়ুঃ—যদি রবি কোন গৃহে তিনটি পাপ গ্রহের সহিত মিলিত হয় এবং তথায় শুক্র বা বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, তবে সে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ ও অন্নায়ুঃ জানিবে।

অশ্বীন—যদি দ্বিতীয় গৃহে শনি, দশম গৃহে সৌম এবং সপ্তম গৃহে মঙ্গল থাকে, তবে জাতক নিশ্চয়ই অশ্বীন হইবে।

বহুবিবাহ—বলবান চন্দ্র যদি শুক্রের সহিত যুক্ত অথবা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সপ্তমস্থানে অবস্থিত করেন, তবে জাতকের বহুবিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

পত্নী বেত্রা—সপ্তম স্থানে শুক্র (মতান্তরে চন্দ্র) থাকিলে জাতকের পত্নী বেত্রা হয়।

মহাদরিদ্র—যদি রবি অথবা শুক্রের সহিত মঙ্গল মিলিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের মহাদরিদ্রদশা হয় ;—এই যোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শুভ হয়।

স্ত্রীপুরুষ অঙ্ক—দ্বাদশ স্থানে চন্দ্র এবং ষষ্ঠ স্থানে রবি থাকিলে সেই পুরুষ ও তাহার স্ত্রী উভয়েরই চক্ষুহীনতা ঘটে।

পত্নী বক্ষ্যা বৃষ, কচ্ছা বা মকর যদি জয়লগ্ন এবং তাহাতে শনি অবস্থিত থাকে আর সপ্তম স্থানের শেষ নবাংশে শুক্র থাকেন ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জাতকের পত্নী বক্ষ্যা হইবে।

কটুভাষী চন্দ্রের সহিত শনি যুক্ত থাকিলে জাতক অতি কটুভাষী ও মস্তপ্ত হইবে।

বন্ধনদশা—লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, নবম, ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের বন্ধনদশা ঘটিবে। ভূজগ, নিগড়, পাশতুং প্রভৃতি ত্রেকাণের নিয়মঃ—যায়ী সেই পদার্থ কর্তৃক বন্ধনদশা বুঝিবে।

চিরদাসত্ব—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র এবং চন্দ্রের নবাংশাধিপতি এই চারি গ্রহ যদি নীচস্থ হইয়া নীচ নবাংশে বা শক্র-নবাংশে থাকে, তাহা হইলে জাতক যাবজ্জীবন দাসত্বভোগ করিবে; গ্রহের সংখ্যা অনুসারে দাসত্বেরও গুরুত্ব এবং কালপরিমাণের তার তম্য হইয়া থাকে।

* কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্বসু, উত্তরফাল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ এই নয় নক্ষত্র।

গ্রহ প্রভৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার

শুক্রবারে যে মধ্যাংশে * জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মধ্যাংশের অধিপতি গ্রহের আধিক্য তাহার শরীরে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। রাশির যে নবাংশে * লগ্ন হয়, সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহের তুল্য আকৃতি, চন্দ্র যে নবাংশে অবস্থিত থাকেন, তাহার অধিপতি তুলা বর্ষ, কূল ও জাতি এবং সূর্য্য হইতে দ্বিশাংশে * স্থিত যে গ্রহ তাহার সমান গুণ ও প্রকৃতি জাতক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জাতচক্রে যে গ্রহ সর্বাঙ্গাধিক্য অধিক বলবান থাকে, তাহার ঞ্চায়ও জাতকের আকৃতি হইতে দেখা যায়। লগ্নের প্রথম ত্রেকোণে জাতকের মস্তকাদি উত্তমাদ্ধ, দ্বিতীয় ত্রেকোণে পদাদি অধমাদ্ধের নিকৃপণ করা হয়;— চন্দ্র হইতে সম্মুখের ছয় রাশিতে দক্ষিণাদ্ধ ও পশ্চাতের ছয় রাশিতে বামাদ্ধ চিন্তা করিবে। চন্দ্র ষষ্ঠ ও অষ্টমাদধিপতি এবং পাপগ্রহমাত্রেরই জাতচক্রে যে যে রাশিগত থাকিবে, সেই সেই রাশ্যাধিষ্ঠিত অঙ্গে মননের তিল, চক্রে বা ছেদাদি কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। রবি চিহ্নকারক হইলে, কাষ্ঠ বা চতুষ্পদ জন্তু বর্জুক আঘাতপ্রাপ্তির চিহ্ন বা যে কোন পাটলবর্ণবিশিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইবে; চন্দ্র চিহ্নকারক হইলে, যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তির চিহ্ন বা জলচর প্রাণী বর্জুক চিহ্ন দেখা যাইবে। মঙ্গল হইলে রক্ষবর্ণ তিল বিংবা বিষ বা অস্বাদিজন্মিত ছেদাদি চিহ্ন থাকিবে। বৃহ হইলে পতনের চিহ্ন বা লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন থাকিবে। বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে, উজ্জল বর্ণের তিল এবং শনি চিহ্নকারক হইলে রক্ষ তিল বা কাষ্ঠ, পশুর বিংবা বাতপক্ষাঘাতাদি রোগজন্মিত চিহ্ন বুঝিবে, আর রাহু বা কেতু চিহ্নকারক হইলে সাংঘাতিক শস্তাঘাত, দগ্ধ স্ফাটিক বা কুৎসিত রোগের চিহ্ন জানিবে। এতদ্ব্যতীত সংক্ষেপে গ্রহগণের স্বরূপ স্বর্ণাংগ তাহাদের আকার, প্রকার, জাতি বল ও গুণকারকতাক্রমে প্রভৃতি বিবরণ এবং রাশিগণ ও গ্রহগণের দ্বারা বৈকুণ্ঠে নরদেহবিভাগ হয়, তাহার সহজ ও সার পরিচয় যথাক্রমে প্রকাশিত হইল।

গ্রহগণের স্বরূপকথন

রবি

আত্মভাব— পাপগ্রহ, মন্বগুণপ্রধান, স্বর্কাকৃতি, চতুরঙ্গ, অরুণশ্রামনর্গ, মধুপিঙ্গলনেত্র, ক্ষুদ্রকৃষ্ণিতকেশ, স্নেহগোল গঠন, বৃদ্ধ স্থিরস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি,

* "সংজ্ঞা ও পরিভাষা" পরিচ্ছেদ দেখ।

তিক্তরসপ্রিয়, উত্তাপ ও স্বল্প শুকতা-উৎপাদক, ক্ষত্রিয়, স্বর্ণ ও চতুশ্চদ জঙ্ঘর, স্বামী, পূর্বদিগধিপতি, মধ্যাহ্নবলী, শশ্যাদিষ্ঠাতা, পুংগ্রহ ও বনচারী।

গ্রহভাব—আত্মা, দীপ্তি, সৌভাগ্য, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মহতের আত্মকুল্য বা তেঁঁপরীতা এবং পিতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূলগতি—পরাক্রম, তেজ, গাভীর্য, শৌর্ধ্য, দয়া, মান, সহম, সদায় ও উচ্চপদ। প্রতিকূল গতি—প্রগলভতা, অভিমান, অহঙ্কার, অবজ্ঞা, চাকল্য, ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, অপব্যয়, পিতৃধনবিনাশ, হীনমতি, হীনপদ এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া।

নবদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, মুখ এবং শরীরের দক্ষিণাংশ। আধিক্যাকৃত মানব—স্বপ্নোলগঠন, গোলমুখমণ্ডল, বিশালনেত্র ঠেংকুকিত কেশ, সূক্ষ্ম, পিত্তপ্রধান, সন্তুগুণ, স্থিরস্বভাব ও তিক্তরসপ্রিয়।

চন্দ্র

আত্মভাব—শুভগ্রহ, সন্তুগুণপ্রধান, গৌরবর্ণ, পুষ্টিক, স্বর্কাকৃতি, পদ্মপলাশ লোচন, কক্ষিতকৃষ্ণকেশ, ক্ষকবাতপ্রকৃতি, যুবা বায়ুকোণাধিপতি, অপরাহ্ন বলী, নৈমিকরোপাত্তাদিদির স্বামী, সৰণরসপ্রিয়, স্নিগ্ধমণ্ডল, আর্দ্রতা-উৎপাদক, বৈশ্র এবং জলচারী। গ্রহভাব—শরীর, স্বভাব, স্বাস্থ্য, পীড়া, ভ্রমণ, ভাগ্য, ষড়রিপু এবং মাতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূল গতি—আরোগ্য, ধীরতা, কোমলতা, নিপুণতা, বিজ্ঞানুরাগ, শাস্তি, জলপথে বাণিজ্যালিপ্সা, উত্তম গতি ও উত্তম পদ।

প্রতিকূল গতি—অজ্ঞতা, ভীকৃতা, অসন্তোষ, অস্থিরতা, মন্দমতি, যত্বপান, নীচসংসর্গ, নীচবাণিজ্যে বতি ও নীচপদ এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও মনঃপীড়া।

নবদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—তালু, কর্ণ, উন্নর, গ্রাহু, শোণিত এবং শরীরের বাম অংশ। আধিক্যাকৃত মানব—পাণ্ডুর্গ, পাণ্ডুনেত্র, গোলমুখমণ্ডল, পুষ্টিকায়, স্বর্কাক, কর্ণশলোম, বিলাসী, বাগ্মী ও নির্মলচেতা।

মঙ্গল

আত্মভাব—পাপগ্রহ, চতুরস্র, ক্ষত্রিয়, তমোগুণ-প্রধান, রক্ত-গৌরবর্ণ, মঙ্কামার, হিংস্র, শূর, অগ্নিতুলা প্রভাবাশ্রিত মধ্যাহ্নবলী, পিত্তপ্রকৃতি, উদার অথচ অল্পগবিত, যুবা, দক্ষিণদিক ও গৈরকস্বর্ণাদি খাতু এবং চতুশ্চদ জঙ্ঘর

স্বামী, কটুরসপ্রিয়, বিকৃতাদ, উত্তাপ ও শুকতা-উৎপাদক এবং পুংগ্রহ ও দক্ষভূমিচারী।

গ্রহভাব—ক্লেত্র, বীর্ঘ্য, গৃহ, ভূসম্পত্তি, চিকিৎসাজ্ঞান ও ভ্রাতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অহুকুল গতি—সাহস, পরাক্রম, শৌর্য্য, কাম, স্বাধীনতা ও জয়লাভ এবং সেনা, চিকিৎসা, রসায়ন বা সৌধনির্মাণাদি সম্বন্ধীয় সম্ভ্রান্ত পদ।

প্রতিকূল গতি—অধর্ম, অভিমান, হুবৃত্ততা, দহ্যতা, হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অতি ঘৃণ্য উপজীবিকা এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ - অধিকৃত দেহভাগ—বামকর্ণ, কটি, রক্তবাহিকা নাড়ী, এবং শুভদেশ। আধিক্যকৃত মানব—ব্রণময়শির, বৃত্তাকার চক্ষু, সূদৃঢ়বপু, আনতপৃষ্ঠ, পিত্তপ্রকৃতি, তমোগুণবিশিষ্ট ও কটুরসপ্রিয়।

বুধ

আস্রভাব—শুভগ্রহ, বর্জুলাকার, শূত্র, রজোগুণপ্রধান, পদ্মনেত্র, মধ্যমাকৃতি, শ্রামবর্ণ, বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি, সর্বরসপ্রিয়, উত্তরদিক ও সূবর্ণভ্রবোর অধিপতি, প্রভাতবলী, বালক, জীগ্রহ, কখন আর্দ্রতা কখন শুকতাউৎপাদনকারী এবং গ্রাম, ইষ্টকগ্রহ ও অশানভূমিচারী।

গ্রহভাব—বাক্য, শিল্প, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, সাহিত্য, গণিতাদিব্যবসায় এবং পিতৃব্য, মাতুল ও শিষ্যদিয় শুভাশুভ ইত্যাদি।

অহুকুল গতি—ধীশক্তি, কল্পনাশক্তি, পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা (বক্তৃত্যশক্তি) শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্যকৌশল, ত্রায়ণবতা, শ্রেষ্ঠরচনাশক্তি এবং সাহিত্যগণিতাদির অধ্যাপনা বা ব্যবসায়।

প্রতিকূল গতি—মূর্খতা, বাচালতা, রহস্তভেদকতা, উন্নততা, চৌর্ধ্য, সূচী-জীবী, কুসীদজীবী, দাস, দূত প্রভৃতির হীনবৃত্তি, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—বাক্য, বুদ্ধি, জিহ্বা, পিত্ত, স্বকু ও শরীরের অধঃপ্রদেশ। আধিক্যকৃত মানব—নাতিদীর্ঘ-নাতিহৃৎস্বদেহ, কৃষ্ণিতকেশ, সমাল, স্বল্পশ্রম, সরলনাসিক, বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি ও সর্বরসপ্রিয়।

বৃহস্পতি

আস্রভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, পীতবর্ণ, বর্জুলাকার, সফগুণপ্রধান, সম-প্রকৃতি, পিদলনেত্র, স্ফরবিশিষ্ট, খর্বাকৃতি, মধুররসপ্রিয়, বৃদ্ধ, পুংগ্রহ,

ঈশানদিক্শপতি, প্রভাতবলী, বিপদ, প্রাণিশোভনরত্ন, দেবালয়স্বামী, পরিমিত উত্তাপ ও আর্দ্রতা-উৎপাদক এবং গ্রামচারী ।

গ্রহভাব—স্নাতকের ধন, ধর্ম, পুত্র, জ্ঞান, গুরু এবং ধর্মাদিবাবসায়ের শুভাশুভ বৃহস্পতি হইতে বিচার হয় ।

অনুকূল গতি—ধার্মিকতা, ত্রায়পরতা, বদাংগতা, সদাস্মা, সচ্চরিত্র, বিশ্বাস, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চাভিলাষ এবং ধর্মশাস্ত্রাদিমূলক মহোচ্চপদ ।

প্রতিকূলগতি—প্রগলভতা, ভণ্ডামী, অস্তিমান, অভিযোগলিপ্সা, মিথ্যাসাক্ষ্য এবং 'ভণ্ড' 'বিদূষক' প্রভৃতি অতি হেয় পদ, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—ক্ষুক্ষু, রক্তবাহিক নাড়ী, জনয়ের মেদ, কর্ণ ও হস্ত । আধিক্যরূত মানব—স্বলকায়, সূক্ষ্মকৃষ্ণিতকেশ, দীর্ঘকপাল, গজদন্ত, শিকল-চক্ষু, ক্ষুদ্রগীব, বিশালবক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বা ক্ষীণ নিয়মেণে, সমপ্রকৃতি ও সর্বপ্রধান ।

শুক্রে

আশ্রভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, বজ্রোপুণপ্রধান, গুরুবর্ণ, কফপকৃতি, সরলবাহু, রাজগামী, অম্ববসপ্রিয়, কীডারসপ্রধান, মধ্যবন্দক, অগ্নিকোণাদিপতি, অপরাহুংসী, পাত্ত-রোপা প্রভৃতির স্বামী, স্নিকগোপিত, বিপদ, অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতা-উৎপাদক, স্ত্রীগ্রহ এবং জলভূমিচারী ।

গ্রহভাব—বিলাস, ভূষণ, সুখ, স্বী, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চিত্রবিষ্ঠা, ভূতত্ত্ব, জায়া ও অগ্নির শুভাশুভ শুক্র হইতে বিচারিত হয় ।

অনুকূল গতি—পবিত্র প্রমোদ, শান্ত, ধীরতা, পারিপাট্য, প্রফুল্লতা, নামাজিকতা, সৃগন্ধ, সৃজন, সঙ্গীত, বোড়নীলিপ্সা, শাস্ত্র, পটুবস্ত্র, গীতরত্নাদি-ব্যবসায়, সূকবি, সূচিত্রকরাদি সস্ত্রান্ত পদ ।

প্রতিকূল গতি—মূর্থতা, লাম্পটা, মগ্ধপায়ী, নীচসঙ্গপ্রিয়তা, ভীকৃত্য, মানবমানবোধরাহিত্য, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারাদি ব্যবসায় অথবা নট, শৌণ্ডিক-রমণদূত প্রভৃতির জঘন্য বৃত্তি এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—নাসারন্ধ্র, মাংস, ষকুৎ ও গুক্র । আধিক্যরূত মানব—সৌম্যমূর্তি, মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল নেত্র, উন্নতনাসিক, প্রচুরচিকণকেশ, চিবুক ও গণ্ডস্থলাদিতে কুপবিশিষ্ট, কফপ্রকৃতি ও বিলাসী ।

শনি

আশ্রভাব—পাপগ্রহ, শূন্য, নীলবর্ণ, দীর্ঘকায়, অতিবৃদ্ধ, সন্ধ্যাবলী, পশ্চিম-

দিক্‌পতি, লৌহধাতুর ও বালুকাকৃমির স্বামী, অতি চপল, কুপিতবায়ুপ্রকৃতি, স্থূলনখ, পিচ্ছলনেত্র, খল, জটিল, কৃশ, শিরালশরীর, অলস, ক্রীন্দহ, কষায়রসপ্রিয়, তমোগুণপ্রধান, অপেক্ষাকৃত আত্মতা-উৎপাদক ও বনচারী।

গ্রহভাব—সম্পত্তি, সংসার, দাস, দাসী, যানবাহন ইত্যাদির শুভাশুভ এবং বৃদ্ধ সন্ধ্যানী, সারথি, কৃষি, ভূতা ও নীচ মানবগণের বিষয় শান হইতে চিন্তা করা যায়।

অনুকূল গতি—ঐর্ষ্য, গাণ্ডীয্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, স্বগভীর বুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং খনিপতি, ভূম্যাধিকারী, কৃষকাদিপদ অথবা উর্ণাকাষ্ঠাদির ব্যবসায়।

প্রতিকূল গতি—অতি চাপল্য, আলস্য, অলুৎসাহ, অসহিষ্ণুতা, বোরমূর্খতা ও অতি হেয় জঘন্না চাণ্ডালাদিবৃত্তি এবং আধকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—আধকৃত দেহভাগ—দাক্ষণকর্ণ, প্রাহা, মাস্তক, শিরা ও মূত্রাশয়। আধিক্যকৃত মানব—দৌর্ঘকৃশদেহ, অল্পকেশ, বিকৃতদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, বিস্তৃতকর্ণ, কৃশ বা নিম্নদেশ, অধরোষ্ঠ ও নাশিকায় স্থূলতাসম্পন্ন, জ্বরবায়ু ও কফ প্রকৃতি এবং হিংস্র।

রাশিগণ কর্তৃক নরদেহে-বিভাগ

উপক্রমণিকাভাগে কালপুরুষের অঙ্গ-বিভাগ যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, রাশিগণ কর্তৃক নরদেহে তাহারই অঙ্গরূপভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের অধিকারকালে যেরূপে ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপস্বরূপ ও প্রাতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, রাশিগণ গ্রহগণ কর্তৃক নরদেহে-বিভাগ নামে নিম্নে তাহাও প্রকটিত হইল।

রাশিগণ গ্রহগণ কর্তৃক নরদেহে-বিভাগ

(রাব)

* (১) উরু, (২) জাহ্নু, (৩) পদতল ও গুল্ফ, (৪) চরণ, (৫) মস্তক ও মুখ, (৬) কণ্ঠ ও গ্রীবা, (৭) স্বক্ক ও বাহু, (৮) বক্ষঃ ও উদর, (৯) হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (১০) কটি ও পার্শ্ব, (১১) বস্তু (১২) গুহদেশ।

(চন্দ্র)

(১) মস্তক ও উরু, (২) গ্রীবা ও পদতল, (৩) স্বক্ক, বাহু ও চরণ, (৪) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর, (৫) কণ্ঠ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও হৃদয়, (৬) স্বক্ক, বাহু ও কটি,

(১) মেঘ, (২) বৃষ (৩) মিথুন ইত্যাদিরূপে সংখ্যানুসারে 'রাশি' বৃত্তিতে হইবে।

(৭) বক্ষঃ, উদর, বস্তি, (৮) গুহ, হৃদয় ও পৃষ্ঠ (৯) উরু ও কটি, (১০) উরু ও বস্তি, (১১) পদ, গুলফ ও গুহ, (১২) উরু ও চরণ।

(মস্তক)

(১) মস্তক, মুখ ও কটি, (২) কণ্ঠ ও বস্তি, (৩) বাহু ও গুহ, (৪) বক্ষঃ, উদর ও উরু, (৫) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও জাহ্নু, (৬) বস্তি ও পদতল, (৭) বস্তি ও চরণ, (৮) মস্তক, মুখ ও গুহ, (৯) উরু, কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১০) জাহ্নু, স্বক্ক ও বাহু, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহদেশ।

(বৃধ)

(১) পদ ও গুহ, (২) চরণ ও উরু, (৩) মস্তক ও জাহ্নু, (৪) কণ্ঠ, গ্রীবা ও পদ, (৫) স্বক্ক, বাহু ও চরণ, (৬) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর, (৭) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (৮) স্বক্ক, বাহু ও কটি, (৯) বক্ষঃ, উদর ও বস্তি, (১০) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও গুহ, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহ।

(বৃহস্পতি)

(১) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (২) স্বক্ক, কটি ও পার্শ্ব, (৩) বাহু, উদর ও বস্তি, (৪) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও গুহ, (৫) কটি ও উরু, (৬) বস্তি ও জজ্বা, (৭) গুহ ও পদ, (৮) উরু ও চরণ, (৯) মস্তক, মুখ ও জজ্বা, (১০) কণ্ঠ, গ্রীবা ও পদ, (১১) স্বক্ক, বাহু ও চরণ, (১২) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর।

(শুক্র)

(১) বস্তি ও চরণ, (২) মস্তক, মুখ ও গুহ, (৩) কণ্ঠ, গ্রীবা ও উরু, (৪) স্বক্ক, বাহু ও জাহ্নু, (৫) বক্ষঃ, উদর ও পদ, (৬) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও চরণ, (৭) মস্তক ও কটি, (৮) কণ্ঠ, গ্রীবা ও বস্তি, (৯) স্বক্ক, বাহু ও গুহ, (১০) বক্ষঃ, উদর ও উরু (১১) জাহ্নু, পৃষ্ঠ ও জজ্বা, (১২) কটি ও পদ।

(শনি)

(১) স্বক্ক, বাহু, বক্ষঃ, ও উদর, (২) বক্ষঃ, উদর ও পৃষ্ঠ, (৩) পৃষ্ঠ, হৃদয় ও কটি, (৪) কটি, পার্শ্ব ও বস্তি, (৫) বস্তি ও গুহ, (৬) গুহ ও উরু, (৭) উরু ও জজ্বা, (৮) জজ্বা ও পদ, (৯) পদ ও চরণ, (১০) চরণ ও মস্তক, (১১) কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১২) কণ্ঠ, স্বক্ক ও বাহু।

দশাফলবিচার

জাতকের জীবনকাল চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহ কক্ষক পর্যায়ক্রমে অধিকৃত হইয়া যথাক্রমে শৈশবাদি সপ্ত অবস্থায় অভিহিত হয়। যখন যে ভাগ যে গ্রহের অধিকৃত হয়, তখন সেই ভাগ সেই গ্রহেরই স্বরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রের অধিকৃত শৈশবকাল—“চন্দ্রের দশা।” এই কালে চন্দ্রের অধীনে জাতক সর্বদা আর্দ্রতা-বিশিষ্ট, আনন্দমুগ্ধ, নির্মল প্রকৃতি ও জলীয় উপাদানে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পঞ্চম বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের অধিকৃত শৈশবকাল—“বুধের দশা।” এই কালে বুধের অধীনে দেহ যুগপৎ শুষ্কতা ও আর্দ্রতাবিশিষ্ট, প্রকৃতি প্রফুল্ল ও উত্তমশীল এবং রমনা ও বাসনায়ুক্তি প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। পঞ্চদশ হইতে পঞ্চত্রিংশ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমকাল শুক্রের অধিকৃত তরুণ যৌবন—“শুক্রের দশা।” এই কালে শুক্রের অধীনে প্রমোদরাস্তি, পারিপাট্য-প্রিয়তা, শিক্ষা ও সঙ্গীতে আসক্তি, বাক্পটুতা, সমজ্ঞান ও সর্বপ্রকার বিলাসবাসনা অন্তরে উদ্ভূত হয়। পঞ্চত্রিংশ হইতে চত্বরিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবনকাল বৃষির অধিকৃত পূর্ণ যৌবন—“বৃষির দশা।” গ্রহশ্রেষ্ঠ বৃষির আধিপত্যের অধীনে মানবস্বাভাবের অত্র কাল সর্বদা সৌভাগ্য প্রচুরিত কাল হয়। এই কালে জাতক গ্রহপ্রকৃতির অস্বরূপ পূর্নমাত্রকলত্রভাষাণী সোম্য ও পরিজন বর্গে বেষ্টিত এবং ঐশ্বৰ্য্য-সম্ভ্রম-ক্ষমতা-কাঙ্ক্ষা-গৌরব আদিতে সুসম্পন্ন হইয়া, কৰ্ম্মক্ষেত্রে (সংসারে) যথাসম্ভব আপনার প্রাধান্ত সংস্থাপন করে। ইহার পর চত্বরিংশ বর্ষ হইতে চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ মঙ্গলের অধিকৃত প্রৌঢ়কাল—“মঙ্গলের দশা।” এই কালে মানবের দেহ ও মন বিাবধবিষয়িণী চিন্তা-উদ্বেগ-শাশঙ্কা, অহুতাপ ও ক্লান্তি আদিতে পীড়িত এবং কাণ্ডিক ও মানসিক প্রবৃত্তিমাঝেই সঙ্কুচিত ও ভ্রিয়মাণ হইতে থাকে। চতুঃপঞ্চাশ হইতে সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত জাতকের জীবনসময় বৃহস্পতির অধিকৃত বৃদ্ধকাল—“বৃহস্পতির দশা।” সংসারে বিরতি, ধর্মে মতি, পুণ্যকর্মে আসক্তি এবং ধৈর্য্য, গান্ধীর্ঘ্য, ওদার্য্য প্রভৃতি পবিত্র গুণগ্রামে ভূষিত হইয়া এই কালে জাতক গ্রহপ্রকৃতির অস্বরূপ মূর্তি ধারণ করে। অবশিষ্ট জীবনের শেষাংশ মৃত্যু পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ কালরূপী শনির অধিকৃত অতি বৃদ্ধকাল—“শনির দশা।” এই কালে জাতক অসুদিন বিকৃতদেহ, বিলোমভক্ত, জীর্ণদীর্ণ ও অবসন্নপ্রায় হইয়া পরমায়ুশেষে পঞ্চম প্রাপ্ত হয়।

জাতকজীবনের প্রাপ্তক অবস্থান্তর বা দশাকে গ্রহগণের স্বাভাবিকী বা নৈসর্গিকী দশা কহে। নৈসর্গিকী দশা ত্রিংশ জ্যোতিষশাস্ত্রে অল্প দশবিধ দশার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—লাগ্নিকী, বার্ষিকী, পতাণী, হরগৌরী, যোগিনী, মুকুন্দা, ত্রিংশোত্তরী, বিংশোত্তরী এবং নাক্ষত্রিকী দশা ও দিনদশা। ইহার মধ্যে নাক্ষত্রিকী দশাই বর্তমানযুগ-প্রচলিত ও সাক্ষাৎ ফলপ্রদ বলিয়া সমগ্র জ্যোতিষ-মণ্ডলোতে সমাক্ প্রবর্তিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। নিম্নে নাক্ষত্রিকী দশা-বিবরণ প্রকাশিত হইল।

নাক্ষত্রিকী দশা

নৈসর্গিকী দশার গ্রহগণ যেরূপ নির্ধারিত নিয়মে জাতকের জীবন অধিকৃত করে, নাক্ষত্রিকী দশায় সেরূপ নহে। ইহাতে যে নক্ষত্রে মানব জন্মগণন করে, সেই নক্ষত্রনির্দিষ্ট গ্রহের দশা প্রথম পরিদর্শিত হয়, তৎপরে নির্দিষ্ট পর্যায়ে নির্দিষ্ট ভোগকালের সঞ্চিত পর পর গ্রহগণের দশাকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শুভগ্রহের দশাকালে মানবের শুভ, যাবৎ অশুভগ্রহের দশাকালে মানবের অশুভসংসর্গ হয়; বিশেষতঃ, জাতককে যে গ্রহ যেকোনভাবে স্বাভাবিক থাকে, তাহার দশাকালে তৎপ্রকার শুভ বা অশুভ ফলের সেইরূপ উত্তরবিশেষ বা পরিবর্তন ঘটনা সংঘটিত হয়। কোন গ্রহের পর কোন গ্রহের দশা আঁমরা কত দিন করিয়া ভোগ করি এবং কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহের দশা প্রথম উপস্থিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন সহজবোধ্যের জ্ঞান নাক্ষত্রিকী-দশা-ভোগের বিভাগ পরিক্তরূপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রবি—জন্মনক্ষত্র ‘রুত্রিকা’ ‘বোতিণী’ বা ‘মৃগশিরা’ হইলে, জাতকের রবির দশা প্রথমে হয়। রবির দশাভোগকাল ৬ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ২ বৎসর, পাদ প্রতি ৬ মাস, দণ্ড প্রতি ১২ দিন এবং পল প্রতি ১২ দণ্ড।

চন্দ্র—জন্মনক্ষত্র ‘আর্দ্রা’ ‘পুনর্ভস্ত’ বা ‘পুণ্যা’ হইলে জাতকের চন্দ্রের দশা প্রথম হয়। দশাভোগকাল ১৫ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ৩ বৎসর ২মাস, পাদ প্রতি ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ড প্রতি ২২ দিন ৩০ দণ্ড, পল প্রতি ২২ দণ্ড ৩০ পল।

মঙ্গল—জন্মনক্ষত্র ‘মঘা’, ‘পূর্বফল্গুনী’ বা ‘উত্তরফল্গুনী’ হইলে, জাতকের মঙ্গলের দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ৮ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ২ বৎসর ৪ মাস, পাদ প্রতি ৮ মাস, দণ্ড প্রতি ১৬ দিন এবং পল প্রতি ১৬ দণ্ড।

বৃধ—জন্মনক্ষত্র 'হস্তা', 'চিহ্না', 'স্বাতী' বা 'বিশাখা' হইলে, প্রথমে "বৃষের দশা" হয়। পরিমাণ ১৭ বৎসর; নক্ষত্র প্রান্ত ৪ বৎসর ৩ মাস, পাদ প্রান্ত ১ বৎসর ১২ দিন ৩০ দণ্ড, দিন প্রান্ত ২৫ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রান্ত ২৫ দণ্ড ৩০ পল।

শনি—জন্মনক্ষত্র 'মহুরাধা' 'জ্যেষ্ঠা' বা 'মূলা' হইলে, শনির দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১০ বৎসর,—নক্ষত্র প্রান্ত ৩ বৎসর ৪ মাস, পাদ প্রান্ত ১০ মাস, দণ্ড প্রান্ত ২৯ দিন এবং পল প্রান্ত ২১ দণ্ড।

বৃহস্পতি—জন্মনক্ষত্র 'পূর্বাষাঢ়া', 'উত্তরাষাঢ়া', 'আভিজিৎ' * বা 'শ্রবণা' হইলে বৃহস্পতির দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১২ বৎসর—নক্ষত্র প্রান্ত ৪ বৎসর ৯ মাস, পাদ প্রান্ত ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, দণ্ড প্রান্ত ২৮ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রান্ত ২৮ দণ্ড ৩০ পল।

বাহু—জন্মনক্ষত্র 'বানীষ্ঠা', 'শতভিষা' বা 'পূর্বভাদ্রপদ' হইলে, বাহুর দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১২ বৎসর—নক্ষত্র প্রান্ত ৪ বৎসর, পাদ প্রান্ত ১ বৎসর, দণ্ড প্রান্ত ২৪ দিন এবং পল প্রান্ত ২৪ দণ্ড।

শুক্রে—জন্মনক্ষত্র 'উত্তরভাদ্রপদ', 'রেবতা', 'আশ্বিনী' বা 'ভরণী' হইলে শুক্রের দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ২১ বৎসর;—নক্ষত্র প্রান্ত ৫ বৎসর ৩ মাস, পাদ প্রান্ত ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ড প্রান্ত ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রান্ত ৩০ দণ্ড ৩০ পল।

প্রথম নক্ষত্রের প্রথম ক্ষণে যদি জন্ম হয়, তবেই জাতকের জন্মদশার ভোগকালে উপারালিখিতরূপ পরিমাণ হয়, নতুবা নক্ষত্রভেদে ও নক্ষত্রের স্থানভেদে উক্তদশার পরিমাণভেদে হইয়া থাকে, যেমন 'বাহুর' "রেবতা" জন্মনক্ষত্র, তাহার শুক্রের দশায় জন্ম জানলাম; কিন্তু দশাভোগের পরিমাণকাল এখানে উপার-নির্দ্ধারিত ২১ বৎসর হইবে না; কারণ, পূর্ববর্তী উত্তরভাদ্রপদের সাহিত উক্ত পরিমাণকালের চতুর্থাংশ ৫ বৎসর ৩ মাস গত হইয়াছে, যদি রেবতীর দ্বিতীয় পাদে জন্ম হইয়া থাকে, তবে প্রথম পাদের সাহিত আরও ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড অতীত

* সাধারণতঃ, 'আভিজিৎ' নক্ষত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; উহার নিষ্কিষ্ট ভোগকালের অর্ধাংশ 'উত্তরাষাঢ়া' ও অর্ধাংশ 'শ্রবণা' প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃহস্পতির পরিমাণ ১২ বৎসরকে ৪ ভাগ করিয়া ১ ভাগ ৪ বৎসর ৯ মাস পূর্বাষাঢ়া ও অপর ৩ ভাগকে সমান দুই অংশ করিয়া একাংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়া ও অপর অংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণাকে প্রাপ্ত হয়।

হইয়াছে। যদি সে দিবস রেবতী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড ও তাহার ১০ দণ্ড অতীত হইলে জন্ম হইয়া থাকে, তবে ঐ ১০ দণ্ডের সহিত আরও দণ্ডমান ১ মান ১ দিন অতীত হইয়াছে; সুতরাং ২১ বৎসর হইতে এই অতীত দশা-কালের সমষ্টি বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রাহল, তাহাই জাতকের জীবনে শুক্রের দশার ভোগপরিমাণ হইল। জন্মদশার ভোগ শেষ হইলে পরবর্তী গ্রহের দশা-কাল আরম্ভ হইবে, সুতরাং এখানে শুক্রের দশার পর জাতকের রাবর দশা প্রবর্তিত হইবে জানিলাম।

জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে দণ্ড প্রতি দশাভুক্তি কত, তাহা জানিতে হইলে, যদি উহা শুভগ্রহের দশা হয়; তাহা হইলে, উহার পরিমাণ বৎসরকে দেড়গুণ, আর যদি পাপগ্রহের দশা হয়, তাহা হইলে উহাকে ষষ্ঠগুণ করিয়া তত দিনসংখ্যা ধারিলেই সহজে উত্তরলাভ হয়।*

যেমন জন্মনক্ষত্র 'রেবতী', পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে শুভগ্রহ শুক্রের পরিমাণ ২১ বৎসরের দেড়গুণ সাড়ে দশ অর্থাৎ ১ মান ১ দিন ৩০ দণ্ড উহার দণ্ড প্রতি দশাভুক্ত হইল। যদি নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনতরিক্ত হয়, তাহা হইলে অল্পপাত দ্বারা প্রতি দণ্ডের দশাভুক্তি স্থির কারবে।

শুভদশার ফল

রবি—রবির দশায় উৎসেগ, পারতাপ, বিব্রাণ, ক্রোধ, প্রবাস, রোগভয়, অত্যাতিত, দুঃখ, বধ, বন্ধন ও রাজপাড়া উপস্থিত হয়।

চন্দ্র—চন্দ্রের দশায় বিতৃপ্ত, বাহন, বক্ত, ছত্র, ক্ষেম, প্রতাপ, ধন ও বীর্ষ্য, বুদ্ধি এবং মিষ্টায়ভোজন, উত্তম পান ও সুন্দর শয্যালাত হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল দশায় শত্রু বর্জিত আঘাত, বধ, বন্ধনভয়, চিন্তা, জর, অগ্নিদাহ, বিবাদ, রোগ, কাণ্ডিত, প্রতাপ ও ধনের হানি ও বিকলতা উপস্থিত হয়।

বুধ—বুধের দশায় দিব্যাজ্ঞানা, লালাবিলাস, উৎকৃষ্ট ভোগ, ধনাগম, কোষবুদ্ধি, অতীষ্টানন্দি ও অতি সুখোদয় হয়।

শনি—শনির দশায় কলঙ্ক, বধ, বন্ধন, আশ্রিতনাশ, তন্দ্রভয়, অগ্নিতয়, রাজভয়, আশাভঙ্গ ও কার্যহানি হয়।

* শুভের দেড়া, পাপের ছুনা।

দণ্ড প্রতি দিন-গণনা—খনা।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতির দশায় রাজপদ, পুত্রলাভ, ধনলাভ, বিবিধ ভোগ, ধনধান্যবৃদ্ধি ও ধর্মার্থকাম এবং সুখভোগ হয়।

রাহু—রাহুর দশায় ভাৰ্য্যার নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন, অস্ত্রভয়, পরাক্রমহানি এবং ধনহীন, সুখহীন ও মৃতবৎ হয়।

শুক্ৰ—শুক্ৰলাভ, প্রভুত্ববৃদ্ধি, প্রমদামঙ্গ, রাজপূজা, কোষবৃদ্ধি, যানবাহন, ভোগ, রাজলক্ষ্মীলাভ ও সর্কার্থসিদ্ধি হয়।

অন্তর্দিশার ফল

এক গ্রহের বারের মধ্যে যেমন সকল গ্রহ বারাংশের অধিপতি হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতিমত শুভাশুভ ফল প্রদান করে, সেইরূপ এক গ্রহের স্কুলদশার মধ্যে সকল গ্রহ দশাধিপতি হইয়া নিজ নিজ ফল প্ৰদান করিয়া থাকে। ইহাকে গ্রহগণের অন্তর্দিশা কহে। কোনও গ্রহের অন্তর্দিশার পরিমাণ জানিতে হইলে, উভয়ের দশা-পরিমাণকে পরস্পর গুণিত করিয়া তাহার নবাংশ গ্রহণ করিতে হয়, লঙ্কাঙ্ক মাসপরিমাণ হইবে। অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার নবাংশ হইলে, তাহা দিন এবং শেষ অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার নবাংশ হইলে তাহা মণ্ডপরিমাণ বলিয়া জানিবে। যেমন—রবির স্কুলদশার পরিমাণ ৬ বৎসরের মধ্যে রবির নিজ অন্তর্দিশার পরিমাণ (৬ কে ৬ দ্বারা পূরণ ও গুণফলকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া) ৪ মাস। চন্দ্রের অন্তর্দিশা এক্ষেপ ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন, বুধের ১১ মাস ১০ দিন, শনির ১০ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস করিয়া হয়। এই নিয়মে অপরাপর গ্রহগণের অন্তর্দিশা পরিমাণ অবগত হইবে। যে গ্রহের দশার মধ্যে যে গ্রহ যতকাল অন্তর্দিশা প্রাপ্ত হয়, সেই গ্রহের দশার মধ্যেও তাহাকে ততকাল অন্তর্দিশা প্রদান করিয়া থাকে।

শুক্ৰস্ব দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যন্তর্দিশাফলম্

শু রা রা ০।৩৮ ফলং—বন্ধনং বন্ধুপুত্রাদে রোগবৃদ্ধিচ্ছ জায়তে।

শরীরদৈন্যমাপ্নোতি স্বীয়প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

শু রা শু ০।৫।৪। ফলং।—শিরোরোগং বন্ধুদ্বেষং নৃপাত্তীতিচ্ছ জায়তে।

বাহোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে ধননাশং মনঃক্ষতিম্ ॥

- ৩ রা ব ০।১২৬ ফলং ।—রোগশোকসমায়ুক্তং বহ্নোর্বিবরহমেব চ ।
করোতি দিননাথঞ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
- ৩ রা চ ০।৩২২।৩০ ফলং ।—জীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরং প্রাপ্য নানাভূঃখকরো বিধৌ ॥
- ৩ রা ম ০।২।১০ ফলং ।—ব্রণরোগং জ্বরং দুঃখং বিষশজ্ঞান্নিবেব চ ।
জায়তে নাত্র শন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥
- ৩ রা বু ০।৪।৬ ফলং ।—সুখান্নিঞ্জরভীতিক্ষ দস্যতো রাজতো ভয়ম্ ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে করোতি ধনসংক্ষয়ম্ ॥
- ৩ রা শ ০।২।২৪ ফলং ।—বন্ধুনাশং তথা দুঃখং কলহং সূক্তনৈঃ সহ ।
করোতি বিজয়স্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ ॥
- ৩ রা বৃ ০।৪।২০ ফলং ।—ব্যাধিশক্রভয়ঠৈকৈব কার্যনাশশ্চ জায়তে ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে জীবে মহৎ কষ্টং ন সংশয়ঃ ॥
ইতি প্রত্যন্তদশা ।

গ্রহণাং স্কুলদশাফলম্

রবেঃ ।

উষ্মিচ্চিত্ত-পরিখেদিত-বিত্তনাশং, ক্লেশ-প্রবাস-গদভীতি-মহাভিষাতান্ ।
দুঃখপ্রয়োগ-বধবন্ধ-ভয়ানি চৈব, ডানোর্দশা প্রকুরতে খলু রাজপীড়াম্ ॥
চন্দ্রস্ত ।

কুর্যাদ্ভিত্তি-বরবাহন-বস্ত্রছত্র-ক্ষেম-প্রতাপ-ধনবীর্ঘ্য-সমধিতানি ।
মিষ্টান্ন-পান-শয়নাসন-ভোজনানি, চান্দ্রী দশা প্রকুরতে বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিম্ ।
মঙ্গলস্ত ।

শজ্ঞাভিঘাতবধবন্ধভয়ং বিধস্তে, চিন্তাজ্বরং বিফলতাঞ্চ গৃহে করোতি ।
চৌরান্নিদাহ-ভয়ভঙ্ক-বিবাদ-রোগ-কীর্ত্তি-প্রতাপ-ধনহা চ দশা কুজস্ত ।
বুধস্ত ।

দিব্যান্নাবদনপঙ্কজঘটপদস্তং, লীলাবিলাসবরভোগসুখোদয়ঞ্চ ।
নানাপ্রকারবিভাগমকৌষধুজিং, ক্ষিপং সৃজেদ্বুধদশা বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিম্ ॥
শনেঃ

মিথ্যাপ্রবাদবধবন্ধনিরাশ্রয়ত্বং, চৌরাদিভূপতিভূক্তভীতিমগ্নম্ ।
আশানিরাশমথ চান্দ্রুর্নকার্যহানিং, স্বধ্যাস্তজঃ প্রকুরতে নিয়তং নরাণাম্ ॥

বৃহস্পতেঃ ।

রাজ্যাম্পদং তনয়বিস্তবিশালভোগান্, পর্যাগ্ৰসৌখ্যধনধাত্মসমাশ্রয়ক্ ।
ধর্মার্থকামসুখভোগবহুপ্রয়োগং, যাবদবৃহস্পতিদশা পুরুষো হি তাবৎ ।

বাহোঃ

ভাৰ্যাদিভূষণনিমিত্তবিবাহবন্ধু-শস্ত্রাভিঘাতভয়হীনপরাক্রমক্ ।
অপ্রাপ্তসৌখ্যধনকাঞ্চনহীনদেহে, বাহোদ্দিশা ভবতি জীবনসংশয়ায় ॥

শুক্লসু ।

মন্ত্রপ্রভৃৎবিপুলং শ্রমদা-বিলাসং, শ্বেতাভপত্রনুপপূজিতকোষবৃদ্ধিম্ ।
হস্তাশ্বানপরিপূৰ্ণমনোরথক্, শৌকী দশা স্মৃত্তি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্ ॥
ইতি শুলদশাফলম্ ।

অথ অন্তর্দশা

স্বদশাভির্দশাং হস্তা নবভিত্তাগমাহরেৎ ।
লক্ষং মাসক্ তচ্ছেবং পূরয়িত্বা চ ত্রিংশতা ॥
অর্কৈর্জ্বা দিনং লভ্যং তচ্ছেবে ষষ্টিপূরিতে ।
নবভিচ্চ হতে লকো জ্ঞেয়ো দণ্ডস্তদন্তরে ।

যে গ্রহের দশায় যে গ্রহের অন্তর গণনা করিতে হইবে, সেই উভয় অঙ্ক পূরণ করিয়া তাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলে লক্ষাক মাস হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ২০ দিয়া পূরণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিলে লক্ষাক দিন হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া ২ দ্বারা ভাগ করিলে লক্ষাক দণ্ডাদি হইবে।

দামাগ্গান্তর্দশা-বিভাগ ।

যদং হস্তান্তরে যন্ত যৎসংখ্যাং কালমাপ্তবান্ ।

তৎসংখ্যাস্তান্তরে তস্মৈ স দণ্ডাদিত্তি নিশ্চয়ঃ ॥

যে গ্রহের দশার মধ্যে যত কাল যে গ্রহ অন্তর্দশা প্রাপ্ত হইবে, সেই গ্রহের দশাতেও তত সময় সেই গ্রহকে অন্তর্দশা প্রদান করিবে।

রবের্দশায়াং রবেরন্তর্দশা ।

৪ মাস ।

দণ্ডো রাজকুলাদিভ্যো মনস্তাপক্ বন্ধনম্ ।

প্রবাসং বেদনাং দুঃখং স্বদশায়াং দিবাকরঃ ॥

রবেদিশায়াং চক্রশ্রান্তর্দশা ।

১০ মাস ।

শক্রনাশং ক্রজো হানিং বিভ্রাভং সুখোদয়ম্ ।

কুরুতে কুশলং নৃণাং রবেবস্তর্গতঃ শশী ॥

মতান্তরে ।

গদসঙ্কটসম্ভ্রাসং শ্বেচ্ছাহানিং মনঃক্ষতিম্ ।

কুরুতে রজনীনাত্থো ভানোরস্তর্দশাং গতঃ ॥

রবেদিশায়াং কুজশ্রান্তর্দশা ।

৫ মাস ১০ দিন ।

সর্বেষাং তিলকো ভূত্বা মণিরত্নপ্রবালকম্ ।

প্রাপ্নোতি ধনধাত্মানি রবেবস্তর্গতে কুজে ॥

রবেদিশায়াং বৃধশ্রান্তর্দশা ।

১১ মাস ১০ দিন ।

দারিদ্র্যং দুঃখিতং নিত্যং সর্কগাত্রে বিচর্চিকা ।

নশ্রান্তি সর্ককর্মাণি রবেবস্তর্গতে বৃধে ॥

মতান্তরে ।

কিষ্কিষ্কিঃ শক্রাভঃ বৃষ্টৈঃ পট্টপবিচর্চিকাদিভিঃ ।

গাত্রোপদ্রবকং ক্ষুদ্রং সূর্যাস্তর্গতে বৃধে ॥

রবেদিশায়াং শনেরস্তর্দশা ।

৬ মাস ২০ দিন ।

রাগ্বেজা ভয়ঞ্চ সততং শক্তিঘৃতিধনক্ষয়ম্ ।

সর্কদা তন্ত্র বৈকল্যং রবেবস্তর্গতে শনৌ ॥

মতান্তরে ।

সস্তাপং বিভ্রনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাক্ষয়ম্ ।

দৌরিঃ করোতি বৈকল্যং ভানোরস্তর্দশাং গতঃ ॥

রবেদিশায়াং বৃহস্পতেবস্তর্দশা ।

১ বর্ষ ২০ দিন ।

সম্পদো ব্যাধিহানিঞ্চ বিশ্বাসং লভতে নরঃ ।

প্রাপ্নোতি ধর্মপদবীং রবেবস্তর্গতে গুরৌ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

মতান্তরে ।

ধর্ম্মার্থকামমৌখ্যানি দদাতি বিবুধাচ্চিত্তঃ
কুষ্ঠাদি-ব্যাধিহস্তা চ ভানোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

রবেদর্শায়াং রাহোরস্তর্দশা ।

৮ মাস ।

রোগং শোকং ভয়ং দত্তে মরণকাণ্ডভং সদা ।

বিস্তনাশকরো নিত্যং ভানোরস্তর্গতস্তমঃ ॥

রবেদর্শায়াং শুক্রশ্রান্তর্দশা ।

শিরোজঠররোগাদৌ জরাতিসারশূককৈঃ ।

শরীরং নশ্রুতি ক্ষিপ্ৰং রবেদস্তর্গতে ভৃগৌ ॥

ইতি রবেদর্শায়ামস্তর্দশাফলম্ ।

অথ চন্দ্রশ্র দশায়ামস্তর্দশাফলম্

চন্দ্রশ্র নিজান্তর্দশা ।

২ বর্ষ ১ মাস ।

দদাতি বহুসম্পত্তিং বরজীং কনকাস্বিতাম্ ।

নির্ভয়েন যশোবুদ্ধিং স্বদশায়াং নিশাকরঃ ॥

চন্দ্রশ্র দশায়াং কুজশ্রান্তর্দশা ।

বর্ষ ১।১।১০ ।

অপূর্বং ভয়মাপ্নোতি চৌবাदिভ্যো ভয়ং সদা ।

শরীরক্লেশমাপ্নোতি চন্দ্রশ্রান্তর্গতে কুজে ॥

মতান্তরে ।

পিত্তশোণিতপীড়াঃ স্ন্যশ্চৌবাदीনাং ভয়ং তথা ।

মঙ্গলঃ কুরুতে নিত্যং বিধোরস্তর্দশাং গতঃ ॥

চন্দ্রশ্র দশায়াং বুধশ্রান্তর্দশা ।

বর্ষ ২।৪।১০ ।

প্রভূতং স্বধসম্পত্তিগজাশ্বপোধনাদিকম্ ।

দদাত্যস্তর্গতো নিত্যং শশিনঃ শশিনন্দনঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়ানং শনেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৪।২০

বুদ্ধিক্রয়ো সুহৃদ্বেষী শোকাকুলো মহাগদী ।
ভবেন্নরো ন সন্দেহশ্চন্দ্রস্যান্তর্গতে শনৌ ॥

মতান্তরে ।

বন্ধুরেশং নৃপাত্তীতিং ব্যসনং শোকসঙ্কটম্ ।
বিনাশং কুরুতে সৌরিশ্চন্দ্রস্যান্তর্দশাং গতঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়ানং গুরোরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।৭।২০

ধনধর্মাদিসৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্ ।
প্রাপ্যতে চ নরো নিত্যং চন্দ্রস্যান্তর্গতে গুরৌ ॥

মতান্তরে ।

দানসৌখ্যানি সম্ভোগং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্ ।
কুরুতে বিবুধাচার্যো বিধোরন্তর্দশাং গতঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়ানং রাহোরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৮

সর্বরোগো ভবেন্নিত্যং বন্ধুনাশো ধনক্ষয়ঃ ।
ন কিঞ্চিৎ সুখমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতস্তমঃ ॥

মতান্তরে ।

বহিঃশক্রভয়ং দুঃখং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
কুরুতে রাহুরত্যর্থং চন্দ্রপাকদশাং গতঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়ানং শুক্রস্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।১১

বরাজনাভিঃ সংযোগো ধনধাশুঞ্চ বিন্দতি ।
মুক্তাহারমণিকৈব চন্দ্রস্যান্তর্গতে ভৃগৌ ॥

মতান্তরে ।

সেব্যন্তে বরনারীভির্নরো লক্ষ্মীপ্রবর্ত্ততে ।
মুক্তাহারমণিপ্রাপ্তির্বিধোরন্তর্গতে সিতে ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

চন্দ্রস্য দশায়ান্ং রবেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ০১১০

ভূপপ্রসাদসৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্যমতুলং ভবেৎ ।
করোতি ধনসম্পত্তিং চন্দ্রশ্যান্তর্গতো রবিঃ ॥

মতান্তরে ।

ঐশ্বর্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশমরিক্কয়ম্ ।
নৃপতেজো রবিঃ কুর্যাৎ বিধোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়ান্ং মন্তর্দশা ।

তস্য নিজান্তবর্ষাদি ০৭।০।২০

মঙ্গলস্য দশায়ান্ং কলহো বন্ধুভিঃ সহ ।
অগ্নিদাহাদি পীড়াক্ষ লভতে নিয়তং নরঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়ান্ং বুধশ্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।০।০।২০

নৃপচৌরাদিশক্রভ্যাঃ শৃঙ্গিভ্যো ভ্রামেব চ ।
হস্তাপঞ্চ জ্বরৈক্বেব কুজশ্যান্তর্গতে বুধে ॥

মতান্তরে ।

পরমৈশ্বর্যমতুলং নানাবিধসুখাশ্রয়ম্ ।
করোতি সোমপুঞ্জশ্চ ক্ষিতিজান্তর্দশাং গতঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়ান্ং শনৈরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ০১৮।২৬।৪০

ধননাশো মনস্তাপো হৃদি পীড়াদিকং ভবেৎ ।
করোতি বিবিধং দুঃখং কুজশ্যান্তর্গতঃ শনিঃ ॥

মতান্তরে ।

রিপুচৌরাগ্নিভীতিশ্চ রোগমন্তরমন্তরম্ ।
মহাজনকৃতোদ্বেগং কুজশ্যান্তর্গতে শনৌ ॥

মঙ্গলস্য দশায়ান্ং শুক্ররন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৪।২৬।৪০

পুণ্যতীর্থসমায়োগো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।
ভৌমশ্যান্তর্দশাং প্রাপ্তে জীবে কিঞ্চিন্ন পান্তয়ম্ ॥

মতান্তরে ।

পুষ্পধূপান্নবজ্জ্বািদৈর্দেবত্রাঙ্গণপূজনম্ ।
নৃপতুল্যত্বাপ্নোতি কুজশ্যাস্তর্গতে গুরৌ ॥

মঙ্গলশ্য দশায়ানং রাহোরস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ০।১০।২০

শজ্জাগ্নিচৌরশক্রভ্যো ভয়ঙ্কার্থবিনাশনম্ ।
করোতি চান্তভং নিত্যং কুজশ্যাস্তর্গতস্তমঃ ॥

মঙ্গলশ্য দশায়ানং শুক্রশ্যাস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৬।২০

ধননাশং তথা বাধিং শক্রভ্যঃ সমুপদ্রবম্ ।
ভয়ং রাজকুলেভ্যোহপি কুজশ্যাস্তর্গতে ভৃগৌ ॥

মতান্তরে ।

ধনবৃদ্ধিং সুখাদীংশ্চ নানাবজ্জবরস্ত্রিয়ঃ ।
প্রাপ্নোতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজশ্যাস্তর্গতে ভৃগৌ ॥

মঙ্গলশ্য দশায়ানং রবেরস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ০।৫।১০।০

প্রচৈশ্বর্য্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ ।
স্ত্রীলাভঃ পদবীৰ্বৃদ্ধিঃ কুজশ্যাস্তর্গতে রবৌ ॥

মতান্তরে ।

নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথাপি বা ।
শ্রুপপূজামবাপ্নোতি কুজশ্যাস্তর্গতে রবৌ ॥

মঙ্গলশ্য দশায়ানং চন্দ্রশ্যাস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।১।১০।০

নানাবিত্তং সুহৃৎসৌখ্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্ ।
চন্দ্রমা কুরুতে নিত্যং ভৌমশ্যাস্তর্দশাং গতঃ ॥

মতান্তরে ।

ধনলাভং সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ ।
লোকানন্তমবাপ্নোতি ক্ষিত্তিজ্যাস্তর্গতে বিধৌ ॥

অথ বৃহস্প দশায়ান্নাস্তর্দশা

নিজান্তর্কর্ষাদি ২। ৮। ৩। ২০

বৃহো ধর্মসমায়োগং বুদ্ধিলাভং ধনাগমম্ ।
সুভগং বিপুলং বিত্তং ঋদশায়ান্নং করোতি বৈ ॥

অথ বৃহস্প দশায়ান্ন শনেরস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১। ৬। ২৬। ৪০ দণ্ড ।

বাতল্লৈককৃত্য পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ ।
বিদেশগমনঞ্চাপি বৃহস্পাস্তর্গতে শনৌ ॥

বৃহস্প দশায়ান্নং বৃহস্পতেঃস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২। ১১। ২৬। ৪০ দণ্ড ।

ব্যাধিশক্রভল্লৈক্যাক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ ।
লভেত্তার্থ্যাং সুপুত্রঞ্চ বৃহস্পাস্তর্গতে শুরৌ ॥

বৃহস্প দশায়ান্নং রাহোরস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১। ১০। ২০ দিন ।

অকস্মাদগ্নিভীতিশ্চ ব্যাধিপীড়া চ বন্ধনম্ ।
বিত্তনাশো মহাক্রেশো বৃহস্পাস্তর্গতে ধরে ॥

মতান্তরে ।

বন্ধনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ ।
করোতি বহুদুঃখানি বৃহস্পাস্তর্গতস্তমঃ ॥

বৃহস্প দশায়ান্নং শুক্রস্যস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ৩। ৩। ২০ দিন ।

ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্মরত্নং ধনাগমম্ ।
কুরুতে দানবার্চ্যেণ্যো বৃহস্পাস্তর্দশাং গভঃ ॥

বৃহস্পদশায়ান্নং রবেরস্তর্দশা ।

১১ মাস ১০ দিন ।

সুবর্ণং বিক্রমকৈব যশঃ প্রাপ্নোতি পুত্রলম্ ।
শ্রীমান্ পরধনাভোগী বৃহস্পাস্তর্গতে রবৌ ॥

মতান্তরে ।

শ্রীমান্ পরমরা যুক্তং গজবাজিধনারিতম্ ।
প্রভাকরঃ করোত্যান্ত বৃহস্পাস্তর্দশাং গভঃ ॥

বুধস্য দশায়ানং চন্দ্রায়াস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।৪।১০ দিন ।

কষ্টকাদিপ্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ ।

নিশাকরঃ করোত্যান্তে বুধপাকদশাং গতঃ ॥

মতান্তরে ।

বহুবিভং মহাবুদ্ধিং দাসদাসীসমস্থিতম্ ।

গজানুবহুসং দত্তে বুধায়াস্তর্গতঃ শশী ॥

বুধস্য দশায়ানং মঙ্গলায়াস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৩।৩।২০ দণ্ড ।

শিরোহৃদয়রোগঞ্চ দস্যুতঙ্করতো ভয়ম্ ।

জন্মে পীড়া পদে চৈব বুধায়াস্তর্গতে কুঞ্জে ॥

মতান্তরে ।

কক্ষপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাম্ ।

মাহেয়ঃ কুরুতে শোকং বুধায়াস্তর্দশাং গতঃ ॥

ইতি বুধস্য দশায়ানস্তর্দশাফলম্ ।

অথ শনের্দশায়ানস্তর্দশা

ভয়া নিজাস্তর্দশা-মাসাদি ১১।৩।২০

মৌরি করোতি বৈকল্যং পুত্রদারহা নিগ্রহম্ ।

অর্থ-বন্ধু-বিনাশঞ্চ বিদেশগমনং তথা ॥

শনের্দশায়ানং গুরোরস্তর্দশা ।

বর্ষ ১।৯।৩।২০ দণ্ড ।

দেবভানুরভং শান্তং নানাপ্রাপ্তিং করোতি চ ।

করোতি রিপুনাশঞ্চ শনেরস্তর্গতো গুরুঃ ॥

শনের্দশায়ানং রাহোরস্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।১।১০

বিদেশগমনং দুঃখং বন্ধুচ্ছেদং সুহৃদন্তম্ ।

অকস্মাদগ্নিদাহঞ্চ শনেরস্তর্গতন্তমঃ ॥

মতান্তরে

নৃপান্তয়ং স্বরং রোগং দুঃখঞ্চ প্রাণসংশয়ম্ ।

ধনক্ষয়ঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্গতস্তমঃ ॥

শনের্দশায়ান্ শুক্রশান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১১১১১০ দিন ।

সুহৃৎজনসমাযোগং ভার্য্যাবিত্তসমম্বিতম্ ।

সুখসম্পত্তিসৌভাগ্যং শনেরন্তর্গতো ভুতঃ ॥

মতান্তরে ।

সুহৃদ্বন্ধুধনৈঃ পূর্ণো ভার্য্যাবিত্তসমম্বিতঃ ।

স্বর্ণং সুখঞ্চ লভতে সৌরশান্তর্গতে সিতে ॥

শনের্দশায়ান্ রবেরন্তর্দশা ।

মাস ৬ । দিন ২০ ।

ধনপুত্রবিনাশঞ্চ করোতি দুঃখবর্জনম্ ।

জীবনঞ্চ বলং হন্তি শনেরন্তর্গতো রবিঃ ॥

মতান্তরে ।

পরদারাভিগমনং করোতি খরদীষিতিঃ ।

জীবনশ্চ চ সন্দেহং শনেরন্তর্দশাং গতঃ ॥

শনের্দশায়ান্ চন্দ্রশান্তর্দশা ।

বর্ষ ১১৪২০ দিন ।

মরণং বন্ধুবিক্ষেদং স্ত্রীনাশং কলহং সদা ।

কোপং রোগং করোত্যেষ শনেরন্তর্গতঃ শশী ॥

মতান্তরে ।

স্ত্রীনাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তগদং শশী ।

বন্ধুদ্বেষঞ্চ কুরুতে পঙ্গোল্লন্তর্দশাং গতঃ ॥

শনের্দশায়ান্ মঙ্গলশান্তর্দশা ।

মাস ৮।২৬।৪ দশু ।

দেশত্যাগং তথা ব্যাধিং নানা দুঃখসমম্বিতম্ ।

শনেরন্তর্দশাং প্রাপ্য মঙ্গলঃ কুরুতে সদা ॥

মতান্তরে ।

দেহকৈশ্যং মহাঘোরং নানাহুঃখানি ভূমিজঃ ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্দশাং গতঃ ॥

শনের্দশায়্যাং বৃহস্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১৬৬২৬৬৪০ দণ্ড ।

সৌভাগ্যং কুরুতে নিত্যং নানাসম্মান এব চ ।
পুত্রং পৌত্রং কলত্রঞ্চ শনেরন্তর্গতো বৃধঃ ॥

মতান্তরে ।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সৌমজঃ ।
করোতি চাদরং লোকে শনেরন্তর্দশাং গতঃ ॥

অথ গুরোর্দশায়্যামন্তর্দশা

নিজান্তর্কর্ষাদি ৩৪৮৩১২০

কুরুতে পূর্বসংপুত্রং তপঃখ্যাতিঞ্চ পৌরুষম্ ।
গজাস্ত্রবাহনং সৌখ্যং স্বদশারাং বৃহস্পতিঃ ॥

গুরোর্দশায়্যাং রাহোরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২১১১০১০

অকস্মান্তন্নমাপ্নোতি রাজপীড়াং করোতি বৈ ।
বন্ধনং হ্রদি সস্তাপং গুরোরন্তর্গতস্তমঃ ॥

মতান্তরে ।

বন্ধুদ্বেষং মৃগাবাদং স্থানভ্রংশং নিরাশ্রয়ম্ ।
কলহং কারম্নেদ্রাহুর্গুরোরন্তর্দশাং গতঃ ॥

গুরোর্দশায়্যাং শুক্রস্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ৩৪৮১১০

রিপোর্ভয়ং বন্ধুনাশং নানাব্যাধিসমাকুলম্ ।
ভার্য্যাবিল্লোগহুঃখঞ্চ গুরোরন্তর্গতো ভৃগুঃ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

মতান্তরে ।

কলহং শক্রভিঃ সার্কিং বিত্তনাশং মনঃক্ষতিম্ ।
জীবিলোগক কুরুতে জীবস্মান্তর্গতে ভৃগুঃ ॥

গুরোর্দশায়াং রবেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।০।২০

বহুমিত্রং বহুধনং সুভার্যং রাজবল্লভম্ ।
কুরুতে ভাক্করঃ শান্তিং গুরোরন্তর্দশাং গতঃ ॥

অশুচ ।

শক্রপীড়াং রোগদুঃখং বধবন্ধভয়াদিকম্ ।
চৌরশক্রভয়ং নিত্যং জীবস্মান্তর্গতো রবিঃ ॥

গুরোর্দশায়াং চন্দ্রস্মান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।৭।২০

বরজীবাং ভবেল্লাভো রিপুরোগবিবর্জিতম্ ।
নৃপতুল্যং প্রকুরুতে জীবস্মান্তর্গতঃ শশী ॥

অশুচ ।

ভোগাটো বহুভার্যঃ স্যাৎ রিপুরোগবিবর্জিতঃ ।
নৃপতুল্যো ভবেচ্চৈব গুরোরন্তর্দশাং গতঃ ॥

গুরোর্দশায়াং কুজস্মান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৪।২৬।৪০

ভীক্ষুরোষো রিপোর্হন্তা গজবস্ত্রীমদর্শনঃ ।
সুখসৌভাগ্যসং যুক্তো গুরোরন্তর্গতে কুজে ॥

গুরোর্দশায়াং বুধস্মান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।১১।২৬।৪০

সুস্থোহসুস্থঃ সুখী দুঃখী শক্রবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ ।
দেবার্চনপরো নিত্যং জীবস্মান্তর্গতে বুধে ॥

গুরোর্দশায়াং শনেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।১।৩।২০

বেশাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্বিত্তবিবর্জিতঃ ।
লুপ্তধর্মমনা নিত্যং গুরোরন্তর্গতে শনো ॥

ইতি গুরোঃ ।

অথ রাহোর্দশায়ামস্তর্দশা

নিজান্তর্কর্ষাদি ১।৪।১০

রাহৌ জ্বী-বন্ধুনাশশ্চ রিপুরোগভয়ং তথা ।

ভবেদর্থস্য নাশশ্চ স রাহুঃ স্বদশাং গতঃ ॥

রাহোর্দশায়াম্ শুক্রস্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।৪।১০

সুহৃস্তাবো দ্বিজৈঃ সার্কং স্ত্রীলাভো বিভ্রসঞ্চয়ঃ ।

রাহোরন্তর্গতে শুক্রে স্নেহো বন্ধুজনৈঃ সহ ॥

মতান্তরে ।

শিরোরোগং কুদেহঞ্চ কুর্য্যাৎ ভার্য্যাঞ্চ চঞ্চল্যাম্ ।

বান্ধবৈঃ কলহো নিত্যং রাহোরন্তর্গতে ভূগৌ ॥

রাহোর্দশায়াম্ রবেস্তর্দশা ।

মাস ৮।১০

রিপুরোগভয়ং ঘোরং অর্থনাশো নৃশান্তয়ম্ ।

শুকুব্যাথাং শিরোরোগং রাহোরন্তর্গতো রবিঃ ॥

মতান্তরে ।

শিরোরোগং ভয়ং ঘোরং মৃত্যুং শোকঞ্চ দারুণম্ ।

বৃহদগ্নিভয়ং কুর্য্যাৎ রাহোরন্তর্গতে রবৌ ॥

রাহোর্দশায়াম্ চন্দ্রস্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৮।১০

স্ত্রীনাশং কলহং ক্লেশং পাপচিত্তং কুভোজনম্ ।

রিপুবন্ধুবিহীনঞ্চ রাহোরন্তর্গতে শশী ॥

মতান্তরে ।

স্ত্রীপুত্রকলহকৈব বিভ্রনাশং মনঃক্ষতিম্ ।

করোতি ক্লেশমত্যর্থং রাহোরন্তর্গতে বিধৌ ॥

রাহোর্দশায়াম্ মঙ্গলস্যান্তর্দশা ।

মাসাদি ১০।২০

বিষশস্ত্রাগ্নিচৌরেভ্যো নিয়তং দারুণং ভয়ম্ ।

নরো নিত্যমবাপ্নোতি রাহোরন্তর্গতে কুজে ॥

রাহোর্দশায়্যাং বৃহস্পত্যন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।১০।২০

কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভগ্নাবহাম্ ।
রাহোরন্তর্গতং প্রাপ্য কুরুতে সোমনন্দনঃ ॥

মতান্তরে ।

জ্বরক্ষুধাগ্নিসংপীড়াং কলহং সুজ্ঞনৈঃ সহ ।
ভূত্যাপত্যোম্মু বিদ্বেষং রাহোরন্তর্গতে বুধে ॥

রাহোর্দশায়্যাং শনৈরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।১।১০

বেশ্যাজ্ঞনাশ্রয়ো নিত্যাং ভবেদ্বিত্তবিবর্জিতঃ ।
লুপ্তধর্ম্মনা নিত্যাং রাহোরন্তর্গতে শনৌ ॥

মতান্তরে ।

দ্রীপুত্রঃ কলহো নিত্যাং বাহুবৈঃ সহ বৈরতা ।
ভবেত্ত্ব বহুধা হুঃখং রাহোরন্তর্গতে শনৌ ॥

রাহোর্দশায়্যাং গুরোরন্তর্দশা ॥

বর্ষাদি ২।১।১০

ব্যাধিশক্রভয়ৈস্ত্যক্তো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।
নানাধর্ম্মনা নিত্যাং রাহোরন্তর্গতে গুরৌ ॥
ইতি রাহোঃ ॥

অথ শুক্রশ্য দশায়্যাং শুক্রশ্যান্তর্দশা

বর্ষাদি ৪।১

নীতি-কীর্ত্তি-যশোলাভং বনিতাভোগবর্দ্ধনম্ ।
কুরুতে সর্ব্বলাভঞ্চ স্বদশায়্যাং গতৌ ভৃগুঃ ॥

শুক্রশ্য দশায়্যাং রবেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।২

অক্ষিরোগো মহান্ দোষো বন্ধনঞ্চ মহন্তরম্ ।
সর্ব্বত্রাকুশলং নিত্যাং ভূগোরন্তর্গতে রবৌ ॥

মতান্তরে ।

দেহস্তীত্রব্রণাক্রান্তস্তীত্রতাপো ধনান্বিতঃ ।
ভ্যক্তঃ শ্যাদবান্ধবৈঃ সৰ্বৈর্ভার্গবান্তর্গতে রবৌ ॥

শুক্রেণ দশায়ানং চন্দ্রশ্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ২।১১

নখদন্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ ।
বিবাদং স্বজনৈর্নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতঃ শশী ॥

মতান্তরে ।

সম্মাননাশো রোগঞ্চ কার্যনাশশ্চ নিত্যশঃ ।
শুক্রেণান্তর্গতে চন্দ্রে স্ত্রীনাশো নিম্নতং ভবেৎ ॥

শুক্রেণ দশায়ানং মঙ্গলশ্যান্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।৬।২০

উত্তমায়্য স্ত্রিয়ৌ লাভং ভূমিলাভং তথৈব চ ।
বীৰ্য্যহানিঞ্চ কুরুতে ভৃগোরন্তর্গতঃ কুজঃ ॥

মতান্তরে ।

উৎসাহী ধনধায়াঢ্যো বলী চ সুমনাঃ সুখী ।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব শুক্রেণান্তর্গতে কুজে ॥

শুক্রেণ দশায়ানং বুধশ্যান্তর্দশা ।

বর্ষ ৩।৩।২০ দিন ।

বরবস্ত্রসমায়ুক্তং ধনধায়াসমাকুলম্ ।
মাগ্নং পুষ্টিস্তথা মেধা শুক্রেণান্তর্গতে বুধে ॥

মতান্তরে ।

সর্বত্র লভতে সৌখ্যং মানসঞ্চয় এব চ ।
ভার্য্যা সুশীলতামেতি ভার্গবান্তর্গতে বুধে ॥

শুক্রেণ দশায়ানং শনেরন্তর্দশা ।

বর্ষাদি ১।১১।১০ দিন ।

সুন্দরীভিঃ সহ ক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে ।
শক্রনাশং সুহৃৎলাভো ভৃগোরন্তর্গতে শনৌ ॥

জ্যোতিষ-রহস্যকর

মতান্তরে

শক্রক্ষয়মবাপ্নোতি মিত্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।
চৌরাদ্ভিতস্য লাভঃ শ্যাং শুক্রশ্যাস্তর্গতে শনৌ ॥

শুক্রশ্য দশায়ান্ গুরোরস্তর্দশা ।
বর্ষাদি ৪।৮।২০ দিন ।

বরবস্ত্রসমায়ুক্তং ধনধাত্মকং বিন্দতি ।
নিত্যং বন্ধুসমাকীর্ণং ভূগোরস্তর্গতে গুরৌ ॥
মতান্তরে ।

রাজপূজা সুখং প্রীতিঃ কন্যাঞ্জননমেব চ ।
ভার্গবাস্তর্গতে জীবে চৌরান্নর্ফকং লকবান্ ॥
শুক্রশ্য দশায়ান্ রাহোরস্তর্দশা ।
বর্ষাদি ২।৪ মাস ।

বিদেশগমনং দুঃখং সম্পর্কং চান্ত্যাজ্ঞেঃ সহ ।
পাপচিত্তং সদৈবেতি শুক্রশ্যাস্তর্গতস্তমঃ ॥
মতান্তরে ।

বন্ধনং বহুপুত্রাদির্বন্ধুনাশো রিপোর্ভয়ম্ ।
শরীরদৈশ্যমাপ্নোতি ভার্গবাস্তর্গতস্তমঃ ॥
ইতি অন্তর্দশা সমাপ্তা ।

অথাস্তর্দশারিষ্টম্

পাপগ্রহদশায়ান্ত পাপশ্যাস্তর্দশা যদি ।
অরিস্যোগে ভবেন্নাত্ম্যর্মিত্রস্যোগে চ সংশয়ঃ ॥

পাপগ্রহের দশামধ্যে যখন পাপগ্রহের অন্তর্দশা হয় এবং ঐ
অন্তর্দশাধিপতি গ্রহ যদি দশাধিপতির শক্র হয়, তবে সেই সময়ে মনুষ্যের
মৃত্যু হইবে। আর ঐ অন্তর্দশাধিপতি গ্রহ যদি দশাধিপতির মিত্র হয়,
তবে জীবনসংশয় পীড়াদি হইয়া থাকে।

বিলগ্নাধিপতেঃ শক্রলগ্নশ্যাস্তর্দশাং গতঃ ।
করোত্যকস্মান্নরণং সত্যচার্য্যঃ প্রভাষতে ॥

সভ্যচার্য্য বলেন, লগ্নাধিপতির দশাতে যদি লগ্নাধিপতির শক্রগ্রহের অন্তর্দশা হয়, তবে সেই সময়ে মনুষ্যের মৃত্যুসম্ভব হয় ।

দশারিফত্ভঙ্গযোগ ।

প্রবেশে বলবান্ খেটঃ শুভৈর্কবা সন্নিরীক্ষিতঃ ।

যদি সৌম্যাধিমিত্ৰস্থো মৃত্যবে ন ভবেত্তদা ॥

দশার কিংবা অন্তর্দশার প্রবেশকালে যদি দশাধিপতি বা অন্তর্দশাধিপতি গ্রহ বলবান্ হন কিংবা তাহাদের প্রতি কোন শুভগ্রহের পূর্ণ-দৃষ্টি থাকে, অথবা দশাধিপতি বা অন্তর্দশাধিপতি কোন শুভগ্রহের কিংবা তাহাদের অধিমিত্র গ্রহের নবাংশে থাকেন, তবে মৃত্যু হয় না, কিন্তু জীবনসংশয় পীড়া হয় ।

অথ প্রত্যন্তর্দশা

গ্রহান্তরং দিনং কৃত্বা যচ্ছিলকং ধ্রুবং ভবেৎ ।

ধ্রুবাণি গণয়েদ্বীমান্ রব্যাদিক্রমশো যথা ॥

গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় অন্তর্দশার পরিমাণ যত হইবে, তাহাকে দিন করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিবে, এইরূপ ভাগ করিলে যত ভাগফল হইবে, তাহার নাম ধ্রুবাক্ষ । রব্যাদি গ্রহের ধ্রুবাক্ষ নির্ণয় করিয়া তাহাকে স্বীয় ভাগাক্ষ দ্বারা গুণ করিলে গুণফল যত মাসাদি হইবে, তত মাসাদি গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দশার কাল নিরূপিত হইবে ।

	দি, দ, প,		দি, দ, প,
র র ধ্রু	২১০	চ চ ধ্রু	১২১০০
র চ ধ্রু	৫১০	চ ম ধ্রু	৬১৪০
র ম ধ্রু	২১৪০	চ বু ধ্রু	১৪১২০
র বু ধ্রু	৫১৪০	চ শ ধ্রু	৮১২০
র শ ধ্রু	৩১২০	চ বৃ ধ্রু	১৫১৫০
র বৃ ধ্রু	৬১২০	চ রা ধ্রু	১০১০
র রা ধ্রু	৪১০	চ শু ধ্রু	১৭১৩০
র শু ধ্রু	৭১০	চ র ধ্রু	৫১০
ম ম ধ্রু	৩১৩৩২০	বু বু ধ্রু	১৬১৩১২০
ম মু ধ্রু	৭১ ৩৩১২০	বু শ ধ্রু	২১২৬১৪০
ম শ ধ্রু	৪১২৬১৪০	বু বৃ ধ্রু	১৭১৫৬১৫০

	দি, দ, প,		দি, দ, প,
ম বৃ ক্র	৮১২৬৪	বু রা ক্র	১১১২০১০
ম রা ক্র	৫১২০১০	বু শু ক্র	১১১৫০১০
ম শু ক্র	৯১২০১০	বু র ক্র	৫৪৪০১০
ম র ক্র	২৪০১০	বু চ ক্র	১৪১১০১০
ম চ ক্র	৬৪০১০	বু ম ক্র	৭১৩৩১২০
শ শ ক্র	৫১৩৩১২০	বু বৃ ক্র	২০১৩১২০
শ বৃ ক্র	১০১৩৩১২০	বু রা ক্র	১২৪০১০
শ রা ক্র	৬৪০১০	বু শু ক্র	২২১১০১০
শ শু ক্র	১১৪০১০	বু র ক্র	৬১২০১০
শ র ক্র	৩১২০১০	বু চ ক্র	১৫১৫০১০
শ চ ক্র	৮১২০১০	বু ম ক্র	৮১২৬৪০
শ ম ক্র	৪১২৬ ৪০	বু বৃ ক্র	১৭১৫৬৪০
শ বৃ ক্র	৯১২৬৪০	বু শ ক্র	১০১৩৩১২০
রা রা ক্র	৮১০	শ শু ক্র	২৪১৩০
রা শু ক্র	৪১০	শ র ক্র	৭১০
রা র ক্র	৪১০	শ চ ক্র	১৭১৩০
রা চ ক্র	১০১০	শ ম ক্র	৯১২০
রা ম ক্র	৫১২০	শ বৃ ক্র	৯১১২০
রা বৃ ক্র	১১১২০	শ শ ধ্রু	১১৪০
রা শ ক্র	৬৪০	শ বৃ ধ্রু	২২১১০
রা বৃ ধ্রু	১২৪০	শ রা ধ্রু	১৪১০

অনুচ্চ ।

আন্তর্মাৎসার্কসংখ্যাকং দিনং স্যাৎদিনসংখ্যাকাঃ ।

দণ্ডাঃ সূর্দ্বিগুসংখ্যাকং পলং স্যাৎত্রয়ং ধ্রুবং ভবেৎ ।

প্রকারান্তরে ধ্রুবাক গ্রহণের প্রণালী এই যে, গ্রহের আন্তর্দশার পরিমাণ যত মাস হইবে, তাহার অর্ধপরিমিত দিন, যত দিন, তত দণ্ড ও যত দণ্ড, তত পল সেই গ্রহের ধ্রুবাক জানিবে ।

রবৌ চ বেদা বসবঃ সূর্মাংশৌ,

কুজে চ বাণা নব চন্দ্রপুজে ।

শনৌ রসা দিক্ চ বৃহস্পতো স্যাৎ,

রাহৌ তুরঙ্গা ভৃগুজে চ রুদ্রাঃ ।

প্রত্যুর্দশাতে যে গ্রহের যত ভাগাঙ্ক হইবে, তাহা বলা হইতেছে ।—
রবির ৪ ভাগ, চন্দের ৮ ভাগ, মঙ্গলের ৫ ভাগ, বুধের ৯ ভাগ, শনির ৩
ভাগ, বৃহস্পতির ১০ ভাগ, রাহুর ৭ ভাগ, শুক্রের ১১ ভাগ । এই
ভাগাঙ্ক দ্বারা গ্রহগণের যৌন ঋবাককে গুণ করিলে যত মাসাদি হইবে,
তত মাসাদি সেই সেই গ্রহের প্রত্যুর্দশার কাল জানিবে ।

রবেবস্তুর মধ্যে তু বসবশ্চ রবেনিজাঃ ।

চন্দ্রস্য বোড়শ প্রোক্তাঃ কুজস্য তু দশ স্মৃতাঃ ॥

বুধস্যাষ্টাদশ প্রোক্তাঃ ক্রমাদ্বাদশকং শনেঃ ।

শুরোহি বিংশতিশ্চৈব, রাহোশ্চতুর্দশ স্মৃতাঃ ॥

এব এব বিধিঃ প্রোক্তাঃ ভৃগোদ্বাবিংশতিঃ ক্রমাৎ ।

এবং দিনানি চান্বেষাং জ্ঞাত্বা প্রত্যন্তরে যথা ।

ভৎসংখ্যকং ফলং বাচ্যং শুভাশুভমিতি ক্রমাৎ ॥

রবির অর্দশার মধ্যে রবির ৮ দিন, চন্দের ১৬ দিন, মঙ্গলের ১০ দিন,
বুধের ১৮ দিন, শনির ১২ দিন, বৃহস্পতির ২০ দিন, রাহুর ১৪ দিন ও
শুক্রের ২২ দিন প্রত্যুর্দশার কাল হয় ।

এইরূপে অন্যান্য গ্রহের অর্দশার কাল নির্ণয় করিয়া লইবে এবং গ্রহ-
গণের অবস্থা ও ফলাফল দৃষ্টি করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হইবে ।

অথ রবের্দশায়াং রবেবস্তুরে প্রত্যুর্দশাফলম্ ।

র র র ০।০।৮।০ ফলম্ ।

রোগান্নিতং বিস্তনাশং রাজ্ঞো ভীতিঃ প্রজায়তে ।

সূর্য্যঃ করোতি ভ্রমণং সন্তাপঙ্করমেব চ ॥

র র চ ০।০।১৬।০ ফলম্ ।

ধননাশং হিংস্রশোকং রোগোপগ্রহ এব চ ।

অপমানং রাজভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ ॥

র র ম ০।০।১০।০

ধনং ধাতুং সুখারোগ্যং মণিমুক্তা প্রবালকং

নরঃ প্রাপ্নোতি সুখঃ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে কুঞ্জ ॥

র র বু ০।১৮।০ ফলম্ ।

দক্ষবিচারিকাক্রেশং দারিদ্র্যং ধননাশনম্ ।

করোতি বহুদুঃখানি সূর্য্যপ্রত্যন্তরে বুধঃ ॥

র র শ ০১০১২১০ ফলম্ ।

ধনহানিং জ্বরং ঘোরং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ ।
চৌরসর্পভয়ং বিদ্যাং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র র বৃ ০১০১২০১০ ফলম্

ধর্ম্মার্থসুখসৌভাগ্যং লক্ষ্মীযুক্তো ভবেন্নরঃ ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মপদবীং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র র রা ০১১৪১০১০ ফলম্ ।

বিবাদং ব্যাধিশোকঞ্চ বৈরবৃদ্ধিং ধনক্ষয়ম্ ।
বিক্ষোভং কণ্ডুরোগঞ্চ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে ভমঃ ॥

র র শু ০১০১২২১০

জ্বরং ঘোরং শিরোরোগং মনস্তাপং করোতি চ ।
রাজপীড়া শত্রুভয়ং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥
রবের্দশায়ং চন্দ্রস্থান্তরে প্রত্যন্তর্দশফলম্ ।

র চ চ ০১০১১১০ ফলম্ ।

উচ্চপাতং কণ্টকঞ্চ ত্রাসং রোগং ধনক্ষয়ম্ ।
জলসর্প-চৌর-ভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ ॥

র চ ম ০১০১২৫ ফলম্ ।

চৌরভয়ং পিতরোগং চক্ষুরোগং নৃপান্তরম্ ।
বৈরাগ্যঞ্চ বিরোধঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজঃ ॥

র চ বৃ ০১১১১৫ ফলম্ ।

ধনলাভং শুভং জ্ঞেয়ং পুত্রং পুণ্যং শুভান্নিতম্ ।
গজান্ববাহনং লাভং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

র চ শ ০১১ ফলম্ ।

বিরোধং রাজভীতিঞ্চ শোকং দুঃখং ধনক্ষয়ম্ ।
বন্ধনং সর্পভীতিঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে শনিঃ ॥

র চ বৃ ০১১২০ ফলম্

ভীর্ষং দানং সুখং ভোগং বহুং ভূষণধাতুকম্ ।
ঋশঃ সন্মানভ্যমেতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র চ রা ০।১।৫ ফলম্ ।

ব্রণরোগং শোকদুঃখং বন্ধনাশং ধনক্ষয়ম্ ।

দন্ত্যগ্নিভয়মাপ্নোতি চন্দ্রপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

র চ শু ০।১।২।৫ ফলম্ ।

স্বশ্রীণং ধনধাত্ত্বঞ্চ জঠৈঃ প্রীতিং তথান্নজাম্ ।

প্রা প্নাতি রাজসম্মানং বিধোঃ প্রত্যস্তরে ভৃগুঃ ॥

র চ র ০।০।২০ ফলম্ ।

ক্রাঃ ধনক্ষঃ শোবং নানাঃঃং করোতি চ ।

চন্দ্রপ্রত্যস্তরে সূর্য্যঃ বরোতি মনসঃ ক্ষতিম্ ॥

ববেদ্বিশায়াং মঙ্গলস্বাস্তরে প্রত্যস্তদ্বিশাফলম্ ।

র র ম ০।০।১৩।২০ ফলম্ ।

রাজসম্মানমৌখ্যাদি-ষশঃকীর্তিধনাগমম্ ।

দন্তে প্রবালঃ কুজঃ প্রত্যস্তরে নিজে ॥

র ম বু ০।০।২৪।০।০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ নানাসুখমমাশ্রয়ম্ ।

পূজং পুণ্যং ভবেত্তস্য কুজপ্রত্যস্তরে বুপে ॥

র ম শ ০।০।১৬।০ ফলম্ ।

শক্রভয়ং ধনহানিং চৌরদর্পভয়ং তথা ।

বন্ধনং রোগশোকঞ্চ কুজপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

র ম বু ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

পুণ্যতীর্ষং দেবপূজা ধনং ধাত্ত্বং সদা ভবেৎ ।

বন্দাদিভূষণং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

র ম রা ০।১।১৮।৪০ ফলম্ ।

ধননাশং ব্রণং ক্লেশং জরাদিরোগমেব চ ।

রাজসর্পাঘ্নিভীতিকং রাহৌ প্রত্যস্তরে কুজে

র ম শু ০।০।২২।২০ ফলম্ ।

নানাসুখং ধনং ধাত্ত্বং পুত্রমিত্রপ্রমোদনম্ ।

রাজবলভতামেতি কুজপ্রত্যস্তরে ভৃগৌ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

র ম র ০।০।১০।৪০ ফলম্ ।

ভূমিকাঞ্চনলাভঞ্চ নানাস্থখশোণিতম্ ।
ধাত্বাদিবুদ্ধিমাপ্নোতি কুজপ্রত্যন্তরে রবেী ॥

র ম চ ০।০ ২।১।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং ধনধাত্বঞ্চ বিজ্ঞয়ং শক্রনাশনম্ ।
মনস্ক্রিয়শাশ্বত্বাং কুজপ্রত্যন্তরে দিপৌ ॥
রবেদ্বিশায়াং বুধস্রান্তরে প্রত্যন্তদ্বন্দ্বশাফলম্ ।

র বু বু ০।১।২।১০ ফলম্ ।

দানং মৌগ্যং ধনং ধাত্বং মণিকাঞ্চনভূষণম্ ।
রাজপ্রসাদমাপ্নোতি নিজপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

র বু শ ০।১।৫।০ ফলম্ ।

বিবাদং বিরহং রোগং কাসজ্বরসমাকুলম্ ।
নানাভয়মবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র বু বু ০।১।২।৬৪০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং রাজপূজা চ দেবত্রাঙ্কণপূজকঃ ।
ভাৰ্যাপূজমবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে শুৰৌ ॥

র বু রা ০।১।৩।৭০ ফলম্ ।

ধননাশং ত্রণরোগং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ ।
দংষ্ট্রিভয়মবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

র বু জ ০।২।২।২০ ফলম্ ।

বহুপত্যাং ধর্মবহুং ধনধাত্বং মনঃস্থখম্ ।
ভূষণং বারণং তে বুধপ্রত্যন্তরে ভূগৌ ॥

র বু র ০।০।২।২।৪০ ফলম্ ।

নানাস্থখং মনঃপ্রীতিং স্ত্রীস্থখং ধনধাত্বকম্ ।
রাজবল্লভতামোতি বুধপ্রত্যন্তরে রবেী ॥

র বু চ ০।১।১।৫।২০ ফলম্ ।

শৃঙ্গিকণ্টকভীতিঃ শ্রাং জ্বরদক্ষসমাকুলঃ ।
সর্পচৌরভয়ং জেহুং বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

র বু ম ০।০।২০।২০ ফলম্ ।

ত্রণং রোগভয়কৈব নানাদুঃখসমম্বিতম্ ।
করোতি ক্লেমমত্যর্থং বৃধপ্রত্যস্তরে কুজে ॥
রবেদ্রশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যাস্তর্দশাফলম্ ।

র শ শ ০।০।২০ ফলম্ ।

সস্তাপো বিত্তনাশঞ্চ বন্ধনাশং পরাজয়ম্ ।
করোতি বহুদুঃপানি নিজপ্রত্যস্তরে শনিঃ ॥

র শ ব ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

ধন-সম্পৎ-সুখং বস্ত্রলাভং বৃদ্ধিং জয়স্তথা ।
করোতি রাজসম্মানং শনেঃ প্রত্যস্তরে গুরুঃ ॥

র শ রা ০।০।২৩।২০ ফলম্ ।

রাজভয়ং জ্বরং ঘোরং নানাদুঃখসমম্বিতম্ ।
করোতি ধনধান্যঞ্চ শনেঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ।

র শ শু ০।১।৬।৪০ ফলম্ ।

বান্ধবঃ শত্রুস্বর্ণাদিসুখভোজনমেব চ ।
শ্রান্ত্রয় নীচোগকৈব শনেভাগে তথা ভূগৌ ॥

র শ ব ০।০।১৩।২০ ফলম্ ।

জীবনশ্চ চ সন্দেহো ধনহানির্শুনঃক্ষতিঃ ।
ভবেত্ত্বয় বহুজ্ঞানং শনেঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

র শ চ ০।০।১৬।৪০ ফলম্ ।

চক্ষুরোগং জ্বরং ঘোরং দ্রাবিয়োগং ধনক্ষয়ম্ ।
করোতি বহুদুঃপানি শনেঃ প্রত্যস্তরে বিধুঃ ॥

র শ ম ০।০।১৬।৪০ ফলম্ ।

ত্রণং ধনক্ষয়কৈব বন্ধনং ভয়মেব চ ।
শনেঃ প্রত্যস্তরে ভৌমে জায়তে বিষমো জ্বরঃ ॥

র শ বু ০।১।০।০ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ ।
আনন্দং কৌতুকং নিত্যং শনেঃ প্রত্যস্তরে বুধে

রবেদর্শায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।
 র বৃ বৃ ০।২।৩।২০ ফলম্ ।
 ধনং রাজ্যং স্বখং ধর্ম্যং জায়তে লাভ এব চ ।
 আনন্দং কৌতুকং নিত্যং গুরোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥
 র বৃ রা ০।১।১৪।২০ ফলম্ ।
 স্থানভ্রষ্টং বিবাদঞ্চ ব্রণরোগং ভয়ং তথা ।
 মিথ্যাবাদং দংশয়ঞ্চ গুরোঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥
 র বৃ শু ০।২।২।৪০ ফলম্ ।
 বিবাদং শক্রভিঃ সার্কং ধনস্বীণাং ক্ষয়ো ভবেৎ ।
 নানাহুঃখং মনস্তাপং গুরোঃ প্রত্যস্তরে ভূর্গৌ ॥
 র বৃ ব ০।০।২৫।২০ ফলম্ ।
 ধনং বচস্বখং তত্র রাজবল্লভমেব চ ।
 জায়তে স্থলভং সর্কং গুরোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥
 র বৃ চ ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।
 নৈরুজ্যং স্বখভোগঞ্চ সম্ভানলাভ এব চ ।
 গুরোঃ প্রত্যস্তরে চন্দ্রে প্রাপ্নোতি কুশলং নরঃ ॥
 র বৃ ম ০।১।১।৪০ ফলম্ ।
 সততং সুখমারোগাং রিপুহানিঃ প্রজায়তে ।
 ধনং পুত্রযুতৈঞ্চব গুরোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥
 র বৃ বৃ ১।২৭।০ ফলম্ ।
 অর্থহানির্শ্বনোহুঃখং কিঞ্চিল্লাভে ভবিষ্যতি ।
 নরঃ প্রাপ্নোতি শোকঞ্চ গুরোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥
 র বৃ শ ০।১।৮ ফলম্ ।
 বুদ্ধিলোপো জ্ঞাননাশো বেষাগমনমেব চ ।
 ধনহানিঃ সদা হুঃখী গুরোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥
 রবেদর্শায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।
 র রা রা ০।০।২৮।০ ফলম্ ।
 অশুভং ধনহানিঞ্চ নানাহুঃখং ন দংশয়ঃ ।
 রাহোঃ প্রত্যস্তরে রাজভয়মেব বিশেষতঃ ॥

র রা শু ০।১।১৪।০ ফলম্ ।

ধননাশং শিরঃপীড়াং বিবাদং জ্ঞাতিভিঃ সনা ।
রোগস্তত্র ন মন্দেহো রাহোঃ প্রত্যস্তরে ভূপৌ ॥

র রা র ০।০।১৬।০ ফলম্ ।

বহিঃশক্র-ভয়ং রোগং নিদানং পতনং ভবেৎ ।
শিরঃশূলং জ্বরং ঘোরং রাহোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

র রা চ ০।১।২।০ ফলম্ ।

জ্ঞীপুলৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
মনোদুঃখং মহাভীতিং রাহোঃ প্রত্যস্তরে শশী ॥

র রা ম ০।০।২০।০ ফলম্ ।

বিষশস্ত্রভয়ং ঘোরং চৌরাগ্নিরাজতো ভয়ম্ ।
ধনহানিকরো নিত্যং রাহোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

র রা বু ০।১।৫।০ ফলম্ ।

জ্বরং ক্ষুদ্রগ্নীভীতিশ্চ নানা দুঃখমম্মায়ুতঃ ।
ধনহানির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

র রা শ ০।০।২৪।০ ফলম্ ।

বিবাদং বহুদুঃখক চৌরাগ্নিভয়মেব চ ।
করোতি নিধনং নিত্যং রাহোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

র রা বৃ ০।১।৩।০ ফলম্ ।

নৈকজ্যং ধনধাশ্রয়ক কার্যানিদ্ধিশ্চ জায়তে ।
নিত্যং পুণ্যসমায়ুক্তং রাহোঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥
রবেদিশায়াং শুক্রশান্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

রা শু শু ০।২।১৭।০ ফলম্ ।

কৃষ্টং গ্রীবাশিরোরোগং কার্যাহানিশ্চ জায়তে ।
মনস্তাপং ভবেত্তত্র শুক্রপ্রত্যস্তরে নিজে ।

র শু র ০।০।১৮ ফলম্ ।

অণরোগং বিবাদক ভয়ং দুঃখং মনঃকতিম্ ।
করোতি নিয়তং সূর্য্যা ভৃগুপ্রত্যস্তরে ষথা ॥

জ্যে ॥ ৩৭-রত্নাকর

র শু চ ০।১।২৬।০ ফলম্ ০।

শিরঃপীড়াকরো ভীতির্জায়তে ধননাশকঃ ।
ভূগোঃ প্রত্যস্তরে চন্দ্রে নানাদুঃখং দদাতি চ ।

র শু ম ০।১।৫।০ ফলম্ ।

উৎসাহী ধনধাত্যাঃ স্তভাগ্যঃ স্তমনাঃ স্তখী ।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব ভূগোঃ প্রত্যস্তরে কুঞ্জে ॥

র শু বৃ ০।২।৩।০ ফলম্ ।

সর্বত্র লভতে লাভং নানাদুঃখমাপ্রিয়ম্ ।
করোতি চন্দ্রজস্তপ্তিৎ ভূগোঃ প্রত্যস্তরে তথা ॥

র শু শ ০।১।১২ ফলম্ ।

নষ্টলাভং ধনং তত্র শক্রনাশং করোতি চ ।
স্বহৃদ্বন্ধুসমাধোগং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে শনিঃ ॥

র শু বৃ ০।২।১০ ফলম্ ।

রাজপূজা স্তখং প্রীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে ।
করোতি সর্বসিদ্ধিঞ্চ ভূগোঃ প্রত্যস্তরে শুক্রঃ ॥

র শু রা ০।১।১২ ফলম্ ।

বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ব্রণরোগং করোতি চ ।
কার্যহানিং তথা দুঃখং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে তথা ॥
অথ চন্দ্রশ্চ দশায়াং চন্দ্রশ্চান্তরে প্রত্যস্তর্দশকলম্ ॥

চ চ চ ০।৩।১০ ফলম্ ।

বরজীণাং সমাধোগো ধন-পুত্র-সমম্বিতঃ ।
ভবেন্নানাস্তখং ধর্ম্মো নিজপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

চ চ ম ০।২।২।৩০ ফলম্ ।

পিতুরোগো বিবাদশ্চ চৌরশক্রভয়ং ভবেৎ ।
রক্তদর্শনপীড়া চ চন্দ্রপ্রত্যস্তরে কুঞ্জে ॥

চ চ বৃ ০।৩।২২।৩০ ফলম্ ।

গোধটনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ নানাস্তখমাপ্রিয়ঃ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্রপ্রত্যস্তরে বৃধে ॥

চ চ শ ০২।১৫ ফলম্ ।

কলহং রাজভীতিঞ্চ রোগং শোকং দদাতি চ
বন্ধুবিচ্ছেদকষ্টঞ্চ বিধোঃ প্রত্যস্তরে শনিঃ ॥

চ চ বু ০৪।৫ ফলম্ ।

ধন-ধাত্মঞ্চ মৌখ্যঞ্চ বদ্রালঙ্কার-ভূষণম্ ।
যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যস্তরে শুভৌ ॥

চ চ রা ০২।২৭।৩০ ফলম্

বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ধননাশং পরাজয়ম্ ।
অণং জরং ভবেন্নিত্যং বিধোঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥

চ চ শু ০৪।১৭।৩০ ফলম্ ।

মৌখ্যং ধনসমাধোগো নিত্যং সূহৃৎসমাশ্রয়ঃ ।
স্বর্ণং ধনং স্ত্রীং প্রাপা বিধোঃ প্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

চ চ র ০১।২০ ফলম্ ।

প্রাপ্নোতি ধন-ধাত্মঞ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ ।
গবাদিলাভসম্ভষ্টৌ বিধোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥
অথ চক্রশ্চ দশায়াং মঙ্গলশ্চাক্ষরে প্রত্যস্তদশাফলম্ ।

চ ম ম ০১।৩২০ ফলম্ ।

পিত্তশোণিতপীড়াঞ্চ চৌরাগ্নিনৃপতের্ভয়ম্ ।
ভূমিঞ্চ কুরুতে নিত্যং নিজপ্রত্যস্তরং গতঃ ॥

চ ম বু ০২।১০ ফলম্ ।

দত্তে সৌমহৃতৌ নিত্যং কুজপ্রত্যস্তরং গতঃ ।
সম্মানং রাজপুত্রাঞ্চ বন্ধুবান্ধবানি চ ॥

চ ম শ ০১।১০০ ফলম্ ।

রিপুচৌরাগ্নিভীতিঞ্চ রোগমদরমহুরম্ ।
মহাজনকৃতঘেবঃ কুজপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

চ ম বু ০২।৫৭০ ফলম্ ।

পুষ্পধূপাম্রবস্ত্রাষ্টৈঃ দিবব্রাহ্মণপূজনম্ ।
নৃপতুল্যসমাপ্নোতি কুজপ্রত্যস্তরে শুভৌ ॥

চ ম রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্ ।

ভাৰ্ঘ্যার্থনাশমুদ্বেষণং বন্ধুচৌরাদিসাধনম্ ।
কুৰুতে সিংহিকাপুলো ভৌমপ্রত্যস্তরেং গতঃ ॥

চ ম শু ০।২।১৩।২০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং সূখং ভোগং নানারত্নং বরস্ত্রিয়ঃ ।
প্রাপ্নেতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজপ্রত্যস্তরে ভূপৌ ॥

চ ম র ০।২।৬।৪০ ফলম্ ।

নানারত্নঞ্চ মৌগাঞ্চ ভূমিলাভস্তথাপি বা ।
নৃপপূজামবাপ্নোতি ভৌমপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

চ ম চ ০।১।২৩।২০ ফলম্ ।

ধনলাভং সূখং ভোগং শরীরারোগামেব চ ।
লোকান্তরাগমাপ্নোতি কুজপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥
চন্দ্রশু দশায়াং বৃহস্পা পুরে প্রত্যগুর্দশাফলম্ ।

চ বু বু ০ ৪।৭।৩০ ফলম্ ।

দক্ষবিগ্ৰহিকাক্লেপং লঙ্কাকূষ্ঠাদিরোগকান্ ।
পাপং জ্বরাদিকং দুঃখং নিজপ্রত্যস্তরে বুধঃ ॥

চ বু শ ০।২।২৫।০ ফলম্ ।

বিবাদং ধননাশঞ্চ বাতশ্লেষাদিপীড়নম্ ।
পদে পদে ভবেদ্বিঘ্নং বুধপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

চ বু বু ০।৩।২১।৪০ ফলম্ ।

দদাতি পুত্রং ভাৰ্ঘ্যঞ্চ রাজসন্মানমেব চ ।
বন্ধুঞ্চ সূখভোগঞ্চ বুধপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

চ বু রা ০।৩।২।১০ ফলম্ ।

দেশভ্যাগং তথা শোকং মিথ্যাপবাদমেব চ ।
বুধপ্রত্যস্তরে রাহুঃ কৰোতি নাশনং ধ্বম্ ॥

চ বু শু ০।৫।৫।৫০ ফলম্ ।

বজ্রং ধনং সদা ভোগং বপুংকান্তিং সূখং সদা ।
বুধপ্রত্যস্তরে গুরুঃ কৰোতি রাজতঃ সূখম্ ॥

চ বু র ০।১।২৬।৪০ ফলম্,

নানাস্থখং মিত্রলাভং ধনধান্যং মনঃস্থখম্ ।
ভ্রমণং কৌতুকালাপং বৃধপ্রত্যস্তুরে রবৌ ॥

চ বু চ ০।৩.২৩।২০ ফলম্ ।

বৃধপ্রত্যস্তুরে ভীতিং বিবাদং মনসঃ ক্রুতিঃ ।
জায়তে ধনহানিশ্চ রোগশোকং তথা বিধৌ ॥

চ বু ম ০।২।১০।৫০ ফলম্ ।

রোগং দুঃখং পরিভাপং ক্লেশাভিভবমেব চ ।
ক্রুরকর্ম্ম সদ চিন্তো বৃধপ্রত্যস্তুরে কুঞ্জে ॥
চন্দ্রশ্রু দশায়াং শনেরস্তুরে প্রত্যস্তুর্দিশাফলম্ ।

চ শ শ ০।১ ২০।০ ফলম্ ।

বিবাদং বাহুঠৈবঃ সার্কং ভয়ং শোকং তথৈব চ ।
করোতি চান্তভং নিতাং শনিঃ প্রত্যস্তুরে সনা ॥

চ শ বু ০।২।২৩।২০ ফলম্ ।

দেবপূজা স্থপং লাভং নিতাক রাজপূজনম্ ।
জায়তে বিপুলং বিত্তং শনেঃ প্রত্যস্তুরে গুবৌ ॥

চ শ র ০।১।২৮।২০ ফলম্ ।

ব্রণজরং ক্লেশতাপং চৌশক্রভয়ং ভবেৎ ।
শনেঃ প্রত্যস্তুরে রাজঃ করোতি বহুসংশয়ম্ ॥

চ শ শু ০।৩ ১।৪০ ফলম্ ।

ধনং শস্ত্রং সর্বগাদি রাজবল্লভমেব চ ।
কছালাভং ভবেত্তজ্জ শনেঃ প্রত্যস্তুরে ভূগৌ ॥

চ শ র ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

রোগং শোকং নিদানক মিথ্যাপবাদমেব চ ।
ধননাশক কুরুতে শনেঃ প্রত্যস্তুরে রবৌ ॥

চ শ চ ০।২।৬।৪০ ফলম্ ।

স্নিবিয়োগং চক্ষুরোগং নানাঃখসমম্বিতম্ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যস্তুরে বিধৌ ॥

চ শ ম ০।১।১১।৪০ ফলম্ ।

যোগং শোকো বন্ধুপীড়া ধননাশঃ প্রজায়তে ।
শনে: প্রত্যস্তরে ভৌমে মনোদুঃখং স্থনিশ্চিতম্ ॥

চ শ বু ০।২।১৫ ফলম্ ।

বিজয়ং বিত্তলাভঞ্চ রাজ-সম্মানমেব চ ।
ধর্মকর্মস্থলীলঞ্চ শনে: প্রত্যস্তরে বুধে ॥
চন্দ্রশ্র দশায়াং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

চ বু বু ০।৫।৮।২০ ফলম্ ।

লাভং জ্ঞানং ধনং ধাতুং অপত্যং বহুলং সুখম্ ।
দেবপূজাদি সম্মানং গুরো: প্রত্যস্তরে সদা ॥

চ বু রা ০।৩।২০।৫০ ফলম্ ।

বিবাদং রাজভীতিঞ্চ শোকঞ্চ কণ্ডুমেব চ ।
ত্রণং জ্বরং ভবেত্তত্র গুরো: প্রত্যস্তরে তমঃ ॥

চ বু শু ০।৫।২৪।১০ ফলম্ ।

জয়ং ধনং মনঃপ্রীতিং রাজসম্মানমেব চ ।
ষশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিঞ্চ গুরো: প্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

চ বু র ০।২।৩।২০ ফলম্ ।

ধনৈশ্চধ্যং বাহনঞ্চ নানাসুখং জয়ং তথা ।
করোতি মিহ্রগুত্র গুরো: প্রত্যস্তরে সদা ॥

চ বু চ ০।৪।৩।৪০ ফলম্ ।

নীরোগং শত্রুনাশঞ্চ ধনমিত্রযুতো ভবেৎ ।
লোকানন্দকরং তত্র গুরো: প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

চ বু ম ০।২।১২।১০ ফলম্ ।

শত্রুনাশং মনস্তৃষ্টিং আরোগ্যলাভমেব চ ।
ষশঃ প্রাপ্নোতি সততং গুরো: প্রত্যস্তরে কুজে

চ বু বু ০।৪।২২।৩০ ফলম্ ।

মনস্তাপং ধনহানিং বিবাদং দুঃখমেব চ ।
মিত্রেষ্বং বুধো দখাদ্গুরো: প্রত্যস্তরে সদা ॥

চ বু শ ০।৩।১০ ফলম্ ।

ধনহানিঃ শোকদুঃখং সর্পচৌরনৃপান্তয়ম্ ।
ক্লেশং তত্র ন সন্দেহো গুরোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥
চন্দ্রশু দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

চ রা রা ০।২।১০ ফলম্ ।

অগ্নিচৌরশক্রভীতিং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
গাত্রকণ্ঠসমায়ুক্তং রাহোঃ প্রত্যস্তরে ষথা ॥

চ রা শু ০।৩।২০ ফলম্ ।

ধনপুত্রহুতৈশ্মুক্তং বিরহো বন্ধুভিঃ সদা ।
শিরোরোগং ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

চ রা র ০।১।১০ ফলম্ ।

সংশয়ং বহ্নিভীতিঞ্চ জ্বরং চৌরভয়তথা ।
কলহং কারয়েন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

চ রা চ ০।২।২০ ফলম্ ।

ধননাশং ক্লীকলহং নানা দুর্গতিরেব চ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

চ রা ম ০।১।২০ ফলম্ ।

বিষশক্রভয়ং ঘোরং বন্ধনং রাজভো ভয়ম্ ।
চৌরাদগ্নিমবাপ্নোতি রাহোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

চ রা বু ০।৩।০ ফলম্ ।

সুদুভয়ং দুঃখশোকঞ্চ ধনহানিশ্চ জায়তে ।
রাহোঃ প্রত্যস্তরে সৌম্যে কলহো বন্ধুভিঃ সহ ।

চ রা শ ০।২।০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্ত্বং তথারোগ্যং রাজসম্মানমেব চ ।
করোতি স্বর্ধ্যজস্তত্র রাহোঃ প্রত্যস্তরে সদা ॥

চ রা বৃ ০।৩।১০ ফলম্ ।

কোষবৃদ্ধি রাজমানং ভূমিলাভঃ প্রপূজনং ।
আরোগ্যং বস্ত্রমাপ্নোতি কার্যাসিদ্ধিতুথা ভবেৎ ॥

চন্দ্রশ্র দশায়াং শুক্রশ্রান্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

চ শু ম ০।৬।১২।৩০ ফলম্ ।

জয়ং লাভং লক্ষ্মীযুক্তং রাজসম্মানমেব চ ।
গোধনৈঃ পরিপূর্ণং শ্রাং স্বীয়প্রত্যন্তরে ভূগৌ ॥

চ শু র ০।১।১০ ফলম্ ।

ভয়ং শোকং বিবাদঞ্চ দৈবসম্ভাবিতং ধ্রুবম্ ।
ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে সূর্যো বিদ্যাদগ্নিভয়ন্তথা ॥

চ শু চ ০।৪।২০ ফলম্ ।

রোগং দুঃখং মনস্তাপং বিবাদং বিভ্রসংক্ষয়ম্ ।
কার্যনাশং বিধুঃ কুর্যাৎ ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ শু ম ০।২।২৭।১০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্বং স্কল্যাণং লাভং মনসি শোভনম্ ।
রাজসম্মানমেবেতি ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে কুঞ্জৈ ॥

চ শু বৃ ০।৫।১।৩০ ফলম্ ।

সর্কত্র লভতে লাভং সৌখ্যং ধনমনোহরম্ ।
বজ্রাদিভূষণং ধাত্বং ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে বৃধৈ ॥

চ শু শ ০।৩।১৫ ফলম্ ।

লাভং শক্রবিনাশঞ্চ নানাসুখসমাপ্তিঃ
নষ্টপ্রাপ্তিঃ জয়ং তত্র ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

চ শু বৃ ০।৫।২৫ ফলম্ ।

বজ্রাদিভূষণং পুত্রং লাভং রাজসুখং ভবেৎ ।
চৌরায়ষ্টং ভবেত্তত্র ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

চ শু রা ০।৪।০।২০ ফলম্ ।

রাজপীড়া বন্ধনঞ্চ সংশয়ং জরমেব চ ।
শোণিতং ভয়মাপ্নোতি ভূগৌঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥
চন্দ্রশ্র দশায়াং রবেশ্রান্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

চ র র ০।২০ ফলম্ ।

শক্রনাশং বহুধনং সুখং রাজশুভাবহম্ ।
মিহৈভোজনসম্মানং নিজপ্রত্যন্তরে রবেঃ ॥

চ র চ ০।১।১০ ফলম্ ।

ক্রান্তং ভীতিং মহদুঃখং গোধানাদিবিনাশনম্ ।
জনপীড়া ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

চ র ম ০।০।২৫ ফলম্ ।

স্বর্ণ-রৌপ্যং ভবেত্তত্র ক্লীসুখং জয়মেব চ ।
সর্বত্র জয়মাপ্নোতি রবেঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

চ র বু ০।১।১৫ ফলম্ ।

দক্ষরোগং শক্রপীড়া নানাভুঃখং ভাবং পুনঃ ।
ত্রণরোগং ধননাশং সূখ্যপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

চ র শ ০।১।০ ফলম্ ।

রাজভয়ং বন্ধুনাশং পরাজয়ং জরং তথা ।
অপমানং ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

র র বু ০।১।২০ ফলম্ ।

তীর্থলাভং ধনং ধাতুং ধর্মকর্মসু রোচয়েৎ ।
ভবেদ্বজ্রসমাঘুক্তং রবেঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

চ র রা ০।১।৫ ফলম্ ।

অশুভং ধনহানিশ্চ ব্যাধিপাড়াং দদাতি চ ।
প্রত্যস্তরে ষথা ভানৌ রবে রাহোঃ স্ননিশ্চিতম্ ॥

চ র শু ০।১।২৫ ফলম্ ।

শিরোরোগং জরং হুঃখং রাজপীড়াং করোতি চ ।
জীবন্ত সংশয়কৈব রবেঃ প্রত্যস্তরে ভৃগৌ ॥
অথ মঙ্গলশ্চ দশায়ঃ মঙ্গলশ্চান্তরে প্রত্যস্তদিশাফলম্ ।

ম ম ম ০।০।১৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

বন্ধনং শক্রবাতক ভয়ক প্রাণদংশয়ম্ ।
চৌরসর্পভয়কৈব নিজপ্রত্যস্তরে কুজে ॥

ম বু ০।১।২ ফলম্ ।

ঐশ্বৰ্য্যং রাজপূজা চ লাভং পুণ্যং মনঃসুখম্ ।
করোতি সৌমপুত্রশ্চ কুজপ্রত্যস্তরে মদা ॥

ମ ମ ଶ ୦।୦।୨।୨୦ ଫଳମ୍ ।

ଶକ୍ରଚୌରଭୟଂ ରୋଗଂ ସର୍ପାଘାତଂ ମହତ୍ତପମ୍ ।
ନିୟତଂ ଧନଧାନ୍ୟଂ କୁଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ଶନୌ ॥

ମ ମ ବୁ ୦।୧।୫।୩୦୨୦ ଫଳମ୍ ।

ଧନବଞ୍ଚସ୍ତୁଧଂ ଧାନ୍ୟଂ ରାଜସମ୍ମାନମେବ ଚ ।
ଜାତେ ନାତ୍ର ସନ୍ଦେହୋ ଭୌମପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ଶୁରୌ ॥

ମ ମ ରା ୦।୦।୨୫।୫୦୨୦ ଫଳମ୍ ।

ଧନନାଶଂ କାର୍ଯ୍ୟହାନିଂ ରାଜ୍ୟପୀଡ଼ା ଭବେଂ ଧ୍ରୁବମ୍ ।
ଶୋକକାମ୍ପିଭୟଂ ରୋଗଂ କୁଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ତମଃ ॥

ମ ମ ଶୁ ୦।୧।୨।୬।୨୦ ଫଳମ୍ ।

ସ୍ୱପାରୋଗ୍ୟଂ ଧନଂ ସ୍ତ୍ରୀତିଂ ନାନାବସ୍ତୁବରଦ୍ୱିୟମ୍ ।
ଦଦାତି ଭୃଞ୍ଜଃ ସର୍ବଂ କୁଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ସ୍ଥିତଃ ॥

ମ ମ ର ୦।୦।୧୫।୧୩୦ ଫଳମ୍ ।

ଭୂମିଲାଭଂ ଧନଂ ଧାନ୍ୟଂ ଲୋକାନନ୍ଦଂ ଜୟଂ ସ୍ୱଧମ୍ ।
କରୋତି ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗାଃ କୁଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ସ୍ଥିତଃ ॥

ମ ମ ଚ ୦।୦।୨୮।୨୬।୫୦ ଫଳମ୍ ।

ସ୍ୱଧଂ ଲାଭଂ ପୁଣ୍ୟତମଂ ରାଜସମ୍ମାନମେବ ଚ ।
କଂଥାପତାଂ ନ ସନ୍ଦେହୋ କଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ବିଧୌ ॥
ମହଲମ୍ବ ଦଶାୟାଂ କୁଞ୍ଜପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶାଫଳମ୍ ।

ମ ବୁ ବୁ ୦।୨।୮।୦ ଫଳମ୍ ।

ସ୍ୱଧଂଶଃ ସ୍ୱଧଂଭୋଗଂ ରାଜସମ୍ମାନମେବ ଚ ।
ଧର୍ମଂନିଃସ୍ତରତୋ ନିତ୍ୟଂ ନିଃସ୍ତ୍ରପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ବୁଧେ ॥

ମ ବୁ ଶ ୦।୧।୧।୨୦ ଫଳମ୍ ।

ସ୍ତ୍ରୋମ୍ଭାରୋଗଂ ରାଜ୍ୟପୀଡ଼ା ବିବାଦୋ ବକ୍ତୃଭିଃ ସହ ।
ବିଦେଶଗମନକୈବ ବୁଧପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ଶନୌ ॥

ମ ବୁ ବୁ ୦।୨।୧।୩୦୩୨୦ ଫଳମ୍ ।

ରାଜ୍ୟବଞ୍ଚତସମ୍ମାନଂ ଧନାତ୍ୟଂ ଜନବଞ୍ଚତମ୍ ।
କରୋତି ଭୌଷଣୋ ନିତ୍ୟଂ ବୁଧପ୍ରତ୍ୟାନ୍ତରେ ଶୁରୌ ॥

ম বু রা ০।১।২২।৫৩।২০ ফলম্ ।

বহুদুঃখং বিবাদঞ্চ দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ ।
করোতি কষ্টবহুলং বৃধপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

ম বু শু ০।২।২৩।৬।৪০ ফলম্ ।

শুদ্ধি-কণ্টক-সর্পেভ্যো ভীতিঞ্চ প্রাণনাশনম্ ।
করোতি রাঙ্কপীড়াক্ষ বৃধপ্রত্যন্তরে ভৃগুঃ ॥

ম বু র ০।১।১৩।২০ ফলম্ ।

ধনধাত্ত্বং মহৎ সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ ।
বহ্নালঙ্কারসংযুক্তং বৃধপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

ম বু চ ০।২।১২।৬।৭০ ফলম্ ।

সর্পকণ্টকশুদ্ধীভ্যো ভীতিঞ্চ ধননাশনম্ ।
করোতি রাঙ্কপীড়াক্ষ বৃধপ্রত্যন্তরে বিধুঃ ॥

ম বু ম ০।১।৭।৪।৭০ ফলম্ ।

রোগশোকোপদ্রবঞ্চ চৌরশক্রভয়ং তথা ।
নানাদুঃখমাপ্নোতি বৃধপ্রত্যন্তরে কৃজে ॥
মঙ্গলশু দশাষ্টাং শনৈরন্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

ম শ শ ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

চৌরভূপতিভীতিঞ্চ নানাদুঃখং প্রবাসকম্ ।
ভৃগ্বলনং সর্পভয়ং শনৈঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ ॥

ম শ বু ০।১।১৪।২৬।৭০ ফলম্ ।

দেবপুঞ্জা তীর্থলাভো বস্ত্রং ধাত্ত্বং স্বখং যশঃ ।
করোতি রাজসম্মানং শনৈঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম শ রা ০।১।১।৬।৪০ ফলম্ ।

রোগং নিদানং দৈত্যঞ্চ শক্রপীড়াং করোতি চ ॥
বিস্ফোটে কণ্ডুরোগঞ্চ শনৈঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

ম শ শু ০।১।১৮।৫৩।২০ ফলম্ ।

বান্ধবৈঃ সহ সৌখ্যঞ্চ ধনং ধাত্ত্বং যশোবলম্ ।
রাজবল্লভতামেতি শনৈঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

ম শ ব •।•।১৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

অকস্মাদেব বিল্লঞ্চ সংশয়ং শক্রতো ভয়ম্ ।
মিথ্যাভিযোগং দুঃখঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

ম শ চ •।।৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

চক্ষুরোগং জীবিয়োগং ধনধাত্তস্ত সংক্ষয়ম্ ।
রাজভয়ং শক্রভয়ং শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

ম শ ম •।•।২২।১৩।২০ ফলম্ ।

ধননাশং রোগশোকং বজ্রাভরণভ্রষ্টকং ।
ত্রণঞ্চ কুরুতে নিত্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

ম শ বু •।।১।১০।০ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং পুত্রসম্পৎসমায়ুতম্ ।
রাজপ্রসাদতামেতি শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥
মঙ্গলস্ত দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

ম বৃ বৃ •।২।২৪।২৬।৪০ ফলম্ ।

তীর্থাভিগমনং বহুং নানাসুখসমাপ্রয়ম্ ।
ধনধাত্তং সদারোগ্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে যথা ॥

ম বৃ রা •।২।২৬।৪০ ফলম্ ।

স্থানভ্রষ্টং বন্ধনঞ্চ স্থানং ত্রণরোগকম্ ।
রাজশক্রভয়ং চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

ম বৃ শু •।৩।২।৫৩।২০ ফলম্ ।

ধননাশং জীবিয়োগং শক্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।
রাজপীড়াং যথা ধর্মং গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভূর্গৌ ॥

ম বৃ র •।।১।৩।৪৬।৪০ ফলম্ ।

ধনলাভং রাজসৌখ্যং জনাসুহাগমেব চ ।
সুৎ ভোজনতামেতি গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

ম বৃ চ •।২।৭।৩৩।২০ ফলম্ ।

সুখভোগং যশো নিত্যং ধনসম্পত্তথা ভবেৎ ।
রাজসম্মাননা নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

ম বৃ ম • ১১১২১৩১২ • ফলম্ ।

শক্রহস্তা মহৎ সৌখ্যং কৃষিরাণিজ্যাতংপরঃ ।

পুত্রান্নিত্যং ভবেদ্বস্ত্রং গুরোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

ম বৃ বৃ • ১২১৬১ • ফলম্ ।

লাভং বথা তথা হানিনিয়তং ধান্ধসম্পদঃ ।

মনোদুঃখং ভবেত্তত্র গুরোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

ম বৃ শ • ১১১২ • ১৪ • ফলম্ ।

রত্ননাশং ধনং নষ্টং নষ্টচিত্তো ভবেদ্রবঃ ।

সস্তাপং জররোগঞ্চ গুরোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ।

মঙ্গলস্ত দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ॥

ম রা রা • ১১১৭১২ • ফলম্ ।

চৌরসর্পাঘ্নিজ্যং ভীতিং ব্রণশক্রবিমর্দনম্ ।

করোতি সিংহিকাস্থহুঃ প্রত্যস্তর্ভাগমাশ্রিতঃ ॥

ম রা শু • ১১১২৮১৪ • ফলম্ ।

ধনং রাজসমং সৌখ্যং মাগ্নতা হর্ষবর্দ্ধনম্ ।

কৌতুকং বর্দ্ধতে নিত্যং বাহোঃ প্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

ম রা বৃ • ১০১২১১২ • ফলম্ ।

বহিঃশক্রভয়ং রোগং ধনহানিশ্চ জায়তে ।

রাজসর্পভয়ং ক্লেশ বাহোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

ম রা চ • ১২২১৪ • ফলম্ ।

বিত্তলাভং তথা রোগং জীপুত্রৈঃ কলহো মহান্ ।

জলাভয়ং তথা ঝোগং বাহোঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

ম রা ম • ১০১২৬১৪ • ফলম্ ।

চৌরসর্পাঘ্নিশজ্ঞাচ্চ ভয়ং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।

ব্রণ-রোগং ভবেত্তত্র বাহোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

ম রা বৃ • ১১১৮১ • ফলম্ ।

জরং বহিঃভয়ং তত্র নানাভুঃখং করোতি চ ।

চন্দ্রজঃ স্থখহানিক বাহোঃ প্রত্যস্তরে পুনঃ ॥

ম রা শ ০।১।২ ফলম্ ।

লাভং ধনং বিবাদঞ্চ চৌরাদিত্যমেব চ ।
শনিঃ কবোতি সততং তমঃপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

ম রা বু ০।১।২৩।২০ ফলম্ ।

ব্যাধিশক্রভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাচ্যো রাজবল্লভঃ ।
কামসিদ্ধির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গুরো ॥
মঙ্গলশ্রু দশায়াং শুক্রশ্রুত্বরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

ম শু শু ০।৩।১২।৪০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং স্ত্বং লাভং নানাবস্ত্রসমম্বিতম্ ।
করোতি ভৃগুজঃ সৌখ্যং স্বীয়প্রত্যহরে স্থিতঃ ॥

ম শু র ০।১।৭।২০ ফলম্ ।

বন্ধোবিরহদুঃখঞ্চ ব্রণরোগভয়ং ভবেৎ ।
সস্তাপং রাজবিঘ্নঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

ম শু চ ০।২।১৪।৪০ ফলম্ ।

নখাননশিরোরোগং কায়হানিশ্চ জায়তে ।
জনানাঞ্চ ভয়ন্তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

ম শু ম ০।১।১৬।৪০ ফলম্ ।

উৎসাহী ধনধাত্মাদি স্ত্বসম্পত্তিরেব চ ।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব শুক্রপ্রত্যন্তরে কুজে ॥

ম শু বু ০।২।২৪ ফলম্ ।

সর্বত্র লভতে লাভং মানসঞ্চয়ভূষণম্ ।
রাজসম্মানতামেতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

ম শু শ ০।১।২৬ ফলম্ ।

শক্রনাশং বিস্ত্রলাভো মিত্রলাভং ন সংশয়ঃ ।
শুক্রপ্রত্যন্তরে প্রাপ্তে মনস্তষ্টিং ধনং শনৌ ॥

ম শু বু ০।৩।৩।২০ ফলম্ ।

রাজপূজা স্ত্বং প্রীতিঃ কচ্ছাজননমেব চ ।
ইষ্টদেবরতো নিত্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম শু বা ০।২।৫।২০ ফলম্,

বহ্ননং ধননাশক রোগশোকঞ্চ জায়তে ।
শরীরদাহমাপ্নোতি ভ্রুগোঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥
মঙ্গলস্ত দশায়ং রবেঃস্তবে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ॥

ম র র ০।১০।১৪ ফলম্ ।

নানালান্তং স্তখং তত্র রাজপূজা মনঃস্থখম্ ।
লাভক ভ্রমণকৈব রবেঃ প্রত্যস্তরে নয়ঃ ॥

ম র চ ০।০।২।৩০ ফলম্ ।

জাসং দুঃখং দেশভ্রংশো শক্রপীড়া ভবেত্তথা ।
চৌরাগ্নিবন্ধুপীড়া চ রবেঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

ম র ম ০।০।১৩।২০ ফলম্ ।

বদ্রবস্ত্রং ভূষণঞ্চ সৌখ্যানি কীর্ত্তিমুত্তমাম্ ।
তীর্থাভিগমনং যাতি রবেঃ প্রত্যস্তরে কুঞ্জৈ ॥

ম র বু ০।০।২৪ ফলম্ ।

রোগশোকং বহ্ননঞ্চ ক্লেশং ধনক্ষয়ং তথা ।
করোতি চন্দ্রজন্তু রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

ম র শ ০।০।১৬ ফলম্ ।

জ্বরোগং বন্ধুনাশং ধননাশং পরাজয়ম্ ।
ক্লেশং কষ্টঞ্চ দারিদ্র্যং রবেঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

ম র বু ০।০।২৬।৪৩ ফলম্ ।

ধর্ম্মার্থস্থভোগঞ্চ রাজবল্লভমেব চ ।
বস্ত্রভূষণমাপ্নোতি রবেঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

ম র রা ০।০।১৮।৪০ ফলম্ ।

অশুভং শক্রপীড়া চ রোগঞ্চ ব্রণপীড়নম্ ।
করোতি বহ্নদুঃখানি রবেঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥

ম র শু ০।০।২৩।২০ ফলম্ ।

শিরোরোগং জ্বরং ঘোরং ধনহানিং করোতি চ ।
শক্রেষ্মস্তথা দুঃখং রবেঃ প্রত্যস্তরে স্তূর্ণৌ ॥

ମହଳମ୍ବ ଦଶାୟାଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରାତ୍ୟନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶାଫଳମ୍ ।

ଯ ଚ ଚ ୦।୧।୨୩୨୦ ଫଳମ୍ ।

ଧନଲାଭଂ ସୁଧାୟୋଗ୍ୟଂ ପୁଣ୍ୟଂ ଶୀର୍ଷମତିଂ ତଥା ।
କରୋତି ନିୟତଂ ଚନ୍ଦ୍ରୋ ନିଜପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ନଦୀ ॥

ଯ ଚ ମ ୦।୧।୩୨୦ ଫଳମ୍ ।

ରୋଗଶୋକାଭିତାପଞ୍ଚ ଧନହାନିଞ୍ଚ ଜାୟତେ ।
ଶକ୍ରଭୟଂ ରାଜପୀଢ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ବୁଝେ ॥

ଯ ଚ ବୁ ୦।୨।୦।୦ ଫଳମ୍ ।

ନର୍କିତ୍ର ଲାଭଂ ମୌଖ୍ୟଞ୍ଚ ଗଞ୍ଜାଧିଗୋଧନାଦିକମ୍ ।
ସୁଧଂ ତତ୍ର ନଦୀ ଜ୍ଞେୟଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ବୁଝେ ॥

ଯ ଚ ଶ ୦।୧।୧୦ ଫଳମ୍ ।

ବିବାଦଂ ରାଜଭୀତିଞ୍ଚ ଶୋକଂ ହୁଃଖଂ ଭବେଂ ପୁନଃ ।
ଶତ୍ରୁହାନିର୍ଦ୍ଦନସ୍ତାପଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ଶନୌ ॥

ଯ ଚ ବୁ ୦।୨।୬।୮୦ ଫଳମ୍ ।

ମୌଖ୍ୟାଦି ଧନଧାତୁଞ୍ଚ ବଞ୍ଚିଲାଭଂ ମନଃସୁଧମ୍ ।
ଜାୟତେ ନାତ୍ର ଶନ୍ଦେହଞ୍ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ଶୁବ୍ରୌ ॥

ଯ ଚ ରା ୦।୧।୧୬।୮୦ ଫଳମ୍ ।

ବହିଃଶକ୍ରଭୟଂ ଦେଷଂ ଧଃ ହାନିଞ୍ଚ ଜାୟତେ ।
ଚିନ୍ତାଜ୍ଞରଂ କଞ୍ଚୁରୋଽଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ଗତଃ ॥

ଯ ଚ ଶୁ ୦।୨।୧୩୨୦ ଫଳମ୍ ।

ଶକ୍ରନାଶଂ ଧନଂ ଧାତୁଂ ଲାଭଂ ନୂପନ୍ତ୍ର ପୂଜନମ୍ ।
କରୋତି ଭୃଞ୍ଚକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ଗତଃ ॥

ଯ ଚ ର ୦।୦।୨୩।୮୦ ଫଳମ୍ ।

ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଂ ରାଜପୂଜା ଚ ବ୍ୟାଧିନାଶଂ ବିପୁଲ୍ଲୟମ୍ ।
ବହୁମୌଖ୍ୟଂ ରବିଃ କୃଷ୍ୟାଦ୍‌ବିଧୋଃ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତରେ ସ୍ଥିତଃ ॥
ଅଥ ବୁଧଞ୍ଚ ଦଶାୟାଂ ବୁଧଞ୍ଚାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶାଫଳମ୍ ।

ବୁ ବୁ ବୁ ୦ ୮।୨୮।୩୦ ଫଳମ୍ ।

ବାହନଂ ଧନଧାତୁଞ୍ଚ ରାଜପୂଜା ଯଶୋହିଷ୍ଠିତମ୍ ।
ସ୍ଵଜ୍ଞେଷ୍ଠିତ୍ୟଂ ରୌହିଣେୟୋ ଦିବାସ୍ତ୍ରୀଞ୍ଚମାଗମମ୍ ॥

বু বু শ ০।৩।১২০ ফলম্ ।

শ্লেষ্মরোগমর্ষহানিং বিবাদং রাজতো ভয়ম্ ।
করোতি রবিপ্রভৃৎ বৃধপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু ব ০।৫।১০।৩৩।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং শক্রনাশকং ভার্য্যাং পুত্রাঙ্ঘিতং ধনম্ ।
লভেত্রাঙ্ঘনং তত্র বৃধপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

বু বু রা ০।৩।২২।২।৩।২০ ফলম্ ।

বন্ধনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগকং বন্ধনম্ ।
করোতি বহুদুঃখানি বৃধপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

বু বু শু ০।৫।২৬।৫৬।৪০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুপুলকং ধর্মবস্তং ধনাগমং ।
রাজপ্রসাদলাভকং বৃধপ্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

বু বু র ০।২।৩।১৩।২০ ফলম্ ।

শ্রিয়্য মুক্তং ধনং ধাত্তং গজবান্ধিদমস্থিতম্ ।
প্রভাকরঃ করোত্যান্ত বৃধপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু চ ০।৪।৮।২৬।৪০ ফলম্

কণ্টকাদিপ্রবেশকং শৃঙ্গিত্যো ভয়মেব চ ।
নিশাকরঃ করোত্যান্ত বৃধপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু ম ০।২।২০।১৬।৪০ ফলম্ ।

ভ্রমজ্ঞানং দেহক্ষীণং নানাঃখানি কুম্ভজঃ ।
ধননাশকং কুরুতে বৃধপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥
বৃশ্চ দশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাকলম্ ।

বু শ শ ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

বাতশ্লেষ্মকৃত্য পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ ।
বিদেশগমনঠেব স্বীয়প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বু শ ব ০।৩।৪।২৬।৪০ ফলম্ ।

ব্যাধিশক্রভট্টৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ ।
অবেভার্য্যা স্বপুলক শনেঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

বু শ রা • ২।৬।৬।৪০ ফলম্ ।

বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং ।
করোতি বহুদুঃখানি শনেঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥

বু শ শু • ০।৩।১৩।৫৩।২০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুবিভক্তঞ্চ ধর্ম্যবস্তুং ধনাগমম্ ।
কুরুতে দানবাচাধাঃ শনেঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু শ র • ০।১।৭।৭।৬।৪০ ফলম্ ।

পয়দার্নাভিগমনং করোতি তীক্ষ্ণকিরণঃ ।
জীবনস্য চ সন্মোহং শনেঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু শ চ • ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

দ্বীনাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তগদং শশী ।
বন্ধুঘেষঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু শ ম • ০।১।১৭।১৫।২০ ফলম্ ।

দেহক্ষীণং মহারোগং নানাঃখানি ভুমিজঃ ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু শ বু • ০।২।২৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিভানি সোমজঃ
করোতি চাদরং লোকে শনেঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥
বুধস্য দশায়ানং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

বু বৃ বু • ০।৫।২২।২৬।৪০ ফলম্ ।

রাজপূজা সুখং শ্রীতিরপত্যজননং তথা ।
ধনবজ্রঘর্ষশৈব গুরোঃ প্রত্যস্তরেহপি চ ॥

বু বৃ রা • ০।৪।৬।৩৫।৪০ ফলম্ ।

বন্ধুঘেষং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ ।
করোতি বহুদুঃখানি বুধপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

বু বৃ শু • ০।৬।১৭।২৩।২০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্যবস্তুং ধনাগমম্ ।
রাজপ্রশাদলাভঞ্চ বুধপ্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

বু বৃ র ০।২।১১।৪৬।৪০ ফলম্ ।

বহুমিত্রং ধনং ধাত্রং সৌভাগ্যং রাজবল্লভম্ ।
কুরুতে ভাস্করঃ শাস্তিং গুরোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু বৃ চ ০।৪।২৩।৩৩।২০ ফলম্ ।

বহুমিত্রং স্বখং ভাগ্যৈমর্ধ্যং রাজবল্লভম্ ।
নুপতুলো ভবেচ্চৈব গুরোঃ প্রত্যস্তরে শশী ॥

বু বৃ ম ০।২।২।৪৩।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং সৌভাগ্যং শক্রনাশনম্ ।
গুরোঃ প্রত্যস্তরে ভৌমে ষশঃ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥

বু বৃ বু ০।৫।১৮।৩০ ফলম্ ।

স্বংং দুঃখং ভবেল্লাভং তথা ধনক্ষয়ং ভবেৎ ।
দেবার্চনপরো নিত্যং গুরোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

বু বৃ শ ০।৩।১৭।৪০ ফলম্ ।

বেশাজনাশ্রয়াং সৌখ্যং ভবেদ্বিত্তবিক্ৰিতঃ ॥
লুপ্তনীতিমনা নিত্যং গুরোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥
বুধস্ত দশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

বু রা রা ০।২।১২।২২ ফলম্ ।

বিবাদং ব্রণরোগঞ্চ রাজতো ভয়মেব চ ।
রাহুর্দদাতি সততং মনস্তাপং ধনক্ষয়ম্ ॥

বু রা শু ০।৪।৪।৪০ ফলম্ ।

মনোহরুকুলসৌখ্যঞ্চ রাজসম্মানমাত্মতাম্ ।
ভৃগুজঃ কুরুতে সৌখ্যং রাহুপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু রা র ০।১।১৫।২০ ফলম্ ।

বহিঃশক্রভয়ং রোগং নিদানং বন্ধনং ততঃ ।
রাহোঃ প্রত্যস্তরে সূর্য্যঃ কুরুতে চ ধনক্ষয়ম্ ॥

বু রা চ ০।৩।০।৪০ ফলম্ ।

ত্রীপুলকলহো নিত্যং দুঃখং বিত্তস্ত সংক্ষয়ম্ ।
চন্দ্রঃ করোতি কুমতিং রাহোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু রা ম • ১১২৬৪০ • ফলম্ ।

বিষশত্রাঘ্নিচৌরাণাং ভয়ং ত্রবিণনাশনম্ ।
কুরুতে ক্ষুধিপুত্রশ রাহোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।

বু রা বু • ১৩১৫১০ • ফলম্ ।

বহিশত্র-চৌরভয়ং জয়ঞ্চ ক্ষুদ্বিনাশনম্ ।
কুরুতে সোমপুত্রশ রাহোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।

বু রা শ • ১২১৮১০ • ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং শক্রনাশং ধনাং সুখম্ ।
শ্রীযুক্তং রবিজঃ কুর্যাৎ রাহোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।

বু রা বু • ১৩২৩২০ • ফলম্ ।

কার্যসিদ্ধিং শুভৈশ্বৰ্য্যং বস্ত্রভূষণধৰ্ম্মতঃ ।
ভবেত্তত্র মনঃপ্রীতিং রাহোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।
বৃশ্চ দশায়াং শুক্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

বু শু শু • ১৭১৮১০ • ফলম্ ।

ধনং বহুসুখং রাজ্যং পুত্রং ধৰ্ম্মসমাপ্রয়ম্ ।
শুক্ৰঃ কৰোতি সততং সৌভাগ্যঞ্চ ষশোহস্থিতম্ ।

বু শু ব্ৰ • ১২১২১২০ • ফলম্ ।

বিবাদং ভয়দুঃখানি অগরোগং ধনক্ষয়ম্ ।
সূৰ্য্যঃ কৰোতি নিয়তং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ।

বু শু চ • ১৫১৮৪০ • ফলম্ ।

নখাননশিরোরোগং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
করোত্যাত্ত বিধুর্নিত্যং ভূগোঃ পাকদশাং গতঃ ।

বু শু ম • ১৩১১১০ • ফলম্ ।

ধনলাভং ভূষণঞ্চ উৎসাহং ধনধাত্তকং ।
করোতি ভূমিজঃ শাস্তিং ভূগোঃ পাকদশাং গতঃ ।

বু শু বু • ১৫২৮৩০ • ফলম্ ।

সুখং লাভং জয়ং প্রীতিং নানাবন্ধুসমস্থিতম্ ।
কুরুতে শশিজঃ পুণ্যং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।

বু শু শ ০।৩।২২ ফলম্ ।

শক্রলক্ষ্মণং সুখং রাজ্যং সম্মানং নষ্টলাভকম্ ।
কুরুতে রবিজ্যো ধর্ম্যং ভূগোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

ব শু বু ০।৬।১৮।২০ ফলম্ ।

রাজপূজা মনঃপ্রীতিং কন্যাজননমেব চ ।
ভূগোঃ প্রত্যস্তরে জীবো নষ্টপ্রাপ্তিং করোতি চ ॥

ব শু বা ০।৪।১৮।৫০ ফলম্ ।

রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ সংশয়ং ধননাশনম্ ।
করোতি কলহং দুঃখং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥
বৃহস্প দশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

বু র র ০ ০।২২।৪০ ফলম্ ।

সুখং সৌভাগ্যমারোগালাভং শক্রপরাজয়ম্ ।
রবিঃ করোতি সততং বঙ্গভূষণসঞ্চয়ম্ ॥

বু র চ ০।১।১৫।২০ ফলম্ ।

ক্রাসং রোগং ভ্রমণঞ্চ সঙ্কটং চৌরতো ভয়ম্ ।
চন্দ্রঃ করোতি নিয়তং রবিপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু র ম ০।২৮।২০ ফলম্ ।

স্বর্ণপ্রবালসৌখ্যানি ধর্মবস্ত্রং ধনাগমম্ ।
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং রবিপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু র বু ০।১।২১ ফলম্ ।

দক্ষবিচর্চিকাক্লেশং ধননাশং মহন্তয়ম্ ।
বন্ধনং রাজপীড়া চ রবিপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

বু র শ ০।১।৪০ ফলম্ ।

সস্তাপং বন্ধনাশঞ্চ বলনাশং পরাজয়ম্ ।
বহিরাঙ্গভয়ট্টেব রবিপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বু র বু ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

ধর্মার্ঘলাভসম্মানং বঙ্গসম্পত্তিরেব চ ।
পুল্লাভঞ্চ কুরুতে রবিপ্রত্যস্তরে শুরৌ ॥

বু র রা ০।১।২।৪০ ফলম্ ।

অশুভং সৰ্বকাৰ্যোৎসু পিণ্ডনং রোগমেব চ ॥

তমঃ কৰোতি নিয়তং রবিপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু র শু ০।২।২।২০ ফলম্ ।

শিরোবোগং জ্বরং ঘোরং বকুনাশং ভয়ং ভবেৎ ।

ধননাশঞ্চ কুরুতে রবিপ্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

বুধস্ত দশায়াং চন্দ্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

বু চ চ ০।৩।২৩।২৪ ফলম্ ।

জ্বরং ত্রাসং রাজপীড়াং কৰোতি চ ধনক্ষয়ম্ ।

শক্রভয়ং বিবাদঞ্চ নানাছঃখং বিধুঃ পুনঃ ॥

বু চ ম ০।২।১০।১০ ফলম্ ।

রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ চৌরান্নিভয়সঙ্কমম্ ।

কুজঃ কৰোতি নিয়তং চন্দ্রপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু চ বু ০।৪।৭।৩০ ফলম্ ।

সৰ্বত্র লভতে লাভং ধৰ্ম্মবন্তং ধনাগমম্ ।

রাজসন্মানভামেতি বিধুপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

বু চ শ ০।২।২৫ ফলম্ ।

রাজশক্রভয়ং শোকং বন্ধুদেবং ধনক্ষয়ম্ ।

কৰোতি রবিজন্তুত্র চন্দ্রপ্রত্যস্তরে গতম্ ॥

বু চ বু ০।৪।২।১৪০ ফলম্ ।

দানধৰ্ম্মং স্তম্ভং পুলং বস্ত্রভূষণসম্পদম্ ।

কুরুতে দেবপূজাশ্চ বিধুঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু চ রা ০।৩।২।১০ ফলম্ ।

বৈশ্বিৰহিভয়ং ছঃখং বন্ধনং ধনসংক্ষয়ম্ ।

কৰোতি সিংহিকানুহৰ্ষিবিধুঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বু চ শু ০।৫।৫।৫০ ফলম্ ।

সন্মানং স্তম্ভমৌভাগ্যং ধনপুষ্টিবিবৰ্দ্ধনম্ ।

ভবেস্তত্র ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যস্তরে ভূগৌ ।

বু চ র ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

শত্রুক্ষয়ং কোষবৃদ্ধিং নীরোগং পুণ্যবর্ধনম্
করোতি দিননাথশ্চ বিধোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥
বুধস্ত দশায়াং মঙ্গলশ্রাস্তরে প্রত্যস্তর্দিশা-ফলম্ ।

বু ম ম ০।১।৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

দেহটৈক্ষণাং দস্ত্যভয়ং নানাভয়ং সমস্ততঃ ।
দণ্ডাঘাতং তথা দুঃখং কুজপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বু ম বু ০।২।৮ ফলম্ ।

ঐশ্বৰ্য্যং রাজপূজা চ কাঞ্চনং স্তম্ভমেব চ ।
বুধঃ করোতি নিয়তং কুজপ্রত্যস্তরে ষদা ॥

বু ম শ ০।১।১৫।২০ ফলম্ ।

স্বিপুচোরভয়ং রোগং ধননাশং বিষাক্তয়ম্ ।
স্বকৃদ্দেবং মনোদুঃখং কুজপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বু ম ব ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

দেববিপ্রগুরোৰ্ত্কং নানাস্থখসমাক্রয়ম্ ।
পূজলাভং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

বু ম রা ০।১।২২।৫৩।২০ ফলম্ ।

উদ্বিগং ধননাশঞ্চ কাৰ্য্যনাশং মনঃক্ষতিম্ ।
চৌরশক্রভয়ং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

বু ম শু ০।২।২৩।৬।৪০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিস্থং লাভং নানাবিস্তসমস্থিতঃ ।
জায়তে রাজসম্মানং কুজপ্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

বু ম রা ০।১।১১।২০ ফলম্ ।

নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভং মহন্তয়ম্ ।
রাজ্যং সমস্থং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে রবিঃ ॥

বু ম চ ০।২।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

ধনলাভং স্থথারোগ্যং ভোগটৈকব বিদূষণম্ ।
নানাস্থখং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

অথ শনেদিশায়ং শনেবস্তরে প্রত্যস্তর্দশাকলম্ ।

শ শ শ ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

রোগং শোকং কলহক বহনং শক্রতো ভয়ম্ ।

শনিঃ করোতি নিয়তং নরাণাং ধননাশনম্ ॥

শ শ বৃ ১।২।৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

দেবপূজাং ধর্মবস্তং স্বধং বস্তং বিভূষণম্ ।

কুরুতে দেবপূজাশ শনিপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

শ শ রা ০।১।৫।৩।২০ ফলম্ ।

রাজভীতিং জরং রোগং নানাছঃখং ধনক্ষয়ম্ ।

বহনং বন্ধুপুত্রাদেঃ শনিপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

শ শ শু ০।২।১।৩।১০ ফলম্ ।

পুত্ররত্নমিত্র-বন্ধু-স্বীপাটকব সমাগমম্ ।

স্বধস্তত্র রাজপূজা শনিপ্রত্যস্তরে স্তুর্গৌ ॥

শ শ ব ০।০।২২।১৩।২০ ফলম্ ।

শরীরদৈন্ত্র্যমাপ্নোতি তথা ক্লেশং ধনক্ষয়ম্ ।

করোতি চ ববিস্তত্র শনিপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ শ চ ০।১।১৪।২৬ ৪০ ফলম্ ।

চক্ষুরোগং জরং ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্ ।

জনাভয়ং করোত্যান্ত শনিপ্রত্যস্তরে বিধুঃ ॥

শ শ ম ০।০।২৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

ধনহীনং ত্রণং রোগং সর্পাঘ্নিচৌরতো ভয়ম্ ।

জীবনে সংশয়ো যাতি শনিপ্রত্যস্তরে কুজে ॥

শ শ বৃ ০।১।২০।০।০ ফলম্ ।

আরোগাং বিজয়ং রাজাং সম্মানং ধনসঞ্চয়ম্ ।

করোতি বহুপুত্রক শনিপ্রত্যস্তরে বুধঃ ॥

শনেদিশায়ং গুরোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাকলম্ ।

শ বৃ বৃ ০।৩।১৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

অপত্যজননং নৌধ্যং ধনধান্যসমাপ্রয়ম্ ।

জিয়া পরময়া যুক্তং করোতি মানবং গুরুঃ ॥

শ বৃ রা • ২।১৩।৫৩।২ • ফলম্ ।

মিথ্যাভিসংশয়ং স্থানং ত্রণং ধনশ্চ সংকল্পম্ ।
বিবাদং বহুদুঃখানি গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

শ বৃ শু • ৩।৩।২৩।৬।৪ • ফলম্ ।

ধনহানিং জীবিরোগং শক্রবৃদ্ধিঞ্চ জায়তে ।
অকন্যাস্তশ্চ পীড়া চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভূর্গো ॥

শ বৃ র • ৩।১।১২।১৩।২ • ফলম্ ।

ইষ্টলাভং রাজপূজা কোষবৃদ্ধিং স্খাবহম্ ।
জায়তে নিয়তং নুণাং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

শ বৃ চ • ২।২।৪।২৬।৪ • ফলম্ ।

পুত্রমিত্রবন্ধুযুক্তং ধনলাভঃ স্খং শুভম্ ।
করোতি রাজসন্মানং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ ॥

শ বৃ ম • ৩।১।২২।৪৬।৪ • ফলম্ ।

শক্রনাশং মহৎ সৌখ্যং জয়ং লাভং ধনাগমম্ ।
কুভঃ করোতি কুশলং গুরোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

শ বৃ বু • ৩।৩।৫। • ফলম্ ।

স্খং দুঃখং জয়ং তত্র ধনহানিঞ্চ জায়তে !
সন্মাননাশো রোগশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

শ বৃ শ • ২।২।৩।২ • ৩। • ফলম্ ।

নৃশুনীতং সর্পচৌরশৃঙ্গীণাং ভয়মেব চ ।
করোতি স্খ্যাজন্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
শনের্দশায়াং বাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

শ রা রা • ৩।১।১৬।৪ • ফলম্ ।

ধনহানিং সদোন্মাদং ত্রণং জরভয়ং তথা ।
করোতি সততং রাহুঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ ॥

শ রা শু • ৩।২।১৩।২ • ফলম্ ।

ধনং স্খং রাজপূজাং মনঃপ্রীতিং ঘশোধিতম্ ।
কুরুতে দানবাচার্যো বাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

শ রা র ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

বহ্নিভয়ং শটরঘেষং ব্যাধিপীড়াং চলং মনঃ ।
রবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ রা চ ০।১।২৩।২০ ফলম্

দুঃখঞ্চ দুর্গতিং ক্লেশং বিবাদং ধনসংক্ষয়ম্ ।
গোমু পীড়াং প্রকুরুতে রাহোঃ প্রত্যস্তরে বিধুঃ ॥

শ রা ম ০।১।৩২।২০ ফলম্ ।

চৌরশক্রভয়ং চৈব বজ্রাভরণমেব চ ।
করোতি সততং ভৌমো রাহোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

শ রা বু ০।২।০।০ ফলম্

ত্রাসঞ্চ রাজপীড়াঞ্চ বন্ধনং বিভ্রনাশনম্ ।
বুধঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ রা শ ০।১।১০ ফলম্ ।

মিত্রবন্ধুধনৈযুক্তো মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
করোত্যান্ত ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

শ রা বৃ ০।২।৩।৪০ ফলম্ ।

আরোগ্যং কার্য্যসংসিদ্ধিং বজ্রবাহনসংযুতম্ ।
শুক্ৰঃ করোতি কল্যাণং রাহোঃ প্রত্যস্তরেহপি চ ॥
শনের্দশায়াং শুক্রান্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ॥

শ শু শু ০।৪।৮।২০ ফলম্ ।

ধনং যশোহিতং সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ ।
কুরুতে ভৃগুজন্তত্র প্রত্যস্তরদশাং গতঃ ॥

শ শু র ০।১।১।৬।৪০ ফলম্ ।

পরদারাভিগমনং ধননাশং জবং তথা ।
দশাহ্ স্বর্ধ্যাঃ সস্তাপং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

শ শু চ ০।৩।৩।২০ ফলম্ ।

ক্রীনাশং ধননাশঞ্চ শক্রচৌরভয়ং জরম্ ।
রাজপীড়া ভবত্যান্ত ভূগোঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

শ শু ম ০।১.২৮।২০ ফলম্ ।

সত্যশৌচধনৈযুক্তং মলিনং বিভ্রনাশনম্ ।

বুদ্ধঃ কৰোতি সততং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ শু বু ০।৩।১৫।০ ফলম্ ।

সর্বত্র লভতে সৌখ্যং গজাশ্বগোধনাদিকম্ ।

বুধঃ কৰোতি কল্যাণং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ শু শ ০।২।১০ ফলম্ ।

শক্রনাশং নষ্টলাভং বলঞ্চ জয়কারকম্ ।

নিয়তং কুরুতে মনো ভূগোঃ প্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ শু বৃ ৭।৩।২৬।৪০ ফলম্ ।

রাজপূজা সুখং পুত্রং দৌরভীষ্মভূষণম্ ।

জায়তে নিয়তং তত্র ভূগোঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

শ শু রা ০।২।২।৪০ ফলম্ ।

বন্ধনং ভোগবৃদ্ধিশ্চ নানাছুঃখং প্রজায়তে ।

শুক্ৰপ্রত্যস্তরে রাহৌ ধনহানিৰ্ভবেদবয়ম্ ॥

শনেৰ্দশায়াং রবেৰস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

শ র ব ০।১।১৩।২০ ফলম্ ।

শরীরদৈন্ত্র্যমাপ্নোতি নানাছুঃখসমম্বিতম্ ।

ভয়ং জাসসমায়ুক্তং স্বীয়প্রত্যস্তরে রবিঃ ॥

শ র চ ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

সকটঞ্চ ভয়ং জাসং শক্রপীড়া তথা ভবেৎ ।

রবেঃ প্রত্যস্তরে চন্দ্রঃ কৰোতি বিবিধং ভয়ম্ ॥

শ র ম ০।১।১৬।৪০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্ত্বং সদা সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ ।

জায়তে ভূমিজন্তত্র রবেঃ প্রত্যস্তরেহপি চ ॥

শ র বু ০।১।১।০ ফলম্ ।

রোগং শোকং মহদুঃখং শক্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।

নানাপ্রকারছুঃখানি রবেঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

শ র শ ০।০।২০ ফলম্ ।

সস্তাপং বন্ধুনাশঞ্চ শক্রপীড়া ধনক্ষয়ম্ ।
করোতি রবিজন্তত্র ভানোঃ প্রত্যাস্তরে ষদা ॥

শ র বু ০।১।৩২০ ফলম্ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণং রাজবল্লভমেব চ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো ভানোঃ প্রত্যাস্তরে গুরৌ ॥

শ র রা ০।১।৩২০ ফলম্ ।

ত্রণং জ্বরভয়ং ক্লেশং নানাহঃপলমস্থিতম্ ।
করোতি মৈংহিকেষ্যশ্চ রবেঃ প্রত্যাস্তরে স্থিতঃ ॥

শ র শু ০।০।১।৬৪ ফলম্ ।

বাতশ্লেষকৃত্য পীড়া ধননাশং মনঃ কতিম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সূর্য্যপ্রত্যাস্তরে তূর্ণো ॥
শনের্দশায়াং চন্দ্রপ্রত্যাস্তরে প্রত্যাস্তর্দশাকলম্ ।

শ চ চ ০।২।৬।৪০ ফলম্ ।

ধনহানিং মনস্তাপং বিবাদং রাজপীড়নম্ ।
করোতি নিয়তং চন্দ্রঃ প্রত্যাস্তরদশাং গতঃ ॥

শ চ ম ০।১।১।১৪০ ফলম্ ।

রোগশোকং মহদুঃখং মিথ্যাভিলসিতং তথা ।
করোতি ভূমিজন্তত্র বিধোঃ প্রত্যাস্তরে স্থিতঃ ॥

শ চ বু ০।২।১৫ ফলম্ ।

সর্বত্র লভতে লাভং ধনং ধাণ্ডং সুখং জয়ম্ ।
করোতি রৌহিণেষস্ত চন্দ্রপ্রত্যাস্তরে ষদা ॥

শ চ শ ০।১।২০ ফলম্ ।

বন্ধুেষ্বং নৃপাত্তৌতিং ধননাশং পরাজয়ম্ ।
দস্তিনো ভীতিমুগ্রাঞ্চ বিধোঃ প্রত্যাস্তরে শনৌ ॥

শ চ বু ২।২।৩২০ ফলম্ ।

শক্রক্ষয়ং ধনং ধাণ্ডং রাজপূজাশ্রিতং গুরুঃ ।
চন্দ্রপ্রত্যাস্তরে জাতো মনঃপ্রীতিং করোতি হি ॥

শ চ রা ০।১।২৮।২০ ফলম্ ।

বহ্নিসর্পচৌরভয়ং ছুঃখং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
ন সন্দেহো ভবেত্তত্র চন্দ্রপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

শ চ শু ০।৩।১।৪০ ফলম্ ।

শত্রুক্ষয়ং ধনং ধাত্ত্বং রাজসম্মানমেব চ ।
করোতি সতততৈকৈব চন্দ্রপ্রত্যস্তরে ভৃগুঃ ॥

শ চ র ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্যং রাজপূজা চ বস্ত্রভূষণসম্পদম্ ।
করোতি দিননাথশ্চ চন্দ্রপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥
শনের্দিশায়াং মঙ্গলস্রাস্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

শ ম ম ০।০।২২।১৩।২০ ফলম্ ।

রোগভ্রমণমস্তাপং ধননাশং মনঃক্ষয়ম্ ।
জায়তে নাস্তি সন্দেহঃ কুজপ্রত্যস্তরে যদা ॥

শ ম বু ০।২।১০ ফলম্ ।

পরমৈশ্বর্যামতুলং ধনলাভং সুখং জয়ম্ ।
অশ্বাদিবাহনং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

শ ম শ ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

রিপুচৌরভয়ং ছুঃখং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
সদর্পস্ত্রীভয়ং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

শ ম বু ০।১।১৪।২৬।৪০ ফলম্ ।

দিব্যাক্ষীগন্ধমাল্যানি ভূষণৈশ্চ সমায়ুতম্ ।
রাজপূজা ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

শ ম রা ০।১।১।৬।৪০ ফলম্ ।

উষেগং কলহট্টশ্চ বন্ধনং রাজপীড়নম্ ।
করোতি রাহস্যতার্থং কুজপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

শ ম শু ০।১৮।৫০।২০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং সুখং লাভং দানং ভোজনমেব চ ।
প্রাপ্যতে তত্র সৌখ্যঞ্চ কুজপ্রত্যস্তরে স্ত্রুগৌ ॥

শ ম র ০।০।১৭।৪৬ ৪০ ফলম্ ।

ধনলাভং জয়ং মৌখ্যং অপত্যং রাজপূজনম্ ।
প্রাপ্নোতি ন চ সন্দেহঃ কুজপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

শ ম চ ০।১।৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

নীলং বৃষক্ক মৌখ্যক্ক বাহনং সুখভোজনম্ ।
জায়তে নিয়তং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥
শনের্দিশায়াং বৃধস্তান্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

শ বু বু ০।২।২৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ ।
ধনং পুত্রং বুধো দস্তাং নিজপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥

শ বু শ ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

বাতশ্লেষ্মকৃত্য পীড়া বিরহো বন্ধুভিঃ সহ ।
বিদেশগমনং বিয়ং বৃধপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

শ বু বৃ ০।৩।৪।৪০ ফলম্ ॥

রাজপূজা ধনং ধাত্তং নীরোগং শক্রমর্দনম্ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বৃধপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

শ বু রা ০ ২।৬।৪০ ফলম্ ।

বিরোধং ধনহানিশ্চ রাজোপদ্রবমেব চ ।
করোতি সৈংহিকেষশ্চ বৃধপ্রত্যস্তরে তমঃ ।

শ বু শু ০ ১৩।৫৩।২০ ফলম্ ।

অসন্তোষং মনস্তাপং স্ত্রীষু পীড়া মহন্তয়ম্ ।
জায়তে তত্র সন্তাপং বৃধপ্রত্যস্তরে ভূর্গৌ ॥

শ বু র ০।১।৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

দানধর্ম্মক্রিয়াযোগং বন্ধুভিঃ প্রীতিমুত্তমাম্ ।
করোতি সর্বকল্যাণং বৃধপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

শ বু চ ০।২।১।৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং ভাৰ্ঘ্যা ভোগং মহজ্জানং ত্রিণো ভবেৎ ।
ধনসঞ্চয়মাপ্নোতি বৃধপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

শ বু ম ০।১।১৭।১৩।২০ ফলম্ ।

ব্রহ্মবোগং নিদানঞ্চ নানাদুঃখং প্রজায়তে ।

বন্ধনং পরিতুষ্টিঞ্চ বৃধপ্রত্যন্তরে কুজে ॥

অথ গুরোদ্দশায়াং গুবোরন্তরে প্রত্যন্তদ্দশাফলম্ ।

বৃ বৃ বৃ ০ ৬।২০।৩৩।২০ ফলম্ ।

মৌখ্যং শ্রিয়ং স্বতার্থং বা রাজ্যার্থলাভমেব চ ।

স্ববাচার্য্যঃ স্বদশায়াং কুরুতে নিয়তং বরঃ ॥

বৃ বৃ বা ০ ৪।২০।২৩।২০ ফলম্ ।

স্থাননাশং বিবাদঞ্চ মিথ্যাভিদংশয়ং ভয়ম্ ।

কুরুতে দনহানিঞ্চ গুবোঃপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

বৃ বৃ শু ০ ৭। ০।৩৬।৪০ ফলম্ ।

ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিং নৃপাভয়ম্ ।

রোগশো শঞ্চ কুরুতে গুবোঃ প্রত্যন্তরে ভূগৌ ॥

বৃ বৃ র ০।২।২০।২৩।২০ ফলম্ ।

বহুস্বাম্যং ধনং স্বর্গং রাজসৌখ্যঞ্চ ভূষণম্ ।

দদাতি দিননাথশ্চ গুবোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

বৃ বৃ চ ০ ৫।১০।২৭।৪০ ফলম্ ।

স্বথারোগাং রাজপূজাং জনাঙ্কুরাগরঞ্জনম্ ।

করোতি চ শুভাং কান্তিং গুবোঃ প্রত্যন্তরং গতঃ ।

বৃ বৃ ম ০।৭।১৩।১৩।৪০ ফলম্ ।

ভৃত্যমিত্রার্থলাভঞ্চ ধনধাত্ত্বং স্বখাশ্রয়ম্ ।

ধর্মবৃদ্ধিং নরং কুর্ন্যাদ্গুবোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

বৃ বৃ বু ০।৬।০।৩০ ফলম্ ।

মনঃপ্রীতিং জয়ং লাভং তথা ধনস্ত্র সংক্ষয়ম্ ।

করোতি সোমপূত্রশ্চ গুবোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ বৃ শ ০।৫।০।২০ ফলম্ ।

লুপ্তনীতির্মনোদুঃখং সর্পচৌরাগ্নিতৌ ভয়ম্ ।

শনির্ননং প্রকুরুতে গুবোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

গুরোদ্বিশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যস্তদশফলম্ ।

বৃ রা রা ০২।২৮।৪০ ফলম্ ।

স্বাননাশং জরং দুঃখং বন্ধনং সংশয়ং ভয়ম্ ।

তমঃ করোতি নিয়তং গুরোঃ প্রত্যন্তরে গন্তঃ ॥

বৃ রা শু ০।৪.২।২০ ফলম্ ।

শিবোরোগং ধনং লাভং মাগ্ধস্ত পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।

ভৃগুজঃ কুরুতে নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ।

বৃ রা র ০।১।২.০।৪০ ফলম্ ।

বহিঃশক্রভয়ং শোকং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ ।

হবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

বৃ রা চ ০।৩।১।১।২০ ফলম্ ।

ধননাশং রাজভয়ং প্রাণনাশং করোতি চ ।

রাহোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বৃ রা ম ০ ২।৩।২০ ফলম্ ।

বিষশস্ত্রাদিসংযুক্তং নানা দুঃখং ধনক্ষয়ম্ ।

নিয়তং কুরুতে ভৌমো রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ রা বু ০।৩।২৪'০ ফলম্ ।

জরং ক্ষুধাগ্নিভীতিঞ্চ মনোদুঃখং প্রজায়তে ॥

রাজপীড়া ভবেৎ তত্র রাহো প্রত্যন্তরে বৃধে ॥

বৃ রা শ ০।২।২৪।০ ফলম্ ।

মিত্ৰভৃত্যার্থমৌখ্যানি মনোহ্রুৎকুলমের চ ।

জায়তে তত্র নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বৃ রা বু ০। ১৬।৪০ ফলম্ ।

দানধর্মশ্চ নিয়তং বস্ত্রভূষণবাহনম্ ।

কুরুতে দেবতাপূজাঃ প্রত্যন্তরদশাং গন্তঃ ॥

গুরোদ্বিশায়াং শুক্রশান্তরে প্রত্যস্তদশফলম্ ।

বৃ শু শু ০।৮।৩।৫০ ফলম্ ।

রাজপীড়া জরং ঘোরং মলিনং ধনসংক্ষয়ম্ ।

কুরুতে দানবাচার্যো নিজপ্রত্যন্তরেইপি চ ॥

বৃ শু ব ০।৪।২৪।০ ফলম্

ত্রণরোগং ভয়ং দুঃখং ধননাশং মহত্তয়ম্ ।
কুরুতে চ দিবানাথঃ শুক্রপাকদশাং গতঃ ॥

বৃ শু চ ০।৫।২৭।২০ ফলম্ ।

নথাননজ্বরং ঘোরং ত্রাসং রাজভয়ং সদা ।
করোতি বহুদুঃখানি ভূগোঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

বৃ শু ম ০।৪।২০।৫০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্বং শুভাপত্যং জনপ্রমোদলাভকম্ ।
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং ভূগোং প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ শু বু ০।৬।১৯।৩০ ফলম্ ।

লাভং নানাধর্মসৌখ্যং নানাসুখং কবোতি চ ।
জায়তে সোমপুত্রশ্চ ভূগোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

বৃ শু শ ০।৪।১৩।০ ফলম্ ।

নষ্টনাভং বপুঃপুষ্টিং ধনং শক্রবিনাশনম্ ।
মন্দঃ করোতি কুশলং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ শু রা ০।৫।৫।১০ ফলম্ ॥

ত্রণরোগং বন্ধনঞ্চ বহিঃশক্রভয়ং ভবেৎ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো ভূগোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥
গুরোর্দিশায়াং রবেবস্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

বৃ র র ০।২।২৫।০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্যং রাজপূজা চ নানাসুখসমাপ্রয়ঃ ।
শুভং ভবেন্ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরেহপি চ ॥

বৃ র চ ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।

বিভূনাশং শক্রভয়ং যোগং বিবাদমেব চ ।
কুরুতে চ বিধুস্তত্র রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ র ম ০।১।১।৪০ ফলম্ ।

স্ববর্ণং ভূষণং তত্র সঞ্চয়ং সুখসম্পাদম্ ।
জায়তে চ ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

বৃ বৃ ০।১।২৭ ফলম্ ।

জ্বরং ঘোরং দস্ত্যভয়ং বিত্তনাশং মনঃক্ষয়ম্ ।
করোতি সৌমল্লস্তত্র রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ বৃ শ ০।১।৮ ফলম্ ।

মনস্তাপং রাজপীড়া বন্ধুনাশং পরাজয়ম্ ।
কুরুতে রবিজো দুঃখং রবেঃ প্রত্যস্তরে যদি ॥

বৃ বৃ বৃ ০।২।৩।২০ ফলম্ ।

নানাহুঃখমবাপ্নোতি রূপমাখ্যাতিপৌরুষম্ ।
কুরুতে দেবপূজাশ্চ রবেঃ প্রত্যস্তরে যদা ॥

বৃ বৃ রা ০।১।১৪।২০ ফলম্ ।

ব্যাধিপীড়া রাজশত্রবহুভীতিধনক্ষয়ম্ ।
সৈংহিকেষুঃ প্রকুরুতে রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ বৃ শু ০।২।২০।৭০ ফলম্ ।

শিরোরোগং শক্রভয়ং অলসং পাপমক্ষয়ম্ ।
দদাতি ভৃগুজো নিত্যং রবেঃ প্রত্যস্তরে পুনঃ ॥
গুরোর্দিশায়াং চন্দ্রস্তান্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্ ।

বৃ চ চ ০।৩।৬।৪০ ফলম্ ।

ধনং প্রমোদিতং শশ্তং কামনাপূরিতং সদা ।
করোত্যেব ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ।

বৃ চ ম ০।২।১২।১৫ ফলম্ ।

চক্ষুরোগং চৌরভয়ং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্ ।
করোতি নিদ্রয়ং ভৌমো বিধোঃ প্রত্যস্তরে যদা ॥

বৃ চ বৃ ০।৪।২২।৩০ ফলম্

রাজবল্লভতামেতি ধনং সুখপ্রমোদকম্ ।
আস্বজ্জা জায়তে তত্র বিধোঃ প্রত্যস্তরে বৃধে ॥

বৃ চ শ ০।৩।৫।১০ ফলম্ ।

বন্ধুদেষং নৃপাভয়ং শোকসঙ্কলমেব চ ।
করোতি নিয়তং তত্র বিধোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বৃ চ বৃ ০।৫।৮।২০ ফলম্ ।

ধর্মবন্ধং ভূষণক ধনসঞ্চয়মেব চ ।

করোতি স্বরপূজ্যশ্চ চন্দ্রপ্রত্যস্তরে যদা ॥

বৃ চ রা ০।৩।২০।৫৩ ফলম্ ।

বন্ধুনাশং ধননাশং বহিঃশক্রভয়ং তথা ।

তমঃ করোতি সততং চন্দ্রপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বৃ চ শু ০।৫।২৪।১০ ফলম্ ।

প্রিয়া যুক্তং শক্রনাশং ধনসম্পত্তথা-সুখম্ ॥

জায়তে নাত্র সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যস্তরে ভূগৌ ॥

বৃ চ ব ০।২ ৩।২০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্যং মনসঃ প্রীতিং রাজবল্লভমেব চ ।

জায়তে মিত্রবহুলং বিধোঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

গুরোর্দিশায়াং মঙ্গলাশ্রাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ॥

বৃ ম ম ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্ ।

ধনং ধনঃ সুখারোগাং মনঃপ্রীতিক সম্পাদম্ ।

কুরুতে সততং লাভং নিজপ্রত্যস্তরে কুজঃ ॥

বৃ ম বৃ ০।২।২৬।৪০ ফলম্ ।

পরমৈশ্বর্যামতুলং নানা সুখসমাশ্রয়ম্ ।

কুরুতে সৌমজস্তত্র কুজপ্রত্যস্তরে গতঃ ॥

বৃ ম শ ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।

চৌরশক্রভয়ং নিত্যং রাজতো ধননাশনম্ ।

জায়তে রোগশোকক কুজপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বৃ ম বৃ ০।২।২৪।২৬।৪০ ফলম্ ।

ধর্মবন্ধং ধনৈশ্বর্যং লাভং শক্রবিনাশম্ ।

করোতি ভূষণাঢ্যক কুজপ্রত্যস্তরে গুরুঃ ॥

বৃ ম রা ০।১।২২।২৬।৪০ ফলম্ ।

কার্ধ্যার্থনাশং যোগক প্রাণসংশয়মেব চ ।

করোতি রাহুঃ সততং কুজপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ ম শু ০।৩।২০।৫৩।২০ ফলম্ ।

ধনং স্ত্রুং বাহনাত্যং নানাবস্ত্রসমম্বিতম্ ।
কুরুতে দানবাচার্যো ভৌমপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ ম র ০।১।৩।৪৬।৪০ ফলম্ ।

ভূমিলাভং ধনং সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ ।
কুরুতে নাতিধর্মঞ্চ কুজপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

বৃ ম চ ০।২।৭।৩৩।২০ ফলম্ ।

স্ত্রুং লাভং জ্বরারোগ্যং কণ্ঠাজননমেব চ ।
করোতি নিয়তং চন্দ্রো ভৌমপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥
গুরোর্দিশায়াং বৃধস্তাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

বৃ বৃ বৃ ০।৫।১১।৩০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্তং স্ত্রুথারোগ্যং প্রবলো শক্রনাশনম্ ।
করোতি চন্দ্রজন্তত্র প্রত্যস্তরদশাং গতঃ ॥

বৃ বৃ শ ০।৩।১৭ ৪০ ফলম্ ।

শ্লেষ্মরোগং চৌরশক্রসর্পাদ্ভীতিজ্বরং তথা ।
করোতি নিয়তং তত্র বৃধপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

বৃ বৃ বৃ ০।৫।২২:২৬।৪০ ফলম্ ।

ধনাত্যং বহুপতাক বাহনাদি বিভূষণম্ ।
করোতি সততং ক্ষোভং বৃধপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

বৃ বৃ রা ০।৪।৫।৩৬।৪০ ফলম্ ।

বহিশক্ররাজপীড়াং সর্পভীতিং ধনক্ষয়ম্ ।
রাহুঃ করোতি সততং বৃধপাকদশাং গতঃ ॥

বৃ বৃ শু ০।৬।২৭।২৩.২০ ফলম্ ।

তীর্থপুতং রাজসৌখ্যং স্ত্রীস্বথং মাল্যভূষণম্ ।
করোতি ভৃগুজ্ঞো লাভং বৃধপ্রত্যস্তরে যদা ॥

বৃ বৃ র ০।২।১১।৪৬।৪০ ফলম্ ।

নানাস্বথং পুত্রমিত্রং ধনধাক্ষয়ুতং স্বধম্ ।
রবিঃ করোতি নিয়তং বৃধপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ বু চ ০।৪।২৩।৩৩।২০ ফলম্ ।

জলাদ্ভয়ং ধননাশং শৃঙ্গিদংল্লিভয়ং তথা ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো বুধপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

বৃ বু ম ০।২।২২।৪৩।২০ ফলম্ ।

ত্রণং তাপং শক্রভীতিং বহ্নি-চৌরভয়ং তথা ।
কুজঃ করোতি নিয়তং বুধপ্রত্যস্তরে কিল ॥
গুরোর্দিশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

বৃ শ শ ০।২।৩।২০ ফলম্ ।

মনস্তাপং দগ্ন্যভয়ং শৃঙ্গিসর্পভয়ং তথা ।
করোতি সততং মন্দঃ প্রত্যস্তরদশাং গতঃ ।

বৃ শ বু ০।৩।১৫।৩৬।২০ ফলম্ ।

ধনং সম্পৎ সুখারোগ্যং নানাসুখবিভূষণম্ ।
করোতি নিয়তং তত্র শনেঃ প্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

বৃ শ রা ০।২।১৩।৫৩।২০ ফলম্ ।

জ্বরঞ্চ শারীরং ক্লেশং বিশ্ফোটকভয়ং তথা ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

বৃ শ শু ০।৩।২৬।৬।৪০ ফলম্ ।

বন্ধনাশং বন্ধনঞ্চ কোষবৃদ্ধিঃ জ্বরং তথা ।
ভূগোঃ প্রত্যস্তরং প্রাপ্য অনাচারঃ প্রজায়তে ॥

বৃ শ র ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্ ।

ধননাশং তথা রোগং নানাদুঃখং ভয় তথা ।
মন্দপ্রত্যস্তরে সূর্যো দদাতি মিশ্রিতং-ফলম্ ॥

বৃ শ চ ০।২।২৪ ২৬।২০ ফলম্ ।

শরীরক্লেশদৈন্ত্র্যঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

বৃ শ ম ০।১।২২।২৬।৪০ ফলম্ ।

অকস্মাৎকবচটনং ধননাশং বিঘাতকম্ ।
জায়তে চিত্তবৈকল্যং শনেঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

ব্র শ বু ০৩৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং ভয়নাশঞ্চ শস্ত্রসম্পত্তিকারকম্ ।

রাজপূজা ভবত্যাশু শনেঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

অথ রাহোর্দিশায়াং রাহোরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাকলম্ ।

রা রা রা ০১১২৬ ফলম্ ।

অস্ত্রধ্বনসি তাপঙ্ক দুঃখং শোকং ব্রণং ফলম্ ।

করোতি সৈংহিকেয়োহ্মৌ স্বীয়প্রত্যস্তরে ঘদা ॥

রা রা শু ০২১২৮ ফলম্ ।

ধনং যশঃ স্খারোগ্যং মনঃসংশোভনং তথা ।

রাহোঃ প্রত্যস্তরে চৈব ভৃগুঃ কুর্ঘ্যাং স্থনিশ্চিতম্ ॥

রা রা র ০১১২ ফলম্ ।

শরীরক্লেশটৈন্তুঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্ ।

সূর্য্যঃ করোতি সন্তাপং রাহোঃ প্রত্যস্তরে যদি ॥

রা রা চ ০ ২১৪ ফলম্ ।

স্ত্রীবিয়োগং শত্রুপীড়াং ক্লেণং রাজভয়ং মহৎ ।

নিয়তং কুরুতে চৈব রাহোঃ প্রত্যস্তরে বিধুঃ ॥

রা রা ম ০১ ১০ ফলম্ ।

বুদ্ধিনাশং ভয়ং ঘোরং কক্ষং ক্লেশতরং মহৎ ।

জায়তে নিয়তং তত্র রাহোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

রা রা বু ০২১১২ ফলম্ ।

স্বং দুঃখং শস্ত্রপূর্ণং তথা মনসি পীড়নম্ ।

জায়তে স্বর্জনৈর্দৈর্ঘ্যং রাহোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

রা রা শ ০১১১৮ ফলম্ ।

শত্রুনাশং ধনং ধাত্বং ভূষণাটৈর্ঘনঃ সুখম্ ।

কুরুতে বিষ্ণুং তত্র তমঃ প্রত্যস্তরে ঘদা ।

রা রা বৃ ০২১২০ ফলম্ ।

কার্য্যসিদ্ধিং ধনাঢ্যং শ্রাৎ নীরোগং লাভকৃদ্তবেৎ ।

রাহোঃ প্রত্যস্তরে সৌখ্যং দদাতি নিয়ত শুক্রঃ ॥

শুরোদ্দিশায়াং শক্রস্রান্তরে প্রত্যস্তদিশাফলম্ ।

রা শু শু ০।৫।৪ ফলম্ ।

সততং মনসস্তপ্তিং রাজপূজা স্থখাবহম্ ।

করোতি ভার্গবঃ প্রীতিং প্রত্যস্তরদশাং গতঃ ॥

রা শু র ০।১।২৬ ফলম্ ।

বন্ধনং রাজচৌরাভ্যাং তথা চ প্রাণনাশনম্ ।

জায়তে স্থখকার্যক শুক্রপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

রা শু চ ০।৩ ২২ ফলম্ ।

শিরোবোপং সদা দুঃখং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্ ।

জায়তে চান্তভং ধর্মং শুক্রপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

রা শু ম ০ ২।১০ ফলম্ ।

মনোহুকুলধর্মত্বং লাভং সম্মানমেব চ ।

কুজঃ করোতি নিয়তং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে ষদা ॥

রা শু বৃ ০।৪।৬ ফলম্ ।

সর্বত্র লভতে লাভং মণি চাকনভূষণম্ ।

কন্যাজননমেব স্যাং ভূগোঃ প্রত্যস্তরে বৃধে ॥

রা শু শ ০।২।২৫ ফলম্ ।

নষ্টলাভং রাজপূজাং নীরোগং নিকৃপদ্রবম্ ।

জায়তে সততং লাভো ভূগোঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

রা শু বৃ ০।৪ ২০ ফলম্ ।

রাজপূজাং স্থখং প্রীতিং কন্যাজননমেব চ ।

করোতি ধনলাভঞ্চ ভূগোঃ প্রত্যস্তরে শুরৌ ॥

রা শু রা ০ ৩ চ ফলম্ ।

রোগবৃদ্ধিবন্ধনঞ্চ বশিঃশক্রভয়ং তথা ।

জায়তে কণ্ডুরোগঞ্চ ভূগোঃ প্রত্যস্তরে তমঃ ॥

রাহোদ্দিশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তদিশাফলম্ ।

রা র র ০ ০।১৬ ফলম্ ।

মস্তাপং বিস্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাক্রয়ম্ ।

করোতি নিস্ততং সূর্য্যঃ প্রত্যস্তরদশাং গতঃ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

রা র চ ০।১।২ ফলম্ ।

ত্রাসং ধনক্ষয়ং চৌররাজশক্রভয়ং তথা ।
করোতি সোমঃ সস্তাপং রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিত

রা র ম ০।০।২০ ফলম্ ।

ধনলাভং জিয়া যুক্তং জয়ং শক্রবিনাশনম্ ।
জায়তে চাপদো নাশং রবেঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

রা র বু ০।১।৬ ফলম্ ।

ক্লেশং মনসি দুঃখঞ্চ জীযু পুত্রেষু পীড়নম্ ।
করোত্যেব ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

রা র শ ০।০।২০ ফলম্

সস্তাপং বিহনাশঞ্চ ধননাশং মহদভয়ম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

রা র বৃ ০।১।১০ ফলম্ ।

ধর্মার্থসুখমাপ্নোতি শক্রনাশং মনঃসুখম্ ।
গোধনৈঃ পরিপূর্ণং রবেঃ প্রত্যস্তরে শুবৌ ॥

রা র রা ০।০।২৮ ফলম্ ।

ত্রণরোগং ভয়ং ত্রাসং শক্রবহ্নিষ্ঠ জায়তে ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে বাহৌ চৌরশক্রভয়ং তথা ॥

রা র শু ০।১।১৬ ফলম্ ।

শিরোরোগং জ্বরং ত্রাসং শক্রনাশং ভয়ং ভবেৎ ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে শুক্রে বাজপীড়্যভয়ং তথা ॥
বাহোদ্দিশায়াং চন্দ্রশাস্তরে প্রত্যস্তর্দশাকলম্ ।

রা চ চ ০।০।২।২০ ফলম্ ।

জীপুট্ভ্রঃ কলহো নিত্যং বিহনাশং পরাজয়ম্ ।

রা চ ম ০।১।২০ ফলম্ ।।

জয়ং রোগং রাজপীড়াং ধননাশং মনঃক্ৰতিম্ ।
বিধোঃ প্রত্যস্তরে ভৌমে সদা চকলকৃয়রঃ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

রা চ বু ০।৩।০ ফলম্ ।

সৰ্ব্বত্র লভতে লাভং সদা সৌভাগ্যবৰ্দ্ধনম্ ।
রাজবল্লভতামেতি চন্দ্রপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

রা চ শ ০।২ ফলম্ ।

রাজভীতিং শোকদুঃখং বন্ধুঘেষো ধনক্ষয়ম্ ।
করোতি রবিজন্তত্র বিধোঃ প্রত্যস্তরে ষদা ॥

রা চ বু ০।৩।১০ ফলম্ ।

ভূষণাদি ধনং সৌখ্যং নানাসুখমরিক্ষয়ম্ ।
রাজপূজা সুখং তত্র চন্দ্রপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

রা চ রা ০।২।১০ ফলম্

শোকং বন্ধুবিনাশঞ্চ বহিঃশত্রুভয়ং ভবেৎ ।
অকস্মাট্ঈবমাপ্নোতি চন্দ্রপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

রা চ শু ০ ৩।২০ ফলম্ ।

শত্রুনাশং ধনারোগ্যং রাজবল্লভমেব চ ।
চন্দ্রপ্রত্যস্তরে শুক্রে করোতি বিবিধং ধনম্ ॥

রা চ রা ০।২।১০ ফলম্ ।

বহিঃশত্রুভয়ং নিত্যং রোগং শোকং ভয়ং সদা ।
রাজপীড়াং ত্রণং তত্র চন্দ্রপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥
বাহোর্দিশায়াং মঙ্গলস্তান্তরে প্রত্যস্তর্দিশাফলম্ ।

রা ম ম ০।০।২৬।৪০ ফলম্

বিশ্বশত্রুভয়ং তত্র রাজভীতি পনক্ষয়ম্ ।
জায়তে রাজপীড়া চ স্বীয়প্রত্যস্তরে কুজে ॥

রা ম বু ০।১।১৮ ফলম্ ॥

নানাসুখমবাপ্নোতি রাজবল্লভমেব চ ।
ধনং ধান্তং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যস্তরে বুধে ॥

রা ম শ ০।১।২ ফলম্ ।

চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং ধনহানিষ্ঠ জায়তে ।
কণ্ডুরোগং ত্রণং তত্র ভৌমপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

রা ম বু ০।১২৩২০ ফলম্ ।

পুণ্যাপত্যং ধনং ধাত্বং রাজসৌভাগ্যমেব চ ।
মঙ্গলিন্দ্রিপরো নিত্যং কুজপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

রা ম রা ০।১৭২০ ফলম্ ।

উষেগং ধনহানিশ্চ কাম্যনাশো ভয়ং ভবেৎ ।
জরাতিসারপীড়া চ কুজপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

রা ম শু ০।১২৮২০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং সুখং প্রীতিং নানাবস্ত্রসমপ্নিতম্ ।
জায়তে নাত্র মন্দেহঃ কুজপ্রত্যস্তরে ভূর্গৌ ॥

রা ম র ০।২১২০ ফলম্ ।

নানারত্নং ধনং সৌখ্যং ভূমিলাভং মহকনম্ ।
অপত্যবহুলং তত্র কুজপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

রা ম চ ০।১১২১৫০ ফলম্ ।

ধনং ধাত্বং সদা মিত্রং শত্রুনাশং মনঃসুখম্ ।
চক্রঃ কবোতি কলাপং কুজপ্রত্যস্তরে দ্বিতঃ ॥
রাহোর্দিশায়াং বৃধস্তাস্তরে প্রত্যহর্দিশাফলম্ ।

রা বু বু ০।৩১২ ফলম্ ।

জরং রোগং তথা পীড়াং বহিঃশক্রভয়ং ভবেৎ ।
স্বীয়প্রত্যস্তরে সৌম্যো কিঞ্চিৎ স্বখমবাপ্নুয়াৎ ॥

রা বু শ ০।২১৮ ফলম্ ।

শ্লেষরোগং নৈরুপীড়াং বিবাদং বদ্ধুতিঃ সহ ।
বিদেশগমনঠেকব বৃধপ্রত্যস্তরে শনৌ ॥

রা বু বু ০।৩২৩২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং ধনলাভঞ্চ রাজবল্লভমেব চ ।
পুত্রলাভং ভবেত্তত্র বৃধপ্রত্যস্তরে গুরৌ ॥

রা বু রা ০।২১২১২০ ফলম্ ।

বন্ধনঞ্চ কুলস্মানং মিথ্যাভিসংশয়ং ভয়ম্ ।
রোগং শোকং জায়তে চ বৃধপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

রা বু শু ০।৪ ৪।৭০ ফলম্ ।

লাভং ধনং তীর্থপুণ্যং বহুপুত্রস্বখাগমম্ ।
কুরুতে দানবাচার্যো! বুধপ্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

রা বু র ০।১।১৫।২০ ফলম্ ।

নানাবিধসুখং বস্ত্রং ভূষণানি প্রজায়তে ।
সৌম্যপ্রত্যস্তরে সূর্য্যঃ কৰোতি বিবিধং সুখম্ ॥

রা বু চ ০।৩।৩০।৪০ ফলম্ ।

শুদ্ধিকণ্টকভীতিঞ্চ জলজং শক্রতো ভয়ম্ ।
ভবেত্তত্র ন মন্দেহো বুধপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

রা বু ম ০।২৬।৪০ ফলম্ ।

বিচক্ষিকা ভবেৎ ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্ ।
বিরোধো জায়তে তত্র বুধপ্রত্যস্তরে কুজঃ ॥
রাঃ হাদ্ শায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্ত শাফলম্ ।

রা শ শ ০।১।১০ ফলম্ ।

বেশ্যাজনাশ্রয়াং সৌখ্যং মনোহুক্ষুলতামিগ্নাং ।
স্বীয় প্রত্যস্তরে মন্দঃ কৰোতি বিবিধং ভয়ম্ ॥

রা শ র ০।২।৪০ ফলম্ ।

দেবতাভিরতং পুণ্যং তীর্থপুতো ভবেদস্ত ।
কাষাসিদ্ধির্জনং লাভং শনিপ্রত্যস্তরে গুণৌ ॥

রা শ রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্ ।

জ্বররোগং ভয়ং জাসং নানাভুঃখং নৃপাশ্রয়ম্ ।
শনেঃ প্রত্যস্তরে রাহৌ বিবিধং জায়তে ধনম্ ॥

রা শ শু ০।২।১৩।২০ ফলম্ ।

বহুশস্ত্রধনৈঃ পূর্ণৌ বস্ত্রঞ্চ ভূষণং ভবেৎ ।
শনেঃ প্রত্যস্তরে শুক্রে নষ্টলাভঞ্চ জায়তে ॥

রা শ র ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ॥

সংশয়ো জায়তে তত্র নানাভুঃখসমম্বিতম ।
অকস্মাদ্দৈবমাপ্নোতি শনেঃ প্রত্যস্তরে রবৌ ॥

রা শ চ ০।১।২০।২০ ফলম্ ।

স্ত্রীদুঃখং চক্ষুরোগঞ্চ চৌরশক্রভয়ং ভবেৎ ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে শ্লেষরোগস্ত জায়তে ॥

রা শ ম ০।০।৩।২০ ফলম্ ।

ধননাশং ব্রণরোগং রাজতো ভয়মেব চ ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে শ্লেষা ভবতি নিশ্চি তম্ ॥

রা শ বু ০।২ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং তথা চাপতাকৌতুকম্ ।
করোতি রৌহিণেষশ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
রাহোদর্শায়াং গুরারন্তরে প্রত্যন্তর্দর্শাফলম্ ।

রা বু বু ০।৪।৬।৪০ ফলম্ ।

বিত্তাদয়ন্তনয়বন্ধুত্বৈরাশ্রী হনৌপ্যাবান্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো স্বীয় প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

রা বু রা ০।২ ২৮।৪০ ফলম্ ।

কলহঃ স্বজনৈঃ সার্কিং মিথ্যাভিশমনং ভবেৎ ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ ব্রণরোগং ধনক্ষয়ঃ ॥

রা বু শু ০ ৪ ২২ ২০ ফলম্ ।

ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শক্রবৃদ্ধিঞ্চ জায়তে ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে অতিক্রামং করোতি চ ॥

রা বু র ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।

অতিক্রামং মনোদুঃখং দেশভ্রমণমেব চ ।
তত্র করোতি মাস্তিষ্ঠো গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

রা বু চ ০।৩।১।২০ ফলম্ ।

ভাৰ্থালাভং স্বপং ভোগং আরোগ্যং বিজয়ং তথা
জায়তে রাজপূজা চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

রা বু ম ০।২।৩।২০ ফলম্ ।

রিপুহানির্ধহং দৌষ্যং পুণ্যপতাং নীহোগতা ।
জায়তে ভূমিপূজে চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

রা বৃ বু ০।৩।২০ ফলম্ ।

লাভং তত্র বিরোধশ্চ ভয়ং সৌখ্যঞ্চ জায়তে ।

শুরোঃ প্রত্যস্তরে সৌম্যো ফলমিঞ্জসমস্থিতম্ ॥

রা বৃ শ ০।২।১৬ ফলম্ ।

অজস্রং অর্থনাশঞ্চ লুপ্তনীতির্মহন্তয়ম্ ।

শুরোঃ প্রত্যস্তরে মন্দে মিথ্যাবাদং ভয়ং ভবেৎ ॥

অথ শুক্রস্ত দশায়াং শুক্রপ্রান্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

শু শু শু ০।০।৮।২২।৩০ ফলম্ ।

স্ত্রীলাভং বাহনাত্যশ্চ পুণ্যং ধনাগমস্তথা ।

শুক্রেপ্রত্যস্তরে স্বীয়ে রাজপূজা স্মৃৎ ভবেৎ ॥

শু শু র ০।৩।৮ ফলম্ ।

অরোগং বিরোধশ্চ বহিশক্রভয়ং ভবেৎ ॥

ভূগোঃ প্রত্যস্তরে স্বর্ঘ্যো বন্ধনং ধনসংশয়ম্ ॥

শু শু চ ০।৬।১৬ ফলম্ ।

নধাননশিরোরোগং কার্য্যনাশশ্চ জায়তে ।

ভূগোঃ প্রত্যস্তরে চক্রে শক্রতো ভয়মেব চ ॥

শু শু ম ০।৪।২।১০ ফলম্ ।

মহোৎসাহী ধনাত্যশ্চ স্বকণ্ঠঃ স্মনাঃ স্বখী ।

লাভো বৈরিবিনাশশ্চ ভূগোঃ প্রত্যস্তরে কুজে ॥

শু শু বু ০।৭।১০।৩০ ফলম্ ।

সর্বত্রবাং ভবেল্লাভং দানদৌখ্যাদিভূষণম্ ।

ভবেস্তত্র ন সন্দেহো ভূগোঃ প্রত্যস্তরে বুধে ॥

শু শু শ ০।৪।২৭ ফলম্ ।

নষ্টলাভং অয়ং বিস্তং মিত্রলাভং স্মৃৎ ভবেৎ ।

ভূগোঃ প্রত্যস্তরে মন্দে দেবভক্তো ভবেন্নরঃ ॥

শু শু ব ০।৮।৫ ফলম্ ।

অপত্যং রাজপূজা চ মনঃপ্রীতিং স্মৃৎ ভবেৎ ।

জায়তে চ দশাশাকে ভূগোঃ প্রত্যস্তরে শুরৌ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

শু শু রা ০।৫।২১।৩০ ফলম্ ।

ব্রণরোগং ভবেৎ জ্ঞানং শিরোরোগশ্চ জায়তে ।
এবং দশা ভূপোঃ পাকো বদা প্রত্যস্তরে তমঃ ॥
শুক্রেস্ত দশায়াং রবেরস্তরে প্রত্যস্তর্দিশফলম্ ।

শু ব র ০।০।২৮ ফলম্ ।

জ্বররোগং মনস্তাপং বন্ধুনাশং ধনক্ষয়ম্ ।
করোতি দিননাশশ্চ স্বীয়প্রত্যস্তরে বদা ॥

শু শু চ ০।১।১৬ ফলম্ ।

খলনং শক্রবৃদ্ধিশ্চ ধনবন্ধুতয়ানি চ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

শু ব ম ০।১।৫ ফলম্ ।

স্বর্ণপ্রবালসৌখ্যানি করোতি বর্দ্ধিতং যশঃ ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে ভৌমে রাজপূজা স্ত্বং ভবেৎ ॥

শু ব বৃ ০।২।৩ ফলম্ ।

ধননাশং মহৎ ক্লেশং রাজোপজব এব চ ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে সৌম্যে করোতি বিবিধং ভয়ম্ ॥

শু ব শ ০।১।১২ ফলম্ ।

রাজভয়ং বন্ধুনাশং জায়তে ধনসংক্ষয়ম্ ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে মন্দে সস্তাপং জায়তে ক্রবম্ ॥

শু ব বৃ ০।২।১ ফলম্ ।

ধর্ম্মার্থ-লৌখলাভঞ্চ রাজপূজা স্ত্বং ভবেৎ ।
রবেঃ প্রত্যস্তরে জীবে বস্ত্রভূষণতৎপরঃ ॥

শু ব রা ০।১।১৯ ফলম্ ।

শোকঞ্চ ধননাশঞ্চ বহিশক্রভয়ং তথা ।
বাহুঃ করোতি সততং রবেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

শু ব শু ০।২।১৭।৩০ ফলম্ ।

বিষমকার্ধলাভঞ্চ জিয়া মুক্তঞ্চ ভূষণম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যস্তরে ভূপৌ ॥

সুক্রশ দশায়াং চন্দ্রশাস্ত্রে প্রত্যস্তর্দশাফলম ।

শু চ চ ০।৪।২০ ফলম্ ।

সম্মাননাশো রোগঞ্চ কার্যানাশচ নিত্যশঃ ।

স্বীয়প্রত্যস্ত্রে চন্দ্রে জ্ঞানীনাশো নিয়তং ভবেৎ ॥

শু চ ম ০।২।২।২৭।৩০ ফলম্ ।

রোগশোকং চক্ষুঃপীড়া চৌরশক্রভয়ং ভবেৎ ।

ধনহানিস্তথা দুঃখং চন্দ্রপ্রত্যস্ত্রে কুক্ষঃ ॥

শু চ বু ০।৭।৭ ৩০ ফলম্ ।

গোৎসৈঃ পরিপূর্ণশ নানাশুখসমাপ্রয়ঃ ।

ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্রপ্রত্যস্ত্রে বুধে ॥

শু চ শ ০।৩।১৫ ফলম্ ।

কলহং বাক্ত্রভীতিশ্চ রোগশোকং দদাতি চ ।

বন্ধুবিচ্ছেদবৈক্যবিধোঃ প্রত্যস্ত্রে শনৌ ॥

শু চ বু ০।৫।২৫ ফলম্ ।

ধনধাত্ত্বঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্ ।

যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যস্ত্রে শুক্রঃ ॥

শু চ রা ০ ৪ ২ ৩০ ফলম্ ।

বন্ধনং রাজভাতিঞ্চ ধননাশং পরাক্রমম্ ।

ত্রণজরং ভবেন্নিত্যং বিধোঃ প্রত্যস্ত্রে তমঃ ॥

শু চ শু ০ ৬।১২।৩০ ফলম্ ।

সৌখ্যং ধনসমায়োগং নিত্যং সুখসমাপ্রয়ঃ ।

স্বর্ণধনং প্রাপ্যতে চ বিধোঃ প্রত্যস্ত্রে কুর্গৌ ॥

শু চ র ০।২।১০ ফলম্ ।

প্রাপ্নোতি ধনধাত্ত্বঞ্চ নানাশুখসমাপ্রয়ম্ ।

গবাদিলাভদঙ্ঘটৌ বিধোঃ প্রত্যস্ত্রে রবৌ ॥

সুক্রশ দশায়াং মঙ্গলশাস্ত্রে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

শু ম ম ০।১৬।৪০ ফলম্ ।

স্বপ্নভাগ্যমবাপ্নোতি উৎসাহী ধনধাত্ত্বকম্ ।

মিঃলাভকরশৈব স্বীয়প্রত্যস্ত্রে স্থিতঃ ॥

শু ম বু • ০।২।২৪ ফলম্ ।

পরমৈশ্বর্যমতুলং রাজসমানমেব চ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে সৌম্যে নষ্টপ্রাপ্তির্ভবেদ্রবম্ ॥

শু ম বু • ০।১।২৬ ফলম্ ।

চৌরশক্রভয়ং নিত্যং ধননাশচ জায়তে ।
কুজপ্রত্যাস্তরে মন্দ্রে ধ্রুং সংশয়মেব চ ॥

শু ম বু • ০।৩।৩২০ ফলম্ ।

বস্ত্রভূষণসৌখ্যঞ্চ দেবত্রাঙ্গণপূজনম্ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে জীবে বহুপুল্লসুখং ভবেৎ ॥

শু ম রা • ২.৫।২০ ফলম্ ।

কার্যার্থনাশমুদ্বৈগং কুরুতে ধনসংকয়ম্ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে রাহৌ ত্রণরোগমসংশয়ম্ ॥

শু ম শু • ০।৩।১২।৪০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং সুখং প্রীতিঃ কন্থাজননমেব চ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে শুক্রে লাভং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥

শু ম র • ০।১।৭।২০ ফলম্ ।

রোগবৃদ্ধির্ধনং ধাত্ত্বং লাভং মিত্রবিবর্দ্ধনম্ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে সুধৌ প্রসাদং রাজতো ভবেৎ ॥

শু ম চ • ০.২।২।১৪।৪০ ফলম্ ।

আরোগ্যসুখমাপ্নোতি জয়ং লাভং ধনাগমম্ ।
কুজপ্রত্যাস্তরে চন্দ্রে কুটৌ মনসি জায়তে ॥
শুক্রে দশায়াং বুধপ্রত্যাস্তরে প্রত্যাস্তর্দশাফলম্ ॥

শু বু বু • ০।৫।২৮।৩০ ফলম্ ।

ধনধাত্ত্বসুখারোগাং তথা মিত্রবিবর্দ্ধনম্ ।
করোতি চন্দ্রঃশুক্র স্বীয়প্রত্যাস্তরে যদা ॥

শু বু শ • ০।৩।১২ ফলম্ ।

বাতল্লৈমকৃত্য পীড়া বিবাদো বহুভিঃ সহ ।
বিদেশগমনঠৈঃ বুধপ্রত্যাস্তরে শনৌ ॥

শু বু বু • ৩১৮২০ • ফলম্ ।

ব্যাধিশক্রভয়েন্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ ।
শভেদুর্ভাধ্যাং স্পুল্লক বৃধপ্রত্যস্তরে শুর্বো ॥

শু বু রা • ১৪১৮৫০ • ফলম্ ।

বন্ধুনাশং যুধাবাদং দেশত্যাগক বন্ধনম্ ।
করোতি চ মহদুঃখং বৃধপ্রত্যস্তরে তমঃ ॥

শু বু শু • ১৭১৮১০ • ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুপুল্লক রাজসন্মানমেব চ ।
কুরুতে দানবাচাৰ্য্যো বৃধপ্রত্যস্তরে ষদা ॥

শু বু ব • ১২১২০২০ • ফলম্ ।

নানাবিধসুখপ্রাপ্তির্কিনধান্নসমাগমম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো বৃধপ্রত্যস্তরে রবৌ ॥

শু ব চ • ১৫১৮১৪ • ফলম্ ।

শক্রপীড়া মহৎ কষ্টং শৃঙ্গিশচ ভয়ং ভবেৎ ।
জরক জায়তে নিত্যং বৃধপ্রত্যস্তরে বিধৌ ॥

শু বু ম • ১৩১০১০ • ফলম্ ।

জরাতিশারোগশ্চ নানাদুঃখসমষ্টিতম্ ।
করোতি ভূমিকস্ত্র প্রত্যস্তরে বৃধশ্চ চ ॥
শুক্ৰশ দশায়াং শনেরস্তরে প্রত্যস্তর্দশাফলম্ ।

শু শ শ • ১২১১০ • ফলম্ ।

মিজলাভং শক্রনাশং বিভলাভং মহোদয়ম্ ।
কুশলক ভবেন্নিত্যং স্বীয়প্রত্যস্তরে শনৌ ॥

শু শ বু • ৩১২১৪০ • ফলম্ ।

দেবতাভিরতঃ প্রীতির্কিনধান্নং সুখাধিতম্ ।
কুরুতে দেবমস্ত্রী চ শনেঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

শু শ রা • ১২১২১৪০ • ফলম্ ।

রাজভীতিং জয়ং দুঃখং ধননাশশ্চ জায়তে ।
শনেঃ প্রত্যস্তরে রাহৌ বিবাহো শক্রতো ভয়ম্ ॥

জ্যোতিষ-রত্নাকর

শু শ শু ০৪৮৮২০ ফলম্ ।

ধনবন্ধুঘনঃসৌখ্যং মানভূষণমেব চ ।
দদাতি ভৃগুজন্তুর শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতং ॥

শু শ র ০১১১৬৪০ ফলম্ ।

পয়দাররতো নিত্যং সংশয়ো ধনসংক্ষয়ম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

শু শ চ ০৩৩৩২০ ফলম্ ।

শ্রীনাশং রোগশোকঞ্চ ধননাশো মনঃক্ষতিম্ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

শু শ ম ০১২৮১২০ ফলম্ ।

ত্রণরোগং রাজভীতিং ধননাশচ জায়তে ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্ ॥

শু শ বু ০৩৩১৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিদ্যয়ং রাজ্যং বহুবিভানি সৌমজঃ ।
করোতি স্বাদয়ং লোকে শনেঃ প্রত্যন্ততে বুধে ॥
শুক্রে দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্

শু বু বু ০১১১১৪০ ফলম্ ।

রাজপ্ৰীতিং স্বখং প্ৰীতিং কল্মাঙ্জনমেব চ ।
করোতি দেবপূজ্যশ্চ স্বীয়প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

শু বু বা ০৫৫১১০ ফলম্ ।

মিথ্যাবাদং রোগশোকং বন্ধনঞ্চ প্রজায়তে ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে বাহৌ নানাভুঃখং ধনক্ষয়ম্ ॥

শু বু শু ০৮৩৩৫০ ফলম্ ।

ধননাশং শ্রীবিয়োগং কলহো বন্ধুভিঃ সহ ।
কুরুতে দানবাচাৰ্থ্যো গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

শু বু র ০২২৮৪০ ফলম্ ।

বহুধনং স্বখং প্ৰীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ কার্ধ্যসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥

শু বৃ চ ০৫১২৭১২০ ফলম্ ।

ভোগভার্যাসমায়ুক্তং রোগশোকং তথা ভবেৎ ।

শুরোঃ প্রত্যস্তরে চন্দ্রে নানাস্বধনাগমম্ ।

শু বৃ ম ০৩০২০১৫০ ফলম্ ।

রিপুহানিঃ স্বখকৈব প্রীতিজননমেব চ ।

শু বৃ বু ০৬১১২১৩০ ফলম্ ।

স্বখসৌভাগ্যযুক্তঞ্চ শত্রুহানিস্ততা ভবেৎ ।

মিত্রালাপং বুধস্তত্র শুরোঃ প্রত্যস্তরে স্থিতঃ ॥

শু বৃ শ ০৪১১৩ ফলম্ ।

ধনহানিলুপ্তনীতিব্যয়নাগমনেহপি চ ।

কুরুতে রবিজস্তত্র শুরোঃ প্রত্যস্তরে ষদা ॥

রবির দশার অন্তর্দশা

রাজদণ্ড, মনস্তাপ, প্রবাস, বন্ধনভয় ।

আরোগ্য, শত্রুনাশ, বিস্তলাভ, সুখোদয় ।

কমতা, গৌরব, মাত্ত, ধনধান্যরত্নযোগ ।

দৈন্ত, দুঃখ, কর্মহানি, বিচলিকা-রোগভোগ ।

অত্যহিত, রাজপীড়া, ধৈর্য-বীর্ঘ্য-ধনক্ষয় ।

আরোগ্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, ধর্মার্থ-বিশ্বাস, জয় ।

রোগ, শোক, শকা, মৃত্যু, মহাহঃখ, বিত্তনাশ ।

শিরঃপীড়া, অতিসার, গুল, জ্বর, দেহনাশ ।

চন্দ্রের দশার অন্তর্দশা

চচ	সু-সম্পত্তি, বশোবৃদ্ধি, শান্তি, নারীমত্নলাভ ।
২।১।০	
চম	বক্তপিত্ত আদি রোগ, চৌরভীতি, দেহক্লেশ ।
১।১।১০	
চা	প্রভূষ, সুখ, সম্পত্তি, অশ্ব-ধেহু-গজ-লাভ ।
১।১।১০	
চখ	বুদ্ধিক্রয়, সুকৃত্তেদ, অত্যাহিত, অমঙ্গল ।
১।৪।২০	
চঘ	ধন, ধর্ম, দয়া, সুখ, অলঙ্কার-বস্ত্রলাভ ।
২।৭।২০	
চগ	রোগ, শোক, অতি দুঃখ, বন্ধুনাশ, ধনক্ষয় ।
১।৮	
চঙ	ধন-খাত্ত, রত্ন-মণি, কামিনী-কাঞ্চনলাভ ।
২।১।১	
চজ	মহৈশ্বর্য, রাজপূজা, পীড়া শান্তি, শত্রুক্রয় ।
০।১০।০	

মঙ্গলের দশার অন্তর্দশা

মম	অগ্নিদাহ, মেহপীড়া, বিবাদ বাহুবসহ ।
০।৭।৩।২০	
মবু	} রোগ, তাপ, নৃপ, -শূদ্রী-তন্দ্র-অরাতিভয় । (মতান্তরে)
১।৩।৩।৩০	
মশ	অতুল ঐশ্বর্য, সুখ, নানাবিধ সুখাশ্রয় ।
০।৮।২।২৩।৪	মনস্তাপ, বিতনাশ, পীড়া, তাপ, বহুভয় ।
মঘ	তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্রিয়া, রাজপূজা, রাজভয় ।
১।৪।২৩।৪	

ଉଷେଗ, ବନ୍ଧନ, ଭୟ, ଅର୍ଥହାନି, କାର୍ଯ୍ୟାନାଶ

ବ୍ୟାଧି-ଅକ୍ଷ-ନୂପ-ଭୀତି-ଉପଦ୍ରବ ; ଅର୍ଥକ୍ଷୟ ।

(ମତାନ୍ତରେ)

ବହୁବନ୍ଧ, ବରନାରୀ, ଧନବୃଦ୍ଧି, ଅଧୋଦୟ ।

ମଦବୃଦ୍ଧି, ରାଜପୂଜା, ଶ୍ରୀ-ସମ୍ମତ, ବିବିଧ ଲାଭ ।

ଆରୋଗ୍ୟ, ମୈତ୍ରାଣ୍ୟ, ଅଧ, ବହୁରତ୍ନ, ଧନଲାଭ ।

—
ବୃଦ୍ଧେର ଦଶାର ଅସ୍ତୁର୍ଦ୍ଦଶା

ମୈତ୍ରାଣ୍ୟ, ବିପୁଲବିକ୍ର, ଧର୍ମବୃଦ୍ଧି, ଅଧୋଦୟ ।

ବାତଲେଞ୍ଜା, ବହୁତ୍ରୋହ, ପ୍ରବାସାଦି ମହାକ୍ଳେଶ ।

ଅକ୍ଷମୂଳା-ଭୟ-ତ୍ରାଣ, ପୁତ୍ରଲାଭ, ଧନାମୟ ।

ମନଃତାପ, ମିତ୍ରଲାଭ, ମହାକଟ, ଧନକ୍ଷୟ ।

ଧର୍ମେ, ରତ୍ନେ, ଧନେ, ପୁତ୍ରେ—ସର୍ବତ୍ର ମୈତ୍ରାଣ୍ୟମୟ ।

ମରାଧନ, ମୈତ୍ରାଣ୍ୟ, ସମା, ଅର୍ବଣ, ବାହନତୋଗ ।

ମହାବୃଦ୍ଧି, ମହାବିକ୍ର, ଅକ୍ଷଭୟସମ୍ବିତ ।

ମିତ୍ରାଣ୍ୟ, ମିତ୍ର-ମୂଳା, କ୍ରୋଧ, ଉଦ୍ଧରଣ ।

—

শনির দশার অন্তর্দশা

শশ ০১১১৩১০	নিগৃহীত, ঋণবৃত্তি, প্রবাস, মিত্রার্থক্ষয় ।
শবু ১১২৩১২২	সম্পত্তি, দেবতাস্মরক্তি, শান্তি, শত্রুবিনাশন ।
শরা ১১১১০১০	অগ্নিদাহ, সূহৃৎসয়, বন্ধুঘেব, দূরগতি ।
শত ১১১১১০১০	সম্পত্তি, সুখ, সৌভাগ্য, ভাৰ্য্যাবিত্তসমম্বতি ।
শর ০১৩১২১০	ধন-পুত্র-বলক্ষতি, প্রাণাস্ত্রহুঃখবর্জন ।
শচ ১১১৪১২০১০	কোপ, রোগ, মিত্রদ্রোহ, কলহ, জীবনাত্যয় ।
শম ০৮২৬১৪০	ক্ষতি, ব্যাধি, দেহত্যাগ, নানাহুঃখসমম্বিত ।
শব ১১৬২১৪০	অপত্য, সমৃদ্ধি, বিত্ত, আরোগ্য, সুখ, সম্মান ।

বৃহস্পতির দশার অন্তর্দশা

বৃশ ০১৫১৩১২০	সৎপুত্র, সুখ্যাতি, তপঃ, পৌরুষ, সুখ, বাহন ।
বরা ২১২১১০১০	রাজপীড়া, মনস্তাপ, অকণ্ডায়, বন্ধন ।
বৃশ ০১৮১০১২	মিত্রহানি, ভাৰ্য্যানাশ, শত্রু-ব্যাধিসমাকুল ।
বৃষ ০১১১০১২০	} সুভাৰ্য্যা, রাজবল্লভ, বহুমিত্র, বহুধন । (মতান্তরে)
১১৩১২৬১৪০	
বৃচ ২১৭১২১০	শত্রুপীড়া, রোগ, হুঃখ, উষেগ, বধ, বন্ধন । জীলাভ, রাজসম্মান শত্রুপীড়াবিবজ্জিত ।

ବୃମ	ରୋଗ, ଭୋଗ, ଚିପୁହସ୍ତା, ମୂଳବନ୍ଧାମଦନ ।
୧୮୮୨୬୮୦	
ବୃ ବୁ	ସୁହାସୁସ୍ତ, ସୁଧୀ-ହୁଧୀ, ମନଜ୍ଞ, ଦେବତାର୍ଚ୍ଚନ ।
୦୧୧୧୨୬୮୦	
ବୃଶ	ବେଶାନ୍ତ୍ରୀତ, ବିଷ୍ଣୁହୀନ, ନିରନ୍ତର ଲୁପ୍ତଧର୍ମ ।
୧୮୯୨୧୨୦	



ରାହୁର ଦଶାର ଅକ୍ଷୁର୍ଦ୍ଦଶା

ରାଶୁ	}	ବକୁ-ବିଷ୍ଣୁ-ନାଶୀ-ନାଶ, ଚିପୁ-ରୋଗ ଭୟକର ।
୧୮୦୦୧୦		ମିତ୍ରପ୍ରିତି, ବିଜୟମିତ୍ର, ଜ୍ଞାନୀଭା, ବିଷ୍ଣୁକର୍ମ : (ମତାନ୍ତରେ)
୨୧୮୧୦୧୦		କୃଦେହ, ଚକ୍ରଭାର୍ଯ୍ୟା, ଶିରଃଶିଖା, ବକୁଭୟ ।
ରାସ		ଅର୍ଥନାଶ, ମନସ୍ଥାପ, ବ୍ୟାଧି, ଶକ୍ତ ସୁଦାମ୍ବନ ।
୦୧୮୧୦୧୦		
ରାଚ		କୃମତି, କଳହ, କ୍ଳେଶ, ବକୁହାନି, ଧନକ୍ଷତି ।
୧୮୮୧୦୧୦		
ରାମ		ବିଷଭୟ, ଅଜ୍ଞଭୟ, ଧନରହେ ଚୋରଭୀତି ।
୦୧୧୦୧୨୦୧୦		
ରାବୁ		ବିଦେଷ, କଳହ, କ୍ଷୁଧା, ଶିଖା କଫପିତ୍ତକୃତ ।
୧୧୧୦୧୨୦୧୦		
ରାଶ		ବେଶାନ୍ତ୍ରୀତ, ବିଷ୍ଣୁହୀନ, ବାହୁବନହ ବୈରୀତା ।
୨୧୧୧୧୦୧୦		
ରାବୁ		ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଆରୋଗ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ନାନାଧର୍ମ-ସମନ୍ବିତ ।
୨୧୧୧୧୦୧୦		

କ୍ରମେର ଦଶାର ଅକ୍ଷୁର୍ଦ୍ଦଶା

କ୍ରମ	ନୀତି, କୀର୍ତ୍ତି, ମର୍ଦ୍ଦାଲୋଭ, ବନିତା-ଭୋଗବର୍ଦ୍ଧନ ।
୦୧୧୧୧୦୧୦	
କ୍ରମ	ତୀବ୍ର, ବ୍ରଣ, ଅକ୍ଷିଶିଖା, ତନ୍ତ୍ରାମିତ୍ର, ମହନ୍ତର ।
୧୧୨୧୧୦୧୦	

সুচ	নখ-দন্ত-শিরপীড়া, সর্কজ্ব কলহ, কতি ।
২।১১।০।	
সুম	ভূমি-নারী-খন-যুক্ত, প্রোংলাহী, নিয়ত স্থখী ।
১।০২০।৭	
সুবু	পুষ্টি, স্বতি, খ্যাতিবৃদ্ধি, লৌভাগ্যস্থখমংযুক্ত ।
৩।০২।০।	
সুল	শক্রনাশ, স্থহজ্ঞাত, চৌরতয় ।
১।১১।১০।	
স্বব	ভাগ্য, প্রীতি, দ্রতলাভ, কস্তা-মিত্রসম্বিত ।
৩।৮।২০।	
সুরা	কুমতি, দুর্ভাগ্য, বৈশ্র, সম্পর্ক অন্ত্যজসহ ।
২।৪।০।	

অস্তর্দশারিষ্ট। কোন পাপগ্রহের দশাতোগের সময় যদি অন্ত পাপ-গ্রহের অস্তর্দশা উপস্থিত হয়, আর ঐ অস্তর্দশাধিপতি যদি দশাধিপতি শুরু হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের মৃত্যু ঘটে। আর যদি মিত্র হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের জীবনমংশয় পীড়া হইয়া থাকে।

সত্যাচাখোর মতে লগ্নাধিপতি গ্রহের দশাকালে যখন তাহার শক্রগ্রহের অস্তর্দশাকাল উপস্থিত হয়, তখনই জাতকের মৃত্যু সম্ভব।

রিষ্টভঙ্গযোগ। দশা বা অস্তর্দশার প্রবেশ সময়ে ঐ দশাধিপতি বা অস্তর্দশাধিপতি গ্রহ যদি বলবান থাকে, অথবা যদি কোন শুভগ্রহের সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত বা কোন শুভ বা অধিমিত্র গ্রহের নবাংশস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের জীবন সংশয় পীড়া হইবে মাত্র, মৃত্যু হইবে না।

যে কোন নক্ষত্রের প্রথম পাশে প্রথম ক্ষণে জাতকের জন্ম হইলে, যে গ্রহের দশা জন্মদশা হয় ও তাহার বত দিন ভোগ হয় এবং যে যে গ্রহ বতদিন পরিমাণে তৎপরে তাহার জীবনকালে দশা ভোগ করে, শিক্ষার্থীগণের সুখবোধের জন্য নিম্নে তাহার নাক্ষত্রিকী দশাচক্র অঙ্কিত ও প্রকাশিত হইল। জন্মনক্ষত্রের বত দণ্ডপল ভুক্ত হইবার পর জাতক ভূমিষ্ঠ হইবে, জন্মদশায় চক্রলিখিত ভোগপরিমাণ হইতে তত পরিমিত দশাকালে অন্তর করিয়া লইলেই সুস্বরূপে দশা নির্ণয় হইবে।

নাক্ষত্রিকী দশাচক্র

১ অধিনী	২ জরনী	৩ কৃত্তিকা	৪ বোধিনী
সু ১০৬	সু ৫৩	র ৬	র ৪
র ১৩৬	র ১১৩	চ ২১	চ ১২
চ ৩১৬	চ ২৩৩	ম ২২	ম ২৭
ম ৩২৬	ম ৩৪৩	বু ৪৬	বু ৪৪
বু ৫৬৬	বু ৫১৩	শ ৫৬	শ ৫৪
শ ৬৬৬	শ ৬১৩	বৃ ৭৫	বৃ ৭৩
বৃ ৮৫৬	বৃ ৮০৩	রা ৮৭	রা ৮৫
রা ৯৭৬	রা ৯২৩	সু ১০৮	সু ১০৬
৫ মৃগশিরা	৬ আর্দ্রা	৭ পুনর্বসু	৮ পুষ্যা
র ২	চ ১৫	চ ১১৩	চ ৭৬
চ ১৭	ম ২৩	ম ১২৩	ম ১৫৬
ম ২৫	বু ৪০	বু ৩৬৩	বু ৩২৬
বু ৪২	শ ৫০	শ ৪৬৩	শ ৪২৬
শ ৫২	বৃ ৬২	বৃ ৬৫৩	বৃ ৬১৬
বৃ ৭১	রা ৮১	রা ৭৭৩	রা ৭৩৬
রা ৮৬	সু ১২০	সু ৯৮৩	সু ৯৪৬
সু ১০৪	র ১০৮	র ১০৪৩	র ১০০৬
৯ অশ্লেষা	১০ মঘা	১১ পূর্বা-ফ	১২ উত্তর-ফ
চ ৩৯	ম ৮	ম ৫১৪	ম ২৮
ম ১১৯	বু ২৫	বু ২২১৪	বু ১২৮
বু ২৮৯	শ ৩৫	শ ৩২১৪	শ ২৯৮
শ ৩৮৯	বৃ ৫৪	বৃ ৫১১৪	বৃ ৪৮৮
বৃ ৫৭৯	রা ৬৬	রা ৬৩১৪	রা ৬০৮
রা ৬৯৯	সু ৮৭	সু ৮০১৪	সু ৮১৮
সু ৯০৯	র ৯৩	র ৯০১৪	র ৮৭৮
র ৯৬৯	চ ১০০৮	চ ১০৫১৪	চ ১০২৮

১৩ হস্তা	১৪ চিত্রা	১৫ স্বাতী	১৬ বিশাখা
বু ১৭	বু ১২৯	বু ৮৬	বু ৪১০
শ ২৭	শ ২২৯	শ ১৮৬	শ ১৪১০
সু ৪৬	সু ৪১৯	সু ৩৭৬	সু ৩০১০
রা ৫৮	রা ৫৩৯	রা ৪২৬	রা ৪৫১০
কু ৭২	কু ৭৪৯	কু ৭০৬	কু ৭২১০
র ৮৫	র ৮০৯	র ৭৬৬	র ৭২১০
চ ১০০	চ ৯১৯	চ ৯১৬	চ ৮৭১০
ম ১০৮	ম ১০৩৯	ম ৯২৬	ম ৯৫১০
১৭ অম্বরাধা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২১ মূলা	২০ পূর্বিষাঢ়া
শ ১০	শ ৬৮	শ ৩৪৪	বু ১২
বু ২২	বু ২৫১৮	বু ২২২৪	রা ৩১
রা ১৪	রা ৩৭৮	রা ৩৪৪৪	কু ৫২
কু ৬২	কু ৫৮৮	কু ৫৫৪৪	র ৫৮
র ৬৮	র ৬৪৮	র ৬১৪৪	চ ৭৩
চ ৮০	চ ৭৯৩	চ ৭৬৮	ম ৮১
ম ৯১	ম ৮৭৮	ম ৮৪৪৪	বু ৯৮
বু ১০৮	বু ১০৪১৮	বু ১০১৪৪	শ ১০৮
২১ উত্তরাষাঢ়া	২২ শ্রবণা	২৩ ধনিষ্ঠা	২৪ শতভিষা
বু ১৪১৩	বু ৭১১১৫	রা ১২	রা ৮
রা ২৬১৩	রা ১২১১১৫	কু ৩৩	কু ২৯
কু ৪৭১৩	কু ৪০১১১৫	র ৩২	র ২৯
র ৫৩১৩	র ৪৬১১১৫	চ ৫৪	চ ৫০
চ ৬৮১৩	চ ৬১১১১৫	ম ৬১	ম ৫৮
ম ৭৬৩	ম ১২১১১৫	বু ৭২	বু ৭৫
বু ৯৩১৩	বু ৮২১১১৫	শ ৭২	শ ৮৫
শ ১০৩৩	শ ৯৩১১১৫	বু ১০০	বু ১০৪

২৫ পূর্ব-ভা	২৬ উত্তর-ভা	২৭ যেবর্তী
রা ৪	শু ২১	শু ১৫।২
শু ২৫	র ২৭	র ২১।২
র ৩১	চ ৪৩	চ ২০
চ ৪৬	ম ৫০	ম ৭৪।২
ম ৫৪	বু ৭৭	বু ৬১।২
বু ৭১	শ ৭৭	শ ৭১।২
শ ৮১	র ৯৮	র ৯০।০
র ১০০	বা ১০৮	বা ১০২।২

জন্মনক্ষত্রের ষত দণ্ডপল অতীত হইলে জাতকের জন্ম হইবে, জন্মদশার লিখিত পরিমাণ হইতে তত পরিমিত কাল অন্তরিত করিলে উল্লিখিত দশাগত বয়ঃক্রমের বৈরূপ তারাতম্য ঘটে, তাহা সাধন করিয়া লইবে।

নিত্যদশা

গর্গ প্রভৃতি মহামতি মহর্ষিগণ যে অতি সামান্য সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বনে জাতকের নিত্যদশা অর্থাৎ প্রতিদিনের সাধারণ শুভাশুভ ফল গণনা করিতেন, শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের বিনোদনের জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

ষে দিবসের দশা গণনা করিবে, সেই দিবসের তিথির অক্ষ, বাবের অক্ষ ও নক্ষত্রের অক্ষ এবং ষাহার দশা গণনা করিলে, তাহার জন্মনক্ষত্রের অক্ষ, এই চারি অক্ষের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে ষাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ১এ রবি, ২এ চন্দ্র, ৩এ মঙ্গল, ৪এ বুধ, ৫এ শনি, ৬এ বৃহস্পতি, ৭এ রাহু এবং ৮ বা ০ সংখ্যায় শুক্রের দশা বলিয়া জানিবে।

রবির দশা হইলে সেই দিন বিভ্রাণাশ, চন্দ্রের হইলে ধর্ম ও অর্থলাভ, এইরূপে মঙ্গলের অস্ত্রাবাত, বুধের সম্পদ, শনির মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির সম্পত্তি, রাহুর বন্ধন ও শুক্রের সর্বস্বত্ব দশাফল, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

(প্রকারান্তরে)

জন্মনক্ষত্রের অক্ষকে ৪ দিয়া গুণিত করিয়া, ঐ গুণফলের সহিত ইষ্ট দিবসের বার ও তিথির অক্ষ যোগ করিবে, যোগফলের অক্ষকে '৯' দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে রবি, যদি ২ থাকে, তবে চন্দ্র। এইরূপে

৩এ মঙ্গল, ৪এ রাহু, ৫এ বৃহস্পতি, ৬এ শনি, ৭এ বুধ, ৮এ কেতু, ৯ বা ০ সংখ্যায়
ঐ দিবসের শুক্র দশাধিপতি জানিবে।

রবির দশায় শোক অথবা ক্লেশ, চন্দ্রের দশায় শৌর্ধ্য ও মনোরথসিদ্ধি, মঙ্গলের
অস্বাধিভয়, রাহুর অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির সৌভাগ্য, শনির ধনক্ষয়, বুধের পুণ্যক্রিয়া,
কেতুর কার্যনাশ এবং শুক্রের দশায় শৌর্ধ্যলাভ ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

এই গণনায় যে দিনে ষতক্ষণ তিথি থাকে, দশাফলও ততক্ষণ থাকে ; তিথির
ক্ষয় হইলে দশাফলেরও ক্ষয় হয়।

ডিম্বচক্র

জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত থাকেন, সেই নক্ষত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া
যে প্রক্রিয়া দ্বারা জাতকের পরমায়ু ও চরিত্রাদির স্থূল বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়,
তাহাকে “ডিম্বচক্র” কহে। ডিম্বচক্রের নির্মাণ ও গণনাপ্রথা নিম্নে প্রকটিত
হইল :—

প্রথমে একটি মানবাকার মূর্তি অঙ্কিত কর। জন্মসময়ে যে নক্ষত্রে রবি
অবস্থিত, ছিলেন, সেই নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রতিমূর্তির মস্তকে ৩,
মুখে ৩, স্বক্ষে ১, বাহুতে ২, হস্তে ২, বক্ষে ৬, নাভিতে ১, গুহে ১, জাহুতে ৪
ও পদতলে ৪, পর পর নক্ষত্র স্থাপিত কর। যদি কোন জাতকের জন্মকালে
অশ্বিনী নক্ষত্রে রবি থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত জাতকমূর্তির অঙ্গগত নক্ষত্র
অবলোকন কর।

মস্তকে ১।২।৩

মুখে ৪।৫।৬

দক্ষিণস্বক্ষে ৭

দক্ষিণবাহুতে ২

দক্ষিণহস্তে ১১

হৃদয়ে ১৩ হইতে ১৭

দক্ষিণজাহুতে ২০।২১

দক্ষিণপদে ২৪।২৫



বামস্বক্ষে ৮

বামবাহুতে ১০

বামহস্তে ১২

নাভিতে ১৮

গুহে ১২

বামজাহুতে ২২।২৩

বামপদে ২৬।২৭

একশে জাতকের জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্মসময়ে চন্দ্র অবস্থিত ছিলেন, তাহা কোন অঙ্গে পতিত হইল, দেখ। যে অঙ্গে উক্ত নক্ষত্র পতিত দেখিবে, জাতক সেই অঙ্গ-নির্দিষ্ট * পরমায়ু ও চরিত্রাদি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। অঙ্গনির্দিষ্ট ফল যথা—

অথ জাতচক্রম্

যশ্মিন্নক্ষ্রে বসেদভানুস্তদাদি ত্রীণি মন্তকে ।
মুখে ত্রীণি তথা দ্বৈ দ্বৈ ঋদ্ধয়োর্ভূজয়োৰুভে ॥
দ্বৈ হস্তয়োঃ পঞ্চ হৃদি নাভাবেকং তথা গুদে ।
তথা জানুযুগে দ্বৈ দ্বৈ পাদয়োর্জলধিং চাসেং । ১

অস্য ফলম্

চরণক্ষে'য়ু যো জাতঃ সোহল্লায়ুর্ভবতি প্রিয়ে ।
জানুনোত্র'মণাসক্তো গুহে স্যাৎ পারদারিকঃ ॥
নাভৌ স্বল্পধনো দেবি, হৃদয়ে স্যান্নহাধনী ।
পাশ্যোর্জাতো ভবেচ্চৌরো ভূজয়োহ'খভাজনঃ ।
মূর্দ্ধিা রাজা ভবেদেবি, বালানাং জন্মতঃ ক্রমাৎ ॥ ২

অর্থাৎ চরণে জন্মনক্ষত্রে অল্লায়ু, জানুতে ভ্রমণকারী, গুহে পারদারিক, নাভিতে অল্পধনী, হৃদয়ে অতিশয় ধনবান্, হস্তে চৌর, বাহুতে গুপ্তী, ঋদ্ধে ভোগবান্, মুখে ধার্মিক এবং মন্তকে রাজা হইয়া থাকে ।

মুখে শীর্ষে শতং বর্ষং নবতিঃ ঋদ্ধয়োর্দ্ব'য়োঃ ।
পঞ্চাশীতেহ'দি প্রোক্তো হস্তয়োঃ সপ্ততিঃ ক্রমাৎ ॥
বাহ্বোঃ ষট্‌ষষ্টিবর্ষাণি গুহে ষট্‌ষষ্টিকা ক্রমাৎ ।
পঞ্চাশৎ জানুনোঃ পাদে নির্ধনশ্চাল্লজীবনঃ ॥ ৩

জন্মনক্ষত্র জাতচক্রের মন্তকে ও মুখে দৃষ্ট হইলে ১০০ বৎসর, ঋদ্ধে দৃষ্ট হইলে ২০, হৃদয়ে ৮৫, হস্তে ৭০, বাহু ও গুহে ৬৬ এবং জানুতে ৫০ বৎসর আয়ু জানিতে হয় ।

মন্তক । + ১০০ । নামারত্ন-ছত্র-বস্ত্র-রাজভোগসমপ্লিত ।
মুখ । ১০০ । বক্তা, ভোক্তা, দিব্যকান্তি, সুপ্রকৃতি, স্নেহবান ।

* লগ্নগত গ্রহগণের বলাবলানুযায়ী নির্দিষ্ট ফলের তারতম্য হইবে ।
+ অঙ্গের পার্শ্বস্থ সংখ্যা—নির্দিষ্ট পরমায়ু ।

স্বস্তিক। ৯০। কীর্ত্তি-বীর্য-প্রভাযুক্ত, উদার, বংশ-ভূষণ।
 বাহ। ৬৬। শূর, ক্রুর, দূরবাসী, যশস্বী, মদগর্বিবত।
 হস্ত। ৭০। কৃপণ, অস্থিরবাদী, অসদৃশগণসমাবৃত।
 বক্ষঃ। ৮৫। স্ত্রী-রত্ন-কীর্ত্তি-সংযুক্ত, রাজমান, শূন্যবিত্ত।
 নাভি। ৭০। শান্তি-নীতি-ক্ষমা-প্রিয়, উদার, ধর্মজীবন।
 গুহ। ৬৬। কন্দর্পকান্তি, সুকার্ত্তি, সংক্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়।
 জানু। ৫০। উৎসাহী, প্রবাসী, ধূর্ত, মিথ্যাভাষী, শ্যামদেহ।
 পদ। ০ * কৃষক, পরসেক্ষ, অল্পধর্মপরায়ণ।

নারীজাতির শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হইলে প্রাগুক্ত ডিম্বচক্রে-
 বিভিন্ন অক্ষপাত করিয়া ফল অবগত হইতে হয়; যথা—

একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া উক্তরূপে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে
 তাহার মস্তকভাগে ৩ তিন, মুখমণ্ডলে ৭ সাত, প্রত্যেক স্তনে ৪৪ চারি চারি
 ৮ আট, বক্ষঃস্থলে ৩ তিন, নাভিতে ৩ তিন এবং গুহদেশে ৩ তিন নক্ষত্র-
 বিগাস করিবে। এইরূপে নক্ষত্রবিগাস করিয়া পরে পূর্বমত চন্দ্রভোগ্য
 নক্ষত্রের অবস্থিতিস্থান দৃষ্টে ফলাফল অবগত হইবে। ফল যথা—

মস্তক। সম্ভ্রাপিতা, শান্তিহরা, অস্থিরধনসংযুতা।
 মুখ। মধুরান্নাদিসেবিনী—নানাসৌখ্যসমধিতা।
 স্তন। পতিপ্রিয়া, প্রিয়ংবদা, পতিপ্রেমবিবর্দ্ধিনী।
 বক্ষঃ। প্রমোদানন্দসন্দোহা, স্থিরভাগ্যা, সুহাসিনী।
 নাভি। চঞ্চলা, ক্রোধনা, সাধ্যা, সুভগা, ভাগ্যদায়িনী।
 গুহ। কামাতুরা, বিপ্রলক্ষা, বহুপ্রেমবিলাসিনী।

বামাকোষ্ঠী অথবা স্ত্রীজাতক

যেমন জন্মলগ্ন হইতে গণনা করিয়া, তদাদি দ্বাদশ ভাগে গ্রহগণের
 অবস্থান দৃষ্টে পুরুষের শুভাশুভ জানিতে হয়, সেইরূপ বামাদিগের জন্মলগ্ন
 ও জন্মরাশি হইতে গণনা করিতে হয়। †

লগ্ন ও রাশিগত গ্রহ দ্বারা স্ত্রীজাতির শারীরিক শুভাশুভ, লগ্ন ও রাশি
 হইতে সপ্তম দৃষ্টে পতির বৈভবাদি, পঞ্চম স্থান হইতে সন্তানের শুভাশুভ
 এবং অষ্টম স্থানে বৈধব্যাди বিষয় নির্দ্ধারিত হয়।

* '০' শূন্যচিহ্ন অজ্ঞায়ুগ্গাপক।

† যজ্ঞকালাদৃগদিতং নরাণাং হোরাপ্রবীণৈঃ ফলমেতদেব।

স্ত্রীণাং প্রকল্প্যৎ খলু বেদযোগ্যং, লগ্নেন্দুত্তমং পরিবেদিতব্যম্ ॥

লগ্ন ও চন্দ্র সমরাশি হইলে অর্থাৎ বুধ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন—ইহার এক রাশিতে নারীর জন্ম হইলে এবং উহার কোন এক রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত হইলে, সেই নারী যার-পর-নাই শান্তস্বভাবা হয়। যদি ঐ লগ্নে ও চন্দ্রে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই নারী বহুভূষণা ও চারুশীলা হইবে।

যদি লগ্ন ও চন্দ্র বিষম * রাশি হয়, তাহা হইলে সেই নারী পুরুষের ক্রান্ত আকৃতিবিশিষ্টা ও কুৎসিৎরূপা হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন ও চন্দ্রে পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নারী গুণহীনা ও কুশীলা হইবে।

লগ্ন ও চন্দ্র (রাশি) এতদ্বভয়ের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, সে যেরূপ গ্রহের ক্ষেত্র হইয়া যেরূপ গ্রহে ত্রিংশাংশ গত হয়, তদনুরূপ নারী ফলভাগিনী হইয়া থাকে। যেরূপে ক্ষেত্র ও ত্রিংশাংশভেদে নারীজীবনের ফলভেদ হয়, নিম্নে যথাক্রমে তাহা বর্ণিত হইল :—

মঙ্গলের ক্ষেত্র

শুক্রে ত্রিংশাংশ—	নিন্দনীয়া।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাম্ভবা।
মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	দৃষ্টপ্রকৃতি।
বুধের ত্রিংশাংশ—	মায়াবিনা।
শনির ত্রিংশাংশ—	দাসা।

বুধের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	কপটচারিণী।
শুক্রে ত্রিংশাংশ—	কামাতুরা।
বুধের ত্রিংশাংশ—	গুণবতা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাম্ভবা।
শনির ত্রিংশাংশ—	ক্রীষের ভার্য্যা।

বৃহস্পতির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	গুণবতা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	যশস্থিনী।
চন্দ্রের ত্রিংশাংশ—	বিভবশালিনী।

- * সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদে—“বিষমাদি সংজ্ঞা” দেখ।
 † পরিভাষা পরিচ্ছেদে—“যজ্-বর্গ বিবরণ” দেখ।

শুক্রেত্র ত্রিংশাংশ—

সাক্ষী ।

শনির ত্রিংশাংশ—

বল্লমুরতা ।

শুক্রেত্র ক্ষেত্র

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— গুণবতী ।

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— অতি দৃষ্টি ।

বুধের ত্রিংশাংশ— কলাবিদ্যা (সঙ্গীত, চিত্রাদি) নিপুণ ।

শুক্রেত্র ত্রিংশাংশ— অতিশয় চঞ্চলা ।

শনির ত্রিংশাংশ— পুনর্ভূ (দুইবার বিবাহিতা)

শনির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— দাসীবৃত্তি ।

বুধের ত্রিংশাংশ— খলস্বভাবা ।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— পতিপরায়ণা ।

শুক্রেত্র ত্রিংশাংশ— বঙ্ক্যা ।

শনির ত্রিংশাংশ— নীচানুরক্তা ।

রবির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— ম্লেচ্ছসঙ্গতা (নীচগামিনী) ।

বুধের ত্রিংশাংশ— দৃষ্টিশয়্যা ।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— রাজপত্নী ।

শুক্রেত্র ত্রিংশাংশ— পুংশলী (বেথ্যা) ।

শনির ত্রিংশাংশ— পুরুষের গায় প্রগল্ভা ।

চন্দ্রের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— স্বেচ্ছাচারিণী ।

বুধের ত্রিংশাংশ— শিল্পকুশলা ।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— সদগুণা ।

শুক্রেত্র ত্রিংশাংশ— সাক্ষী ।

শনির ত্রিংশাংশ— প্রিয় ব্যক্তির প্রাণঘাতিনী ।

যদি জন্মলগ্নে শুক্রেত্র গৃহ হয় এবং উহাতে শুক্র, শনি এই দুই গ্রহ কুন্ডের নবাংশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে নারী পরমরূপবতী, পরমস্বভাবা ও ভয়বিহীনা হয় । শুক্র ও শনি যদি পরস্পরে নবাংশস্থিত হইয়া পরস্পর কর্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলেও অভেদফল জানিবে ।

মঙ্গলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে, নারী রূপবতী ও কলাবিদ্যানিপুণা হয় ; শুক্র বা বুধ থাকিলে মনোহররূপা ও ভাগ্যবতী হয় ; শুভগ্রহ থাকিলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ ফল নিশ্চয় করিবে ।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে যদি কোন গ্রহের অবস্থান না থাকে অথবা কোন গ্রহ কর্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত না হয়, সেই নারীর পতি কাপুরুষ হয় ।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থান চররাশি হইলে পতি প্রবাসী হয় । স্থিররাশি হইলে স্বদেশবাসী এবং দ্ব্যাকরাশি হইলে পতি স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থান করে । ঐ সপ্তম স্থান বুধ বা শনির ক্ষেত্র হইলে, সে নারীর পতি ক্রীষ নিশ্চয় করিবে ।

সপ্তম স্থানে—রবি থাকিলে নারী পতিবিরহিতা, মঙ্গল থাকিলে বালবিধবা, পাপগ্রহ থাকিলে ভর্তৃবিহীনা, শুভগ্রহের দৃষ্টিবর্জিত দুর্বল পাপগ্রহযুক্ত থাকিলে গুণহীনা, পাপ ও শুভগ্রহযুক্ত থাকিলে পুনর্ভূ (দ্বিবিবাহিতা) এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট শনি থাকিলে নারী যৌবনে মরাগ্রস্তা হইয়া থাকে ।

সপ্তম স্থানে—চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে নারী পতিব্রতা ও পতির একান্ত আঞ্জানুবর্তিনী হয় ।

শুভ গ্রহের নবাংশে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে শুভ ফল, আর পাপগ্রহের নবাংশে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে ।

লগ্নস্থিত শুক্র ও চন্দ্র যদি শনি অথবা মঙ্গলের গৃহে পাপদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নারী কুদটা হইবে ; আর সপ্তম স্থানে মঙ্গলের নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিলে, সে নারী বিনষ্টযোনি অর্থাৎ অশুশে অনিষ্টগ্রস্তা হয় ।

সপ্তম স্থানে—রবির ক্ষেত্র ও রবির নবাংশ হইলে পতি কার্যক্ষম, চন্দ্রের ক্ষেত্র ও চন্দ্রের নবাংশ হইলে কামাতুর ও মৃৎ ; মঙ্গলের ক্ষেত্র ও মঙ্গলের নবাংশ হইলে স্ত্রীপ্রিয় ও ক্রোধী ; বুধের ক্ষেত্র ও বুধের নবাংশ হইলে বিদ্বান্ ; বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও বৃহস্পতির নবাংশ হইলে জিতেভ্রিয় ও গুণবান্ ; শুক্রের ক্ষেত্র ও শুক্রের নবাংশ হইলে ভোগান্বিত এবং শনির নবাংশ হইলে মূর্খ হইবে ।

লগ্ন ও রাশি হইতে অষ্টম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সে নারী বিধবা হয় । ঐ অষ্টম স্থানের অধিপতি গ্রহ যে গ্রহের

নবাংশভুক্ত থাকিবে, সেই গ্রহের দশাকালে নারীর মৃত্যু হয়। যদি ইহাতে দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে দুইটি পাপগ্রহের মধ্যবর্তী হইয়া চন্দ্র অবস্থিত থাকিলে অগ্নিদাহে অথবা শস্ত্রাঘাতে নারীর মৃত্যু ঘটে। সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে যদি নবম স্থানে অত্র কোন গ্রহের অবস্থিতি থাকে, তাহা হইলে নারী গৃহধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে, নারী কামাতুরা ও কুলনাশিনী এবং তিনটি পাপগ্রহ থাকিলে বেশ্য ও স্বামিবাতিনী হয়। সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে নারী বরাজনা অর্থাৎ রমণীশ্রেষ্ঠা হয়। সপ্তম স্থানে তিনটি শুভগ্রহ থাকিলে সে নারী রাজমহিষী হইবে।

পুত্রস্থানে যদি শুভগ্রহের অবস্থান ও শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সে নারীর অনেক সন্তান হয়। যদি কণা, বৃশ্চিক, বৃষ বা সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে নারীর অল্প সন্তান হইবে।

বৃহস্পতি যদি লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, নবমে অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী ঐর্ষ্যশালিনী, সুখভাগিনী, পুত্রবতী, গুণবতী ও সাক্ষী হয়। এক্রপে বৃহস্পতি থাকিলে সপ্তম বা অষ্টমের পাপগ্রহ কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না।

শুক্র যদি লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী নির্মলমূর্তি, স্নিগ্ধদৃষ্টি ও চারুণীলা হয় এবং পিতৃকুলের ও স্বামিকুলের সম্পত্তি হইতে কীর্তিমতী হইয়া পতিসুখ-বিবর্ধিনী ও আনন্দস্বরূপা হইয়া থাকে।

দম্পতি-বিবেক

অথবা

বরকন্ডার কোণীবিচার

বিবাহজনিত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মনুষ্যের আত্মজীবন ভোগ হইয়া থাকে; বিবাহের পূর্বে এইজন্মই বর ও কন্ডার জন্মপত্রিকার সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হয়। যেরূপে বর্ণ, গণ ও রাশি প্রভৃতি সম্মিলন-গণনা দ্বারা দম্পতি-মিলন করিতে হয়; সংক্ষেপে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।—

বর্ণ।—বর্ণ চারি প্রকার;—বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ ও শূত্রবর্ণ। রাশিভেদে বর্ণভেদ হয়, যথা—

বিপ্রবর্ণ।—জন্মরাশি ‘কর্কট’, ‘বৃশ্চিক’ বা ‘মীন’ হইলে জাতকের বিপ্রবর্ণ হয়।

ক্ষত্রিয়বর্ণ।—জন্মরাশি ‘মেঘ’, ‘সিংহ’ বা ‘ধনু’ হইলে জাতকের ক্ষত্রিয়বর্ণ হয়।

বৈশ্যবর্ণ।—জন্মরাশি ‘বৃষ’, ‘কন্যা’ বা ‘মকর’ হইলে জাতকের বৈশ্যবর্ণ হয়।

শূদ্রবর্ণ।—‘মিথুন’, ‘তুলা’ বা ‘কুম্ভ’ জন্মরাশি হইলে জাতকের শূদ্রবর্ণ হয়। দম্পতি-মিলন—বর ‘বিপ্রবর্ণ’ হইলে কন্যা যে-কোন বর্ণ; বর ‘ক্ষত্রিয়বর্ণ’ হইলে কন্যা ‘ক্ষত্রিয়বর্ণ’, ‘বৈশ্য’ বা ‘শূদ্রবর্ণ’; বা ‘বৈশ্যবর্ণ’ হইলে কন্যা ‘বৈশ্য’ বা ‘শূদ্রবর্ণ’ বা এবং বর ‘শূদ্রবর্ণ’ হইলে কন্যা ‘শূদ্রবর্ণ’। ফলতঃ বরের বর্ণ হইতে কন্যার বর্ণ কুত্রাপি যেন শ্রেষ্ঠ না হয়।

গণ।—গণ তিন প্রকার;—দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। নক্ষত্রভেদে গণভেদ হয়; যথা—

দেবগণ।—জন্মনক্ষত্র অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্বসু, পুশ্যা, হস্তা, স্বাতী, জ্যৈষ্ঠা, শ্রবণা বা রেবতী হইলে জাতকের দেবগণ হয়।

নরগণ।—জন্মনক্ষত্র ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ হইলে জাতকের নরগণ হয়।

রাক্ষসগণ।—জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, ধনিষ্ঠা বা শতভিষা হইলে জাতকের রাক্ষসগণ হয়।

দম্পতি-মিলন—বরকন্যার সমান গণ হইলে অর্থাৎ দেবে দেব, নরে নর ও রাক্ষসে রাক্ষস মিলিলে উত্তম মিল হয়। একের দেবগণ ও অপরের নরগণ হইলে তাহাকে মধ্যম মিলন কহে এবং একের দেবগণ ও অপরের রাক্ষসগণ হইলে তাহা অধম মিলন বলিয়া জানিবে। নর ও রাক্ষসে কদাপি মিলন হয় না; প্রত্যুত একরূপ যোগে উভয়েরই নিধন হইয়া থাকে।

নাড়ীনক্ষত্র।—নাড়ীনক্ষত্র ছয়টি;—জন্ম, কর্ম, সাংঘাতিক, সমুদয়, বিনাশ ও মানস। জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী, জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম-নাড়ী, এইরূপ ষোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ, পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে যথাক্রমে সাংঘাতিকনাড়ী, বিনাশনাড়ী ও মানসনাড়ী কহে।* বর-কন্যার মধ্যে একের জন্মনক্ষত্র অপরের নাড়ীনক্ষত্র হইলে তাহাতে নাড়ীবৈধ হয়। নাড়ীবৈধে দম্পতিমিলন নিধনের কারণ জানিবে; কিন্তু

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদে “ষষ্ঠাড়াচক্র” দেখ।

রাজযোটক হইলে নাড়ীবেধ দৃশ্যীয় হয় না। [রাজযোটকের বিষয়্য পরে বর্ণিত হইবে।]

নবতারা।—জাতকের জন্মনক্ষত্র হইতে ত্রিরাবৃত্তিক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অভিমিত্র, এই নয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে নবতারা কহে; জন্ম, বিপদ, প্রত্যরি ও বধ—এই চারিটি অশুভ তারা ও অবশিষ্ট পাঁচটি শুভ। * শুভ তারায় দম্পতি-মিলন হইলে তারাবল এবং অশুভ তারায় হইলে তারাশুদ্ধি জানিবে। রাজযোটকে অশুভ তারা দৃশ্যীয় হয় না।

রাশি।—বর-কণ্ডার জন্মরাশি মিলনভেদে রাজযোটক, ষড়্ফক, দ্বি-দ্বাদশ ও নবপঞ্চম প্রভৃতি বিভিন্ন মেলকে বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে। ষড়্ফক ও দ্বি-দ্বাদশ মেলক আবার প্রকারভেদে দ্বিবিধ;—অগ্নি-দ্বিদ্বাদশ ও মিত্র-দ্বিদ্বাদশ এবং অগ্নি-ষড়্ফক ও মিত্র-ষড়্ফক। প্রত্যেক মেলকের বিবরণ যথা—

রাজযোটক।—বর-কণ্ডার একরাশি + বা সম-সপ্তম, চতুর্থ-দশম অথবা তৃতীয়-একাদশ হইলে তাহাকে রাজযোটক কহে। এক রাশি অর্থাৎ বরের যে রাশি কণ্ডারও সেই রাশি হইলে (যেমন বরের জন্মরাশি মেঘ, কণ্ডারও জন্মরাশি মেঘ, 'বরের বুধ, কণ্ডারও বুধ ইত্যাদি), সম-সপ্তম অর্থাৎ বরের রাশি হইতে গণনায় সপ্তম, এরূপ কোন সমরাশি (মেঘ বিষম, বুধ সম ইত্যাদি—বিষমারি সংজ্ঞা—সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ দেখ) যেমন বরের যদি বুধ রাশি হয় এবং বুধ হইতে গণনায় সপ্তম বৃশ্চিক এই রাশি যদি কণ্ডার রাশি হয় ইত্যাদি। চতুর্থ-দশম—অর্থাৎ বর ও কণ্ডা উভয়ের রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর চতুর্থ-দশম (যেমন মেঘের সহিত কর্কট ও মকর, বুধের সহিত সিংহ ও কুম্ভ ইত্যাদি)। তৃতীয়-একাদশ ঐরূপ—(যেমন মেঘের সহিত মিত্র ও কুম্ভ, বুধের সহিত কর্কট ও মীন) ইত্যাদি। রাজযোটক দম্পতি-মেলকের সর্কোংকৃষ্ট মিলন। এই যোগ থাকিলে গ্রহ-বিপাক, গণবর্ণাদি দোষ, তারাশুদ্ধি ও নাড়ীবেধাদি কোন দোষই হয় না।

ষড়্ফক।—দম্পতির জন্মরাশি আপেক্ষিক গণনায় ষষ্ঠ[অ]র অষ্টম হইলে তাহাকে ষড়্ফক মেলক বলে; যেমন মেঘের সহিত কণ্ডা ও বৃশ্চিক, বুধের সহিত তুলা ও ধনু ইত্যাদি। ষড়্ফক অগ্নি ও মিত্রভেদে দ্বিবিধ; যথা—

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—“নবতারা চক্র” দেখ।

† যদি এক রাশি হইয়া নক্ষত্রও এক হয় তাহা হইলে অতীত শুভ জানিবে।

অরি-ষড়্ঘটক।—দম্পতির রাশি মেঘ ও কন্যা, বৃষ ও ধনু, মিথুন ও বৃশ্চিক, কর্কট ও কুম্ভ, সিংহ ও মকর এবং তুলা ও মীন, ইহার কোন দুইটি হইলে, তাহাতে অরি-ষড়্ঘটক হয়। অরি-ষড়্ঘটকে বিবাহে মৃত্যুফল হয়।

মিত্র-ষড়্ঘটক।—দম্পতির রাশি মেঘ ও বৃশ্চিক, বৃষ ও তুলা, মিথুন ও মকর, কর্কট ও ধনু, সিংহ ও মীন, কন্যা ও কুম্ভ, ইহার কোন দুইটি হইলে তাহাতে মিত্র-ষড়্ঘটক হয়। ইহাতে বিবাহে কলহাদি ফল হয়। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হইলেও মিত্রষড়্ঘটকে বিবাহ কদাপি বিধেয় নহে।

দ্বি-দ্বাদশ।—আপেক্ষিক গণনায় দম্পতির রাশি দ্বিতীয় ও দ্বাদশ হইলে দ্বি-দ্বাদশ মেলক কহে; যেমন, বৃষের সহিত মিথুন ও মেঘ ইত্যাদি। অরি ও মিত্রভেদে দ্বি-দ্বাদশ দুই প্রকার যথা—

অরি-দ্বি-দ্বাদশ।—মেঘ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক, ধনু ও মকর, কুম্ভ ও মীন, ইহার কোন দুইটি দম্পতির রাশি হইলে, তাহাতে অরি-দ্বি-দ্বাদশ হয়। অরি-দ্বি-দ্বাদশে বিবাহে মৃত্যু ও ধনহানি ফল হয়।

মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ।—মেঘ ও মীন, বৃষ ও মিথুন, কর্কট ও সিংহ, কন্যা ও তুলা, বৃশ্চিক ও কুম্ভ ইহার কোন দুইটি দম্পতির রাশি হইলে মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ হয়। মিত্র-দ্বি-দ্বাদশে বিবাহে আয়ু ও ধন বৃদ্ধি করে। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে বিবাহ কর্তব্য নহে। একপ মেলকে আয়ু ও ধনের বৃদ্ধি না হইয়া ফল হয়।

নব-পঞ্চম।—দম্পতির রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর নবম ও পঞ্চম হইলে তাহাকে নব-পঞ্চম মেলক কহে। গণনায় বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি নবম এবং কন্যার রাশি তৃতীয়ে বরের রাশি পঞ্চম হইলে শুভযোগ হয়। শুভযোগের ফল শুভ—ইহাতে প্রীতি, পুত্র ও ভাগ্যলাভ হয়। আর বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি পঞ্চম ও কন্যার রাশি তৃতীয়ে বরের রাশি নবম হইলে অশুভযোগ হয়। অশুভযোগের ফল অশুভ; ইহাতে অনৈক্য, অনপত্তা এবং দুর্ভাগ্য ফল হয়। নব-পঞ্চমে মেঘের সহিত শুভযোগ ধনু, অশুভযোগ সিংহ—বৃষের সহিত শুভযোগ মকর, অশুভযোগ কন্যা ইত্যাদি।

সাধারণ বিধি।—বরের রাশির অধিপতি গ্রহ যদি কন্যার রাশির অধিপতি হয় অথবা উভয় রাশিধিপতি গ্রহের যদি মিত্রতা থাকে কিংবা

যদি বরের রাশি ও কন্যার রাশি পরস্পর বশ্য হয় এবং তারাবল থাকে, তাহা হইলে নাড়ীবেধাদি দোষ সত্ত্বেও অমঙ্গল হয় না। একরূপ স্থলে, দ্বি-দ্বাদশ বা নবম-পঞ্চম মেলকেও বিবাহ বিধি হইতে পারে; কিন্তু কুত্রাপি ষড়্ভুজ মেলকে* বিবাহ কর্তব্য নহে।

বরের জন্মলগ্ন হইতে গণনায় যে গৃহে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, কন্যার জন্মলগ্ন হইতে গণনায় সেই গৃহে যদি রবির অধিষ্ঠান হয় এবং উভয়ের রাশ্যবিপতি যদি একই বা মিত্র গ্রহ হয়, তাহা হইলে অথ কোন বিচার না করিয়াও বিবাহ হইতে পারে এবং একরূপ যোগে দম্পতির সুখসম্মিলন হয়।

জাতকের লগ্ন হইতে দক্ষিণাবর্তে জাতচক্রে সপ্তম রাশির উদিতাংশ পর্য্যন্ত স্থানকে 'উদিতার্দ্ধ' এবং অবশিষ্ট ভাগকে 'অন্তমিতার্দ্ধ' কহে। যদি চন্দ্র উদিতার্দ্ধে সংস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের অল্পবয়সে বিবাহ হয়; আর যদি অন্তমিতার্দ্ধে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে অধিক বয়সে বিবাহ হইবে।

বিবাহের পূর্বে বরকন্যার কোণীবিচার কর্তব্য। বরকন্যার বর্ণ, গণ, রাশি, নাড়ী ও যোটকাদির সম্মিলন গণনা করিয়া পরে জাতচক্রস্থিত তন্ত্রাদি দানশভাব, পরস্পরের সুখ, দুঃখ, আয়ু ইত্যাদি জীবনফলও অবগত হইবে। একরূপ সামঞ্জস্য সাধিয়া পূর্বাপর দৃষ্টে দম্পতি-মিলন করিলে, সে দম্পতি সংসারে চিরজীবন সুখে অতিবাহন করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

শিক্ষার্থীগণের সহজবোধের জগা পরপৃষ্ঠায় "দম্পতি-মিলন-চক্র" প্রকাশিত হইল। বরের যে যে রাশির সহিত কন্যার যে যে রাশির শুভ সম্মিলন হয়, চক্রদর্শনে অতি সহজে তাহা বোধগম্য হয়।

* কদাচিৎ ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ ষড়্ভুজকাদিনিষিদ্ধ মেলকে যদি বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে জাত হইবামাত্র নিম্নলিখিতরূপে তাহার শাস্তিবিধান করিবে। যদি ষড়্ভুজ ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে গো-মিথুন, একট গাভী ও বলীবর্দ দান করিবে। যদি নব-পঞ্চক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরৌপ্য কাংক্ষ্যশত্রু দান করিবে। যদি দ্বি-দ্বাদশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথাবিধি বিপ্রার্চনা করিয়া সুবর্ণ দান করিবে।

দম্পতি-মিলন-চক্র

কন্ডার রাশি

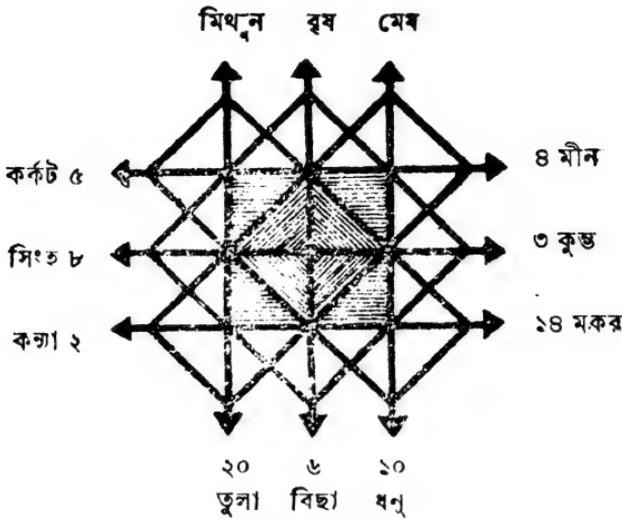
বরের রাশি	রাজযোটক		১৩ ভ্রম মিলন	১৪ মধ্যম মিলন	১৫ সংঘাতিক মিলন						
	বা										
	সর্বোৎকৃষ্ট মিলন										
মেঘ— মে,	মি,	কর্ক,	ম,	কু,	ধ,	মী,	বি	বু,	সিংহ,	ক,	ভু,
বৃষ— বু,	কর্ক,	সিং,	বি,	কু,	মী,	ম,	মে,	ভু,	মি,	ক,	ধ,
মিথুন—মি,	সিং,	ক,	মী,	মে,	কু,	বু,	ম,	কর্ক,	ভু,	বি,	ধ,
কর্কট—কর্ক,	ক,	ভু,	ম,	মে,	বু,	মী,	মি,	ধ,	সিং,	বি,	কু,
সিংহ—সিং,	ভু,	বি,	বু,	মি,	মে,	কর্ক,	মী,	ক,	ধ,	ম,	কু,
কন্ডা— ক,	বি,	ধ,	মী,	মি,	কর্ক,	বু,	সিং,	কু,	ভু,	ম,	বি,
তুলা— ভু,	ধ,	ম,	কর্ক,	সিং,	মি,	ক,	বু,	মে,	মে,	বি,	কু,
বৃশ্চিক—বি,	ম,	কু,	সিং,	ক,	কর্ক,	ভু,	মে,	মি,	ধ,	মী,	
শনু— ধ,	কু,	মী,	ক,	ভু,	সিং,	বি,	কর্ক	মে,	বু,	মি,	ম,
মকর—ম,	মী,	মে,	কর্ক,	ভু,	বি,	ক,	ধ,	মি,	বু,	সিংহ,	কু,
কুম্ভ— কু,	মে,	বু,	বি,	ধ,	ভু,	ম,	বি,	মি,	কর্ক,	সিং,	মী,
মীন— মী,	বু,	মি,	ক,	ধ,	ম,	বি,	কু,	সিং,	মে,	কর্ক,	ভু,

অকালমৃত্যু

রিষ্ট-কোষ্ঠী

পতাকী—গণ্ড—নক্ষত্র—লগ্ন—গ্রহ—দ্রেক্ষাণ

জাতক পরিনির্গত পরমায়ুর মধ্যবর্তী বয়ঃক্রমবিভাগে যে কোন বর্ষে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহাকে “অকাল-মৃত্যু” কহে। জাতকক্রমত যে প্রকৃতি-বিশেষের ফলস্বরূপ জাতক বা তদাঙ্গীয় জন ঐরূপ নির্দিষ্ট বর্ষে মৃত্যুযোগ প্রাপ্ত হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহাকে ‘রিষ্ট’ ও সাধারণে তাহাকে ফাঁড়া কহে। নিম্নে সহজে সংক্ষেপে এতদ্বিষয় প্রকাশিত হইল।



পতাকী-চক্র

পতাকী-চক্রে উপরিলিখিতরূপে দীর্ঘ-প্রস্থে তিন তিনটি করিয়া রেখা টানিয়া সমভাবে সকলের সঙ্গে মিলিত করিবে। তাহাতে পাঁচ, আট, দুই, কুড়ি, ছয়, দশ, চৌদ্দ, তিন ও চারি এই কয় অঙ্ক কর্কট অবধি মীন পর্যন্ত প্রদান করিবে। লগ্ন হইতে শুভ দণ্ডে বেষ হইলে জাতকের শুভ ও পাপদণ্ডে বেষ হইলে জাতকের অশুভ হইবে। বেষের নিয়ম ; যথা—মিথুন, মীন ও ধনুর সহিত কর্কটের বেষ ; বৃষ, বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত সিংহের বেষ ইত্যাদিরূপে সকলের বেষ হইবে। যাহার সহিত যে রাশির বেষ হইবে, তাহাতে যত অঙ্ক থাকিবে, একত্র মিলন করিলে যত হইবে, ততদিন বা তত মাস অথবা তত বৎসর পতাকীর রিস্টকাল জানিবে। যেমন সিংহ-রাশির বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত বেষ হওয়াতে বৃশ্চিকের অঙ্ক ৬ ও কুম্ভের অঙ্ক ৩ এবং সিংহের অঙ্ক ৮, এই তিনকে একত্র করায় ১৭ হইল। ইহাতে বোধ হইবে যে, ১৭ দিনে বা ১৭ মাসে অথবা ১৭ বৎসরে বালকের পতাকী-রিষ্টি আছে। প্রতি যামার্কের পরিমাণ চারি দণ্ড ; যামার্কপতি* যামার্কের প্রথম দণ্ডে অধিপতি হইয়া থাকে ; পরে ঐ গ্রহের যে অঙ্ক, তদনুসারে দ্বিতীয় দণ্ডাধিপতি হইবে। রবির

* চিরপঞ্জিকা—যামার্কবিবরণ দেখ।

অঙ্ক ১ বলিয়া রবির পরে রাহু যামার্কপতি হইবে। অঙ্ক যদি অযুগ্ম অর্থাৎ ১।৩।৫।৭।৯ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত গ্রহণ করিবে। রাত্রিমান প্রথম দণ্ডাধিপতি হইতে ছয় ছয় গণনায় (যামার্কপতির স্থায়) পর পর দণ্ডাধিপতি স্থির থাকিবে।

জন্মকালীন দণ্ডাধিপতি গ্রহ যদি শুভ হন এবং তাঁহার সহিত শুভগ্রহের বেষ থাকে আর লগ্নে ও লগ্নের বেষস্থানে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে জাতকের শুভ হইবে। ইহার বিপরীত হইলে বালকের মৃত্যু হইবে। শুভাশুভ মিলন হইয়া শুভের আধিক্য হইলে ক্লেশে প্রাণধারণ, শুভাশুভ সমান হইলে জীবন-সংশয়, অশুভের আধিক্য হইলে মৃত্যু এবং বুধের দণ্ডে পতাকী বেষ হইলে অবশ্য মৃত্যু জানিবে। কাহারও মতে ৩৯ বৎসর পর্য্যন্তও পতাকীর রিক্তিকাল থাকে।

গণ্ডরিক্তি।—গণ্ডযোগ ;—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা, এই তিন নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ডকাল এবং রেবতী, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, এই তিন নক্ষত্রের শেষ তিন দণ্ডকালকে গণ্ডযোগ কহে। গণ্ডযোগে সন্তান জন্মিলে গণ্ডরিক্তি হয়। ইহা মহা অমঙ্গলকর জানিবে। গণ্ড তিন প্রকার ;—দিবাগণ্ড, নিশাগণ্ড ও সন্ধ্যাগণ্ড। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যথা—

দিবাগণ্ড।—মূলা ও জ্যেষ্ঠা এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড কহে। দিবাগণ্ডে সন্তান জন্মিলে পিতার মৃত্যু হয়। কন্যাসন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। নিশামানে দিবা গণ্ডযোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) দোষপ্রাপ্ত হয় না। নিশাগণ্ড।—অশ্লেষা ও মঘা এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে নিশাগণ্ড বলে। নিশাগণ্ডে জাত সন্তানের মাতার মৃত্যু হয় ; পুত্রসন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। দিভামানে নিশাগণ্ডযোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) গণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয় না।

সন্ধ্যাগণ্ড।—রেবতী ও অশ্বিনী এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। সন্ধ্যাগণ্ডে জাত সন্তান ময়ং বিনষ্ট হইয়া যায়।

গণ্ডরিক্তিশাস্তি।—গণ্ডযোগে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, বিশিষ্টচেতা ঋষিগণ সে সন্তানকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। পিতা একপ সন্তানকে ছয়মাসকাল পর্য্যন্ত দেখিবেন না। অতঃপর কুক্কুম, চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়), গোরোচনা ও ঘৃতযুক্ত চারি কলস জল দ্বারা “সহস্রাক্ষ” মন্ত্রে * উহাকে স্নান করাইবে। দিবাগণ্ড হইলে পিতার সহিত,

* সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতাম্বুযাঃ হবিষমেনং শতং যথেমং শরদো-
নয়নতীজ্ঞো বিশ্বস্য দ্বিরিতস্য পারং শতজীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমস্তাং

নিশাগণ হইলে মাতার সহিত এবং সন্ধ্যাগণ হইলে পিতা ও মাতা উভয়ের সহিত সংযুক্ত করাইয়া স্নান করাইবে, কিংবা প্রায়শ্চিত্তার্থ বন্যাকম্বুতিকা, নদীতীরের মৃত্তিকা, গোশূঙ্গ মৃত্তিকা ও হস্তিদন্তের মৃত্তিকা তীর্থজলে সংমিশ্রিত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য * প্রদানপূর্বক উক্ত জলে পিতামাতার সহিত সন্তানকে স্নান করাইবে। তদনন্তর অপ্রমত্ত ও অবহিতভাবে গ্রহদেবতার পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণকে ঘৃতপূর্ণ কাংক্ষপাত্র, ধেনু (সবৎসা গাভী) ও সুবর্ণ দান করিবে। এইরূপে গণ্ডরিচি প্রসান্ত বা উপশমিত হইবে। পিতৃরিচি।—দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র ও সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে, জাতকের পিতৃরিচি (পিতার মৃত্যু) হয়। চন্দ্র যদি শুভগ্রহদৃষ্ট না হইয়া তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পিতার মৃত্যু হইবে।

মাতৃরিচি।—কেলে ও ত্রিকোণে (লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশমে এবং নবম, পঞ্চম) যদি বলবান পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহমধ্যে জাতকের মাতার মৃত্যু হয়। চতুর্থ স্থানে বলবান পাপগ্রহ ও তাহার কেলেস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতার মৃত্যু হয়। যদি চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয় ও ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলেও মাতার মৃত্যু হয়। পাপযুক্ত শুক্রের চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ স্থিত হইলেও ঐরূপ মাতৃরিচি অর্থাৎ মাতার মৃত্যু হইবে। সূর্য্যরিচি।—যদি কেলে ও ত্রিকোণে পাপগ্রহ এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়কালে প্রসূত জাতক তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

শতমুপশান্তং শতমিল্লাগ্না সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুবা হবিষেমং পুনর্গঃ।
অহোবিষয়সাবিদগ্না পুনরাগ্না পুনর্গঃ সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বস্তে চক্ষুঃ সর্ব্বামায়ুশ্চ
তে বিদং শতমানাশ্চ আয়ুগামঃ শতায়ুর্বা পুরুষঃ, শতবীর্ষ্যঃ শতে ল্লয়ঃ
আয়ুশ্চ এইবনং তদ্বীর্ষ্যমিল্লিয়ে দধাতু ইতি স্নানমন্ত্রঃ। তথা
জপপূজাদিকন্ত রাজমার্গণ্ডে উক্তম্। কাংক্ষপাত্রং প্রকুবীত পলেঃ
ষোড়শভিবুধঃ। অষ্টাভিবী চতুর্ভিবী ছাভ্যাং বা শোভনঃ নরঃ। তন্নধো
স্থাপিতে শঙ্খে নবনীতপ্রপূরিতে। রাজতং চন্দ্রমভ্যচ্য। সিতপুষ্পসহস্রকৈঃ।
দৈবজ্ঞং সোপবাসশ্চ শুক্রাধরসুপূজিতঃ। সোমোহইহমিতি সঙ্কিত্য
কুর্ব্যাদেবমতল্লিতঃ। জপেং সহস্রং মন্ত্রক শ্রদ্ধধানঃ সমাহিতঃ। ওঁ
অমৃতান্মনে নমস্তভ্যং মন্ত্রমেতদ্বদাহতম্। তপচামীকরং দদ্যাং তাত্রপাত্রে
ভিলান্বিতম্। গণ্ডদোষোপশান্ত্যর্থং ষজ্জুর্বেদবিদে শুচিঃ।

* গোময়, গোমূত্র, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি (কুশোদকসহ)।

চন্দ্ররিষ্টি ।—লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি চন্দ্র থাকেন এবং ঐ চন্দ্রের প্রতি যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকের মৃত্যু হইবে । যদি চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে আট বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইবে । *

পাপযুক্ত চন্দ্ররিষ্টি ।—চন্দ্র যদি পাপদ্বয়মধ্যবর্তী হইয়া চতুর্থ, সপ্তম বা অষ্টমে থাকে অথবা বলবান্ বৃধ, বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টি প্রাপ্ত না হইয়া, পাপযুক্ত চন্দ্র, লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে বালকের অবশ্য মৃত্যু জানিবে ।

লগ্নস্থ ক্ষীণ চন্দ্ররিষ্টি ।—যদি পাপগ্রহ সকল কেন্দ্রে বা অষ্টমে থাকে, আর লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সেই বালকের নিশ্চিত বিপত্তি হয় । **ত্রিংশাংশবিশেষে চন্দ্ররিষ্টি ।**—ত্রিংশাংশক্ষুটমানে—মেঘের ৮ম—বৃষের ৯ম—মিথুনের ২৪শ—কর্কটের ২২শ—সিংহের ৫ম—কন্যার ১ম—জুলার ৪র্থ—বৃশ্চিকের ২৩শ—ধনুর ১৮শ—মকরের ২০শ—কুম্ভের ২১শ—এবং মীনের দশম—অংশমধ্যে যদি কোন বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই সংখ্যানুযায়ী বর্ষমধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে ।

ভৌমরিষ্টি ।—লগ্নাবস্থিত মঙ্গল শুভগ্রহের দৃষ্টি প্রাপ্ত না থাকিলে, ষষ্ঠ, অষ্টমস্থ মঙ্গল শনিযুক্ত থাকিলে বা সপ্তমস্থ শনিযুক্ত মঙ্গল শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে, জাতকের জন্মদিবসেই নিধনপ্রাপ্তি হয় ।

বৃষরিষ্টি ।—ধনু বা কুম্ভরাশি লগ্ন হইলে তাহার অষ্টম বা ষষ্ঠ স্থানে কর্কট রাশিতে যদি বৃষ কর্তৃক দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে চার বর্ষমধ্যে শিশুর মৃত্যু হইবে ।

শুক্লরিষ্টি ।—যদি লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মেঘ বা বৃশ্চিকরাশিতে বৃহস্পতি থাকেন এবং সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি এই কয় গ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তিন বৎসরমধ্যে জাতকের মৃত্যু হয় । **শুক্লরিষ্টি ।**—যদি কর্কট বা সিংহ রাশিতে শুক্র অবস্থিত হয় এবং লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশগত সমস্ত পাপগ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ছয় বৎসরমধ্যে জাত বালকের নিধনপ্রাপ্তি হয় ।

শনিরিষ্টি—শনি পাপদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলে বোড়শ দিনে শিশুর মৃত্যু

* জাতক যদি শুক্রপক্ষের নিশামানে বা কৃষ্ণপক্ষের দিবামানে প্রদূত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থ চন্দ্র তাহাকে বিনাশ করেন না ; প্রত্যুত পিতার স্তায় সর্ববিপদে পরিত্রাণ করেন ।

উপস্থিত হয়। ঐরূপ পাপযুক্ত হইলে ষোড়শ মাসে এবং পাপদৃষ্ট না হইয়া শুদ্ধ লগ্নস্থ হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। •

রাহুরিষ্টি।—লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে পাপদৃষ্ট রাহু অবস্থান করিলে, দশ বৎসরের মধ্যে (মতান্তরে ষোড়শ বর্ষে) জাতকের মৃত্যু হয়। †

কেতুরিষ্টি।—যদি জন্মনক্ষত্রে কেতুর অবস্থান থাকে, আর আর্দ্রা বা অন্নেয়ানক্ষত্র জন্মমূহূর্তের অধিপতি হয় ‡ তাহা হইলে কেতুরিষ্টিতে জাত বালক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।

লগ্নাধিপতিরিষ্টি।—জন্মলগ্নের অধিপতি জন্মরাশির অধিপতি, এই দুই গ্রহ যদি অন্তর্মিত না হইয়া ষষ্ঠ অথবা অষ্টম স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ অথবা অষ্টম বর্ষমধ্যে জাতকের নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

শুভগ্রহরিষ্টি।—শুভদৃষ্টিবঞ্চিত শুভগ্রহ পাপ বা বক্রী গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে একমাসের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইবে। পাপগ্রহরিষ্টি।—কোন এক পাপগ্রহ শক্রক্ষেত্রে শত্রুদৃষ্ট হইয়া যদি অষ্টম স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বর্ষমধ্যে নিশ্চয় নিশ্চিত প্রাণত্যাগ ঘটিবে।

দ্রেকাগরিষ্টি।—যদি নিগড়, সর্প, পক্ষী, পাশধর, সংজ্ঞক? দ্রেকাণ কর্তৃক অবলোকিত না হয়, তাহা হইলে জাত ব্যক্তির সপ্তম বর্ষে মৃত্যু হইবে। সর্করিষ্টিভঙ্গ।—যদি অন্তাদিদোষবিরহিত একটি শুভগ্রহ কেত্র বা ত্রিকোণে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সর্করিষ্টি বিনষ্ট হয়; প্রত্যুত জাতক ইহার বলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

পরমায়ু-কোষ্ঠী ও যোগজায়ু

মনুষ্যের পূর্ণ পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর পাঁচ দিন। জন্মলগ্নক্ষপাদিহ বৈলক্ষণানুসারে জাতকের উক্ত পরমায়ুর তারতম্য সাধিত হয়। মনুষ্যের আয়ুর সহিত সমানুপাতবিশেষে ইতরজীবেরও আয়ু নির্ধারিত হইয়াছে। †

- শুভগ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টি সংপ্রাপ্ত হইলে রিষ্টিভঙ্গ হইবে।
- + মেঘ, বৃষ বা কর্কটরাশিতে রাহু অবস্থিত হইলে রিষ্টিভঙ্গ হইবে।
- ‡ সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—মূহূর্ত তদধিপতিসংজ্ঞা দেখ।
- ? সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—দ্রেকাণ-সংজ্ঞা দেখ।

† “সমাঃ ষষ্টিদ্বিগ্না মনুজকরিণাং পঞ্চ চ নিশা হয়ানাং দ্বাত্রিংশৎ
অরকরভয়ো পঞ্চককৃতিঃ। বিরূপা সত্বায়ুয়ুগমহিষয়োন্দ্বাদশ গুনঃ স্তুভং
ছাগাদীনাং দশকসহিতাঃ ষট্ চ পরমম্।”

যেমন শক্রাদি জীবের আয়ু মানবের আয়ুর সমান ৫ রাজ্যধিক ১২০ বৎসর, ঘোটকাদির ৩২ বৎসর ও উষ্ট্রাদির ২৫ বৎসর, মৃগ ও মহিষাদির ২৪ বৎসর, কুকুরাদির ১২ বৎসর, ছাগ, মেঘ ও মৃগাদির ১৬ বৎসর ইত্যাদি ।

নিম্নলিখিত লগ্নে জন্ম হইলে মনুষ্য পূর্ণায়ুঃ

প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যথা—

যদি মীন রাশির নবম নবাংশ লগ্ন হয় ; বুধরাশিভুক্ত পঞ্চবিংশতি কলাতে বুধ অবস্থান করেন এবং অপর সকল গ্রহ সুতুঙ্গস্থিত হয় ।

যদি ধনুর শেষার্ধ্বে জন্ম হয়, বুধ রাশির ২৪ অংশে বুধ অবস্থান করেন, এবং অপর সকল গ্রহ সুতুঙ্গস্থিত হয় ।

যদি লগ্নাধিপতি ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকেন এবং লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে কোন পাপগ্রহ না থাকে ।

যদি সমুদয় শুভগ্রহ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টম স্থানে লগ্নাধিপতি অবস্থিত না থাকেন ।

যদি বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে এবং চন্দ্র একাদশে থাকেন । যদি লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান্ হয় ।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠী হইলে জাতকের

১০০ বৎসর পরমায়ু হয়

যদি জন্মকালে শুক্র ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে থাকেন ।

যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও কেন্দ্রে শুক্র থাকেন ।

যদি লগ্নে বা নবমে শনি এবং দ্বাদশে বা নবমে চন্দ্র থাকেন ।

যদি কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং ধনু বা মীন জন্মলগ্ন হয়, আর বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টমে ও নবমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে ।

যদি জন্মলগ্ন মীনরাশিতে শুক্র, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে ।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে, চন্দ্র দশমে এবং অবশিষ্ট গ্রহসকল নবমে সংস্থিত হয়, আর বৃহস্পতি বলবান্ থাকে ।

যদি কর্কট জন্মলগ্ন হয়, আর চন্দ্র ও বৃহস্পতি তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশে এবং বুধ ও শুক্র কেলে থাকেন।

যদি শুভগ্রহ সকল চতুর্থ ও নবম স্থানে বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হয়, অথবা যদি শুভগ্রহগণ দ্বিতীয় বা দ্বাদশ স্থানে সমরশিরি নবাংশে থাকে এবং পূর্ণচন্দ্র লগ্নস্থ হয়।

যদি ধনুরাশির শেষ নবাংশ জন্মলগ্ন হয় এবং শুভগ্রহগণ ধনুর আদি নবাংশে স্থিত হইয়া কেলে অবস্থান করে।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠী হইলে জাতক দীর্ঘজীবী হয়

যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্ভাবে ও শুভগ্রহদৃষ্ট হইয়া কেলে অবস্থান করে।

যদি বৃহস্পতি তুঙ্গস্থানে এবং শুভগ্রহ মূলত্রিকোণে থাকে, আর লগ্নাধিপতি বলী হয়।

যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকে।

যদি বৃশ্চিক জন্মলগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিত থাকেন।

যদি রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হইয়া কেলে থাকেন এবং অশ্লোক গ্রহ অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয়।

যদি সকল গ্রহ কেলে স্থানে স্থিত হইয়া পাপগ্রহের নবাংশে থাকে।

যদি সকল গ্রহ তৃতীয়, চতুর্থ বা ষষ্ঠ স্থানে থাকে।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠীবিশিষ্ট জাতক মধ্যমায়ু

প্রাপ্ত হইয়া থাকে

যদি লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন এবং চন্দ্র হইতে কেলে স্থানে শুভগ্রহের অবস্থিতি হয়, আর শুভ গ্রহের প্রতি দশমস্থ পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে।

যদি লগ্নে পাপগ্রহের যোগরহিত চন্দ্র এবং কেলে শুভগ্রহ আর অষ্টম স্থান শূন্য থাকে।

যদি শুভগ্রহ সকল বলবান্ হয় ও শুভগ্রহের ক্ষেত্রহোরাদিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকেন, আর লগ্নাধিপের প্রতি পাপদৃষ্টি না থাকে।

যদি রবি শক্রগ্রহ ও মঙ্গলের সহিত একত্র জন্মলগ্নে এবং বৃহস্পতি বলহীন আর চন্দ্র পঞ্চমে বা দ্বাদশে থাকেন।

যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্ হইয়া কেলে স্থিত শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্টপ্রাপ্ত হয়।

যদি শুভগ্রহ কেবল বা স্কন্ধে, চন্দ্র তুঙ্গস্থানে এবং লগ্নাধিপতি বলবানভাবে লগ্নে অবস্থিত হয় ।

যদি চন্দ্র লগ্নে বা স্কন্ধে এবং শুভগ্রহ সপ্তমে অবস্থিত হয় ।

যদি শুভগ্রহ সকল স্ব স্ব স্কন্ধে এবং বৃষলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করেন ।

যদি দিবালগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র হইতে অষ্টমে পাপগ্রহ থাকে ।

যদি লগ্নাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে এবং শুভগ্রহ সকল অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থিত করে ।

যদি লগ্নাধিপতি ও রাশাধিপতি রবিযুক্ত হইয়া অষ্টমে থাকে এবং কেবলে বৃহস্পতি না থাকেন ।

যদি চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি গ্রহ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে, আর ঐ লগ্নাধিপতি শনির নবাংশস্থিত হয় ।

যদি কর্কট রাশিতে সূর্য্য এবং দশম স্থানে পাপযুক্ত চন্দ্র অবস্থিত করে, আর কেবলে বৃহস্পতি থাকেন ।

যদি লগ্নে, অষ্টমে বা দ্বাদশে চন্দ্র এবং চতুর্থ বা দশমে বুধ, আর যে কোন রাশিতে বৃহস্পতি ও শুক্র মিলিত থাকেন ।

যদি পঞ্চম স্থানে সকল গ্রহ থাকে ।

নিম্নলিখিত স্থলে জাতক অন্য়ানু হইবে

যদি লগ্নে পাপযুক্ত বৃহস্পতি থাকেন ও তাহাতে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, আর অষ্টম স্থান শূণ্য হয় ।

যদি পাপদৃষ্ট লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি নবমে সংস্থিত হয় ।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে থাকে ।

যদি দ্বাভ্যক রাশি জন্মলগ্ন হয়, আর তাহাতে শনি থাকেন এবং অষ্টমাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি বলহীন হয় ।

যদি লগ্ন ও চন্দ্রের অষ্টমাধিপতি গ্রহ কেবলে বা দ্বাদশে থাকে ।

যদি কেবলস্থানে কোন গ্রহ না থাকিয়া অষ্টম স্থানে থাকে ।

যদি শুভগ্রহগণ শুভগ্রহের স্কন্ধে শুভগ্রহের নবাংশে থাকে ।

যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে মকর রাশিতে শনি ও রবি থাকে এবং অষ্টমাধিপতি কেবল হয় ।

যদি লগ্নে অষ্টমাধিপতি থাকে এবং অষ্টম স্থানে কোন শুভগ্রহ না থাকে ।

যদি অষ্টমাধিপতি ও লগ্নাধিপতি বলহীন হইয়া কেন্দ্রে থাকে।

যদি পাপগ্রহের দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশস্থানে দুর্বলভাবে চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি থাকে।

যদি লগ্নে মরি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকে।

যদি বৃহস্পতি মঙ্গ্রে বা স্বীয় দ্রেক্ষে থাকেন।

যদি বলবান্ বৃহ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টমে কোন পাপগ্রহ না থাকে।

যদি ঐ অষ্টমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জাতক আয়ুর্হীন বা অভ্যুদাসুঃ হয়

যদি কর্কটরাশিতে চন্দ্র ও মঙ্গল অবস্থিত হয় এবং অষ্টমে ও কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকে।

যদি কেন্দ্রে বা দ্বাদশে বৃহস্পতি এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ বা নবমে পাপযুক্ত লগ্নাধিপতি থাকে।

যদি জন্মকালে ক্ষীণ চন্দ্র * হয় এবং অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকে, আর অষ্টমাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থিত ও লগ্নাধিপতি বলহীন হয়।

যদি শুভগ্রহসকল তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে, আর শনি ও চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে।

যদি রাহু ও চন্দ্র বাতীত অপর যে কোনও দুই পাপগ্রহ অষ্টমে বা দ্বিতীয়ে থাকে।

যদি মঙ্গল লগ্নে এবং শনি ও রবি কেন্দ্রে থাকে।

যদি লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র এবং পঞ্চমে মঙ্গল ও অপর যে কোন পাপগ্রহ থাকে।

যদি জন্মরাশির অধিপতি গ্রহ শুভবিযুক্ত হইয়া লগ্নে অবস্থান করে, আর ঐ লগ্নের প্রতি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি লগ্নে ও অষ্টমাধিপতি অষ্টমে থাকে এবং ঐ লগ্নাধিপের সহিত শুভগ্রহ যুক্ত হয়, আর অষ্টমাধিপের প্রতি কোন দৃষ্টি না থাকে।

কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্রপঞ্চমী পর্যন্ত কালের চন্দ্রকে “ক্ষীণ চন্দ্র” কহে।

আদর্শকোষী

১৭৭৮ শকের ২৫এ শ্রাবণ শুক্রবার দিবা ২২ দণ্ড ৫০ পল সময়ে যদি কাহারও জন্ম হইরা থাকে, তবে তাহার জাতচক্র ও স্থলকোষী যেরূপে নিম্নিত হইবে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।*

ম ৪		কে ২৬
র চ বু ৯	জী— ১৭৭৮।৩ ২৫।২২।৫০ শুক্রবার	২১ হ
শ ১২ রা ১৩	শ ১৫	গং

পূর্বাহ

দিবামান	৩২।২৪।৩৯
নিশামান	২৭।৩৫।২১
মুহূর্ত্তমান	২।৯।৩৮।৩৬
	৫ ৮ ১৬
	২৯ ৫৪ ২৪
	৪০ ২৬ ১৪
	৫৮ ০ ২৫

জাতাহ

দিবামান	৩২।২২।১৬
নিশামান	২৭।৩৭।৪৪
মুহূর্ত্তমান	৩।৯।২৯।৪
	৬ ৯ ১৭
	৩০ ৫৮ ১৯
	৩৭ ২ ৫৭
	৩৭ ৪ ২৬

* বাহুল্য ভয়ে অঙ্কন মাত্র এখানে প্রকাশিত হইল। যেরূপে লগ্ন-নিরূপণ, গ্রহ সংস্থাপন ও নিম্নগত ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদির প্রকটন করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্বে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষার্থীগণ যে কোন ব্যক্তির কোষী প্রস্তুত সময়ে এইরূপে জাতচক্রাদি গঠিত করিয়া তন্মিয়ে পূর্ব-বর্ধিত-মতে গ্রহগণ-ভাববিচার প্রভৃতি ও সর্বনিম্নে নাক্তিকী দশা যোগে জাতকের বয়োবিভাগ করিয়া, প্রতিপার্শ্বে দশাকালের সন্নিবেশ করিলেই প্রচলিত কোষী প্রস্তুত সমাধা হইবে।

পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাদান

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও বোম (অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) এই পাঁচটি মূল পদার্থ হইতেই পৃথিবীর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের দেহও পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ এই পাঁচটি পদার্থের সমষ্টিমাত্র। জাতকের দেহে অবি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী ও রোম এই পাঁচটি মৃত্তিকার গুণ; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, লাল ও মূত্র এই পাঁচটি জলের গুণ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি ও আনন্দ এই পাঁচটি তেজের গুণ; ধারণ, চালন, গন্ধ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটি বায়ুর গুণ এবং রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ এই পাঁচটি আকাশের গুণ বিদ্যমান থাকে। এই মৃত্তিকাদি পঞ্চভূত (রূপান্তরে পঞ্চপ্রাণ নাগাদি পঞ্চ এই দশবিধ) প্রাণবায়ুরূপে জাতকের দেহপিণ্ডকে সজীব ও সতেজ রাখিয়াছে। পঞ্চ প্রাণ যথা;—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহে, উদান কণ্ঠে, সমান নাভিদেশে ও ব্যানবায়ু সর্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

নাগাদিপঞ্চ—নাগ, কুর্শ্ব, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। নাগ উদ্যার-কার্যো, কুর্শ্ব চক্ষুরম্মীলনে, কুকর ক্ষুৎকার্যো, দেবদত্ত জন্মণে এবং ধনঞ্জয়বায়ু সর্বসময়ে সর্বদেহে ব্যাপিয়া থাকে। সর্পের ছায় কুণ্ডলাকারে এক নাড়ী জাতকের নাভিমূলে 'কুণ্ডলীশক্তি' নামে প্রাণের আধাররূপ রহিয়াছে। তাহা হইতে দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২ হাজার) সূক্ষ্ম নাড়ী উঠিয়া স্বল্পদেশের উর্দ্ধ দিয়া সমস্ত শরীরভাগে প্রাণ সঞ্চারিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দশটি প্রধান নাড়ী সেই দশটি প্রাণবায়ুকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের নাম—ইড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না, গাঙ্কারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুধা, কুহু এবং শঙ্খিনী। দেহের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা, মধ্যে সুসুম্না, বামচক্ষে গাঙ্কারী, দক্ষিণচক্ষে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পুষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুধা, লিঙ্গে কুহু এবং মূলস্থানে শঙ্খিনী অবস্থিত আছে। উক্ত দশ নাড়ীর মধ্যেই প্রথমোক্ত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুসুম্না এই তিন নাড়ীই সকলের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। যোগিগণ এই তিন নাড়ী দ্বারাই দেহমধ্যে প্রাণের সঞ্চার প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র ও পিঙ্গলা নাড়ীতে রবি অবস্থিতি করে এবং মধ্যগত সুসুম্না নাড়ীতে সংহাররূপী শঙ্কর অবস্থান। নিশ্বাস-প্রশ্বাস মনুষ্যের জীবন। নিশ্বাসে বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণ ও প্রশ্বাসে বায়ু

বিকর্ষণ বা পরিত্যাগ হয়। প্রতি নিশ্বাসে জাতকের 'স', এই অক্ষর উচ্চারিত এবং প্রতি প্রশ্বাসে 'হং' এই অক্ষর ধ্বনিত করে। একবার শ্বাসপ্রক্রিয়ায়, 'হংস' শব্দ উচ্চারিত হয়, এবং জাতকের পরমায়ুর মধ্যে যতবার শ্বাসপতন হইবে, ঐ একটিবারের 'হংস' উচ্চারণে তাহার তত ভাগের একভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ঐ হংসই শব্দ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জাতকের দুই নাসিকায় এককালে বায়ুবহন হয় না—কখনও বামনাসিকায়, কখনও দক্ষিণ নাসিকায় বহিয়া থাকে। বামনাসিকায় ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণনাসায় পিঙ্গলা নাড়ী বহন করে; ক্ৰটিৎ উভয় নাসায় বহিয়া থাকে, তাহাকে সুসুম্নায় 'বহন' কহে। শান্ত্রে ইড়ার অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে 'শক্তি' ও পিঙ্গলার অধিষ্ঠাতা রবিকে 'শিব' কহে। এবং শিব-শক্তির একত্র সমবায়ের সুসুম্নায় অধিষ্ঠাতা সংহারমুক্তি হন।

গুরুপক্ষের প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া প্রথমে ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাস এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া প্রথমে পিঙ্গলা বা রবি নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস, সূর্য্যোদয়ের সহিত বহিতে আরম্ভ করিয়া আড়াই দণ্ড কাল (এক ঘণ্টা) করিয়া উদিত থাকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে পর্যায়ক্রমে গুরুপক্ষে ইড়া ও পিঙ্গলা এবং কৃষ্ণপক্ষে পিঙ্গলা ও ইড়া, ২৪বার নাসিকাপুটে উদয় হয়।

তাৎপর্য্য।—গুরুপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয়ের সহিত জাতকের বামনাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়। আড়াই দণ্ড পরে দক্ষিণনাসায় বহিতে আরম্ভ করে, আবার আড়াই দণ্ড পরে বামনাসায় বহে; এইরূপে ২৪ ঘণ্টায় একবার বামনাসিকায়, একবার দক্ষিণনাসিকায় ২৪ বার করিয়া শ্বাস পরিবর্তন করিয়া থাকে। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায় এইরূপে প্রথমে বামনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিন দিনে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন তিথিতে বামনাসিকায়, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে দক্ষিণনাসিকায় এবং ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে বামনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া পর্যায়ক্রমে নিয়ত বহিতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে প্রথমে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসের আরম্ভ হইয়া থাকে; তৎপরে গুরুপক্ষের তিন তিন তিথি করিয়া এক এক পর্যায়ের অবস্থিত থাকে। অহোরাত্র মধ্যে ১২ বার চন্দ্র-নাড়ী ও ১২ বার রবি-নাড়ী বহন করে।

ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী—দ্রী, লোহিতবর্ণ, যুগ্ম এবং সৌম্য; আর পিঙ্গলা বা রবিনাড়ী—পুরুষ, গুরুবর্ণ, অযুগ্ম এবং রৌদ্র।

যখন ইড়া নাড়ীতে শ্বাস বহিতে থাকে, তখন সমস্ত সৌম্য ও শুভকার্য্য সুসম্পন্ন ও শুভফলপ্রদ হইবে। যখন পিঙ্গলা নাড়ীতে বহিতে থাকে, সেই সময়ে সমস্ত রোদ্র ও ক্রুর কৰ্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। সূক্ষ্মা নাড়ীতে যখন শ্বাস বহে (অর্থাৎ ক্ষণেক দক্ষিণে, ক্ষণেক বামে, ক্ষণেক উভয়ে একরূপ ভাবে বহিতে থাকে), তখন সকল কৰ্ম্মই নিষ্ফল ও অমঙ্গলপ্রদ জানিবে। কেবল অর্চনা, আরাধনা, মুক্তিকামনা প্রভৃতি যোগিগণবাহিত কৰ্ম্মসকল সাধন করিবার এই প্রশস্ত সময়।

গুরুপক্ষে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র, এই চারি শুভবার শুভভাবে বাম-নাড়ীর বহনসময়ে যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ সুসিদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণপক্ষে রবি মঙ্গল ও শনি এ তিন উগ্রবারে, দক্ষিণনাড়ীর বহনকালে ঐকান্তিকজদয়ে যাহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে।

প্রাতঃকালে শম্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাড়ীতে শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্তে মুখ স্পর্শ করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্বক উঠিলে বাঞ্ছিত-ফল লাভ হইবে।

চন্দ্রনাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে চারিপদ এবং রবিনাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে পঞ্চপদ ক্ষেপণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্বক যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

যাত্রাকালে যে নাড়ী বহিতে থাকে, সেই দিকের পদ আগে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে অশুভ হইবে না।

যদি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে চন্দ্রনাড়ী এবং সায়াংকালে রবিনাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সর্বত্র জয়লাভ হইবে।

যে অঙ্গে শ্বাস বহে, তাহাকে 'পূর্ণাঙ্গ' এবং অপরাঙ্গকে 'রিক্তাঙ্গ' কহে। যিনি গুরু, বন্ধু, অমাত্য রাজা বা তত্ত্বলা ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আশ্রয়-প্রার্থনায় যাত্রা করিবেন, রিক্তাঙ্গে পদক্ষেপ করিলে তিনি নিশ্চয়ই নিষ্ফল এবং পূর্ণাঙ্গে পদক্ষেপ করিলে পূর্ণমনোরথ হইবেন।

পূর্ণাঙ্গে শয়ন ও পূর্ণাঙ্গে উপবেশন করিলে কামিনীগণ বশীভূতা হইবে, উপায়ান্তরের প্রয়োজন নাই।*

শক্র, চোর ও অমাদিকৃত উৎপাত বিনাশের জন্য রিক্তাঙ্গে শাস্তিকৰ্ম্ম করিবে।

“আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।

বশীভবন্তি কামিন্তো ন কার্য্যং নিরমাত্তরম্ ॥”

দূরযাত্রায় চন্দ্রনাড়ী ও নিকট যাত্রায় রবিনাড়ী প্রশস্ত জানিবে ।

ঋণদানে, অভিযোগস্থলে অর্থাৎ মোকদ্দমায়, দম্যুতন্ত্রাদির নিকট, ক্রুদ্ধ প্রভুর নিকট, বিবেষণে ও দৃষ্টলোকের নিকটে রিজ্ঞানের পদ প্রথম ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে ।

যদি পূর্বোত্তরে চন্দ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সূর্য্য অবস্থিত থাকে, তবে চন্দ্রনাড়ী-প্রবাহে পূর্বোত্তরে, রবিনাড়ী-প্রবাহে দক্ষিণ-পশ্চিমে কদাচ গমন করিবে না ।

এই কর্মক্ষেত্রে সংসারী লোকমাত্রকেই কোন না কোনও কর্মবিশেষে নিয়ত ব্যাপ্ত থাকিতে হয় । কার্য্য শুভই হউক আর অশুভই হউক, অহর্নিশ তাহার সাধনা হইতেছে,—অতএব কোন্ কার্য্যকালে কোন্ নাড়ীর প্রবাহ মঙ্গলদায়ক হয়, তাহার সহজবোধের জগ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুমা, তিন নাড়ীর কার্য্যগত তিনটি পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

ইড়া

এই সমস্ত কার্য্যকালে ইড়া নাড়ীর পবাহ প্রশস্ত, যথা—ধিরকর্ম, অলঙ্কারকার্য্য, দূরযাত্রা, অট্টালিকা, মঠ ও সৌধাদিনির্মাণ, বস্ত্রসংগ্রহ, বাপীকুপ-তড়াগ ও দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা, যাত্রা, দান, বিবাহ, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ভূষণ, শাস্তিকপৌষ্টিবদিবৌষধি-রসায়নকার্য্য, স্ন-স্নানাদর্শন, মন্ত্রা, বাণিজ্য, ধনসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবা ও কৃষিকার্য্য, বীজাদি বপন, সাক্ষি, বিদ্যারম্ভ, বন্ধুদর্শন, জলমোক্ষণ, ধর্ম্মকার্য্য, দীক্ষা, মন্ত্রসাধন, কলাবিজ্ঞান, পশুগৃহ-নির্মাণ, কপট-ব্যামিচিকিৎসা, স্নানসংযোগ, গজারোহণ, গজাস্ববন্ধন, ধনুর্দারণ, পরোপকার, নিষিদ্ধাপন, নৃত্যগীতবাদ্য, গীতশাস্ত্র-বিচার, পুরঃপ্রবেশ, গ্রামপ্রবেশ, তিলক ও সূত্রধারণ, পুঞ্জশোক, বিষাদ, জ্বর, মুচ্ছা, স্বজন ও স্নানসম্বন্ধ, ধানাদি সংগ্রহ, কাষ্ঠসংগ্রহ, স্ত্রীগণের দন্তসজ্জা, কৃষিকার্য্যারম্ভ, গুরুপূজা, ইফ্টনাম, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্ম ও সমুদয় শুভকার্য্য ।

পিঙ্গলা

এই সকল কার্য্যকালে পিঙ্গলা নাড়ীর পবাহ প্রশস্ত ;—কঠিন ও ক্রুর বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, স্ত্রীসঙ্গ, মহানৌকারোহণ, নষ্টকার্য্য, বীরমন্ত্রাদির উপাসনা, দেশধ্বংস, বৈরিকার্য্য, মন্ত্রাভ্যাস, মৃগয়া, বাসন, পশুবিক্রয়, ইষ্টক, কাষ্ঠ, পাষণ ও রত্নাদির ঘর্ষণ ও বিদারণ ; গতি, অভ্যাস, স্বপ্ন, হর্গ ও পর্ব্বন্ত-আরোহণ, দৌত্যকার্য্য, চৌর্য্য, রথ, গজ ও

অশ্বাদির বাহন ও সংগ্রহ, ব্যায়াম, মারণোচ্চাটনাদি ষট্‌কর্মা, নদী-প্রস্রবণাদি উত্তরণ, ঔষধসেবন, লিপিলেখন, মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্রোষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ক্ষোভদান, প্রেরণ, আকর্ষণ ও ক্রয়বিক্রয় কর্মা, খড়াধারণ, শক্রহনন, ঐশ্বর্যভোগ, রাজদর্শন, স্নান, ভোজন, ঋণদান ও সমস্ত ক্রমকর্মা ।

ভোজন করিয়া অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে অথবা স্ত্রীবশীকরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, রবিনা দ্বীর প্রবাহকালে শয়ন করিবে ।

সুসুম্না

সুসুম্না-প্রবাহ দুই প্রকার ;—বিষমভাব ও বিয়ুবভাব । যখন ক্ষণে বামনাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণনাসায় প্রবাহিত হয় তখন উহাকে 'বিষমভাব' কহে । বিষমভাবের সময় যে কার্য্য করিবে, তাহার বিপরীত ফল উপাদান হইবে ; সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত একেপ মুহূর্ত্ত সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে । যখন একবারে দুই নাসায় বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহাকে বিয়ুবভাব কহে । এই বিয়ুবভাব বা নাড়ীসংক্রমণসময়ে যোগাভ্যাস, ঈশ্বরারামনা ও ঈশ্টদেবতার নাম-স্মরণ ভিন্ন অঙ্গ কোন কর্মা করিবে না । কচিৎ এক বা অর্দ্ধমুহূর্ত্তের জগ জাতকের যখন সুসুম্না-প্রবাহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃ সময় উপস্থিত জানিবে । সাবধানতার সহিত নির্গিস্ত, নিষ্ক্রিয় ও সান্ত্বিক ভাবে সেই মুহূর্ত্ত অতিবাহন করিলে নিষ্ফলি হয় ; নচেৎ নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে ।

তত্ত্বজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যন্ত্রজ্ঞান বর্ণিত হইল । শিক্ষার্থীগণ প্রথমাবস্থায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইলে, পরে দ্বিতীয়াবস্থাতত্ত্ব-নির্ভয়-প্রণালী শিক্ষা করিবেন ; দ্বিতীয়াবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল ।

ইড়া ও পিঙ্গলার প্রতি উদয়কালে পূর্ব্ব-বর্ণিত আড়াই দণ্ড সময়ের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চতত্ত্বের স্বাধিক্রমে উদয় হয় । পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল, বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, এবং আকাশতত্ত্ব ১০ পল মাত্র উদিতাবস্থায় থাকে ।

কখন্ কখন্ তত্ত্বের উদয় হয়, নিম্নলিখিত কতিপয় প্রক্রিয়ার যে কোনটির দ্বারা তাহা অবগত হইবে ।

১। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই কর্ণ, দুই মধ্যাঙ্গুলী দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র দুই অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা মুখ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দুই চক্ষু রোধ কর, সম্মুখে একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাইবে । উহার বর্ণ যদি পীতবর্ণ হয়, তবে জানিবে, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়াছে । এইরূপে যদি

ওজ্জ্বল হয়, তবে জলতত্ত্ব ; যদি রক্তবর্ণ হয়, তবে অগ্নিতত্ত্ব ; যদি শ্যামবর্ণ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব ও যদি বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ হয়, তবে জানিবে, ঐ সময়ে শ্বাসরূপে আকাশতত্ত্ব উদিত হইয়াছে ।

২। স্ফটিক দর্পণের উপর শ্বাস পরিত্যাগ করিলে তাহাতে বাষ্প পতিত হয় । ঐ বাষ্প যদি চতুষ্কোণ হইয়া মিলিয়া যায়, তবে পৃথ্বীতত্ত্ব ; যদি অর্ধচন্দ্রবৎ হয়, তবে জলতত্ত্ব ; যদি ত্রিকোণ হয়, তবে অগ্নিতত্ত্ব ; যদি বর্তুলবৎ গোলাকার হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব ; আর যদি বিন্দু বিন্দু হইয়া বিলীন হয়, তবে জানিবে, ঐ সময়ে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে ।

৩। তুলা, কাগজ, পালক বা অণু কোন অতি লঘু পদার্থ অবলম্বন করিয়া শ্বাস যদি নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি অধোদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে জল ; যদি উর্দ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে অগ্নি ; যদি পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে বায়ু ; আর যদি বিঘূর্ণিত হইয়া বহির্গত হয়, তবে জানিবে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে ।

৪। উক্তরূপ তুলাদি পদার্থ অবলম্বনে পরীক্ষা করিবে । নিষ্ক্ষেপের সময় শ্বাস যদি ছাদশাকুলী পরিমিত হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি ষোড়শাকুলী হয়, তবে জল ; যদি চতুরশাকুলী হয়, তবে অগ্নি ; যদি অষ্টাকুলী হয়, তবে বায়ু এবং যদি বিঘূর্ণিতভাবে প্রবাহিত হয়, (সুতরাং পরিমাণ করা না যায়), তবে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে জানিবে ।

৫। ইচ্ছদেবতাকে স্মরণপূর্বক নিরবলম্বনে রসনা পরীক্ষা করিলে, একপ্রকার স্বাদ অনুভূত হয় । যদি মধুর রস হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি মধুমিশ্রিত কষায়রস হয়, তবে জল ; যদি তিক্তরস হয়, তবে অগ্নি ; যদি অম্লরস হয়, তবে বায়ু ; আর যদি কটুরস হয়, তবে জানিবে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে ।

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে যে কোন স্থিরকার্য্য করা যায়, তাহা নিশ্চিত শুভজনক হয় । ঐরূপ জলতত্ত্বের উদয়ে সমস্ত চরকার্য্য, অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে সমুদয় ক্রুরকর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে মারণোচ্চাটনাদি কার্য্য নিশ্চিত মঙ্গলদায়ক হয় । আকাশতত্ত্বের উদয়ে যোগাভ্যাসাদি ক্রিয়া ভিন্ন অণু কোন কর্ম্ম ফলপ্রদ নহে ।

রবি বা শিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহকালে অর্থাৎ যে সময়ে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সে সময়ে পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রবি গ্রহ, জলতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা শনি গ্রহ; অগ্নিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা মঙ্গল গ্রহ এবং বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রাহুগ্রহ হন । চন্দ্র বা ইড়া নাড়ীর প্রবাহকালে অর্থাৎ যে

সময়ে বামনাসিকার শ্বাস বহিতে থাকে; তখন পৃথীতত্ত্বের বৃষ্ণগ্রহ, জলতত্ত্বের চন্দ্র গ্রহ, অগ্নিতত্ত্বের শুক্রগ্রহ এবং বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি গ্রহ অধিষ্ঠাতা হন।

পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা নক্ষত্র যথাক্রমে 'ধনিষ্ঠা,' 'রোহিনী,' 'জ্যেষ্ঠা,' 'অনুরাধা,' 'শ্রবণ' ও 'উত্তরাসাঢ়া' পৃথীতত্ত্বের। 'পূর্বাষাঢ়া,' অশ্লেষা,' 'মূলা,' 'আর্দ্রা,' 'রোহিনী,' 'উত্তরভাদ্রপদ' ও 'শতভিষা' জলতত্ত্বের। 'ভরণী,' 'কৃত্তিকা,' 'পুষ্যা,' 'পূর্বফল্গুনী,' 'পূর্বভাদ্রপদ' স্বাতী' অগ্নিতত্ত্বের। 'বিপাশা,' 'হস্তা,' 'উত্তরফল্গুনী,' 'চিত্রা,' 'পুনর্বসু,' 'অশ্বিনী' ও 'মৃগশিরা,' বায়ুতত্ত্বের জানিবে।

বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ অনুকূল গ্রহনক্ষত্রযোগে তত্ত্ববিহিত যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে।

তিনিই সাধক, তিনিই সর্বজ্ঞানী এবং তিনিই মহাপুরুষ, শ্বাসরূপী পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ষাঁহার সম্যক্ অধিকৃত হইয়াছে। শাস্ত্রে ছয় মাসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যে সহজ উপায়ের উল্লেখ আছে, শিক্ষার্থীগণের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

রাত্রি তিন প্রহরের পর উঠিয়া পবিত্র ও স্বচ্ছভাবে ভূপৃষ্ঠে এরূপে উপবেশন কর, যেন উভয় হস্তের মুষ্টিদ্বয় বিপরীতক্রমে জানুর উপর সংস্থাপিত, অঙ্গুলীসকল উদরের দিকে আনত এবং উভয় গুল্ফ গুহের নিম্নদেশে স্থাপিত থাকে; পরে সংযতমনে নাসাপুটের অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ কিল্কিদধিক একপ্রহর কাল পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে যথানিয়মে এইরূপ করিলে, ছয় মাসের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপমূর্ত্তির দর্শন ও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হইবে।

গণক-চূড়ামণি

প্রশ্ন-গণনা।

গুহ ও পবিত্র কেরলী শাস্ত্রানুসৃত প্রশ্নগণনার প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। ইহাতে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, লগ্ন বা ভাবাদি বিচারের প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের অক্ষরমাত্র অবলম্বন করিয়া নিম্ন প্রক্রিয়ামতে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর।

অক্ষরসমুদায় প্রথমে আট ভাগে বিভক্ত হয় এবং এক-এক ভাগকে এক-এক বর্গ কহে। যথা;—অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ ইহারা অবর্গ। কখগঘঙ—কবর্গ। চছজঝঞ—চবর্গ। টঠডঢণ—টবর্গ। তথদধন—তবর্গ। পফবভম—পবর্গ। যরলব—যবর্গ। শষসহক্ষ—শবর্গ।

অবর্গ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—আলিঙ্গিত, অভিধুমিত এবং দক্ষ। অ ই এ ও—ইহারা আলিঙ্গিত। আ ঈ ঐ ঔ—অভিধুমিত, আর উ ঊ অং অঃ—দক্ষ।

অবশিষ্ট সাত বর্ণের (অর্থাৎ বাঞ্জনবর্ণের) প্রতি বর্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তর, উত্তরোত্তর, অধর, অধরাধর ও দক্ষ। বর্ণের প্রথম বর্ণ ক চ ট ত প য শ, এই সাতটি উত্তর। দ্বিতীয় বর্ণ—খ ছ ঠ ঠা ফ র ষ, এই সাতটি উত্তরোত্তর। তৃতীয় বর্ণ—গ জ ড দ ব ল স, এই সাতটি অধর। চতুর্থ বর্ণ—ঘ ঝ চ ষ ভ ব হ, এই সাতটি অধরাধর। পঞ্চম বর্ণ—ঙ ঞ ন ম এই পাঁচটি দক্ষ। অবস্থান্তরভেদে ‘এ ও’ দুই বর্ণ উত্তরোত্তর, ‘অ ই উ’ তিনটি উত্তরাধর, ‘ঐ ঔ’ অধরাধর এবং ‘অং অঃ’ নপুংসক বলিয়া কথিত হয়।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহার সর্বাপেক্ষা প্রথমাঙ্করই শ্রেষ্ঠ। প্রথমাঙ্কর আলিঙ্গিত বর্ণ হইলে প্রমুকর্তার জীবচিত্তা, অভিধুমিত বর্ণ হইলে মূলচিত্তা, আর দক্ষ বর্ণ হইলে শাত্তচিত্তা বুদ্ধিবে। ‘জীব’ শব্দে জীবনবিশিষ্ট চেতন পদার্থ—দেবতা, উপদেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি। “মূল” শব্দে উদ্ভিদ পদার্থ—বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম বা তাহার অংশ বা বিকৃতি। ‘শাত্ত’ শব্দে মণি, মাণিকা, সুবর্ণ-রজতাদি বা গৈরিক, প্রস্তর ইত্যাদি কিংবা শর্করা, যুগ্মিকা, জল প্রভৃতি।

অবর্ণের প্রথমাঙ্কর অ বর্ণের অঙ্ক ১০ দশ, তৎপর প্রতিবর্ণের অঙ্কে দশ দশ বৃদ্ধি হইলে শেষাঙ্কর অঃ বর্ণের অঙ্ক ১২০ একশত দুই হইবে যথা— অ ১০, আ ২০, ই ৩০, ঈ ৪০, উ ৫০, ঊ ৬০, এ ৭০, ঐ ৮০, ও ৯০, ঔ ১০০, অং ১১০, এবং অঃ ১২০। অবশিষ্ট সাত বর্ণের বর্ণাঙ্ক বাঞ্জনবর্ণের স্থানক্রমে জানিবে, যথা—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫, চ ৬, ছ ৭, জ ৮, ঝ ৯, ঞ ১০, ট ১১, ঠ ১২, ড ১৩, ঢ ১৪, ণ ১৫, ত ১৬, থ ১৭, দ ১৮, ধ ১৯, ন ২০, প ২১, ফ ২২, ব ২৩, ভ ২৪, ম ২৫, য ২৬, র ২৭, ল ২৮, ব ২৯, শ ৩০, ষ ৩১, স ৩২, হ ৩৩, এবং ক্ষ ৩৪। ঝকার, ঞকার ও বাঞ্জনবর্ণযুক্ত আকার প্রমাঙ্কর গণনাকালে গ্রহণীয় হইবে না।

প্রমুকর্তার প্রশ্নের মধ্যে স্বর বাঞ্জন যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহাদের

সকল বর্ণাঙ্ক লইয়া সমষ্টি কর এবং তিন দিয়া ঐ সমষ্টিকে হরণ করিয়া কত অবশেষ থাকে দেখ। ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, এবং তিন থাকিলে মূল চিন্তা হইতেছে জানিবে। যদি 'জীব' স্থির হয়, তবে 'দ্বিপদ,' 'চতুষ্পদ,' 'পদহীন' ও 'বহুপদ' এই চারি প্রকার জীবের কোন্ জীব, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রসঙ্গত বর্ণাঙ্ক-সমষ্টিতে ৪ দিয়া হরণ কর। যদি ১ থাকে, তবে দ্বিপদ, যদি ২ থাকে, তবে চতুষ্পদ, যদি ৩ থাকে, তবে পদহীন এবং যদি ৪ থাকে, তবে, বহুপদবিশিষ্ট জীব বুঝিবে। যদি দ্বিপদ স্থির হয়, তবে 'দেবতা,' 'তির্যাক্' (পক্ষী) ও 'উপদেবতা' ইহার কোন্‌বিধ জীব, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি অবর্গ, বা কবর্গ হয়, তবে দেবতা; যদি চবর্গ বা টবর্গ হয়, তবে মনুষ্য; যদি তবর্গ বা পবর্গ হয়, তবে তির্যাক্ এবং যদি ষবর্গ বা শবর্গ হয়, তবে উপদেবতা হইবে।

সাধারণ জীবচিন্তা-গণনায় প্রসঙ্গ-সমষ্টিতে ৩ দ্বারা হরিয়া ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, ৩ থাকিলে মূল বুঝাইবে; কিন্তু যদি লুক-চিন্তা গণনা অর্থাৎ চৌর্যাদি-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ গণিতে হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ জীবস্থলে ধাতু, ধাতুস্থলে মূল ও মূলস্থলে জীব ধরিতে হইবে অর্থাৎ ১ থাকিলে ধাতু, ২ থাকিলে মূল ও ৩ থাকিলে জীব ধরিবে। যদি মুক্তি-চিন্তা গণনা হয় অর্থাৎ হস্তের মুষ্টির মধ্যে কোন্‌ দ্রব্য আছে, ইহা বলিতে হয়, তবে উক্তরূপ জীবস্থলে মূল, ধাতুস্থলে জীব ও মূলস্থলে ধাতু ধরিবে, ১ থাকিলে মূল ২ থাকিলে জীব ও ৩ থাকিলে ধাতু নিশ্চয় করিবে।

অক্ষরসকলের মধ্যে অ ই উ এ ও অং ক গ চ ইত্যাদিগুলিকে অগ্নি বা বিষমাক্ষর এবং আ ঐ উ ঐ ঔ অঃ ধ ব ঝ ইত্যাদিকে যুগ্ম বা সমাক্ষর কহে।

প্রসঙ্গাক্ষরমধ্যে যদি বিষমবর্ণ অধিক হয়, তবে উহাতে ১ যোগ, আর যদি সমবর্ণ অধিক হয়, তবে উহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া পিণ্ডাঙ্ক লইবে। গণনাস্থলে দক্ষবর্ণ ৬ ঞ্ ণ ন ম পরিত্যক্ত হয়।

জীবচিন্তা স্থির হইলে, স্ত্রী, পুরুষ কিনপুংসক--ইহা স্থির করিতে পিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ঐ বর্ণাঙ্কসমষ্টিতে ৩ দিয়া হরিয়া ১এ পুরুষ, ২এ স্ত্রী ও ৩এ নপুংসক জানিবে। বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে, ৫ দিয়া হরিয়া ১এ বালক, ২এ কুমার, ৩এ যুবা, ৪এ প্রৌঢ় ও ৫এ বৃদ্ধ বুঝিবে। শরীরের বর্ণ কিরূপ, ইহা জানিতে হইলে, ৩এ হরিয়া ১এ গোর, ২এ শ্যাম ও ৩এ কৃষ্ণবর্ণ লইবে। ২দিয়া হরিয়া ১এ অঙ্গৈ ক্ষতচিহ্নহীন এবং ২এ চিহ্নহীন ধরিবে। ২এ হারলে ১এ উত্তম ও ২এ অধম হইবে। ব্রাহ্মণাদি জাতি নিরূপণ

করিতে ৫ দিয়া হরিয়া ১এ ব্রাহ্মণ, ২এ ক্ষত্রিয়, ৩এ বৈশ্য, ৪এ শূদ্র, এবং ৫এ শ্লেচ্ছ ও ইতর জাতি জানিবে। যদি স্ত্রী হয়, সতী কি অসতী জানিতে ২এ হরিয়া ১এ সতী, ২এ অসতী বুঝিবে।

যদি পক্ষিচিন্তা স্থির হয়, তবে জলচর, কি স্থলচর, তাহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ স্থলচর, ২এ জলচর বুঝিবে। ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য, ইহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ ভক্ষ্য, ২এ অভক্ষ্য ধরিবে। বর্ণ জানিতে ৫এ হরিয়া ১এ শুক্ল, ২এ কৃষ্ণ, ৩এ হরিত, ৪এ পীত ও ৫এ লোহিতবর্ণ হইবে।

যদি চতুষ্পদ চিন্তা স্থির হয়, তবে খুরী, নখী, দন্তী কি শৃঙ্গী, তাহা দেখ—৪দ্বারা হরিয়া ১এ খুরী, ২এ নখী, ৩এ দন্তী ও ৪এ শৃঙ্গী জন্তু বুঝিবে। ওষ্ণের প্রথমাঙ্কর আ কিংবা ঐ হইলে খুরী, চ বা ফ হইলে দন্তী, র বা য হইলে শৃঙ্গী বলিয়া জানিবে। গ্রাম্য কি বগ, ইহা জানিতে হইলে, ২এ হরিয়া ১এ গ্রাম্য ও ২এ বগ বুঝিবে।

অপদ জীব স্থির হইলে, পক্ষিচিন্তার ন্যায় তাহার জলমধ্যস্থ, জলজ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য ভেদ করিবে। বহুপদ জীব হইলে, ২এ হরিয়া ১এ অশুভ, ২এ স্নেহজ জানিবে।

যদি ষাতু-চিন্তা স্থির হয়, তবে কোন্ ষাতু, তাহা জানিতে হইবে। ষাতু প্রধানতঃ দ্বিবিধ;—ধাম্য ও অধাম্য। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অক্ষয়ীষাতু দুই প্রকার;—উত্তম ও অধম। মণিমাণিক্যাদি উত্তম ও শর্করা, মৃত্তিকা, ওস্তুরাদি অধম। বর্ণাঙ্ককে ২এ হরিয়া ১এ ধাম্য ও ২এ অধাম্য জানিবে। যদি ধাম্য হয় তবে ৮এ হরিয়া ১এ স্বর্ণ, ২এ রৌপ্য, ৩এ তাম্র, ৪এ কাংস, ৫এ পিত্তল, ৬এ রঙ্গ, ৭এ সীসক ও ৮এ লৌহ বুঝিবে।

যদি অধাম্য হয়, তবে ২এ হরিয়া ১এ উত্তম ও ২এ অধম জানিবে। গঠিত ষাতু নিষ্কল্প করিতে, ২এ হরিয়া ১এ গঠিত ও ২এ অগঠিত বুঝিবে। যদি গঠিত অলঙ্কারাদি হয়, তবে কোন্ অঙ্গের ভূষণ, তাহা জানিতে ৮এ হরিয়া ১এ মস্তকের, ২এ কর্ণের, ৩এ গ্রীবার, ৪এ বক্ষের, ৫এ বাহুর, ৬এ হস্তের, ৭এ কটির এবং ৮এ চরণের বলিয়া জানিবে। দক্ষিণাঙ্গের কি বামাঙ্গের, তাহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ দক্ষিণাঙ্গ, ২এ বামাঙ্গ বুঝিবে। যদি অধমাধাম্য ষাতু হয়, তবে ৫এ হরিয়া ১এ শুক্ল, ২এ কৃষ্ণ, ৩এ হরিত, ৪এ পীত ও ৫এ লোহিতবর্ণ জানিবে।

মূলচিন্তা যদি স্থির হয়, তবে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা কি তৃণ, ইহা জানিতে, ৪এ হরিয়া ১এ বৃক্ষ, ২এ গুল্ম, ৩এ লতা ও ৪এ তৃণ জানিবে। ৫এ হরিয়া ১এ তৃক, ২এ পত্র, ৩এ মূল, ৪এ ফল ও ৫এ নির্যাস জানিবে। ৬এ হরিয়া ১এ

কর্কশ, ২এ কোমল, ৩এ গুরু, ৪এ লঘু, ৫এ স্নিগ্ধ এ ৬এ রুক্ষ জানিবে। ২এ হরিশ্রী সুগন্ধ, ভক্ষ্য, আর্দ্র, গুরু প্রভৃতি ভেদ জানিবে। পরে, ৬এ-হরিশ্রী ১এ তিস্ত, ২এ কটু, ৩এ কষায়, ৪এ অম্ল, ৫এ লবণ ও ৬এ মধুর বলিয়া নির্ণয় করিবে।

যদি ঐ ঐ ও এই তিন বর্ণের কোন বর্ণ প্রদ্বের প্রথমাক্ষরে বা শেষাক্ষরে থাকে, তবে পিণ্ডাক্ষকে ৩এ হরিশ্রী, ১এ বস্ত্র, ২এ সূত্র ও ৩এ কার্পাস, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ফলাফল-গণনা।

যে কোন প্রদ্বের ফলাফল গণনা করিতে হইলে, সেই প্রদ্বোক্ত বর্ণীক-সমষ্টিতে ৩ দিয়া হরণ কর। ১ থাকিলে সুফল, ২ থাকিলে কুফল এবং ৩ থাকিলে সুফল হইয়াও ফলপ্রদ হইবে না, ভঙ্গযোগ উপস্থিত হইয়া পণ্ড হইয়া যাইবে।

সময় গণনা

কত দিনের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কর্মের ফলভোগ হইবে, তাহা গণনা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে, প্রদ্বের আদি বর্ণের প্রকৃতি অনুসারে তাহার নিক্রপণ করার স্রুপাদি নিয়ে প্রকাশিত হইল।—

'অ ই এ ও' এই চারি বর্ণ সুখকর ও সিদ্ধিদায়ক এবং একমাসমধ্যে ফল প্রদান করে। 'আ ঙ্গ ঐ ঔ' এই চারিবর্ণ সুখকর ও সিদ্ধিদায়ক এবং একমাসমধ্যে ফল প্রদান করে। 'উ উ অং অঃ' এই চারিবর্ণ দুঃখপ্রদ ও বিনাশক এবং বৎসরের মধ্যে ফল প্রদান করে।

'অ এ ক চ ট ত প য শ'—উত্তম, দ্বিপদ, গুরুবর্ণ, দ্বিজ্যোতি, পুরুষ, প্রথম প্রহর, সুগন্ধ, জ্ঞানী, মধুরস্বর, পৃথ্বী ও পুলদানকারী, শীঘ্র, জয়সূচক, মুক্তিপ্রদ, পূর্বদিগ্ধর্তী, সর্বার্থসাধনকারী ও বর্তমানকালাত্মক।

'ই উ গ জ ড দ ব ল স'—পূর্ববর্ণিত গুণবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ, বৈশ্বজ্যোতি, ত্রিকোণ, বসু অর্থাৎ রত্নরূপ, তৃতীয় প্রহর, পশ্চিমদিগ্ধর্তী ও জলাত্মক।

'আ ঐ খ ছ ঠ খ ফ র ষ'—দক্ষিণদিক, যুবা, স্ত্রী, সূক্ষ্ণভক্ত, শূদ্র ও চতুঃপদ।

'ঐ ঔ ঘ ঞ চ ষ ভ হ'—পীড়ক, ভবিষ্যৎকাল, উত্তরদিগ্ধর্তী, অধোদেশ এবং নানা দ্রব্য ও শূন্যসূচক।

‘উ উ অং অঃ ও ঞ্ ণ ন ম’—নষ্ট, শূন্য, নিষ্ফল, সন্ধ্যাকাল, রক্তবর্ণ, পশ্চিমদিগ্বর্তী, দক্ষ, তৈজস এবং অতিদাহক ; মতান্তরে—ক্লীব, কুষ্ঠ, বৃদ্ধ, কুঞ্জ, খঞ্জ, একচক্ষু ও অশুভাস্বক ।

মানসিক চিন্তা-গণনায় প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি জীবমাত্রায়ুক্ত থাকে, তবে জীব, আর যদি মূলমাত্রায়ুক্ত থাকে, তবে মূল নিশ্চয় করিবে ।

যদি আলিঙ্গিত বর্ণের সংখ্যা অধিক হয়, তবে জীব ; যদি দক্ষ বর্ণের সংখ্যা অধিক হয়, তবে শাতু ; আর যদি দীর্ঘ স্বরবর্ণ অধিক হয়, তবে মূল নিশ্চিত জানিবে ।

যদি অক্ষরসংখ্যার তিন ভাগ আলিঙ্গিত ও এক ভাগ অভিধুমিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ জীব নির্ধারিত করিবে ।

যদি সমস্ত দক্ষ ও একটিমাত্র লঘু হয়, তবে নির্ভয়ে শাতু নির্দেশ করিবে ।

যদি সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে অধিকাংশ জীববর্ণ হয়, তবে মূল আর সমুদয় স্বরবর্ণগুলির মধ্যে অধিকাংশ জীবস্বর হইলে শাতু, শাতুস্বর হইলে মূল ও মূলস্বর হইলে জীব নিশ্চয় করিবে ।

নষ্টবস্তুর সন্ধান ও চোরের নাম নিরূপণ

পূর্বপ্রক্রিয়ামতে, কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে এবং কিরূপ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহা নিরূপণ করিয়া নিম্নপ্রক্রিয়ামতে চোরের নাম নির্ণয় ও নষ্টবস্তুর সন্ধান করিতে পারা যায় ।

প্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে অথবা যে দিকে অবস্থিত থাকিবে, নষ্টদ্রব্য অথবা চোর সেই দিকেই আছে জানিবে ।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তত সংখ্যক বর্ণাঙ্কসমষ্টি অর্থাৎ পিণ্ডাক্ক হইতে বাদ দাও । অবশিষ্ট রাশিকে ৩ দিয়া হরণ করিয়া যদি ১ অবশেষ থাকে, তবে নষ্টবস্তু বিক্রীত হইয়াছে ; যদি ২ অবশেষ থাকে, তবে উহা অতি দূরস্থানে পড়িয়াছে জানিবে ।

পিণ্ডাক্ককে ৫ দিয়া হরিয়া ১ থাকিলে নষ্টবস্তু গৃহের মধ্যেই আছে, ২ থাকিলে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে, ৩ থাকিলে দেবগৃহে আছে, ৪ থাকিলে বিদেশে গিয়াছে, আর ৫ বা ০ শূন্য থাকিলে অপরিচিত লোক অপহরণ করিয়াছে নিশ্চয় জানিবে ।

চোরের নাম জানিতে হইলে, প্রহ্নের বাক্যের ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া ও প্রতি মাত্রার পিণ্ডাককে চতুর্গুণ করিয়া, সমুদয়ের সমষ্টি করিবে ও ঐ সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। ১ অবশেষ থাকিলে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ চোরের নামের আদি বর্ণ জানিবে। এইরূপে ২ থাকিলে কবর্গ, ৩ থাকিলে চবর্গ, ৪ থাকিলে টবর্গ, ৫ থাকিলে ভবর্গ, ৬ থাকিলে পবর্গ, ৭ থাকিলে যবর্গ এবং ০ শূন্য থাকিলে শবর্গমধ্যে আদি বর্ণের নির্ণয় পাইবে সন্দেহ নাই। বর্ণের কোন্ বর্ণ, তাহা জানিতে হইলে, যদি অবর্গ হয়, তবে ১৬ দিয়া, যদি ক চ ট ত বা পবর্গ হয়, তবে ৫ দিয়া ও যদি শবর্গ হয়, তবে ৪ দিয়া পিণ্ডাককে হরিয়া অক্ষর নিরূপণ করিবে।

রোগীর জীবন-মরণ-গণনা

যে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে, সেই রোগে তাহার আরোপালাভ হইবে কিংবা তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিতমতে গণনা করিবে।

প্রহ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহাকে দ্বিগুণ ও যতগুলি মাত্রা থাকে, তাহাদের পিণ্ডাককে চতুর্গুণ কর। পরে উভয়ের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ কর; অবশিষ্ট যে রাশি থাকিবে, তাহা যদি যুগ্মরাশি হয়, অর্থাৎ ২।৪।২।১০ হয়, তবে মৃত্যু নিশ্চিত, আর যদি ঐ অবশিষ্ট রাশি অযুগ্ম রাশি হয় অর্থাৎ ১।৩।৫।৭ হয়; তবে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

প্রকারান্তর।—অক্ষরসংখ্যা ও মাত্রাসংখ্যার সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরিয়া ১ থাকিলে জীবন, ২ থাকিলে মরণ ও ৩ থাকিলে বহুদিন ঐ রোগভোগ হইবে।

তান্ত্রিক প্রশ্ন-গণনা

প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন যদি অস্পষ্ট অথবা দীর্ঘ ও জটিল বলিয়া উক্তমতে পিণ্ডাক ধরিয়া গণনা করা অসাধ্য বা দুরূহ বোধ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত তান্ত্রিক-গণনামতে সহজে প্রক্রিয়ার সাধন হয়।

ইহাতে প্রশ্নবাক্যের পরিবর্তে যদৃচ্ছা-উচ্চারিত পুষ্পাদির নামে একটিমাত্র শব্দ অবলম্বনরূপ হয় এবং বর্ণাঙ্ক এই প্রকার হয়। যথা—

অ ১২, আ ২১, ই ১১, ঐ ১৮, উ ১৫, ঊ ২২, এ ১৮, ঐ ৩২, ও ১৯,
২২৫, অং ১৩, অঃ ১১ ।

ক ২১, খ ৩০, গ ১০, ঘ ১৫, ঙ ২১, চ ২৩, ছ ২৬, জ ২৬, ঝ ১০, ঞ
১৩, ট ২২, ঠ ৩৫, ড ৪৫, ঢ ১৪, ণ ১৮, ত ১৭, থ ১৩, দ ৩৫, ধ ২৮, ন ১৮,
প ১৬, ফ ২৭, ব ২৬, ভ ১৬, ম ২৬, য ১৩, র ১৩, ল ৩৫, ব ২৬, শ ৩৫,
ষ ৩২, স ৩৫, হ ১২ ।

যদি প্রাতঃকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে কোন একটি বালকের মুখে একটি
কুলের নাম শুনিত হইবে । যদি মধ্যাহ্নকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে একটি
যুবীর মুখে কোন মূলের নাম ; যদি অপরাহ্ন হয়, তবে বৃদ্ধের মুখে কোন
বৃদ্ধের নাম আর যদি রাত্রিকাল হয়, তবে যে কোন লোকের মুখে যে
কোন একটি নদী বা দেবতার নাম শ্রবণ করিবে । এই ফুলাদির নামে যে
কয়টি অক্ষর আছে, উপরিলিখিতমতে তাহাদের বর্ণাক্ষরের সমষ্টি গ্রহণ
কর,—ইহাকে ঋবাক্ষ বলিয়া জানিবে । প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া দিবে ।

লাভ-ক্ষতি-গণনা

যদি লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে পূর্বমতে
প্রশ্নের কালানুযায়ী ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা বস্তুবিশেষের নাম উচ্চারণ করাইয়া
লইবে । উহার মধ্যে যতগুলি বর্ণ থাকে, তাহাদের সমষ্টি ঋবাক্ষররূপ
গ্রহণ কর । তৎপরে লাভক্ষতি-প্রশ্নের ক্ষেপাক্ষ '৪২' উহাতে যোগ কর ।
হারকাক্ষ ৩ দিয়া ঐ যোগফলকে হরণ করিলে, যদি ১ অবশিষ্ট থাকে,
তবে লাভ ; যদি ২ থাকে, তবে অল্পলাভ ; আর যদি ০ থাকে, তবে সমূহ
ক্ষতি হইবে জানিবে ।

সুখ-দুঃখ-গণনা

সুখ-দুঃখ-বিষয়ক প্রশ্ন হইলে, পূর্বোক্তরূপে ঋবাক্ষ লইয়া তাহাতে
ক্ষেপাক্ষ '৩৮' যোগ কর । সমষ্টিতে হারকাক্ষ ২ দিয়া হরণ করিলে যদি ১
থাকে, তবে সুখ, যদি ২ থাকে, তবে দুঃখ হইবে ।

যুদ্ধে জয়পরাজয়-গণনা

পূর্বেরূপে ঋবাক্স লইয়া, তাহার সহিত ক্ষেপকাক্স '৩৪' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাক্স '৩' দিয়া হরণ করিলে যদি '১' থাকে, তবে 'জয়' ; যদি '২' থাকে, তবে 'সন্ধি' আর যদি ০ থাকে তবে পরাজয় হইবে।

গমনাগমন-গণনা

পূর্বমতে ঋবাক্স লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাক্স '৩৬' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাক্স '৩' দিয়া হরণ করিয়া যদি '১' থাকে, তবে গমন ; যদি ২ থাকে, তবে অবস্থিতি আর যদি ৩ থাকে, তবে নিশ্চয় গতি জানিবে।

জীবন ও মৃত্যু-গণনা

উক্তরূপে ঋবাক্স লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাক্স '৪০' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাক্স ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে রক্ষা, যদি ২ থাকে, তবে বহুকষ্টে রক্ষা, আর যদি ০ থাকে, তবে মরণ অবশ্যরিত জানিবে।

গর্ভসঞ্চার-গণনা

পূর্বমতে গৃহীত ঋবাক্সের সহিত ক্ষেপকাক্স '৪৬' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাক্স ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে সত্যই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, যদি ২ থাকে, তবে সঞ্চার সত্য, কিন্তু রক্ষা সংশয় ; আর যদি ০ থাকে, তবে গর্ভ হয় নাই, সকলই মিথ্যা।

যাত্রাগণনা

পূর্বমতে ঋবাক্স লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাক্স '৩৯' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাক্স ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে সুযাত্রা ; যদি ২ থাকে, তবে মধ্যমযাত্রা ; যদি ০ থাকে, তবে নিশ্চয়ই কুযাত্রা ঘটবে।

জ্যোতিষ-রত্নাকর

যেকোন রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া জন্মকালীন লগ্নাদি নিরূপিত করা যায়, সেইরূপ রাশিচক্রের অঙ্কন করিয়া প্রলম্বকালীন লগ্নাদি নিরূপিত ও তাহা হইতে তাৎকালিক শুভাশুভ গণিত হইয়া থাকে।

শক্র হইতে জয়পরাজয়-গণনা

প্রলম্বগ্নের তৃতীয় গৃহ হইতে অষ্টম গৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে 'পোর' ও অবশিষ্ট অর্থাৎ নবম হইতে দ্বিতীয় গৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে 'যায়ী' কহে। পোরস্থানে পুরবাসীর ও যায়ী স্থানে আক্রমণকারীর শুভাশুভ গণনা হয়। যদি পোরস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে পুরবাসীর জয়, আর যদি যায়ী স্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে আক্রমণকারীর জয় হইয়া থাকে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ, এই তিন গৃহে যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে আক্রমণকারীর অমঙ্গল ও পুরবাসী অর্থাৎ প্রলম্বকর্তার নিশ্চিত অমঙ্গল হইবে।

কার্য্যসিদ্ধি-গণনা

প্রলম্ব যদি শীর্ষোদয় রাশি হয় ও তাহাতে যদি শুভগ্রহ সংস্থিত থাকে এবং ঐ গৃহ যদি শুভগ্রহের বর্গ হয়, তবে প্রলম্বকর্তার নিশ্চিত কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ লগ্নগৃহ পাপগ্রহের অধিষ্ঠিত, পাপগ্রহের বর্গ ও পূর্বোদয় রাশি হইলে প্রলম্বকর্তার বৃথা প্রয়াস—পশু-শ্রম হইবে মাত্র; প্রত্যুত, আরক বা কল্পিত কর্ম্মে শুভ না হইয়া বরং উহাতে অতি অশুভঘটন হইবে। যদি লগ্নস্থান মধ্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ শুভাশুভ গ্রহের অধিষ্ঠিত ও শুভাশুভ গ্রহের বর্গস্থান হয়, তবে কর্ম্মসূচ্যে কার্য্যোদ্ধার জানিবে।

প্রকারান্তর।—প্রলম্বকালীন লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে যদি শুভগ্রহ থাকে, আর কেবল ও অষ্টমে পাপগ্রহ না থাকে, তবেই প্রলম্বকর্তার কার্য্যসিদ্ধি; অন্যথা কার্য্যনাশ হইবে।

কার্য্যসিদ্ধির কাল-গণনা

প্রশ্নসময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কের সমষ্টিতে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলে ৬ যোগ করিলে যে রাশি হইবে, সেই রাশিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে এক পক্ষ পরে ; যদি ২ থাকে, তবে এক মাস পরে ; যদি ৩ থাকে, তবে এক ঋতু পরে ; যদি ৪ থাকে, তবে ১ অন্ন পরে ; যদি ৫ থাকে, তবে অহোরাত্র পরে ; যদি ৬ থাকে, তবে ১ প্রহর পরে ; যদি ৭ থাকে, তবে ২।০ দণ্ড অর্থাৎ এক ঘণ্টা পরে, আর যদি ০ থাকে, তবে কয়েক পালের মধ্যেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে ।

বিবাহ-গণনা

বিবাহ হইবে কি না, এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, প্রশ্নকালীন রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখিবে যে, ত্রিকোণ বা কেব্লে শুভগ্রহ আছেন কি না ; অথবা লগ্ন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ; সপ্তম বা একাদশ স্থানে রবি, বৃহস্পতি, বুধের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র আছেন কি না । যদি এরূপ থাকে, তবেই বিবাহ হইবে ; নচেৎ কখনই বিবাহ হইবে না ।

প্রবাসীর কুশল-গণনা

বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের বাটী আসিবার সম্ভাবনা বোধ হইলে, প্রকৃতপক্ষে আগমন ঘটিবে কি না, নিম্নলিখিত গণনায় তাহা অবগত হওয়া যায় ।

প্রশ্নকালীন লগ্ন স্থির কর । লগ্ন হইতে যত গৃহ অন্তরে প্রথমে কোন গ্রহের অবস্থান দেখিবে, তত সংখ্যা দ্বারা ১২কে গুণিত কর । গুণফল যত সংখ্যা হইবে, তত দিবসের মধ্যে প্রবাসী প্রত্যাগত হইবে জানিবে ।

যদি কোন গ্রহ প্রশ্নলগ্নের সপ্তম স্থান হইতে বক্রগামী হয়, তবে প্রবাসী আর ফিরিবে না জানিবে আর যদি বক্রগামী না হইয়া সপ্তম হইতে অষ্টমে গতি করে, তবেই প্রবাসী দ্বারায় প্রত্যাগমন করিবে বুঝিবে ।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে গ্রহ থাকিলে, প্রবাসী বাটী আসিবে, আর গুজ ও বৃহস্পতি ঐ স্থানে দৃষ্ট হইলে শীঘ্র আগমন বুঝিবে ।

পূর্ণচন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র এই তিন স্থানে অবস্থিত থাকিলে প্রমুখকর্তার নষ্টবস্ত্র পুনঃপ্রাপ্তি হইবে।

অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে ও কেন্দ্রে কোন অশুভ গ্রহ না থাকিলে নির্ঝিল্লি আগমন ঘটে। যদি অষ্টমে চন্দ্র ও কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকে, তবে প্রবাসী বহু ধনলাভযুক্ত হইয়া আসিতেছে জানিবে।

যদি কোন পৃষ্ঠোদয় রাশি অর্থাৎ মেঘ, বৃষ, কর্কট, মকর, মনু অথবা মীন, ইহাদের যে কোনটি প্রশ্নের লগ্ন হয় এবং সেই লগ্নে যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে জানিবে যে, প্রবাসীর হয় মৃত্যু, না হয় বন্ধনদণা ঘটিয়াছে। যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় গৃহে অশুভ গ্রহের অবস্থান থাকে এবং তাহাতে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি পতিত না হয়, তবে জানিবে, প্রবাসী পূর্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে। ষষ্ঠস্থানে যদি পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রবাসী জীবিত নাই। যদি কেন্দ্রে পাপগ্রহ থাকে ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে, প্রবল শত্রু কতৃক প্রবাসী উৎপীড়িত হইতেছে বা শত্রুজনে তাহাকে হরণ করিয়াছে।

সুজাতক-বিজাতক-গণনা

যে কোন ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মগহণ করিয়াছে কি অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে, ইহা জানিতে হইলে, এই সকল প্রক্রিয়ার ব্যবস্থান কর।

জাতকের কোষ্ঠী থাকিলে দেখ, জন্মলগ্ন ও চন্দ্র যে স্থানে আছে, সে স্থানে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে অথবা চন্দ্র ও রবি যুক্ত না থাকে, যদি পাপচন্দ্রের সহিত রবি যুক্ত হয় তবে জানিবে, এই ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্মগহণ করিয়াছে।

যদি জন্মতিথি—দ্বিতীয়া, দ্বাদশ বা সপ্তমী হয়; জন্মনক্ষত্র—কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, মনিষ্ঠা বা পূর্বভাদ্রপদ হয় এবং জন্মবার রবি, সোম বা মঙ্গল হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে, এই ব্যক্তি (জারজ) পরবীর্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে ইহার প্রশ্ন-গণনা করিবে; যথা—

প্রমুখকালীন যোগ (বিষ্ণুজাদি) সংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ১৪ যোগ কর। সমষ্টিতে হারকাল ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে,

তবে পিতার ঔরসে, যদি ২ থাকে, তবে অপরের ঔরসে আর যদি ৩ বা ০ শূন্য থাকে তবে উভয়ের ঔরসযোগে জন্ম হইয়াছে জানিবে।

প্রকারান্তর।—যত দশু সময়ে প্রপ্ন উপস্থিত হইবে, সেই দশুসংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে তাৎকালিক তিথি, নক্ষত্র ও বারের সংখ্যা যোগ কর। যোগফলকে প্রশ্নলগ্নের রাশির সংখ্যা দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ক্ষেত্রাক্ষ ১৩ যোগ কর। যোগফল যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে প্রশ্নের মাসাক্ষ দিয়া হরণ কর। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি সমাক্ষ অর্থাৎ ২।৪।৬।৮।১০ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মিয়াছে, আর যদি বিষমাক্ষ হয়, অর্থাৎ ১।৩।৫।৭।৯।১১ হয়, তবে নিশ্চিত পরের বীর্ষ্যে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে জানিবে। মাসাক্ষ চৈত্রে ১, বৈশাখে ২, জ্যৈষ্ঠে ৩, আশাঢ়ে ৪, শ্রাবণে ৫, ভাদ্রে ৬, আশ্বিনে ৭, কার্ত্তিকে ৮, অগ্রহায়ণে ৯, পৌষে ১০, মাঘে ১১, ফাল্গুনে ১২।

পঞ্চতত্ত্ব-প্রশ্ন গণনা

প্রপ্ন পৃথ্বীতত্ত্বে * উপস্থিত হইলে মূলচিন্তা, জলতত্ত্বে অথবা বায়ুতত্ত্বে উপস্থিত হইলে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে উপস্থিত হইলে ষাটুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে উপস্থিত হইলে প্রশ্নকর্ত্তার কোন নির্দিষ্ট চিন্তা নাই বুঝিবে। পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদের, জল বা বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদের, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদের এবং আকাশতত্ত্বে পদহীন জীবের চিন্তা জানিবে।

যদি চন্দ্রনাড়ীতে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের এবং রবিনাড়ীতে অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তবে যে কোন বিষয়ক হউক না, সে প্রশ্ন শুভফলপ্রদ ও সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রশ্নকালীন পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের প্রবাহ শুভপ্রদ, অগ্নিতত্ত্বের প্রবাহ মিশ্রফলপ্রদ এবং বায়ু ও আকাশতত্ত্বের প্রবাহ অশুভপ্রদ—ক্ষতি ও মৃত্যু-প্রদায়ক হইয়া থাকে।

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্ব লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে ক্ষতি এবং আকাশতত্ত্বে নিষ্ফল প্রশ্ন জানিবে।

জীবিত, জয়, লাভ, কৃষি, ধন, কর্ষণ, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধ এবং গমনাগমন

* পঞ্চতত্ত্ব ও স্বরজ্ঞান দেখ।

প্রভৃতি প্রশ্নে, জলতন্ম্বে আগমন, পৃথ্বীতন্ম্বে নির্বিঘ্নে সমভাবে স্থিতি, বায়ুতন্ম্বে গমন এবং আকাশ ও অনলতন্ম্বে হানি ও মৃত্যু-সংঘটন হয়।

(প্রবাসিপ্রশ্ন)—বায়ু যখন চন্দ্র-সূর্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত হয়, সেই সময়ে প্রবাসিপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে বুঝিবে, সে ব্যক্তি অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তরগমনের অপেক্ষা করিতেছে। জলতন্ম্বে প্রশ্ন হইলে বাটী আসিতেছে, পৃথ্বী ও বায়ুতন্ম্বে প্রশ্নে কুশলে আছে এবং অগ্নিতন্ম্বে প্রশ্নে প্রবাসীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে বুঝিবে।

সন্তান-গণনা

প্রশ্নের তিথির অঙ্ককে চতুর্গুণ কর ; তাহাতে প্রশ্নের বার ও যোগের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ১ যোগ করিয়া সমষ্টির অর্ধেক গ্রহণ কর। পরে ঐ গৃহীত অঙ্ককে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪ দিয়া হরণ কর। যদি ১ থাকে, তবে কালবিলম্বে সন্তান জন্মিবে, যদি ২ থাকে, তবে কখনও সন্তান জন্মিবে না, আর যদি ০ শূন্য থাকে, তবে শীঘ্র সন্তান জন্মিবে।

পুত্র-কন্যা-গণনা

প্রশ্নের বর্গাঙ্ক, মাত্রাঙ্ক এবং বার, তিথি ও নক্ষত্রের অঙ্ক একত্র সমষ্টি করিয়া ৭ দিয়া হরণ করিলে যদি অযুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ১৩৫৭১৭ ইহার কোন অঙ্ক অবশেষ থাকে, তবে পুত্র জন্মিবে, আর যদি যুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ২৪৬৮ ইহার কোন অঙ্ক থাকে, তবে কন্যা জন্মিবে সন্দেহ নাই।

(মতান্তরে)

গর্ভিণীর নামের অক্ষরসংখ্যার সহিত বার, তিথি, নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কসংখ্যা একত্র করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে পুত্র, যদি ২ থাকে, তবে কন্যা, আর যদি ০ শূন্য থাকে, তবে গর্ভপাত হইবে জানিবে।

সখবা-বিধবা-গণনা

অর্থাৎ

স্ত্রীপুরুষের অগ্রপক্ষাৎ মৃত্যুনির্ণয়

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নামে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহার ব্যঞ্জন-সংখ্যাকে দ্বিগুণ ও মাত্রার সংখ্যাকে চতুর্গুণ করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া

হরণ কর। যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ১ অথবা ০ হয়, তবে স্ত্রী বিধবা হইবে অর্থাৎ পুরুষ অগ্রে মরিবে, আর যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ২ হয়, তবে স্ত্রী সধবা থাকিবে অর্থাৎ স্বামীর অগ্রে স্ত্রী মরিবে।

দিব্যানারী-গণনা

জাতকের জন্মকালে যদি তাহার মাতার মৃত্যু হয় এবং পিতা প্রবাসে থাকে, তবে তাহার বিবাহকালে দিব্যানারী লাভ হইবে অর্থাৎ তাহার পরমা সুন্দরী স্ত্রী হইবে।

যে পুরুষ উচ্চরাশিতে, উত্তরাষাঢ়া বা শতভিষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরম রূপবতী কন্যার সহিত বিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

আয়ুর্গণনা

আয়ুর্গণনা সকল গণনার প্রধান। জীবন থাকিলেই তবে জীবনের কলাফলজ্ঞানের প্রয়োজন। বিবিধ উপায়ে জাতকের পরমায়ু নিরূপণ হইয়া থাকে, কিন্তু খনার প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য কবিতার এক চরণে যে আয়ুর্গণনা নিরূপিত হইয়াছে, বহু তর্কের মীমাংসায় ও বহু জ্যোতিষদ্বন্দ্বণের সর্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহাই সকল গণনার সার ও একমাত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

“পলকে জীবন বার দিন।”

[খনা]

জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, জন্মনক্ষত্রের ভোগ্যমান্ব যত দণ্ডপল থাকে, তাহাকে পল করিয়া; প্রতি পলে ১২ দিন হিসাবে পরমায়ুর পরিমাণ করিবে।

পিশাচ-প্রশ্ন

অঙ্গবিত্তা

পিশাচ-প্রশ্ন-গণনায় পূর্বপ্রক্রিয়ামতে লগ্নজ্ঞান, তত্ত্বনির্ধারণ, প্রশ্নাক্ষর নিরূপণ বা তত্ত্বশিক্ষা প্রভৃতি কিছুই প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নকর্তার অবস্থান, অঙ্গচালনা, হস্তস্থিত বস্তু অথবা সম্মুখস্থিত যে কোন পদার্থ দৃষ্টিমাত্র করিয়া, ইহা দ্বারা অতি সহজে যে কোন প্রশ্নের সমাধান করা যায়। পবিত্রক্রিয় নিগূঢ়মন্ত্র দৈবজ্ঞ বিজ্ঞানপ্রভাবেই প্রশ্নের উত্থাপন হইতে না হইতে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন।

যে কোন স্থানে বসিয়া গণনা করিলে অভীষ্টফল পাওয়া যাইবে না। যে সকল স্থান শান্ত্রে শুভ বলিয়া কীর্তিত ও প্রশংসিত আছে, সেইরূপ স্থানে অবস্থান করিয়া গণনা করিবে। কিরূপ স্থান শুভ আর কিরূপ স্থান অশুভ, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—

যে সকল স্থান সুন্দর, স্নিগ্ধ ও মনোরম, মনোজ্ঞ পাদপগণ ফলকুসুমের মুশোভিত হইয়া যে স্থানের সুখমা বৃদ্ধি করিতেছে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা শল্পবীথিকাসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকৃতি যে স্থানে হাণ্ডমুণী হইয়া রহিয়াছে, মধুরকণ্ঠে বিহঙ্গমগণ অক্ষুট ধ্বনিতে যে স্থানকে মানসরঞ্জন করিতেছে, সে স্থানে প্রশ্নকৃষ্টিত সুগন্ধ কুসুমরাজি মধুরগণের ও যত্ন শাদ্বলশোভিত সলিলরাশি তৃপ্তিত জনের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া রহিয়াছে, যে স্থান দেব, দ্বিজ, সিদ্ধ, সদাশ্রমী ও সংপুরুষগণের আনন্দক্ষেত্র বলিয়া স্বভাবতঃ অস্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, সেই অনুভূত রমণীয় ও পবিত্র স্থানই শান্ত্রে সর্বত্র প্রশংসনীয়, শুভ ও সম বলিয়া কীর্তিত আছে। আর যে স্থান ভিন্নভিন্ন কৃত্তিকাদিদলিত শুষ্কবৃক্ষসকলে সমাকার্য, হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু ও কঠোররবকারী পক্ষিসকল কতৃক পীড়িত, যে স্থান অতি কুৎসিতদর্শন, যে স্থান শ্মশান বা শূন্যগৃহ, চতুষ্পথ, অপবিত্র ক্ষেত্র, উষ্মভূমি এবং অঙ্গার, অস্থি, তুষ, ভস্ম, বিষ্ঠা ও শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা দূষিত অথবা যে স্থানে অস্ত্র ও মদিরা বিক্রীত হয়; নির্দাসিত, নগ্ন, নাপিত, মূচি, রিপু, কারাবাসী, বাজীকর উন্মাদ বা রুগ্ন ব্যক্তি সে স্থানে বসতি করে, শান্ত্রে সেই সকল স্থান অতি নিন্দনীয়, ত্যজ্য অশুভ ও বিষম বলিয়া অভিহিত।

প্রশ্নকর্তা যদি পূর্ব, উত্তর ও ঈশান, এই তিন দিকের কোন দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, তবে তাহাতে শুভ আর যদি দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নি, এই পাঁচ দিকের কোন দিকে অবস্থিত হইয়া

প্রশ্ন করেন, তবে তাহাতে নিশ্চিত অশুভ হইবে। পূর্বাহ্নকালই প্রশ্ন-গণনার প্রকৃত সময় ও সর্বত্র প্রশস্ত ; অপরাহ্ন বা নিশামানের প্রশ্ন অমঙ্গলকর হয়।

প্রশ্নকর্তার হস্তে বা বস্ত্রে যদি কোন বস্তু থাকে, তাহা দেখিয়াই প্রশ্নের উত্তর হইবে। পুরুষের উরু, ওষ্ঠ, বৃষণ (মুষ্ণু), চরণ, দন্ত, বাহু, হস্ত, গণ্ড, কেশ, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, কক্ষ, অংস, কর্ণ, জিহ্বা, গ্রীবা, গুল্ফ, নাভি, পার্শ্ব, বক্ষঃ, তালু, নেত্র ও বদন প্রভৃতি, নারীর ক্র, নাসিকা, নিতম্ব, কটি ও অঙ্গুলীলেখা (অঙ্গুলীচিহ্ন) প্রভৃতি এবং নপুংসকের মুখ, মস্তক; কপাল এবং বক্ষঃ ক্ষত কি কৃশ বা ভগ্নাঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করিবার সময় যদি আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ বা সঞ্চালন করে, তবে চক্ষুরোগ উপস্থিত হইবে। যদি অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপরাঙ্গুলী হয়; তবে কন্ঠাশোক হইবে।

যদি প্রশ্নকর্তা তৎকালে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে রাজভয়, যদি ঐ আঘাত বক্ষঃস্থলে ঘটে, তবে পত্নী-বিরহাশঙ্কা উপস্থিত জানিবে।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্তা পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করে, তবে ক্ষেত্র-চিন্তা, আর যদি পাদকঙ্কয়ন করে, তবে দাসীচিন্তা জানিবে।

প্রশ্নকালে যদি তাল, ভূর্জপত্র বা পট্টবস্ত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তবে কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি রজ্জুকাল দৃষ্ট হয়; তবে ব্যাধি-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এবং যদি বঙ্কল দৃষ্ট হয়; তবে জ্ঞাতি বা বন্ধনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে।

প্রশ্নকালে যদি বৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হ, তবে বন্ধু বা বৈশ্যসম্বন্ধীয় ; যদি পরিব্রাট্-দৃষ্ট হয়, তবে ধন বা নবপ্রসূতি নারীসম্বন্ধীয় এবং যদি উন্মাদ দৃষ্ট হয়; তবে নৃপতি বা দ্যুতক্রীড়া-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইবে।

প্রশ্নসময়ে শাকা দৃষ্টে তরুর; উপাধায় দৃষ্টে দলপতি; আহত দৃষ্টে ব্যবসায়ী; নিগ্রহ দৃষ্টে দাসী; নিমিত্ত দৃষ্টে আক্রমণকারী; নিগম দৃষ্টে বিক্রয় বস্তু এবং কৈবর্তজাতি দৃষ্টে অতি শত্রু বা বধ্য প্রাণিসম্বন্ধে প্রশ্ন জানিবে।

প্রশ্নকালে গাভী দৃষ্ট হইলে মেঘ; হস্তী দৃষ্ট হইলে ধন; মহিষ দৃষ্ট হইলে চন্দন; রোপ্য দৃষ্ট হইলে কৌষেয় বসন এবং ব্যাত্র দৃষ্ট হইলে ভূষণ লাভ হইবে।

প্রশ্নকালে ধাণ, পূর্ণপাত্র ও পূর্ণকুম্ভ দর্শনে কুটুম্ববৃদ্ধি, হস্তীর মল দর্শনে ধনহানি, গোময় দর্শনে যুবতীবিনাশ ও কুকুরপুরীষ দর্শনে সুহৃদক্ষয় বুঝিবে।

প্রশ্নকালে তপস্বিনী দর্শনে প্রবাসী জন, শৌস্তিক দর্শনে পশুপাল এবং উল্লেখ্য দর্শনে প্রশ্নকর্তার বিপদ ও বন্ধনবিষয়ক প্রশ্নজানিবে :

প্রশ্নকালে পিঙ্গলী দৃষ্টে নারীবিষয়, মরিচ দৃষ্টে পুরুষবিষয়, শুষ্ঠি দৃষ্টে দুই জন, বালা দৃষ্টে পীড়িত ব্যক্তি, লোম দৃষ্টে অধ্ব (পথ), কুড় দৃষ্টে পুত্র, বসন দৃষ্টে ধন, বারি দৃষ্টে ধান, জীবক দৃষ্টে কণা, গন্ধমাংসী দৃষ্টে দ্বিপদ, শতপুষ্প দৃষ্টে চতুষ্পদ এবং তগর দৃষ্টে ভূমিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিশ্চয় জানিবে ।

প্রশ্নকালে যদি বিষ, তুষ, অস্থি, রোদনধ্বনি বা ক্ষুৎ (হাঁচির শব্দ) গোচর হয়, তাহা হইলে পীড়িতের মৃত্যু বুঝিবে । যদি সহসা গৃহাভ্যন্তরে বাত্যা প্রবিষ্ট হইয়া বাহিয়া যায়, তবে অনুমান করিবে যে, কোন ব্যক্তি পথাবিষয়ে অত্যাচারী হইয়া বা অতিভোজন করিয়া মৃতবৎ হইয়াছে ।

প্রশ্নসময়ে প্রশ্নকর্তার হস্তে বটফল থাকিলে ধন, মধ্যফল থাকিলে স্বর্ণ, তিন্দুকফল থাকিলে মনুষ্য, জম্বুফল থাকিলে ধাতু, অশ্বফল থাকিলে বস্ত্র, আত্মফল থাকিলে রৌপ্য এবং বদরীফল থাকিলে তাব্রলাভ হইবে জানিবে ।

প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করিবার সময়ে অন্তস্ত্র অঙ্গ সঞ্চালিত করে, তবে স্বজনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি বহিঃস্থ চালিত করে, তবে অপার ব্যক্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি পদাঙ্গুলী চালিত করে, তবে দাসদাসীবিষয়ক প্রশ্ন; যদি জঙ্ঘা চালনা করে, তবে বিদেশী ব্যক্তিবিশয়ে প্রশ্ন; যদি নাভি সঞ্চালন করে, তবে ভগিনীসম্বন্ধে প্রশ্ন ও যদি বক্ষঃ চালনা করে, তবে নারীসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে ।

প্রশ্নকর্তা হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী স্পর্শ করিলে পুত্র এবং অপার অঙ্গুলী স্পর্শ করিলে কন্যাবিশয়ে প্রশ্ন জানিবে ।

প্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে যদি ভ্রুতর স্পর্শ করে, তবে জননী; যদি অন্তক স্পর্শ করে, তবে গুরু; যদি দক্ষিণবাহু স্পর্শ করে, তবে ভ্রাতা এবং যদি বামবাহু স্পর্শ করে, তবে ভ্রাতৃপত্নীর চিন্তা জানিবে ।

যদি অন্তস্ত্র অঙ্গ স্থান করিয়া প্রশ্নকর্তা আপনাতঃ বাহ্য অঙ্গ স্পর্শ করে কিংবা যদি প্রশ্নকালে শ্লেষ্মা, মূত্র বা মল ত্যাগ করে, আর সেই সময়ে হস্তস্থিত বস্ত্র ভূতলে পড়িয়া যায় অথবা যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্নকালে শরীর অবনত করে কিংবা সেই সময়ে কেহ রিভ্রতাও অর্থাৎ কৃৎকলস লইয়া যায়, তাহা হইলে তন্ত্রবিষয়ক চিন্তা বুঝিবে ।

প্রশ্নকালে যদি 'হৃত', 'পতিত', 'ক্ষত', 'মৃত' বা 'গত' ইত্যাদি মূচক কথা শুনা যায়, তবে তন্ত্রচিন্তা হইতেছে এবং ঐ নষ্টদ্রব্য আর পাওয়া যাইবে না, ইহা বুঝিবে ।

যদি প্রণকারক আপনার লজাট কিংবা হৃদয় অথবা গ্রীবা স্পর্শ করে, আর যদি তৎকালে শস্যশীর্ষ (শীষ) দৃষ্ট হয়, তবে অন্নবিশয়ক চিন্তা জানিবে ।

প্রণকর্তা প্রণকালে স্বীয় কৃষ্ণি স্পর্শ করিলে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, মুখ বিকৃত করিলে অন্নরসদ্রব্য, হিঙ্কা ত্যাগ করিলে কটু তিক্ত কষায় বা উষ্ণ দ্রব্য এবং নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে লবণাক্ত দ্রব্য, সম্বন্ধীয় চিন্তা জানিবে ।

যদি প্রণকালে হিঁস্র জন্তু দৃষ্ট হয় কিংবা প্রণকর্তা যদি তৎকালে স্নেহা ত্যাগ করে, তবে শুষ্ক ও তিক্তবস্তুসম্বন্ধীয় প্রণআর যদি প্রণকারক স্বীয় জ্র, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ করে, তবে বুঝিবে, সেই ব্যক্ত অভক্ষা ভোজন করিয়াছে ।

গর্ভসম্বন্ধীয় প্রণ উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিতমতে সমাধান কর ।

প্রণকর্তা প্রণকালে যদি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরাঙ্গুলী বা জ্র স্পর্শ করে কিংবা যদি তৎকালে মাতা, পুত্র ও ধাত্রী নিকটে থাকে অথবা যদি ঘৃত, মধু বা স্বর্ষ-প্রবালাদি রক্ত দৃষ্ট হয়, তবে গর্ভসম্বন্ধীয় প্রণ উপস্থিত হইবে ।

গর্ভপ্রসঙ্গময়ে প্রণকর্তা যদি জঠর স্পর্শ করে, তবে নিশ্চয় গর্ভ হইয়াছে জানিবে । যদি প্রণকর্তা উদর আকৃষ্ণিত করে, হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করে কিংবা যদি তৎকালে তাহার আসন পরিচালিত হয় বা সেই সময়ে কোন দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, তবে গর্ভের সঞ্চার হয় নাই বুঝিবে ।

গর্ভপ্রসঙ্গ সময়ে পানীয় দ্রব্য, অন্ন, পুষ্প ও ফল দৃষ্ট হইলে মঙ্গলদায়ক হয় ।

প্রণকর্তা প্রণকালে দক্ষিণনাসা স্পর্শ করিলে এক মাস পরে, বামনাসা বা কর্ণ স্পর্শ করিলে দুই মাস পরে এবং স্তন স্পর্শ করিলে চারি মাস পরে প্রসব হইবে জানিবে ।

প্রণকর্তার প্রণকালে যদি কোন পুরুষ দর্শন বা স্পর্শ করে তাহা হইলে পুত্র, যদি নারী দর্শন বা স্পর্শ করে, তবে কন্যা এবং যদি ক্লীব দর্শন বা স্পর্শ করে, তবে নপুংসক সন্তান হইবে ।

যদি প্রণকালে প্রণকর্তা মস্তকের শিখা স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন পুত্র, দুই কন্যা ; যদি কর্ণ স্পর্শ করে, তবে পাঁচ পুত্র ; যদি হস্ত স্পর্শ করে, তবে তিন পুত্র—এইরূপ করাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পাঁচ পুত্র এবং পদাঙ্গুষ্ঠ বা পার্শ্বদ্বয় স্পর্শ করিলে কন্যামাত্র জন্মিবে ।

উক্তরূপে বাম উরু স্পর্শ করিলে দুই কন্যা, দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিলে দুই পুত্র, মধ্যলজাট স্পর্শ করিলে চারি কন্যা এবং প্রান্তলজাট স্পর্শ করিলে তিন কন্যা উৎপন্ন হইবে ।

রাক্ষসী-বিদ্যা

প্রথমে প্রকৃত্যকে যে কোন একটি ফলের নাম উচ্চারণ করিতে বলিবে। কথিত ফলের আদ্যক্ষর লইয়া সংজ্ঞাস্টক অবলম্বনে প্রণেত্র উত্তর প্রদান কর।

সংজ্ঞাস্টক—১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বজ্ঞক।

বর্নমালার অষ্টবর্গ এই অষ্ট সংজ্ঞায় বিভক্ত অর্থাৎ অবর্গ বা সমুদায় স্বরবর্গে ধ্বজ, কবর্গ বা ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চবর্গে ধূম্র, চবর্গ বা চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চবর্গে সিংহ, টবর্গ বা ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চবর্গে শ্বান, তবর্গ বা ত থ দ ধ ন এই পঞ্চবর্গে বৃষ, পবর্গ বা প ফ ব ভ ম এই পঞ্চবর্গে খর, যবর্গ বা য র ল ব এই কয় বর্গে গজ ও শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ এই কয় বর্গে ধ্বজ্ঞক সংজ্ঞা হয়।

ঐ অষ্ট সংজ্ঞায় অষ্টবর্গ আবার সপ্তগ্রহ দ্বারা বিভক্ত হয়;—ধ্বজ বা অবর্গের অধিপতি রবি গ্রহ, ধূম্র বা কবর্গের অধিপতি মঙ্গল গ্রহ, সিংহ বা চবর্গের অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ, খর বা পবর্গের অধিপতি চন্দ্র গ্রহ হয়।

পুনশ্চ, দ্বাদশ রাশিতে ঐ অষ্ট সংজ্ঞা এইরূপে বিভক্ত হয়। যথা— ধ্বজে সিংহরাশি; ধূম্রে মেষ ও বৃশ্চিক; সিংহে তুলা ও বৃষ রাশি; শ্বানে মিতুন ও কন্যা রাশি; বৃষে ধনু ও মীন রাশি; খরে মকর ও কুম্ভ রাশি এবং গজে ও ধ্বজ্ঞক কর্কট রাশি হয়। তাহা হইলেই প্রথমে কথিত ফলের নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার আদিবর্ন যদি অ আ ই ঈ উ ঊ ও ঠ অং অঃ ইহার কোন অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধ্বজ, গ্রহ রবি ও রাশি সিংহ হইবে। যদি ফলের আদিবর্ন ক খ গ ঘ ইহার কোন অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধূম্র, গ্রহ মঙ্গল ও রাশি মেষ এবং বৃশ্চিক হইবে। যদি চ ছ জ ঝ ঞ ইহার কোন বর্ন হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা সিংহ, গ্রহ শুক্র ও রাশি তুলা ও বৃষ হইবে ইত্যাদি।

এই ধ্বজাদি অষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালে সকল প্রস্নই অতি সহজে গণনা করা যায়।

পরমায়ু-গণনা

প্রশ্নকর্তার উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধূত্র হয়, তবে ১ বৎসর ; যদি ধ্বজ বা সিংহ হয়, তবে ৬ বৎসর ; যদি শ্বান হয়, তবে ৫০ বৎসর ও যদি বৃষ হয়, তবে ৬০ বৎসর পরমায়ু জানিবে ।

সত্যমিথ্যা-গণনা

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে সত্য আর যদি ধূত্র, শ্বান, খর বা ধ্বাজ্জ হয়, তবে প্রত্ন মিথ্যা জানিবে ।

গর্ভস্থ সন্তান-গণনা

উচ্চারিত ফলের নাম যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে গর্ভিণীর “পুত্র” হইবে, আর যদি ধূত্র, শ্বান, খর বা ধ্বাজ্জ হয়, তবে “কন্যা” জন্মিবে ।

কার্য্যসিদ্ধি-গণনা

ফলের আদিবর্ণ যদি ধ্বজ বা গজ হয়, তবে স্থিরকার্য্যসিদ্ধি, যদি বৃষ বা সিংহ হয়, তবে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি, যদি খর বা শ্বান হয়, তবে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, আর যদি ধূত্র বা ধ্বাজ্জ হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বুঝিবে ।

লাভালাভ-গণনা

আদিবর্ণ যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে নিশ্চিত লাভ হইবে, আর যদি খর, শ্বান, ধূত্র বা ধ্বাজ্জ হয়, তবে লাভ কোনরূপেই হইবে না ।

ব্যবহার (মোকদ্দমা) গণনা

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হইলে মোকদ্দমান মঙ্গল হইবে, আর খর, শ্বান, ধূত্র বা ধ্বাজ্জ হইলে অমঙ্গল ঘটবে ।

শত্রুর আগমন-গণনা

ফলের আদিবর্গ ধ্রুজ, গজ, বুধ বা সিংহ হইলে শীঘ্রই শত্রুর সমাগম-
-বুঝিবে, আর খর, শ্বান, ধৃত্র বা ধ্রুজ হইলে শত্রুর আশঙ্কা নাই
-জানিবে।

প্রবাসীর কুশলাকুশল-গণনা

আদিবর্গ ধ্রুজ, গজ, বুধ বা সিংহ হইলে প্রবাসী কুশলে আছে জানিবে,
আর খর, শ্বান, ধৃত্র বা ধ্রুজ হইলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে জানিবে।

প্রবাসীর গতি-গণনা

ধ্রুজ অথবা গজ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী স্থির আছে, বুধ বা সিংহ সংজ্ঞা
-হইলে প্রবাসী চঞ্চল হইয়াছে, শ্বান বা ধৃত্র সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী যাত্রা
-করিয়াছে এবং খর বা ধ্রুজ হইলে প্রবাসী কাঠখানে আরোহণ
-করিয়াছে জানিবে।

মাস-গণনা

মাসঘটিত প্রসঙ্গ হইলে ধ্রুজ সংজ্ঞায় ১ পক্ষ, ধৃত্র সংজ্ঞায় সপ্তাহ, সিংহ
-সংজ্ঞায় ২০ দিন, শ্বান সংজ্ঞায় ১ মাস, বুধ সংজ্ঞায় দেড় মাস, খর
-সংজ্ঞায় ২ মাস, গজ সংজ্ঞায় ৩ মাস এবং ধ্রুজ সংজ্ঞায় অল্প
-অর্থাৎ ৬ মাস জানিবে।

দিন-গণনা

দিনঘটিত প্রসঙ্গ হইলে বুধে ১ দিন, ধৃত্রে ৭ দিন, শ্বানে ২০ দিন,
-ধ্রুজে ২৭ দিন, সিংহ, ও বুধে ৪০ দিন এবং খরে ও ধ্রুজে অল্প
-অর্থাৎ দুই মাস বুঝিবে।

৪ দণ্ড, শুক্রবার তৃতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ একপ্রহরের পর ৪ দণ্ড এবং শনিবার প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড ও শেষ ৪ দণ্ড কাগবেলাং বলিয়া জানিবে ।

বারবেলা ও কাগবেলায় যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে কন্যা বিধবা ও উপনয়নে বালকের মৃত্যু হয়,—অতএব সকল কর্ণেই বারবেলা কাগবেলা পরিত্যাগ করিবে ।

পঞ্চতিথি

প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি ৫ ভাগে বিভক্ত ; যথা—নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা । প্রতিপদ,, ষষ্ঠী ও একাদশী, এই তিন তিথিকে নন্দা ; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী, এই তিন তিথিকে ভদ্রা ; তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, এই তিন তিথিকে জয়া, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী, এই তিন তিথিকে রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, এই তিন তিথিকে পূর্ণাতিথি কহে ।

সিদ্ধিযোগ

শুক্রবার নন্দাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয় । এইরূপ শনিবার রিক্তা, মঙ্গলবার জয়া, বুধবার ভদ্রা ও বৃহস্পতিবার পূর্ণাতিথি হইলে তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে । ‘সিদ্ধিযোগে’ যাত্রাদি কর্ণে নামানুযায়ী ফল জানিবে ।

অমৃতযোগ

বুধ অথবা শনিবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে অমৃতযোগ কহে । এইরূপ মঙ্গলবারে ভদ্রা ও বৃহস্পতিবারে জয়া, শুক্রবারে রিক্তা এবং রবিবারে বা সোমবারে পূর্ণাতিথি হইলে ‘অমৃতযোগ’ হয় ।

পাপযোগ

রবিবারে বা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে পাপযোগ কহে । এইরূপ শুক্র বা সোমবারে ভদ্রা, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণাতিথি হইলে ‘পাপযোগ’ হয় ।

দিনদক্ষা

যদি রবিবারে দ্বাদশী তিথি হয়, তবে তাহাকে 'দক্ষা' কহে। এইরূপ ;
সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দ্বাদশী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে
ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে 'দিনদক্ষা' হয়।

কালঘণ্ট যোগ

সোমবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে সপ্তমী ও দশমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী,
বুধবারে নবমী, শনিবারে দশমী, মঙ্গলবারে একাদশী ও রবিবারে দ্বাদশী
হইলে 'কালঘণ্টাযোগ' হয়। কালঘণ্টাযোগে কোন কর্মই সুসিদ্ধ হয় না।

বিষ্টিভদ্রা

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমী তিথির পরার্ক্ণ অর্থাৎ শেষ ত্রিশ দণ্ড,
শুক্লপক্ষের চতুর্থী ও একাদশী তিথির ঐরূপ ত্রিশ দণ্ড এবং অষ্টমী ও
পূর্ণিমার পূর্ব ত্রিশ দণ্ডকে বিষ্টিভদ্রা কহে। ষট্-কর্ম ও উগ্রকর্মাদি ভিন্ন
অন্য কোন কর্ম ইহাতে প্রশস্ত নহে। বিষ্টিভদ্রার শেষ তিন দণ্ড 'পুচ্ছ'
বলিয়া কথিত। পুচ্ছ সকল কর্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মাসদক্ষা

বৈশাখের শুক্লা ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লা দশমী,
কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া, ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী,
জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্থী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী,
অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মার্ঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী ও চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া
'মাসদক্ষা' হয়।

মাসদক্ষায় ষাট্কা করিলে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়, বিবাহে বগা
বিধবা হয়, বিদ্যারম্ভে মূর্খ হয়, ক্রীসংবাসে গর্ভপাত হয় এবং বাণিজ্যে
মূলধনের বিনাশ হয়—অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিমায়েই ইহাতে কোন
শুভকর্ম করিবে না।

অবম ও ত্রাহস্পর্শ

একদিনের মধ্যে তিন তিথিসম্পাত হইলে, তাহাকে 'অবম' ও এক তিথির মধ্যে তিন বারের সম্পাত হইলে তাহাকে 'ত্রাহস্পর্শ' কহে।

অবম এবং ত্রাহস্পর্শে বিবাহ বা যাত্রাদি মঙ্গলকর্ম করিবে না ; কিন্তু দানাদি কার্য ইহাতে প্রশস্ত জানিবে।

নক্ষত্রামৃতযোগ

রবিবারে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুশ্যা, হস্তা, মূলা ও রেবতী, ইহার কোন এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয় ; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, রোহিণী, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী, ইহার কোন এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। এইরূপ যদি মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, স্বাতী, পুশ্যা, উত্তরভাদ্রপদ বা রেবতী হয় ; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা বা অনুরাধা হয় ; বৃহস্পতিবারে অনুরাধা, স্বাতী, পুনর্বসু বা পুশ্যা হয় ; শুক্রবারে অনুরাধা, ফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী বা শ্রবণা হয় অথবা শনিবারে স্বাতী বা রোহিণী নক্ষত্র হয়, তবে সেই দিবস অমৃতযোগ হয়।

'অমৃতযোগ' অতি শুভদায়ক। সূর্য্যের উদয়ে যেমন অঙ্ককার বিন্দু হয়, সেইরূপ অমৃতযোগে বিষ্টিভরা, ব্যতীপাত আদি সকল বিষ্টি নিবারিত হয়।

ত্র্যমৃতযোগ

রবিবারে অথবা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, আর সেই দিন কৃত্তিকা, মূলা, অশ্লবা, চিহ্না, রেবতী, শতভিষা, আর্দ্রা কিংবা স্বাতী নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে। সোমবারে বা শুক্রবারে যদি ভদ্রাতিথি হয়, আর সেই দিন পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে। এইরূপ বুধবার জ্ঞানতিথিযোগে মৃগশিরা, পুশ্যা, ভরণী বা অভিজিৎ নক্ষত্র ঘটিলে, বৃহস্পতিবার রিক্তাযোগে কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, মঘা বা পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে অথবা শনিবার পূর্ণাতিথিযোগে হস্তা, ধনিষ্ঠা বা রোহিণী নক্ষত্র সংঘটিত হইলে, সেইদিন ত্র্যমৃতযোগ হইবে।

‘ত্র্যমৃতযোগ’ সকল যোগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বত্র অতীষ্টকল প্রদান করিয়া থাকে।

বিষযোগ

একদিবসের মধ্যে সিদ্ধিযোগ ও অমৃতযোগ উভয়ের সম্পাত হইলে, তাহাকে ‘বিষযোগ’ কহে। যেমন ঘৃত ও মধু একত্র হইলে মধুরতা ছাড়িয়া বিষময় হয়, সেইরূপ অমৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ উভয়ে মিলিয়া এই বিষযোগের উৎপাদন করে।

যেমন বজ্রপাতে বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্রশুদ্ধি থাকিলে সকল যোগের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বর্জিত যোগ

বিষ্ণুভোগের প্রথম ৫ দণ্ড, শূলযোগের প্রথম ৭ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাতযোগের প্রথম ৬ দণ্ড, হর্ষণ ও বজ্রযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, পল্লিঘযোগের প্রথমার্দ্ধ এবং বৈধতি ও বাতীপাত যোগের সমুদায় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করিবে।

বর্জিত মাস

ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র, এই তিন মাস বর্জিত মাস। ইহাতে বিবাহ, দুরযাত্রা, গৃহারম্ভ ও ক্ষৌরকার্য্যাদি সমুদায় নিষিদ্ধ।

কোন্ বারে কোন্ দিকে গমনে শুভ

শুক্রবার ও রবিবার পূর্বদিকে যাত্রা করিলে শুভ হয়, সোমবার ও শনিবারে পশ্চিমদিকে কল্যাণজনক হয় এবং দক্ষিণদিকে মঙ্গলবারে ও উত্তরদিকে বুধস্পতিবারে যাত্রা করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়।

[দিক্শূল

শুক্রে ও রবিবারে পশ্চিমদিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তরদিকে, শনি ও সোমবারে পূর্বদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণদিকে দিক্শূল হয়। দিক্শূল লঙ্ঘন করিয়া যে মুচ বাস্ত্রি কৰ্ম্মদিগ্নির আশায় গমন করিবে, তাহার কার্য নিষ্ফল হইবে এবং ম্লানচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

যোগিনী-নির্গম

যে তিথিতে যদিকে যোগিনী থাকে, সেই তিথিতে সেদিকে গমন নিষেধ। যদি বিশেষ কার্যবশতঃ সেদিকে গমন অপ্ৰতিহার্য্য হয়, তবে তিথির শেষ ৯ দণ্ডের কোথাও কোনমতে যাইবে না। যাত্রাকালে যোগিনী বামভাগে থাকিলে শুভফল, পৃষ্ঠভাগে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, সম্মুখে থাকিলে বধ-বন্ধন ভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে মৃত্যু হয়।

যোগিনী প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে পূর্বদিকে থাকে, তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে অগ্নিকোণে থাকে। এইরূপ পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋতকোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরদিকে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানকোণে যোগিনীর স্থিতি জানিবে।

রাহু-কালানল চক্র

রাহু অশ্বগতিক্রমে* দিবসে অষ্টযামার্কে অষ্টদিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে। যখন যদিকে রাহুর অবস্থিতি হয়, সে দিগ্গুখ তথত কালানলতুলা প্রজ্জলিত থাকে। কৰ্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ বাস্ত্রিগণ সম্মুখরাহুতে কদাপি যাত্রা করিবে না। একরূপ গমনে শুভফল দূরে থাকুক, পদে পদে বিঘ্ন ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

রাহু রবিবারে প্রথম যামার্কে পশ্চিমে, দ্বিতীয় যামার্কে অগ্নিকোণে, তৃতীয় যামার্কে উত্তরে, চতুর্থ যামার্কে নৈঋতকোণে, পঞ্চম যামার্কে পূর্বে, ষষ্ঠ যামার্কে বায়ুকোণে, সপ্তম যামার্কে দক্ষিণে এবং অষ্টম যামার্কে অর্ধাঃ

* সত্তরক্ষখেলায় অশ্বের যেমন গতি।

বিবার শেষভাগে ঈশানকোণে অবস্থিতি করে। অশুবারেও ঐরূপক্রমে গতি হইবে অর্থাৎ প্রথম যামার্কে সোমবারে অগ্নিকোণে, বুধবারে উত্তরদিকে, মঙ্গলবারে বায়ুকোণে, শুক্রবার নৈঋত্বকোণে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণদিকে ও শনিবার ঈশানকোণে স্থিতি জানিবে।

লালাটিক যোগ

বিশেষ কার্যোদ্দেশে যাত্রা করিতে হইলে, যাত্রাকালের রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখ। যদি লগ্নে সূর্য্য, দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বৃহস্পতি, চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে বা ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে শনি, অষ্টমে বা নবমে রাহু, দশমে মঙ্গল, একাদশে বা দ্বাদশে শুক্র অবস্থিত থাকে, তাহাকে 'লালাটিকযোগ' কহে। এ যোগে যাত্রা করিলে ইন্দ্রতুলা বার্কিও নিধন লাগু হয়।

কোন্ তিথিতে যাত্রায় কিরূপ ফল

দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিলে গন্তব্যস্থানে নির্বিবাদে উপস্থিত হওয়া যায়, কার্য্যও নিষ্ফল হয় না। তৃতীয়ায় যাত্রা করিলে জহলাত, চতুর্থীতে বধবন্ধন ও ক্লেশ, পঞ্চমীতে কার্য্যসিদ্ধি, ষষ্ঠীতে নিষ্ফল, সপ্তমীতে ভূমি ও অর্থলাভ অষ্টমী তিথিতে কুত্রাপি গমন করিবে না, নবমীতে গমন করিলে মৃত্যু হইবে, দশমীতে ভূমিলাভ, একাদশীতে আরোগালাভ, দ্বাদশীতে নিষ্ফল, ত্রয়োদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দশী তিথিতে যাত্রা করিবে না, পূর্ণিমায় যাত্রা নিষ্ফল ও অমাবস্যায় যাত্রা মৃত্যুকর জানিবে। আর প্রতিপদ তিথি (শুক্র ও কৃষ্ণপক্ষভেদে) এই প্রকার ফল প্রদান করে—কৃষ্ণ প্রতিপদ সিদ্ধিপ্রদ ও শুক্র প্রতিপদ নিষ্ফল জানিবে।

কোন্ নক্ষত্রে যাত্রায় কিরূপ ফল

অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, যুগশিরা, মূলা, পুনর্কসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা, এই কয়েকটি উত্তম যাত্রিক নক্ষত্র। রোহিণী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী, শতভিষা ও ধনিষ্ঠা, এই কয়েকটি যাত্রিক মধ্যম নক্ষত্র। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, বিশাখা, মঘা, আশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ও অশ্লেষা, এই কয়েকটি নক্ষত্র যাত্রিক অধম বলিয়া

জানিবে। উত্তম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে উত্তমফল, মধ্যম নক্ষত্রে মধ্যবিধ এবং অধম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যুফল ঘটিয়া থাকে।

বর্জিত নক্ষত্র ও নক্ষত্রশূল

পূর্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণদিকে পূর্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনী, পশ্চিমদিকে পুশ্যা ও রোহিণী এবং উত্তরদিকে হস্তা ও উত্তরফল্গুনী, এই অষ্টনক্ষত্র মহাশূলস্বরূপ। ইহাতে কদাপি যাত্রা করিবে না।

যদি প্রতিপদ তিথিতে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা, অথবা ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্র হয়, তাহাতে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও যাত্রা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

যাত্রিক করণ

গর, বশিষ্ঠ ও বিষ্টি, এই তিন করণ ভিন্ন অগ্র সকল করণই যাত্রার প্রশস্ত হয়, কাহারও কাহারও মতে গরকরণও প্রশস্ত। বশিষ্ঠকরণ বাশিষ্টাকার্যে অতি শুভজনক।

যাত্রিক লগ্ন

ধনু, মেষ বা তুলা লগ্নে যাত্রা করিলে বিলম্বে কার্যাসিদ্ধি, সিংহ ও কুম্ভে স্থিরকার্য সিদ্ধ, কন্যা, মীন ও মিথুনে অভীষ্টলাভ এবং মকর, কর্কট ও বৃশ্চিকে যাত্রা করিলে নিশ্চিত মৃত্যু হয়।

কোন লগ্নে কোন দিকে যাত্রায় শুভ

পূর্বদিকে ধনু, সিংহ মেষলগ্ন প্রশস্ত, উত্তরদিকে কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনলগ্ন প্রশস্ত, পশ্চিমদিকে মিথুন, তুলা ও কুম্ভলগ্ন প্রশস্ত এবং বৃষ, কন্যা ও মকরলগ্ন দক্ষিণদিক্গমনে প্রশস্ত জানিবে।

• মৃত্যু সর্বত্র নিধনবাচক নহে, কার্যাহানি, মনস্তাপ, বিস্তনাশ, অপমান, রোগ, শোক ও দীনতা প্রভৃতির উৎকট আতিশয্যকেও মৃত্যু কহে।

যদি জন্মমাসে অষ্টমী তিথিতে জন্মনক্ষত্রের সংযোগ হয়, তবে সেই দিন যতই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হউক না, কুত্রাপি যাত্রা করিবে না। ইহাতে আয়ুক্ষয়, পীড়া ও বধবন্ধন নিশ্চিত ফল জানিবে।

যাত্রাগণনায় চন্দ্রতারাত্ত্বিই সর্বপ্রধান জানিবে। যদি বিশেষ প্রয়োজনে বিরুদ্ধ তিথিনক্ষত্রে চন্দ্রতারার অন্তর্গত সত্ত্বো কাহাকে কোথাও গমন করিতে হয়, তবে উষা বা গোধূলিতে যাত্রা করিবে।

উষাতে পূর্বদিকে এবং গোধূলিতে পশ্চিমদিকে কনাপি গমন করিবে না।

নিশাবসানে যখন পূর্বদিক্ আরক্তবর্ণ ধারণ করে, অথচ সূর্যোদয় না হয়, সেই সময় 'উষা' এবং দিবাবসানে যখন পশ্চিমদিক্ আরক্তবর্ণ ধারণ করে, সেই সময়কে 'গোধূলি' কহে।

যাত্রাকাল

কোন স্থানে যাইবার জ্ঞাত যাত্রা করিয়া যদি তিন দিনের মধ্যে যাওয়া না ঘটে, তবে পুনর্বার শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিবে।

তিন দিন স্থলে কাহারও মতে পাঁচ দিন, কাহারও মতে সাত দিন হয়। কেহ কেহ কহেন, যতদিন না যাত্রার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততদিন যাত্রাভঙ্গ হয় না।

গন্তবাস্থানে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে এই বিধি জানিবে।

যাত্রাবিধি

দিবসে যাত্রা করিয়া ভোজনগৃহ এবং রাত্রিতে যাত্রা করিয়া শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিবে। গার্গামুনি বলেন—গৃহ হইতে গৃহান্তরে থাকিবে। ভৃগু বলেন,—সীমা পরিত্যাগ করিবে। ভরদ্বাজ বলেন—ভীরক্ষেপণ করিলে যতদূর যায়, ততদূর অতিক্রম করিয়া থাকিবে এবং বলিষ্ঠমুনির মতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে।

প্রত্যঙ্গ-বিবেক

মানবদেহের হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ এবং অঙ্গুলী, বাহু, গ্রীবা, ললাট, নখ, কর্ণ ও নাসা ইত্যাদি অঙ্গের অবয়বসকলকে 'প্রত্যঙ্গ' কহে। মানবের অবয়ব অর্থাৎ এই প্রত্যঙ্গ-সমুদয়ের লক্ষণাদি দৃষ্টিে তাহার চিরজীবনের শুভাশুভ লক্ষণাদির বিনির্গম হইয়া থাকে। পরিমাণ, প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে প্রত্যঙ্গসকলের লক্ষণভেদ হয়। প্রত্যঙ্গের প্রকৃত পরিমাণ আপন অঙ্গুলীর দুই অঙ্গুল। মধ্যমা তর্জ্জনীর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ; অনামিকা মধ্যমার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ এবং কনিষ্ঠা অনামিকার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ হয়। পদতলের আয়তন চারি অঙ্গুলী ও বিস্তার পঞ্চাঙ্গুল, পদতলের উপরিভাগ হইতে অঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত স্থানেরও এই পরিমাণ। পার্শ্বদেশ চারি অঙ্গুলী বিস্তীর্ণ এবং আয়তনে পঞ্চাঙ্গুল। সমগ্র পদতলের দৈর্ঘ্য চতুর্দশাঙ্গুল। গুল্ফ, জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যবর্তী স্থানের বিস্তার চতুর্দশাঙ্গুল। জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশাঙ্গুল ও জানুর উপরিভাগের পরিমাণ দ্বাত্রিংশদাঙ্গুল। এইরূপে সমগ্র পরিমাণ পঞ্চাশৎ অঙ্গুলী হয়। জঙ্ঘা ও উরু উভয়ের দৈর্ঘ্য একরূপ। কোষ, চিবুক, দন্ত, নাসিকাপুট, কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুল। শিখ্র, মুখনিবর, নাসাপুট, কর্ণ, কপাল, গ্রীবার উচ্চতা ও চক্ষুর আয়তন চতুরাঙ্গুল। যোনির বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল। শিগ হইতে নাভি ও নাভি হইতে গ্রীবাস্থলের পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। স্তনদ্বয়ের অন্তরস্থান ও মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য দ্বাদশাঙ্গুল। প্রকোষ্ঠ ও মণিবন্ধের স্থূলতা দ্বাদশাঙ্গুল। বস্তি (তলপেট) ষোড়শাঙ্গুলী বিস্তীর্ণ এবং স্কন্ধদেশ হইতে কনুইয়ের অন্তর ঐ ষোড়শাঙ্গুল। উরুদ্বয় ও ভুজদ্বয়ের দৈর্ঘ্য দ্বাত্রিংশদাঙ্গুল। মণিবন্ধ হইতে কনুইয়ের অন্তর ষোড়শাঙ্গুল, হস্ততলের দৈর্ঘ্য ষড়ঙ্গুল এবং প্রসারে চতুরাঙ্গুল। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অন্তরস্থান দুই মধ্যমাঙ্গুলীর পরিমাণের সমান। কর্ণ হইতে অপাঙ্গ (চক্ষুর কোণ) পঞ্চাঙ্গুল। অনামিকা ও তর্জ্জনীর অন্তরস্থান সার্ক দুই অঙ্গুল এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অন্তর সার্ক তিন অঙ্গুল। গ্রীবা ও মুখমণ্ডল উভয়ের বিস্তার প্রত্যেকের দ্বাদশাঙ্গুল। নাসিকারঙ্গ একাঙ্গুলীর চারি ভাগের তিন ভাগ, চক্ষুর তারার পুস্তলীর পরিমাণ তারার নয় ভাগের একভাগ। মস্তিষ্ক হইতে ললাটের উর্দ্ধস্থ কেশস্থান পর্য্যন্ত একাদশাঙ্গুল ও পশ্চাৎভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশাঙ্গুল। কর্ণ ও গ্রীবার অন্তর সপ্তাঙ্গুল। পুরুষের বক্ষঃস্থল ও নারীর কটিতল পরিমাণে একরূপ।

- নারীর বক্ষঃস্থল ও পুরুষের কটি, এ দুয়েরই পরিমাণ অষ্টাদশাঙ্গুল ।
- পুরুষের সর্বশরীর একশত বিংশতি অঙ্গুল ।

যে পরিমাণ লিখিত হইল, পুরুষ বা নারীর সমুদয় প্রত্যঙ্গ তাহার নিজাত্বলী দ্বারা যদি ঐরূপে পরিমিত হয়, তবে সেই পুরুষ বা স্ত্রী সংসারে দীর্ঘজীবন ও বহুধন সম্ভোগ করে। অধিকাংশ অঙ্গের উক্তরূপ পরিমাণ হইলে মধাবিধরূপে আয়ুঃ ও ধনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি উক্তরূপে পরিমিত প্রত্যঙ্গ অতি অল্পই হয় অথবা একেবারেই না থাকে, তবে সে সংসারে অতি অল্পায়ুঃ ও অল্পবিস্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনটি বিশাল, তিনটি গভীর, পাঁচটি দীর্ঘ, পাঁচটি সূক্ষ্ম, ছয়টি উন্নত, চারিটি হ্রস্ব এবং সাতটি রক্তবর্ণ হইলে, মহা সুলক্ষণ হয়। কপাল, মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল বিশাল; নাভি, কণ্ঠধর ও বুদ্ধি গভীর; স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান, বাহুযুগল, দন্তপংক্তি, নেত্রদ্বয় ও নাসিকা, এই পঞ্চস্থান দীর্ঘ; দন্ত, অঙ্গুলিপর্ক, নখ, কেশ ও ত্বক্, এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত, মুখ ও ঘাড়, এই ছয় স্থান উন্নত; জজ্বা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ, এই চারি স্থান হ্রস্ব এবং করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ, নখ, নয়নপ্রান্ত, চরণতল ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজবৎ মান্য ও মহাভাগাবান্ পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই।

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দন্ত, বদন, স্কন্ধ ও ললাট দেশ বৃহৎ; অঙ্গুলিপর্কের উচ্চাঙ্গ, বাহু ও চক্ষুর্দ্বয় দীর্ঘ; জ্ঞা, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ; জিহ্বা, মেট্র এবং গ্রীবাদেশ খর্ব, নাভি এবং বুদ্ধি গভীর; স্তনদ্বয় অনুচ্চ ও দৃঢ়; শ্রবণদ্বয় বিস্তৃত ও দীর্ঘ। রোমাঘত; মস্তিষ্কস্থল মস্তকের পশ্চাত্তাঙ্গে অবস্থিত এবং স্নানান্তে অঙ্গে অনুলেপন প্রদান করিলে প্রথমে মস্তক হঠাতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই পদতল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইলে অবশেষে বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়। শরীরসঙ্কীর্ণ, শিরা স্নায়ুসকল অপ্রকাশিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, ইন্দ্রিয়সমুদয় স্থির, দেহ উত্তরোত্তর সুন্দর, আজন্ম রোগশূন্য এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিত।

মধ্যায়ুর লক্ষণ—চক্ষুর নিম্নভাগে তিন বা ততোধিক ব্যক্ত ও বিস্তৃত রেখা। পদদ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠে উর্দ্ধরেখা, নাসিকা উন্নত।

অল্পায়ুর লক্ষণ—অঙ্গুলীর পর্কসকল হ্রস্ব, শিরা বৃহৎ, বক্ষঃস্থল রোম এবং মাংসবিহীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রসন্ন, কর্ণযুগল কিঞ্চিদূর্ধ্বে সন্নিবিষ্ট, নাসার অগ্রভাগ উন্নত, কথা কহিতে বা হাস্য করিতে দন্তের মাংস দৃষ্ট হয় এবং শ্রান্তলক্ষণ হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি উন্নতবৎ দৃষ্টিপাত করে।

প্রভাসকালের আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে মানবের যেরূপ শুভা-
শুভ লক্ষণের বিনির্ণয় করা যায়, তাহার সহজবোধের নিমিত্ত প্রভাস ও
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথক পৃথক সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

জজ্বা

জজ্বার গঠন হস্তিশুণ্ডের ছায় হইলে সুলক্ষণ, আর শৃগালের জজ্বার
তুল্য হইলে কুলক্ষণ হয়। যদি অল্প রোমযুক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি
অগম্যাগমনে বড়ই সন্তুষ্ট থাকে ; যদি অধিক লোমযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়
সে দুর্ভাগ্য ভোগ করে ; যদি হস্তিশুণ্ডাকার জজ্বার প্রতি লোমকূপে এক
একটি লোম থাকে, তবে সৌভাগ্যের চিহ্ন ও সুলক্ষণ ; শৃগাল-জজ্বার তুল্য
জজ্বার প্রতি লোমকূপে এক একটি লোম থাকিলে তাহা দরিদ্রের চিহ্ন
ও কুলক্ষণ। জজ্বার প্রতি লোমকূপে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া লোম
থাকিলে মনুষ্য ধীমান, পণ্ডিত, লক্ষ্মীযুক্ত, যশস্বী ও ভূপতিতুল্য হয়, তিনটি
করিয়া থাকিলে দরিদ্র হয় এবং চারিটি করিয়া থাকিলে মহাদরিদ্র হয়
জানিবে।

স্ত্রীলোকের জজ্বা রোমশূণ্ড, শিরাবিহীন, সরল, সুগোল ও সুল
হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সমান আকার ও স্নিগ্ধ হইলে রাজপত্নী হয়। জজ্বা
লোমশূণ্ড অথবা প্রতি লোমকূপে একটি করিয়া লোমবিশিষ্ট হইলে
রাজরাণী, দুইটি করিয়া হইলে সুখভাগিনী এবং তিনটি করিয়া হইলে
বিধবা ও বহু দুঃখভাগিনী হয়।

জানু

জানু মাংসহীন অর্থাৎ কুশ হইলে মনুষ্য রুগ্ন ও অল্প ভোগসম্পন্ন হয়,
নিয় হইলে মনুষ্য স্ত্রীরত হয় ; বিকট হইলে দরিদ্র হয় ; মাংসযুক্ত হইলে
ধনবান হয় এবং জানু ও উরুস্থল সমানায়ত হইলে রাজা বা রাজতুল্য
সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

স্ত্রীজাতির জানু যদি সুগোলগঠন ও পিণ্ডিত লম্ব (অর্থাৎ হাড় মাসে
জড়িত) হয় ও সন্ধিস্থান উচ্চনীচ না হয়, তবে সেই নারী সৌভাগ্যবতী
হইয়া থাকে ; জানু কুশ হইলে নারী স্বেচ্ছাচারিণী এবং শিথিল হইলে
দুঃখভাগিনী হয়।

নিতম্ব

নিতম্ব স্থূল হইলে পুরুষ দরিদ্র ; মাংসল হইলে সুখভোগী এবং সিংহের তুলা সুদৃঢ় হইলে মহাসৌভাগ্যবান হয় ।

শ্রীজাতির নিতম্ব যদি সমুন্নত ও চতুরঙ্গ অর্থাৎ উন্নত এবং বিস্তৃত ও মাংসযুক্ত হয়, তবেই সে সৌভাগ্যভাগিনী হয় ; নতুবা আজীবন তাহার অসুখে অভিবাহিত হইয়া থাকে । নিতম্ব কপিথের (কংবেল) স্তায় সুগোল, মাংসল, বিপুল, ঘন ও বলিরেখাহীন হইলে সেই কামিনী রতিসুখবর্ধিনী ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হয় ।

নাভি

নাভি প্রশস্ত, গভীর ও দক্ষিণাবর্ত হইলে সুলক্ষণ এবং অপ্রশস্ত, ব্যক্তগ্রন্থিবিশিষ্ট ও কুৎসিত বা বামাবর্ত হইলে অতি অলক্ষণের হয় । নাভির মধ্যস্থান মৎস্যোদরাকৃতি হইলে মনুষ্য বিপুল ধনাধিপতি হয় ; নাভি বিস্তৃত হইলে মনুষ্য সুখী ; পার্শ্বভাগে বিস্তৃত হইলে দীর্ঘজীবী ; স্নিগ্ধ হইলে বহুভোগী ; নিম্ন হইলে ক্লেশভোগী ; দুই বলির মধ্যস্থিত হইলে শূলরোগী ; উন্নত হইলে অল্পজীবী ; দক্ষিণাবর্ত রেখায়ুক্ত হইলে অতি মেধাবী ; বামাবর্ত চিহ্নিত হইলে পশুশক্তিসম্পন্ন ; উর্ধ্বমুখ হইলে দূরদৃষ্ট ; অধোমুখ হইলে শুভাদৃষ্ট এবং অভ্যন্তরভাগ পদ্মকোষের স্তায় ও মনোরম হইলে ভূপতি হয় ।

বাহার নাভি বিস্তৃত, মাংসল, পদ্মকোষের তুলা, দক্ষিণাবর্ত এবং মধ্যভাগে ত্রিবলীবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি কখনও জীবনে ধুঃখভোগ করে না ।

উদর

উদর সমানাকার হইলে মনুষ্য ভোগী, ঘটের স্তায় দীর্ঘাকার হইলে নিঃস্ব, সর্পতুলা প্রলম্বিত হইলে দরিদ্র এবং রেখাক্রান্ত হইলে দীর্ঘজীবী হয় ।

শ্রীজাতির উদর স্নিগ্ধচর্খ, অনুন্নত, শিরাহীন, কোমল ও সমাকৃতি হইলে সুলক্ষণ হয় । উদর কুস্তাকার বা যুদ্রাকার হইলে দরিদ্রা, যবতুলা বা কুণ্ডাপুংব হইলে অসংকলজাতা, অতি বৃহৎ হইলে বহু ও হৃৎপায়বতী এবং প্রলম্বিত হইলে স্বপ্ত ও দেবরঘাতিনী হয় ।

বন্তি

বন্তি অর্থাৎ ভলগেট প্রশস্ত, কোমল ও শিরায়ুক্ত রেখাঙ্কিত হইলে
অলক্ষণ।

কটি

কটি সিংহকটির তুল্য হইলে সৌভাগ্যভোগ এবং বানরকটির তুল্য
হইলে দুর্ভাগ্যভোগ হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির কটি ক্ষীণ ও মনোজ্ঞ হইলে সুলক্ষণ। যে নারীর কটিদেশ
অবনত, দীর্ঘল, চেপ্টা ও মাংসবিহীন হয়, তাহার বিপদ উপস্থিত হয়,
আর যাহার কটি অতি ধর্ম ও রোমযুক্ত, তাহার বৈধবা ও দুঃখভোগ
হইয়া থাকে।

বক্ষ:

বক্ষ: বিস্তৃত, উন্নত, মাংসল, অক্ষুণ্ণ (অর্থাৎ যাহা সামান্য কারণে
কম্পিত হয় না,) সমাকৃতি ও সুলভাসম্পন্ন হইলে সুলক্ষণ। বক্ষ:
সমভল হইলে ধনবান, কর্কশ, রোমশ ও স্পষ্ট শিরায়ুক্ত হইলে দরিদ্র
এবং বন্ধুর বা বিষম অর্থাৎ অসমভল হইলে দুর্ভাগ্যভোগী হয়। যাহার
বক্ষ:স্থল অতিশয় বন্ধুর (উচ্চনীচ) তাহার অন্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

স্ত্রীজাতির বক্ষ: অষ্টাদশ অঙ্গুলী বিস্তৃত, সুল, উন্নত, সমভল,
লোমশূন্য ও অনিয়ম হইলেই প্রশস্ত হয়, এরূপ নারী কখনও বিধবা হয় না;
প্রত্যুত পতিপ্রেমভাগিনী ও ঐশ্বর্যশালিনী হয়। যে নারীর বক্ষ:স্থল
সমভল, সে ভোগবতী; যে নারীর নিম্ন, সে দরিদ্রা এবং যে নারীর বক্ষ:
বিশাল, সে নির্দয় ও কুলটা হয়। স্ত্রীলোকের বক্ষে লোম উপলব্ধ হইলে
সে অচিরাৎ পতিঘাতিনী হয়।

স্তন

পুরুষের স্তনের অগ্রভাগ উন্নত না হইলেই সুলক্ষণ জানিবে। যে
পুরুষের স্তনাগ্র বিষম, দীর্ঘ, পীতভ, স্থূল, বিস্তৃত ও উন্নত, সে ব্যক্তি
নির্ধন হয়।

ক্রীড়াতির স্তনঘন বৃত্তাকার, লোমশূল, স্থূল, ঘন ও সমোচ্চ হইলেই স্থূলক্ষণ আর ভিন্নাকার, বিষম, বিবল, উপান্তবিস্তৃত, উপরিভাগ স্থূল, শুষ্ক বা কৃশ হইলে অতি কুলক্ষণ হয়। বাহার বিপুল স্তনযুগল উদরের উপর পতিত হয়, সে স্বামিঘাতিনী হয়। বাহার স্তনযুগল মূলভাগে স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অগ্রভাগে সূক্ষ্ম ও কৃশ, সে প্রথমাবস্থায় সুখভোগ করিয়া শেষাংশে দুঃখে পতিত হয়। বাহার দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্রবর্তী ও বাহার বামস্তন উন্নত, সে কন্যাবর্তী হয়। বাহার স্তনঘন লোমযুক্ত ও উচ্চনীচ, সে দুর্ভাগাবর্তী হইয়া থাকে।

স্তনঘরের অগ্রভাগ স্তদৃশ, শ্রামবর্ণ ও সুবর্তী হইলে তাহা শুভ এবং অন্তর্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ হইলে তাহা অশুভজনক হইয়া থাকে।

স্বন্ধ

পুরুষের স্বন্ধ কদলীস্বন্ধ তুল্য বা গজস্বন্ধ তুল্য হইলে সেই ব্যক্তি রাজা অথবা রাজতুল্য দৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

ক্রীড়াতির স্বন্ধ গুচাসন্ধি, খর্ক, স্থূল, অবনত ও প্রষ্টি হইলে তাহার অতি ভাগ্যবর্তী হয়। যে নারীর স্বন্ধ বক্র, স্থূল ও লোমাবৃত, সে বিধবা হয় ও দাস্যবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করে। স্বন্ধদেশের অগ্রভাগ উচ্চ ও কৃশ হইলে সে নারী বিধবা ও চিরদুঃখিনী হয়।

বাহু

বাহুঘন বিপুল, সুগোল, নাতিস্থূল, ঐশং বক্র, হস্তিশুণ্ড এবং ও আকাঙ্ক্ষপ্রলম্বিত হইলে অতি সুক্ষণ হয়। বাহু লোমযুক্ত হইলে মহুগ্ন দরিদ্র ও লোচীন হইলে সুখী হয়। হস্তশুণ্ড এবং বিপুল বাহু অন্ন যোমাবৃত হইলে মঙ্গলদায়ক।

ক্রীড়াতির বাহুঘন শিরা ও লোমশূল, নিগুচাসন্ধি, কোমলগ্রন্থি এবং দোষহীন ও মবল দৃষ্ট হইলে তাহার অতি শুভলক্ষণ হয়; বাহু স্থূল, লোমাবৃত ও খর্ক হইলে সে নারী বিধবা এবং ককশ ও শিরাবিশিষ্ট হইলে ক্রেশভাগিনী হয়।

হস্ত

হস্ত স্তব্ধ এবং স্কোমল ও স্কন্দর হইলে শুভ হয়; বানর-ব্যাঘ্র-কাক
রাক্ষসাদির তুলা হইলে অশুভজনক হয়। হস্ত শিরাময়, শুক ও বিষম হইলে
মহুয়া দরিদ্র হয়, ব্যাঘ্রের হস্তের-তুলা হস্ত হইলে বলবান্ ও বানরের হস্তের তুলা
হস্ত হইলে নির্ধন হয়।

স্ত্রীজাতির হস্তষয় দীর্ঘ হইলে স্বামিঘাতিনী হয় এবং ঘাহার হস্তের মাংস
কৃষ্ণবর্ণ, সে নারী চৌধারিত্তি প্রাপ্ত হয়।

মণিবন্ধ

মণিবন্ধ (কজ্জি) নিগূঢ়, স্তম্ভন ও সঘর্ষ বিশিষ্ট হইলে স্থলক্ষণ; ছেদযুক্ত ও
শব্দবিশিষ্ট হইলে মহুয়া অধম ও নির্ধন হয়।

স্ত্রীজাতির মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের কজ্জি নিগূঢ় ও পদ্মপুষ্পের মতান্তরের স্তায়
মনোহর হইলে, সে মহা স্থলক্ষণ; হয়। ঘাহার মণিবন্ধে উর্দ্ধনাড়ী থাকে, সে
নারী পাপাসক্ত, দুঃখভাগিনী এবং ডাকিনী অর্থাৎ ডাইন হয়।

করতল

করতল ত্রিধ, সম ও লাকার স্তায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়। ঘাহার
করতল নিম্ন, সে পিতৃধনবিনাশী; ঘাহার উচ্চ, সে দাতা; ঘাহার লাকারবর্ণযুক্ত,
সে ধনবান; ঘাহার বিষম, সে দুর্ভাগাবান্; ঘাহার সংবৃত্ত অথচ নিম্ন, সে
ধনশালী; ঘাহার পীতবর্ণ, সে পরস্ত্রীরত এবং ঘাহার কৃষ্ণ, সে নির্ধন হইয়া থাকে
জানিবে। স্ত্রীজাতির পাণিতল মুহূ, রক্তবর্ণ, ছিত্রশূন্য, প্রশস্ত, মধ্যভাগে উন্নত
ও স্বল্প রেখাবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়।

পাণিপৃষ্ঠ

পুরুষের পাণিপৃষ্ঠ সমোচ্চ, স্বল্পলোমযুক্ত ও স্কন্দর হইলে শুভলক্ষণ হয়।

স্ত্রীজাতির পাণিপৃষ্ঠ সমুন্নত, শিরাহীন এবং রোমহীন হইলে স্থলক্ষণ হয়।
ঘাহার পাণিপৃষ্ঠ রোমবিশিষ্ট, সে পতিঘাতিনী এবং ঘাহার কৃষ্ণ ও শিরাবিশিষ্ট,
সে অশুভভাগিনী হয়।

অঙ্গুলী ।

অঙ্গুলী রুশ হইলে মনুষ্য বিনয়ী হয়, স্থূল হইলে ধনবান্, বিরল হইলে দৌণ্ডীকী, অপভাবান্ এবং নির্ধন হয় ও যাহার অঙ্গুলীর পর্কসকল দীঘ, সে ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া থাকে । যাহার অঙ্গুলীর মূলে বা মধ্যভাগে তাম্রবর্ণের খবরখা থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজতুলা নৌভাগ্য ভোগ করে । যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা উঠিয়া করতলমধ্যে প্রসারিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ।

ক্রীড়াতির অঙ্গুলী রক্তবর্ণ, সুগোল, নখবিশিষ্ট, ক্রমসূক্ষ্ম, দীঘল, সরল, উচ্চ, কোমল ও সূক্ষ্মর পর্কযুক্ত হইলে সুলক্ষণ জানিবে । অঙ্গুলী পদ্মমুকুলসদৃশ, কাণায়, অঙ্গুলীগুলি রক্তবর্ণ, শিখাবিশিষ্ট, ও উচ্চ হইলে নারী নৌভাগ্যবতী হয় । যাহার অঙ্গুলী অতিশয় খর্কীকার, রুশ, বক্র ও বিরল, সে নারী আক্রান্ধন রোগ ভোগ করে, যাহার অঙ্গুলীতে তিনের অধিক পর্ক থাকে, সে চিরদিন দুঃখভোগ করে । যাহার অঙ্গুলী সকল চিপটি কার (চেপ্টা), বিষম, রুক্ষ, পৃষ্ঠভাগে রোমবিশিষ্ট, সে অতি অন্তভাগিনী হয় এবং যাহার সকল অঙ্গুলীই নিম্ন, বিবর্ণ অথবা পীতবর্ণ বা শুক্লিহ্ন্য বর্ণবিশিষ্ট, সে নারী নিশ্চয় নির্ধনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

নখ

নখ সুগোল, কোমল ও উত্তমবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয় ; তুষের গ্রায় অতি লঘু নখ হইলে ক্রীব হয় ; নখ ক্ষুটিত, বক্র ও কুংসিং দর্শন হইলে দরিদ্র হয় এবং বিবর্ণ নখবিশিষ্ট মনুষ্য পরতর্ককারী অর্থাৎ পয়ের কথা লইয়া বিব্রত হয় ।

রোমরাজী

শরীরের লোমসকল সূক্ষ্ম, কোমল ও সূক্ষ্মর হইলে শুভদায়ক হয় । উৎরে কোমল, সূক্ষ্মর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে সেই পুরুষ রাজা বা রাজতুলা নৌভাগ্যশালা হয়, আর উৎরে কর্কশ, কুংসিত ও বামাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে পুরুষ পরমেষক, নির্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে ।

ক্রীড়াতির শরীরে সূক্ষ্ম, সরল ও কোমল লোমশ্রেণী থাকিলে তাহার সর্কসূক্ষ্ম-ভাগিনী হয় ; আর কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল ও বিচ্ছিন্ন রোমরাজী থাকিলে,

দুর্ভাগ্যবতী, বিধবা, দুঃখিনী ও চৌধাবৃত্তি-আশ্রয়কারিণী হয়। নারীর উদরের উর্দ্ধদেশে গোলাকারে একরূপ লোমশ্রেণী যদি দৃষ্ট হয়, তবে সে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দাসীবৃত্তি করিয়া থাকে।

বলি

উদরের বলি যদি সরল ও পার্শ্বদেশে মাংসল হয়, তবে একরূপ একটি বলি থাকিলে মনুস্মৃতি শতায়ুঃ, দুইটি থাকিলে শ্রীমন্ময় এবং তিনটি থাকিলে রাজা বা অধ্যাপক হয়। যাহাদিগের বলি বক্রতাবিশিষ্ট, তাহারা অগম্যাগামী হয়।

লিঙ্গ

লিঙ্গ কৃশ, খর্ক ও রক্তবর্ণ হইলে, সেই পুরুষ মহাসৌভাগ্যবান্ হয়। যদি স্থূল ও রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলেও পুংষ ভাগ্যবান্ হয়। লিঙ্গ বৃহৎ হইলে পুরুষ আয়ুমান্ হয়, ক্ষুদ্র হইলে ধনা হয়, শিখাঃবিশিষ্ট হইলে স্থপী হয়; বিবর্ণ, স্থূল অথবা গ্রন্থিময় হইলে পুত্রকন্যা-সমাম্বিত হয়; দাঁড় ও কৃশ হইলে দরিদ্র হয়; ক্ষুদ্র, বক্র ও দক্ষিণদিকে নত হইলে পুত্রবান্ হয়। ক্ষুদ্রালম্ব হইলে বলবান্ ও ঘোড়া হয় এবং কর্কশ, কঠিন ও স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর বদ্ধিত হইলে, পুরুষ দরিদ্র, কামুক ও নাচজ্ঞঃরত হইয়া থাকে।

মণি

লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ, উন্নত, সমান ও স্থন্দর হইলে স্থূলক্ষণ হয়। মণি অণ্ডঘয়ের উপর পতিত থাকিলে পুরুষ দীর্ঘায়ু হয়; কুংসিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে দ্রব্যাহীন ও দরিদ্র হয়, মলিন হইলে স্থপী হয়; মদাভাঙ্গ স্নিগ্ধ হইলে কন্যাবান্ হয় এবং ঘাতোর বক্রবর্ণ লিঙ্গমণি, সে পুরুষ অনেকের প্রভু হয়।

কোষ

অণ্ডঘয় পরস্পর সমান ও অপ্রকাশিত হইলে স্থূলক্ষণ হয়। কসমান হইলে স্ত্রীলোকের গ্রায় চঞ্চলপ্রকৃতি হয়; কৃশবান্ হইলে অল্পভীষী হয়, দীর্ঘ ও বক্র হইলে বলবান্ হয় এবং পরস্পর অসমান ও দুঃসংতদর্শন হইলে পুরুষ শ্রীভ্রষ্ট ও নিঃশ্ব হয়।

শুক্ৰ

শুক্ৰ সৰস, স্নগন্ধ ও উত্তম বৰ্ণবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়। পুষ্পবৎ স্নগন্ধ হইলে পুৰুষ বাজা, মধুর ছায় মিষ্ট গন্ধ হইলে মহাবনৌ, আমিষগন্ধ হইলে কণ্ঠাবান্, আমিষগন্ধ ও শ্বেতবৰ্ণ হইলে পুঞ্জবান্, মাংসগন্ধ হইলে অতিশয় ভোগবান্, মদগন্ধ হইলে ঘাজিক এবং কাৰাগন্ধযুক্ত হইলে পুৰুষ দরিদ্র হয়। বাহ্য মৈথুনকালে শুক্ৰ সৰস স্থলিত হয়, সে পুৰুষ দীৰ্ঘজীবী হইয়া থাকে।

যোনি

যোনি অথথপন্নবৎ উৰ্দ্ধভাগে বিস্তৃত ও নিম্নভাগে হৃদয়, বিশাল, ত্রিকোণাকৃতি, সংমিলিতমূৰ, স্নদৃঢ়তার অপ্রকাশিত ও অস্বর্ণমণি, মুষিকগায়বৎ ক্ষুদ্র, বিরল ও কোমল, অধঃকুম্ভলারত, উন্নতমধ্য, পদ্মবলতুলা মনোরম বর্ণ ও পৰ্শম্পন্ন এবং মসৃণ, স্নিগ্ধ দক্ষিণাবৰ্ধি রেখাক্রিত হইলে অতি শ্রেষ্ঠ লক্ষণাক্রান্ত হয়।

অগভীর ও বামাবৰ্ধি রেখাক্রিত হইলে নারী হৃৎশিলা হয়, বামভাগে উন্নত হইলে কণ্ঠাবর্তী ও দক্ষিণভাগে উন্নত হইলে পুঞ্জবর্তী হয়, পশ্চাবৰ্ধিৎ চিহ্ন থাকিলে বক্ষ্যা হয়, খৰ্ণ বা চিপিটাকৃতি হইলে দামাগ্রতি হয়, বংশ বা বেতসপত্রবৎ অপ্রসন্ন ও বক্র এবং হৃৎশিলামৎ কুৎসিত, অধঃকুম্ভলাবিষ্ট ও ভীষণ হইলে অতি অমঙ্গলনায়িনী হয় এবং অশ্বখুরাকৃতি, উনানগহ্বরতুলা, বহুলোমাক্ষর ও ব্যক্তমূৰ হইলে সেই নারী মহাকুলক্ষণা ও অনর্থনায়িনী হয়।

মূত্র

প্রস্রাব নিঃশব্দে পতিত হইলে বা দক্ষিণাবৰ্ধি হইয়া পতিত হইলে অথবা একাধিক ধারাবিশিষ্ট হইলে স্তলক্ষণ হয়। বাহ্য প্রস্রাবপতন কালে শব্দ উৎপন্ন হয়, সে দরিদ্র; বাহ্য মূত্রপতনকালে কখনও শব্দ হয়, কখনও হয় না, সে দুৰ্ভাগা এবং বাহ্য প্রস্রাস বিস্তীর্ণ হইয়া পতিত হয়, সে কখনও সুখী হয় না।

স্ত্রীজাতির মূত্র একধারায় পতিত হইলে তাহার স্তলক্ষণা ও সুখনায়িনী হয়।

কক্ষ

অশুখপ্রজ্ঞাতি, স্বল্প-স্বল্প-উর্দ্ধ-রোমাবৃত, স্বগন্ধবিশিষ্ট, গভীর শিরায়ুক্ত ও ঘর্ষাক্ত কক্ষ হইলে কুলক্ষণ হয়। বহুল নিম্ন-রোমাবৃত, হর্গন্ধবিশিষ্ট ও গভীর কক্ষ দরিদ্রের লক্ষণ এবং বাহার বিষম কক্ষ, সে ব্যক্তি কুটিল হইয়া থাকে।

স্বীজাতির উভয় কক্ষ স্নিগ্ধ ও সমোন্নত হইলে স্বলক্ষণ। যে নারীর কক্ষ গর্ত্তবৎ নিম্ন, সে চিরদুঃখিনী হয়।

পার্শ্ব

পার্শ্বদ্বয় বিস্তৃত, উন্নত ও মাংসল হইলে সুলক্ষণ হয়। বিস্তৃত পার্শ্ব হইলে ধনবান্ হয়, উন্নত পার্শ্ব হইলে দয়ালু হয় এবং পার্শ্বদেশ মাংসল হইলে পুরুষ বহুভোগী হয়। পার্শ্ব নিম্ন, বক্তবর্ণ ও বক্র হইলে পুরুষ দরিদ্র ও নানা দুঃখে দুঃখী হয়।

যে নারীর দুই পার্শ্ব সমান, সেই নারী সৌভাগ্যবতী ও চিরসুখিনী হয়। বাহার পার্শ্ব শিরায়ুক্ত, রোমাবৃত ও উন্নত, সে সুশীলা, দুঃখভাগিনী ও বক্ষ্যা হয়।

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ রোমরহিত ও অভয় হইলে শুভলক্ষণ এবং রোমশ ভয় হইলে অমঙ্গলের কারণ হয়।

যে নারীর পৃষ্ঠ অবনত, রোমরহিত, মাংসল ও অপ্রকাশিত অস্থিবিশিষ্ট সেই নারী অতি সুলক্ষণা ও শুভপ্রদায়িনী হইয়া থাকে আর শিরাবিশিষ্ট রোমযুক্ত ও বিষমপৃষ্ঠ হইলে, নারী বহুদুঃখ পীড়িতা হয়।

গাত্র

দ্বী অথবা পুরুষের গাত্র পরীক্ষা করিতে হইলে, যে যে অঙ্গ কক্ষ, শিরাল ও মাংসবজ্জিত, সেই সেই স্থান দৃষ্টে অন্তত ফল এবং অপরাধ দৃষ্টে শুভফল নিশ্চয়।

স্নেহ

স্নেহ দ্বারা নেত্রের শোভা হইলে সোভাগ্য, দন্তের শোভা হইলে ভোজন, স্বকের শোভা হইলে দিব্যানুনা, পদের শোভা হইলে বাহন এবং হস্তের শোভা হইলে ঐশ্বৰ্যলাভ হয় ।

কণ্ঠ

কণ্ঠ মাংসল বর্জুল ও চতুরঙ্গুলী-পরিমিত হইলে নারী সুলক্ষণা হয়। গ্রীবা স্বগঠন, ত্রিয়েখাকিত ও অপ্রকাশিত অস্থি হইলে শুভ হয়; আর বিষম উন্নত, চিপিটাকার এবং দীঘ ও কৃশ কণ্ঠ নিশ্চয় অন্তঃপ্রায়ক ।

কণ্ঠঘণ্টা

কণ্ঠঘণ্টা অর্থাৎ উপক্রিয়া অস্থল, সুবৃত্ত, সূক্ষ্মাঘ, সুলোহিত ও ধর্ম হইলে নারীর শুভলক্ষণ হয়। স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারী দুর্ভাগ্যভাগিনী হইয়া থাকে ।

গ্রীবা

গ্রীবা যদি কঠিন, মুহু, রোমশ, স্বথস্পর্শ ও শঙ্কতুল্য হয়, তবে সুলক্ষণ জানিবে ।

নারীর গ্রীবা: অতিবর্ক হইলে নিধন, দীঘ হইলে কুলনাশিনী, বিস্তৃত হইলে প্রচণ্ডা, স্থূল হইলে বিধবা, বক্র হইলে দাসী, চিপিটাকার হইলে বন্দ্যা এবং পর্ক হইলে সম্ভানহীনা হয় ।

কুকাটিকা

কুকাটিকা অর্থাৎ ঘাড় যদি সরল, স্থূল ও উন্নত হয়, তবে শুভ লক্ষণ আর যদি শুক, শিরাল, লোমশ, বিস্তৃত বা বক্র হয়, তবে অন্তঃপ্রায়ক লক্ষণ জানিবে ।

প্রথম বয়সে যে ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, যশস্বী, বিক্রমশালী ও স্বথভোগী হয়, সে নিশ্চয় অন্নাত্ম হইবে ।

বাহার দন্ত বিরল ও গুণস্থল কূপবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি পরঞ্জীরত ও পরধনে ধনী হইবে ।

যে পুরুষের নাভি, পাণিতল ও পৃষ্ঠমধ্য এই তিন স্থান গভীর এবং কপাল, হৃদয়, পদতল এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ, তাহার সর্বত্র সম্পাদৃষ্টি হইবে।

যাহার চিবুকে শ্মশ্রু নাই ও হৃদয়ে লোম নাই, সে ধূর্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহার কপাল উচ্চ ও তাম্রবর্ণ এবং উঁরে কোন রেখা নাই, সে উন্নত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিবে।

স্থূল, খঞ্জ, বধির ও কেকরচক্ষু (টেবী) চিরদিন চরভিসমৃদ্ধিবিশিষ্ট থাকিবে।

যে ব্যক্তি খর্ব, তাহার দোষ ষষ্টি প্রকার; যে ভগ বা চৌর, তাহার অশীতি প্রকার; যে খঞ্জ বা একচক্ষু, তাহার শত প্রকার এবং যে কুঞ্জ, তাহার দোষ গণনার অতীত হইবে।

যে নারীর অধরোষ্ঠ সরল, বাহু রেখাযুক্ত এবং তিলচিহ্নবিশিষ্ট, সে অল্পকালমধ্যেই বিধবা হইবে।

নারীর কপাল প্রলম্বিত হইলে শ্বশুরবাতিনী, উদর প্রলম্বিত হইলে দেবরবাতিনী এবং ভগ প্রলম্বিত হইলে পতিবাতিনী হইবে।

যে নারীর বক্ষঃস্থল বিস্তৃত এবং উপরোষ্ঠ লোমবিশিষ্ট অথবা যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসাগ্র তিল ও মশকযুক্ত, সে নারী বিবাহান্তে দশ দিনের মধ্যে বিধবা হইবে।

যে কামিনীর অঙ্গুলী বিরল (ফাঁক ফাঁক), গাত্র কর্কশ ও রোমশ, এক স্তন ভেঙের স্থায় এবং আকৃতি খর্ব, সে কখনও স্থলক্ষণা হইবে না।

নারীর ললাটে প্রলম্ব (লম্বমান) রেখা থাকিলে দেবরবিনাশ, উদরে থাকিলে তাহার শ্বশুরবিনাশ এবং নিন্তরে থাকিলে পতিবিনাশ হইবে।

যে নারী মন্ত্রণায় মন্ত্রীর স্থায়, আদেশপালনে শরীর স্থায়, স্নেহে জননীর স্থায় এবং স্বরতকালে বাবাধনার স্থায় ব্যবহার করে, তাহাকেই সর্ব্বস্থলক্ষণা বলিয়া জানিবে।

যে পুরুষের নয়নের প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী তাহাকে কচিং পরিত্যাগ করেন। যাহার শরীর তপ্তকাকনের স্থায় গৌরবর্ণ, সে ব্যক্তি কচিং নির্ধন হয়। যে ব্যক্তি দীর্ঘবাহু, সে কচিং ঐর্ষ্যাচ্যুত হয়। যাহার বদন হস্তপূর্ণ, সে কচিং দুঃখ ভোগ করে। যাহার দন্ত উন্নত, কচিং সে মূর্থ হয়; যাহার অঙ্গ লোমাচ্ছন্ন, কচিং সে স্বথভোগ করে এবং যে নারী তুন্দিল (তুঁড়ি-বিশিষ্ট), কচিং সে পতি পরায়ণা হইয়া থাকে।

বদন-দর্শন

জ্যোতিষবিদগণ চন্দ্রপত্রিকার সহিত জাতকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য করিয়া জীবন-ফল নির্দ্ধারিত করেন এবং এইরূপে নির্দ্ধারিত ফলই সর্বত্র অতি সুন্দর ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষিক ভাববিচারাদি বিষয়ক জন্ম-পরিচয়বিবরণ কোষ্ঠী প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে, আর শারীরিক লক্ষণগত ফলের নির্দ্ধারণার্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিচারবিষয় পাঠকবর্গের সহজবোধের নিমিত্ত স্বাভাবিক প্রত্যঙ্গবিবেক, বদন-দর্শন, পদাঙ্কজ্ঞান, কপালদর্শন, করকোষ্ঠী ও তিলাঙ্কদর্শন, এই ছয় সংজ্ঞায় পৃথক পৃথকরূপে প্রকাশিত হইল। পদতল, মুখমণ্ডল, কপালফলক, করতল ও তিলক-স্বরূপ ভুক্তি চিত্র, শরীরের মধ্যে এই পঞ্চবিষয় প্রধান। এই নিমিত্ত এই কয়েক বিষয় স্বতন্ত্র ও পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্টে ক্ষত্যা হইতে গ্রীবা পর্যন্ত দেহভাগের বিবরণ প্রত্যঙ্গবিবেক নামে স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল; ফলতঃ প্রত্যঙ্গবিবেক হইতে উক্ত পঞ্চবিষয় অভিন্ন ব্যতীত স্বতন্ত্র নহে।

মানবের সমগ্র দেহ ষে রূপে মঙ্গলগ্রহ ৬ ছাদশ রাশি কর্তৃক অধিষ্ঠিত, সেইরূপ মুখমণ্ডলে, কপালফলকে ও করতলভাগেও উহাদিগের স্বতন্ত্র আধিপত্য লক্ষিত হয়। মুখমণ্ডলে গ্রহগণের অবস্থান ষা—(১) কপালফলকে মঙ্গল, (২) দক্ষিণনেত্রে সূর্য্য, (৩) বামনেত্রে চন্দ্র, (৪) দক্ষিণকর্ণে বৃহস্পতি, (৫) বামকর্ণে শনি, (৬) নাসিকাপ্রদেশে শুক্র, (৭) মূণ্ডভাগে বুধ। ছাদশ রাশির অবস্থানস্বয়ং; (১) কপালের উর্দ্ধভাগে কর্কট, (২) কপালের মধ্যভাগে বৃষ, (৩) দক্ষিণ-ক্রমধ্যে মিত্র, (৪) বাম-ক্রমধ্যে কুম্ভ, (৫) দক্ষিণ-নেত্রে মেষ, (৬) বাম-নেত্রে মিথুন, (৭) দক্ষিণগণ্ডে কন্যা, (৮) বামগণ্ডে মীন, (৯) দক্ষিণকর্ণে তুলা, (১০) বামকর্ণে মেঘ, (১১) নাসিকায় বৃশ্চিক, (১২) এবং চিকুর মধ্যে মকর। মুখমণ্ডলস্থিত গ্রহ ও রাশিগণের দ্বারা ভাববিচার পরিষ্কৃত হয়। জ্যোতিষবিদগণ ইহা হইতে জাতকের লক্ষণজ্ঞান এবং তাবী শুভাশুভ বিনির্নয় করিয়া থাকেন। জন্মকালে যে গ্রহ প্রবল থাকে, মুখমণ্ডলে সেই গ্রহের নির্দিষ্ট স্থলে জাতক চিহ্নবিশিষ্ট হইবে এবং চিহ্ন ধরিয়া অনেক স্থলে সহজে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনা স্থিরীকৃত হয়।

মঙ্গলগ্রহের সমস্ত মুখমণ্ডলই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। এই অঙ্গ মস্তক হইতে চিবুক পর্যন্ত প্রত্যঙ্গসকলের পৃথক পৃথক বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

মস্তক

যাহার মস্তক মস্তক, সে অসাধু ও পল্লবগ্রাহী। যাহার মস্তক অতি বৃহৎ, সে মূর্খ, বর্বর, উন্মাদবৎ, আকর্ষণভোজী এবং উদ্বেগবিহীন। যাহার মস্তক দীর্ঘ ও ক্রমশূন্য, সে নির্লজ্জ এবং বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পরই নিশ্চেষ্ট হয়। এরূপ ব্যক্তিও বহুভোজী এবং মতিহের শুকতাশ্রয়িত উগ্র ও দুর্দ্বিধ। যাহার মস্তক বৃহৎ, কপাল প্রশস্ত এবং বদন বিশাল, সেই ব্যক্তি ধীর, নম্র, পরিশ্রমী ও অপ্রেমিক। যাহার মস্তক সম্পূর্ণ গোলাকার, সে উচ্চাশয়, ভ্রান্ত, অল্পজ্ঞানী এবং বিলাসী।

মস্তক ছত্রাকার বা গজকুম্ভ সদৃশ হইলে মহাশুভপ্রদ হয়; শীর্ষদেশ সূত্র, স্থল, বিষম, শূলাকৃতি, উপরিভাগে শিরায়ুক্ত ও উন্নত, ইহার যে কোন প্রকার হইলেও স্থলক্ষণ হয়। যাহার মস্তক ঘটাকার সে, পাণী ও দরিদ্র, যাহার স্থল ও পটবৎ, সে অধম ও পাপিষ্ঠ, যাহার দীর্ঘ ও শীর্ণ, সে মহাতুঃখভোগী ও যাহার চিপটাকার, সে পিতৃহীন হয়।

স্ত্রীজাতির মস্তক দীর্ঘাকার হইলে বক্ষ্যা ও দেবরঘাতিনী, লোম ও শিরা-বিশিষ্ট হইলে চিররোগিনী, স্থল হইলে স্বামিঘাতিনী এবং বিশাল হইলে অতি দুর্ভাগিনী হয়।

বদন

সুসুভ্রম, শ্রামবর্ণ, স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত ও সংযত মুখমণ্ডল অতি স্থলক্ষণ, আর উহার বিপরীতভাবে পন্ন এবং মণ্ডলযুক্ত ও সূক্ষ্ম (ছুঁচাল) বদন অতি অলক্ষণের হয়। যাহাদের মুখ স্ত্রীমুখাকৃতি, তাহারা পুত্রহীন ও বিলাসী হয়; যাহাদের দীর্ঘাকৃতি, তাহারা সংস্থানশূণ্য হয়। বদন ভয়শীল হইলে পাপাঙ্গা, চতুঃশ হইলে ধূর্ত, নিম্ন হইলে অপুত্রক এবং খর্ব হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্বত্র কুপণ জানিবে। মুখমণ্ডল পদ্মবৎ প্রফুল্ল হইলে ধনে রত্নে ভোগ্যবান্ এবং চক্রেয় ছায় মনোহর হইলে ধর্ম্মাঙ্গা ও পুণ্যবান্ হয়। যাহার মুগমুখিকের স্তায় বদন, সে দুর্ভাগ্যভোগী এবং যাহার বদন হস্তশূন্য, সে চিরদারিদ্র্যভোগী।

নারীর মুখমণ্ডল সূক্ষ্ম, সুগোল, সম, পুণিত, সৌরভাস্বিত এবং পিতৃবদনের প্রতিবিম্বরূপ হইলে অতি স্থলক্ষণ হয়।

হাস্ত

হাস্তকালে যদি প্রভাঙ্গাদি কম্পিত না হইয়া কপোলতল প্রফুল্ল ও মুখশ্রী সংবদ্ধিত হয়, তবে সে হাসি অতি স্থলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

যে পুরুষের হাস্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, সে অতি ভয়াবহ এবং যে পুরুষ পুনঃ পুনঃ হাস্ত করে, সে অতি দুঃস্থ অথবা উন্নত জানিবে।

যে স্ত্রীর হাস্তকালে দন্তপংক্তি অপ্রকাশিত থাকে, নয়নদ্বয় মুদ্রিতপ্রায় হয় এবং হাস্ত অপরের আনন্দবর্ধন করে, সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। যাহার হাস্তকালে গণ্ডদেশ কূপবৎ লক্ষিত হয়, সে নারী নিশ্চয় ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে এবং যাহার মুখ হাস্তকালে বক্রিমাণ ধারণ করে, সে নারী জীবনের শেষাবস্থায় স্বামিঘাতিনী হয়।

স্বর

কণ্ঠস্বর মধুর ও গভীর হইলে স্থলক্ষণ। যাহার স্বর মেঘশব্দবৎ, সে মহাসৌভাগ্যবান্ ; যাহার ভ্রমরধ্বনিবৎ, সে ধনবান্ ও ভোগী ; যাহার বক-শব্দবৎ, সে ভাপ্যবিশিষ্ট ; যাহার সিংহগর্জনবৎ, সে পরাজিত ; যাহার চক্রবাক্ষশব্দবৎ, সে নিষ্ঠুর ও ছঃপিত এবং যাহার স্বর গর্দভশব্দবৎ, সে নির্ধন ও পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে।

নারীর কণ্ঠস্বর কন্ঠাবস্থায় হংসের স্তায়, কুমারীকালে কোকিলের স্তায় এবং যৌবনে চক্রবাকীর তুল্য হইলে অতি স্থলক্ষণ হয়।

অশ্রু

যাহার জন্মনকালে অনর্গল অশ্রুপাত হয় এবং অপরে তাহাতে শোকার্ত হয়, সেই ভাগ্যবান্ ; আর যাহার জন্মনকালে নেত্র রুদ্ধ থাকে ও অপরে তাহাতে শোকাহুভব করে না, সে ভাগ্যহীন জানিবে।

কুং

যাহার ইঁচি দীর্ঘ, সে দীর্ঘজীবী ও যাহার ইঁচি হ্রস্ব, সে অল্পজীবী হয়। এককালে যাহার একটি ইঁচি হয়, সে বলশালী ; যাহার একের অধিক ইঁচি

হয়, সে অগ্নায়ু এবং সন্তুষ্টচিত্ত আর বাহার কথা সামান্যনামিক, সে দীর্ঘজীবী হয়।

অধরোষ্ঠ

অধরোষ্ঠ বিষফলতুল্য হইলে অতি স্থলক্ষণ হয় আর মাংসল হইলে পুরুষ ধনসম্পন্ন এবং অব্যক্ত অথবা অবক্র ও বিষতুল্য হইলে মহাসৌভাগ্যবান হইয়া থাকে। ওষ্ঠ ক্ষুটিত, রুক্ষ, পত্রিত ও বিষম হইলে অতি দরিদ্র হয়।

স্বীজ্ঞাতির অধর পাটলবর্ণ, বর্ধূল, স্নিগ্ধ ও মধাদেশে বেবান্ধিত হইলে অতি শুভলক্ষণ হয়। ওষ্ঠ চিকণ, যোমরহিত ও মধো কিঞ্চিদুন্নত হইলে সে নারী দুর্ভাগিনী, অধরোষ্ঠ স্থূল ও ধূসরবর্ণ বা শ্চামবর্ণ হইলে বিধবা ও কলহপ্রিয় এবং মন্থণ হইলে বিবিধ ভোগবিলাসিনী হয়।

দন্ত

দন্ত কুম্পুপ্পবৎ শুভ্রবর্ণ, সমান, স্নিগ্ধ, ঘন ও সংখ্যায় ষাট্ৰিংশ হইলে শুভ লক্ষণ হয়। বাহার দন্ত কুম্পুপ্পতুল্য, সে মহাসৌভাগ্যযুক্ত হয়; বাহার দন্ত পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, দাড়িম্ববীজের মত, সে ব্যক্তি অতি স্থলীল ও প্রিয়ংবদ হয়; বাহার দন্ত মিলিত, সে ভাগ্যবান; বাহার দন্ত উচ্চ, সে বিদ্বান, এবং বাহার দন্ত গণনায় ঊনত্রিংশটি, সে দুর্ভাগ্যশীল হয়। উজ্জ্বল ও বানরদন্ডের তায় বাহার দন্ত, সে সর্বদা ক্ষুৎপিপাসার অধীনে থাকে, বাহার দন্ত রুক্ষ, বিকটাকার ও মুখক দন্তের মত তীক্ষ্ণগ্র, সে ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে; বাহার দন্ত নিম্ন ও বিকট, সে নিম্নকর্মে রত হয়; যে ব্যক্তি দন্তের সে অতি বাচাল ও দেশাকরে অহুরক্ত এবং বাহার দন্ত অসমান, সে দরিদ্র ও দুঃখযুক্ত হয়।

স্বীজ্ঞাতির দন্ত যদি উভয় পংক্তিতে সমসংখ্যক, শুভ্র, স্নিগ্ধ, সম, মিলিত ও গণনায় ষাট্ৰিংশ থাকে, তবে স্থলক্ষণ হয়। যে নারীর দন্ত করাল ও বিষম, সে শকাভুরা ও ক্লেণভাগিনী হয়; বাহার দন্ত বিবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, বিরল, সে দুর্ভাগ্যবতী হয়; বাহার দন্ত নিম্ন পংক্তিতে অধিক থাকে, সে মাতৃঘাতিনী হয়; বাহার দন্ত বিকট, সে বিধবা ও বাহার বিবর্ণ, সে বেঙ্গা হয়। যে নারী নিত্রাকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উৎকট শব্দ উৎপাদন করে ও প্রলাপ বকে, সে স্থলক্ষণা হইলেও সর্বদা পরিত্যক্তা।

জিহ্বা

জিহ্বা স্নিগ্ধ, কোমল ও বস্ত্রবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার জিহ্বা স্থূল বা বক্র, তাহার কথা সূক্ষ্মাভ্য হয়; যাহার জিহ্বা বস্ত্রবর্ণ, সে বিদ্বান, ও শ্রীমান, হয়; জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে পুরুষ দুঃখভাজন হয়; শ্বেতবর্ণ হইলে আচারভেদ হয়। যে মনুষ্য সর্ষদা জিহ্বা দ্বারা নাসিকাগ্র স্পর্শ অথবা লেহন করে, সে ধর্ম্মাঙ্গী হইলে ধোঁগী হয়; নতুবা অহুর্দান পাপকন্ডে লিপ্ত হইয়া থাকে।

নারীর জিহ্বা যদি শুক্লবর্ণ হয়, তবে সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি শ্রামবর্ণ হয়, তবে কলহপ্রিয় হয়; যদি ত্বল হয়, তবে দনহীনা হয়; যদি বিস্তৃত হয়, তবে প্রমোদভাগিনী; যদি প্রলাম্বত হয়, তবে অভ্রাত্মকণে অহুর্দাগিনী এবং যদি মধ্যভাগে সংকীর্ণ ও প্রাস্তভাগে বিস্তীর্ণ হয়, তবে সে নারী অতি দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে।

তালু

তালু পদ্মপত্রের স্থায় আয়ত হইলে সুলক্ষণ জানিবে। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ, সে ধনশালী, যাহার বস্ত্রবর্ণ, সে বহু বিভবশালী এবং যাহার কৃষ্ণবর্ণ, সে কুলবিনাশকারী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

রমণীর তালু স্নিগ্ধ, কোমল ও বস্ত্রোৎপলবর্ণ হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ, সে বিদ্বান; যাহার পীতবর্ণ, সে তপস্বিনী; যাহার কৃষ্ণবর্ণ, সে মহানিশোকাবুড়া এবং যাহার রক্ত, সে বহুদুঃখবতী হয়।

চিবুক

চিবুক দুই অঙ্গুলী পরিমাণে বিস্তৃত, স্থূল, বর্জ্বল ও কোমল হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার চিবুকে বহুয়েথা থাকে, সে নিধন; যাহার চিবুক কৃষ্ণ, সে সংস্হানহীন এবং যাহার চিবুক দুই ভাগে বিভক্ত, স্থূল, বিস্তৃত ও বহুবোময়ুক, সে ভাগ্যহীন হয়।

গণ্ড

গণ্ডহল পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ ও পদ্মপত্রের তুল্য মনোরম হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। এরূপ গণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান, ভেদ্বান ও কামিনীগণের অতি প্রিয়

হয়। যাহার কপোল সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তীর কপোলের তুলা, সে ব্যক্তি কৃষিজোগী ও বহু পুত্রবান্ হয়।

স্ত্রীর কপোল সমান, স্ত্রুণোল, স্থল ও উন্নত হইলে স্থলক্ষণ হয়। যে নারীর পশু শুভ্র, গর্ভবৎ ও চিহ্নবিশিষ্ট, তাহাকে দেখিতে সাক্ষীর মত, কিন্তু সে ব্যাভিচারিণী হয়। যাহার কপোল কর্কশ, রোমযুক্ত, মাংসহীন ও নিয়, সে নারী অতি কুলক্ষণা জানিবে।

হস্ত

হস্ত অর্থাৎ গণ্ডস্থলের উপরিভাগ চিবুকের সহিত সংমিলিত, ঘন ও রোম শূন্য হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার হস্ত রোমশ, বক্র, উচ্চ, ক্ষীণ ও পর্ক, সেই ব্যক্তি অন্তঃভাগী।

শুশ্রু

শুশ্রু (দাড়ি) অক্ষুণ্ণতাগ্র, সম্পূর্ণ, মিলিত, স্নিগ্ধ, স্কোমল ও মনোজ হইলে স্থলক্ষণ হয়। শুশ্রুশালী ব্যক্তি মহাভোগে জীবনযাপন করে। যাহার শুশ্রু রক্তবর্ণ, সে তস্কর এবং যাহার শুশ্রু কর্কশ, বিরল, রক্তবর্ণ, পাপকার্ষ্যে তাহার যুক্ত হয়।

নাসা

নাসিকা শুকচকুবৎ, সমপুট, সরল, অন্নরক্ত ও পরিমিতরূপে দীর্ঘ ও উচ্চ হইলে অতি স্থলক্ষণ হয়। যাহার নাসা শুকচকুবৎ, সে রাজা বা মহাভাগবান্ ; যাহার নাসা তিলফলবৎ, সে ভাগবান্ ও যাহার সরল ও দীর্ঘ, সে ধনবান্ হয়। নাসিকা খর্ব হইলে পুঙ্খ অধাশ্মিক, চিপটাকার হইলে স্ত্রীবিয়োগী, বক্র হইলে চোর, শুক হইলে অন্নায়ু; এবং উচ্চ হইলে সর্বজনপ্রিয় হয়। যাহার নাসার অগ্রভাগ সংকীর্ণ, মধো তিলযুক্ত এবং সূক্ষ্মরোমে আবৃত, সে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, অধাশ্মিক ও চিরদুঃখী হয়। নাসার অগ্রভাগ ছিন্ন ও রক্ত দ্বার গভীর কৃশদৃশ হইলে সে পুরুষ অগম্যাপ্রাপী হয়।

স্ত্রীর নাসা সমপুট, সমদৃশ, স্ত্রুণোল ও সরল হইলে স্থলক্ষণ হয়। নাসার অগ্রভাগ স্থল, উচ্চ এবং মধ্যভাগ নিয় হইলে অন্তঃভাগ হয়। যে নারীর নাসার অগ্রভাগ কুক্ত ও রক্তবর্ণ, সে নারী বৈষবাাদি ক্লেশভাগিনী হয়,

যাহা নামা হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ, সে কলহরতা হয় এবং যাহার নামা চিপিটাকনি, সে নারী পরপ্রেম্যা; অর্থাৎ পরের দাসী হয় ।

নামাপুট

নামারক্ষ সবল, প্রপোল ও হ্রস্ব হইলেই উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হয় । যাহার নামাপুটের দক্ষিণভাগ বক্র, সে কৃৎ, যাহার মাধ্যমাসিক বাক্য উচ্চারণ হয়, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয় ।

কর্ণ

কর্ণ নাতিহ্রস্ব, নাতিবৃহৎ এবং স্নিগ্ধ, বিস্তৃত ও লম্বমান হইলে সুলক্ষণ হয় । কর্ণ বৃহৎ হইলে বলবান, ক্ষুদ্র হইলে রুপণ, মুহূ হইলে নির্ধন, ত্রুণ হইলে যশস্বী, দীর্ঘ হইলে বিদ্বান, রোমশ হইলে সুখী, অধিক রোমযুক্ত হইলে অন্নাত্ম; মুষিকবর্ণ হইলে মেধাবী, হস্তিচৰ্ণবৎ হইলে স্পন্দিত, সিংহকর্ণ বা শূকরবৎ হইলে ধনহীন, বক্র হইলে পাপিষ্ঠ এবং দীর্ঘ ও বৃহৎ হইলে মহাদনী হয় । যাহাদের কর্ণ দেপিতে চিপিটাকার ও অধিক মাংসল মতে, তাহারা নিশ্চয়ই অতি ভোগবান্ হয় ।

ঐজাতির কর্ণ অনতিদুল, সমানাকার, স্পন্দন, কোমল, লম্বিত ও আবর্তবিশিষ্ট হইলে তাহারা সুলক্ষণা হয় । যাহার কর্ণ কুটিল, ক্লশ ও যাহার কর্ণকূহর দৃষ্ট হয় না, সে নারী নিশ্চয় মন্দভাগিনী হয় ।

নেত্র

চক্ষু পদ্মপত্রের আয় বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও স্নন্দর এবং প্রাদম্বয় ঈষৎক্রে ও রক্তবর্ণসমমিশ্র হইলে অতি সুলক্ষণ হয় । চক্ষু বক্র হইলে বলবান, ককর (টেবী) হইলে ক্রুৎ, পিকলবর্ণ হইলে ভ্রংশীল, চরিত্রাবর্ণ বা মাঙ্ক্যাবর্ণ হইলে পাপাত্মা, স্থল হইলে সূমদ্রা, হস্তিবৎ হইলে সেনাপতি, গম্ভীর হইলে প্রভু, গ্রামবর্ণ হইলে সৌভাগ্যশালী, মণ্ডলাকার হইলে পাপিষ্ঠ, দীনভাবাপন্ন হইলে দরিদ্র, কুক্কটবৎ হইলে দক্ষ ও পরোকদর্শী, রক্তবর্ণ হইলে ভাগ্য ও জীযুক্ত, সিংহ-ব্যাভবৎ রক্তবর্ণ হইলে কোপনস্বভাব, গোচক্ষুবৎ হইলে সৌভাগ্যশালী, শিথিনকুলবৎ হইলে সুখভোগী এবং নীলোৎপলবৎ হইলে বিদ্বান হয় । চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে সে চক্ষু উৎপাটিত হয় ।

দ্বীজাতির নয়নতারা কৃষ্ণবর্ণ, প্রাস্তভাগ রক্তবর্ণ, চতুর্পার্শ্ব শ্বেতবর্ণ, পদ্মপঞ্জের
 ছায় আয়ত, সূক্ষ্ম এবং স্নিগ্ধ ও প্রশান্তদৃষ্টিবিশিষ্ট হইলে সর্ব্বস্বলক্ষণ হয়। যে
 নারীর চক্ষু গোল, সে কুলটা; যাহার চক্ষু উন্নত, সে অন্নায়ুঃ; যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ,
 সে পতিঘাতিনী; যাহার পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, সে পকিতা; যাহার চক্ষু পাৰ্ব্বাতের
 ছায়, সে দুঃশীলা; যাহার চক্ষু পঞ্জের ছায়, সে কুলক্ষণা; যাহার চক্ষু বক্র অথবা
 মেঘমহিষের ছায়, সে ভাগ্যহীনা; যাহার চক্ষু-কপিলবর্ণ, সে ধনবতী; যাহার
 নয়নতারা প্লাম্বত, সে দেবঘাতিনী; যাহার চক্ষু মধুপিঙ্গবর্ণ, সে সৌভাগ্য-
 শালিনী এবং যাহার বামচক্ষু কাশা, সে পুংশলী আর যাহার দক্ষিণচক্ষু কাশা,
 সে বধ্যা হইয়া থাকে।

পক্ষ্ম

চক্ষুর পক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ হইলে স্বলক্ষণ হয়। দ্বীজাতির পক্ষ্ম
 কপিলবর্ণ, স্থূল ও বিরল হইলে অলক্ষণ চইয়া থাকে।

ক্র

ক্রম উন্নত, বিশাল, দীর্ঘ, সংমিলিত ও সুদৃশ্য হইলে অতি স্বলক্ষণ হয়।
 যাহার ক্রমণা ছিন্ন থাকে, সে নিৰ্ধন হয়, যাহার ক্রমণো কোন চিহ্ন থাকে, সে
 অল্পনারীগামী হয় না এবং সকলেই তাহার বশীভূত হয়। যাহার ক্র অবনত সে
 অগম্যগামী থাকে। পুত্র কর্তৃক নিবারিত হয়।

কামিনীর ক্র সংমিলিত, কৃষ্ণবর্ণ, বহুগুরুত, কোমল, বোমবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও
 সুগোল হইলে অতি স্বলক্ষণ হয়। যে নারীর ক্র রেখাবৎ সরল, সংমিলিত, পিঙ্গল-
 বর্ণ, কর্কশ, দীঘরোমায়ুত, বিস্তৃত ও বিঘম, সে নারী অতি কুলক্ষণা জানিবে।

কেশ

পুরুষের কেশ শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, বিরল এবং অভিন্নাগ্র ও অবহুমূল
 হইলে অতি স্বলক্ষণাক্রান্ত হয়; কপিলবর্ণ, স্থূলগ্র, ক্ষুটিভাগ্র, বহুমূল, নিম্ন, কুটিল,
 ঘন ও বিঘম, কর্কশ ও বিরল, মুহু ও কক্ষ ইত্যাদিরূপ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি
 কুলক্ষণযুক্ত জানিবে। যাহার কেশ অতি সূক্ষ্ম, সে প্রবাসে প্রাণ পরিত্যাগ
 করে। যাহার কেশ অতি কক্ষ ও স্থূল, সে তক্ষর হয়। কুৎসিতকেশশালী
 ব্যক্তি নিশ্চয় দারিদ্র্যোগেগ করে।

নারীর বেশশ্যম ভ্রমরকক্ষ, কুঞ্চিভাগ্র, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ ও সুকোমল হইলে
 স্বলক্ষণ হয়।

পদদ্বয়ের গুল্ফ উন্নত ও অপ্রকাশিত, চরণতল পদ্যবৎ সুন্দর ও কোমল, ঈষৎ শ্বেদযুক্ত এবং মংস্ত্র ও মকরচিহ্নাক্রিত থাকিলে অতি স্থলক্ষণ হয়।-

যাহার পদদ্বয় স্বর্পবৎ (কুলার স্তায়) কুৎসিত, বক্র ও কঠোরদর্শন এবং অঙ্গুলী-সকল অতি বিরল (ফাঁক ফাঁক), সে ব্যক্তি সংসারে অতি দরিদ্র ও শ্রীভ্রষ্ট হয়।

যাহার পদদ্বয়ের বর্ণ পীতলোহিত মিশ্রিত, খণ্ডবৎ, বিচ্ছিন্ন, বক্র বা শঙ্কুর (গোঁজার) স্তায় এবং গমনকালে বিষমভাবে নিক্ষিপ্ত হ্র, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যাকারী অথবা মহাপাপী হইয়া থাকে।

পুরুষের চরণ যদি শিরাবিশিষ্ট, বক্র, শুষ্ক ও কক্ষ হয়, পদপৃষ্ঠ স্বর্পবৎ হয়, নখ-গুলি পাণ্ডুর্ণ এবং অঙ্গুলি সকল অতি বিরল হয়, তবে তাহা মহাদরিদ্রের লক্ষণ।

মহাভাগ্যবান পুরুষের চরণের লক্ষণ।—পদদ্বয় পদ্মোদয়ের স্তায় সুন্দর, ঈষৎস্বর্ণ ও শিরাবিশিষ্ট গুল্ফ অপ্রকাশিত ও মনোহর, পাদপৃষ্ঠ কুর্কপৃষ্ঠবৎ উন্নত, চরণতল শ্বেদরাহিত, অঙ্গুলীসকল চম্পকভূয়া মনোহর এবং মিশ্রিত, নখশ্রেণী তাম্রাৰ্ণ ও চরণতল উনবিংশতি পদাক বা তাহার কতিপয় চিহ্ন দ্বারা শোভিত।

স্বীকৃতির চরণতলে যদি বক্র, পদ্য ও হল-চিহ্ন থাকে, তবে সে দাসী হইলেও শেষে সে রাজ্যরাণী হয়।

যাহার চরণতলে চক্র, স্বাস্তক, শঙ্খ, পদ্য, ধ্বজ, মংস্ত্র ও ছত্ররেখা অঙ্কিত থাকে, সে নারী রাজপত্নী হয়।

যাহার পদদ্বয় স্নেহোশ্ণ, সুন্দর, উন্নত ও তাম্রাৰ্ণ নখযুক্ত এবং উন-বিংশতি পদাকের যে কতিপয় চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত, সে স্ত্রী অখণ্ডবিভবশালিনী ও পুণ্যবতী হয়।

পদতলে তাম্রাৰ্ণ রেখা থাকিলে নারী স্থলক্ষণসম্পন্ন এবং পুত্র ও পৌত্র-বতী হয়।

চরণের নখরসমুদয় তাম্রাৰ্ণ স্নিগ্ধ, সমুন্নত, স্নগোলগঠন ও সুদর্শন এবং চরণতল ধ্বজাকৃগাঢ়িচিহ্নে অঙ্কিত হইলে সে নারী মহামোভাগ্যবতী হয়।

যে কামিনীর পদতলে স্নিগ্ধ কোমল, মাংসল, শ্বেদহীন, সমান, উত্তপ্ত ও আরক্ত, সে স্ত্রী বহুভোগশালিনী ও পতির নোভাগ্যপ্রদায়িনী হয়।

যে মরালগামিনী কামিনীর চরণতলে উনবিংশতি পদাকের কতিপয় চিহ্নসাত্ত্ব ও লক্ষিত হ্র, গমনকালে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদয় চরণের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় এবং অতি নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ হয়, সেই নারী সর্বস্থলক্ষণা জানিবে।

যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়, বাহার পতি সবেগ, শঙ্কোৎপাদক ও ভয়কর, সে নারী অতি শীঘ্র বৈধবা লাভ কবিয়া বাহিতব্য পথ আশ্রয় করে।

পদতলে মুষিক, সর্প ও কাকরেখা অঙ্কিত থাকিলে সে নারী দুর্ভাগ্যবতী হয়।

বৃক্কাঙ্গুলী ভিন্ন অগ্র অঙ্গুলীতে প্রদেশিনী রেখা মিলিত থাকিলে, সে নারী বাহিচাষিণী হয় সন্দেহ নাই।

গমনকালে যে স্ত্রীর কনিষ্ঠাঙ্গুলী মৃত্তিকা স্পর্শ না করে, সে অচিরে পতি-ঘাতিনী হইয়া অশ্রু পতি গ্রহণ করে এবং তাহার পুত্রের মৃত্যু হয়।

বাহার অনামিকাঙ্গুলী ভূমিতে স্পৃষ্ট না হয়, সে বিধবা হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করে।

বাহার তর্জ্জনী অথবা মধ্যমাঙ্গুলী গমনকালে ভূতল স্পর্শ করে না, সে সৌভাগ্যপথে বঞ্চিত হয়।

অঙ্গুলী ভূমিস্পর্শ না করিলে সে নারী পতিবিনাশিনী ও স্নেহাচাষিণী হয়।

গমনকালে যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলী বৃক্কাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, তবে সে নারী নিশ্চিত কুলটা হইয়া থাকে।

গমনকালে যদি পূর্বিণী হস্তে বুলি উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে সে নারী পিতৃ, মাতৃ ও পতি-এই তিন কুলের পক্ষসংকারিণী হয়।

পদতলের মসামান নঃ হইলে নানা দরিদ্রা, পদ শিরাবিশিষ্ট হইলে ভ্রমণ-কারিণী, পদামল হইলে দাসী এবং মাংসশূণ্য হইলে ভাগ্যবিশীনা হয়।

পদতল পশুত্বাকার, অসমান, কঠোর, কর্কশ, বিবর্ণ ও স্তম্ভবৎ বিশালা-কৃতি এবং শুষ্ক হইলে নারী চিবদুঃখিনী ও হতভাগিনী হয়।

স্ত্রীর চরণের বৃক্কাঙ্গুলী অগোল, মাংসল ও অগ্রভাগ উন্নত হইলে সুলক্ষণ আর বক্ষ, কৃষ্ণ ও চিপিটাকৃতি হইলে কুলক্ষণ জানিবে।

পদের অঙ্গুলীসকল যুহ, ঘন, অগোল ও উন্নত হইলে শুভ, অস্থখা নারী অশুভমায়িনী হয়।

চরণের অঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কুলটা, কৃশ হইলে দরিদ্রা, খর্ক হইলে আয়ুর্হীনা, বক্ষ হইলে দুর্ভাগ্য, চিপিটাকৃতি হইলে পরপ্রেক্ষা (দাসী), বিলাহ হইলে দুঃখভাগিনী এবং অতি সংলব্ধ হইলে পরপ্রেক্ষা ও পতিঘাতিনী হয়।

চরণতলে যে কোন মাকলাঙ্গবোর প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিলে মঙ্গল হয়, আর অশুভচিহ্ন থাকিলে অশুভ হইয়া থাকে।

কপাল-দর্শন

— : * : —

ললাটক্ষেত্র মানবের অন্তঃপ্রকৃতির দর্পণস্বরূপ। যেকোন পুরোধিত নির্মল ফটিক-দর্পণে অক্ষপ্রত্যাকাশাদি বহিঃ প্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপ প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ শিরে:ধৃত সহজাত-ললাট-দর্পণে জাতকের ইহজীবনের শুভাশুভ লেখ-লেখাদি অন্তঃপ্রকৃতির অক্ষরূপ প্রতিবিম্ব দেদীপমান থাকে। কপাল-প্রদেশের আকৃতি, গঠন, পরিমাণ ও অধিষ্ঠাতা গ্রহবর্গের অবস্থিতি এবং তদনুসারে রেখাপঞ্জের বৈষম্য ইত্যাদি দৃষ্টে বিচক্ষণ ব্যক্তিগত জ্ঞানেন্দ্রে জাতকের অদৃষ্ট দর্শন করিয়া ত্রিকালের ফলাফল ব্যক্ত করেন।

সকল মানবের কপালের আকৃতি একরূপ নহে। কাহারও শুক্তিতুলা, কাহারও চতুর্ভুজ, কাহারও স্তম্ভবিধ—এইরূপ বৃহৎ, ক্ষুদ্র, প্রশস্ত, দীর্ঘ, স্বর্ক, উচ্চ, নিম্ন, অপ্রসার প্রভৃতি আয়তনভেদেও জাতকের কপালতলের শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে।

কপালস্থিত রেখাপঞ্জও স্থূল, সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, মলিন, অক্ষুট, সরল, বক্র, চিহ্ন, অবিচ্ছিন্ন ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কপালের সর্বোচ্চ স্থানে কেশের নিকটস্থ প্রথমরেখার অধিষ্ঠাতা, বৃহস্পতি, তদনুসারে রেখার মঙ্গল, তৎপরে সূর্য, তৎপরে নিম্নস্থ রেখার শুক্র, তদনুসারে ষষ্ঠরেখার বৃহৎ, সর্ব-নিম্নে সপ্তম রেখা বা শেষ রেখার গণিপতি চন্দ্র হইয়া থাকেন।

কপালের আকৃতি ও গঠনভেদে মানবচরিত্রের যেকোন প্রকৃতিভেদ হয়, সংক্ষেপে নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

যাহার ললাট ক্ষুদ্রাকৃতি, কোমল, মৃগণ ও সমান এবং সন্মুখভাগে কেশহীন অথবা অতি অল্প কেশযুক্ত, সেই মনুষ্য অবহিত, অবাধস্থিতচিত্ত ও অবস্থাহীন হইয়া থাকে।

যাহার কপাল সুপাকার ও কৃষ্ণিত, সেই ব্যক্তি প্রকৃত চাটুকায় হয় এবং প্রবন্ধনাশুর প্রিয়বাক্যে সর্বদা স্বকাব্যসাধন করে। ইতরপ্রাণীর মধ্যে কুকুর জাতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট তুলনার স্থল।

যাহাদিগের ললাট অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও অসমান (উচ্চনীচ), তাহারা প্রবঞ্চক, প্রতারণক, উচ্চাভিলাষী ও ভয়াভয় হয়। ইহারা লোকের নিকট বিনয়নয় ও মদালাপী হইয়া থাকে। যদি এরূপ ললাট কৃষ্ণিত হয়, তবে সে ব্যক্তি কপট

ও অতিকূটবৃদ্ধি-বিশিষ্ট এবং সর্কদা বিমর্ষপ্রকৃতি হয়। অধিক ধনসম্পন্ন হইলে ইহাদিগের বিমর্ষভাব সমধিক পরিবৰ্দ্ধিত হয়।

পরিষ্কৃত অনাকৃঙ্কিত ললাট (অর্থাৎ স্ক্রুটি করিলে ষাহাদিগের কপাল আকৃঙ্কিত হয় না) সারলা-প্রকাশক, এরূপ কপালবিশিষ্ট ব্যক্তি অকপট ও সরলচিত্ত হয়। ইহারা বাদপ্রতিবাদকূটতর্ক অভিযোগাদিবিষয়ে পঞ্চসমর্ষনার্থ মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ললাট যদি সরলও নহে উচ্চনীচও নহে, মসৃণও নহে, এরূপ প্রকৃতি হয়, তবে সেই ব্যক্তি লোকের সহিত মধ্যবিধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা কখন কোন বিষয়ের আভিলাষসাধনে যত্নবান হয় না।

কপাল-কলক নিশ্চভ ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নযুক্ত ষাংকলে সেই ব্যক্তি সর্কদা ক্রোধন-শ্ৰভাব, অসমসাহসিক ও অপরিণামদর্শী হয়। বস্ত্র বৃষ ও সিংহের সহিত ইহাদের তুলনা হয়।

যে সকল মনুষ্যের কপাল নিম্নভাগে এরূপ মাংসল ও দুই চক্ষুর পক্ষময় নিম্নভাগে অবনত হইয়া থাকে, তাহারা প্রভারক, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর ও অতিশয় নির্দয় হয়।

দর্শনমাত্রই ষাহাদের কপাল কর্কশ ও কঠোর বলিয়া বোধ হয় এবং অন্তঃকরণে একরূপ বিভাতীয় স্তূপার উদয় হয়, তাহারা নিশ্চয়ই বর্করপ্রকৃতি, তাহারা সন্দেহ নাই; ইহারা করুণার লেশশূন্য, যতই কেন অমানুষিক নিষ্ঠুরের কাধা হউক না, প্রয়োজন হইলে অতি সহজে তাহা সাধন করিয়া থাকে।

ষাহাদিগের কপাল-কলক সংহত (চাপা) এবং নিম্নতল, তাহারা স্বীকৃতির স্তায় মুহুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্বীকৃতির সহিত ইহাদের অতি প্রশয় হইতে দেখা যায়।

ললাটের আকৃতি ও গঠনাদিভেদে ষত প্রকার প্রকৃতিভেদ হইতে পারে, তাহার সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ললাটস্থ রেখাপুঞ্জের বিষয় বিবৃত হইতেছে;—

কপালের সর্কোচ্চভাগস্থ কেশদল হইতে সর্কোনিম্নভাগস্থিত নামামূল পর্য্যন্ত স্থানে সপ্ত রেখার সপ্তাহ অবস্থিতি করে, ইহা পূর্কোই বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বভাগে কখনও কখনও অতিরিক্ত রেখা পরিদৃষ্ট হয়, কখনও অধিষ্ঠিত রেখাও দৃষ্টিগোচর হয় না। রেখাপুঞ্জের কতিপয় রেখা সৌভাগ্যসূচক ও কতিপয় রেখা দুর্ভাগ্যসূচক হইয়া থাকে। যে যে রেখা সরল,

সমগ্র, লম্বিত, অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত যথবা নাসাভিমুখে ঈষদানত বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল রেখা মানবের সৌভাগ্যসূচনা করে, আর যে যে রেখা কুঞ্চিত, বক্র, ছিন্নভিন্ন অথবা অসমান, তাহারা অনিষ্টদায়ক ও হর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

রেখাপুঞ্জ যদি সম ও সরল হয়, তবে সেই ব্যক্তি পাপবিবহিত, সদাশ্রমী ও ধার্মিক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

রেখাপুঞ্জ যদি কুঞ্চিত, বক্র ও বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সেই ব্যক্তি পাপাসক্ত, প্রবঞ্চক ও দুঃস্থবুদ্ধি বিশিষ্ট হয়।

পুংগ্রহের অধিষ্ঠিত রেখা যদি বামভাগে সমানত হয় (বিশেষ বুধের রেখা), তাহা হইলে সম্পূর্ণ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করে। যে গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বে অতিরিক্ত রেখা থাকে, সেই গ্রহের দশাকালে তাহারই দারক শক্তি-মূলক ঘটনাচক্রে বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন প্রকাশিত হয়।

বৃহস্পতিরেখা প্রস্তুট ও উজ্জ্বলাকৃত হইলে জাতক যশোকীর্তिसম্বিত হয়।

পাপগ্রহের রেখা যদি কুঞ্চিতভাবে প্রলম্বিত থাকে, তবে জাতকের কোন বিশেষ ক্ষতিমূলক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়।

বৃহস্পতিরেখা যদি শনিরেখা অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়, তবে বৃহস্পতির প্রদেশ যন্ত্র অধিকারপ্রাপ্তি হয়।

যদি মঙ্গলের রেখা সর্কাপেক্ষা বৃহৎ হয়, তবে জাতক অস্থপরাণী-দুর্ভিক্ষ ও প্রতাপাধিত হয়।

বুধের অধিকৃত স্থানে যদি দুই বা তিন-টি সমান ও সুস্পষ্ট সরল রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সদাশয়, বিচক্ষণচেতা, স্বভক্তা, কবি ও জ্ঞানী হয়। রেখা যদি তিনের অধিক থাকে, তবে উহার বিপরীত ফল উপস্থিত হয়।

জ্যোতিষের ললাটে বুধের ক্ষেত্রে যদি তিনের অধিক রেখা দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয় সেই নারীকে মুগ্ধতা, চঞ্চলা অসত্যতা বা ডাকিনী বলিয়া জানিবে।

যদি নাসিকাগুলের সামন্যে দুইটি বা তিনটি রেখা মধ্যবিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি লম্পট হয়।

রবিরেখা যদি অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত, সরল ও সমভাবে সুস্পষ্ট প্রকাশিত থাকে, তবে জাতক বিপুল ধন, প্রচুর সম্মম ও রাজাসুগ্রহ লাভ করিয়া মহা-সৌভাগ্যবান হয়।

চন্দ্রেখা ঐরূপ থাকিলে ভ্রমণ, বাণিজ্য এবং কুরি অর্থোপার্জন প্রকাশিত হয়।

ললাট শুক্রতুলা ও বিপুলায়ত হইলে সেই ব্যক্তি অধাপক এবং বহু-শিরাবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য পাপাত্মা হয়। যদি উন্নত শিরা-মূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তবে সে ব্যক্তি মহাধনবান্ হয়।

যাহার ললাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্ফিটর ও বদকাথো রত থাকে। ললাট আবৃত হইলে কুপণ হয় এবং সমুন্নত ও হৃদর্শন হইলে সৌভাগ্যবান্ হয়।

যাহার কপালে বর্ধক্কাঙ্কতি, অশুভ ও বেগিতে স্কন্ধর, সে ব্যক্তি মঙ্গলাস্পদ ও ধনসম্পন্ন হয়।

উন্নত ও প্রশস্ত ললাট সৌভাগ্যের চিহ্ন। যসমান ললাট হৃর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং বর্ধক্কাঙ্কতিবিশিষ্ট ললাট মনুষ্যকে মহাসৌভাগ্য প্রদান করে।

যে মানবের ললাট ফলকে বজ্র, ত্রিশূল এবং পশুর চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সংসারের সকলের পূজনীয়, দেবদেবীসমূহের আতিথ্য এবং দীর্ঘায়ু ও সর্লক্ষ্মী হয়।

যাহার কপালে তিনটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সুধনসম্পন্ন, পুত্রবান্ এবং স্বস্তিৎসংপরিমিত পরমায়ু বিশিষ্ট হয়।

যাহার কপালে দুইটি রেখা থাকে, সে চত্বারিংশৎ বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হয় এবং যাহার কপালে আকর্ণবিশ্রায় একটি রেখা থাকে, সে নিশ্চয় শত-বৎসরজীবী হয়।

কপালে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বহুরেখা থাকিলে জাতক যজ্ঞায়ুঃ হইয়া থাকে। যাহার ললাটের রেখাসংল ছিন্ন হয়, তাহার নিশ্চয়ই অসমৃদ্ধ হয়।

যাহার কপালে ত্রিশূল ও পট্টেশের চিহ্ন দীপ্যমান, সে ব্যক্তি ধনবান, বহু-মন্তানযুক্ত এবং শতায়ুঃ হয়।

কপালের রথাসকল পূবক পৃথকরূপে অঙ্কিত থাকিলে সে ব্যক্তি পুরুষ হইলে ললাট ও নারী হইলে বাউচ্যাবিণী হয়।

স্বীকৃতিবিশিষ্ট ললাট শিরাশূন্য, বোমবিহীন, বর্ধক্কাঙ্কান, খনিয় ও তিন-বকুলী পরিমিত হইলে সে নারী ব্রাহ্মশূন্য ও সৌভাগ্যবতী হয়। যদি এইরূপ ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন বর্তমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই নারী ব্রাহ্মশূন্যাবিণী বা তত্তুল্যা মহাবিভবশালিনী হয় সন্দেহ নাই।

যে নারীর ললাটে প্রলম্বিনী রেখা দীর্ঘরেখা দৃষ্ট হয়, সে শ্রেয়স্বতিনী হয়।

যে নারীর ললাটে ত্রিশূল-চিহ্ন দীপ্যমান, সেই নারী মহৎ প্রালোকের উপর প্রভূত করিয়া থাকে।

যদি আকর্ষবিস্তৃত নেত্র ও স্থগভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তির ললাটে সরল ও সমান পঞ্চরেখা পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাগাকে সার্থকজন্মা বলিয়া জানিবে।

কপালে চারিটি রেখা সমান ও সরল থাকিলে মহুয় দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্, স্থপী ও সম্পত্তিবিশিষ্ট হয়।

যে নারীর ললাটে শ্রীবৎস ও স্বস্তিকচিহ্ন একটিমাত্র রেখা থাকে, সে অতি সুলক্ষণা।

যে অক্ষনার ললাটে ত্রিশৃংচিহ্ন কৃষ্ণ বা শিকলবর্ণবিশিষ্ট হয়, সে পঞ্চপুত্র-প্রসবিনী ও ধনদাতারূপে-সংবুদ্ধিতা হয়।

যদি ললাটে ত্র্যম্বনর্ণবিশিষ্ট ও উন্নত হয়, তবে সেই ব্যক্তি উন্নত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করে।

ললাটের অধিষ্ঠাতা সপ্তগ্রহ কর্তৃক মানবের কণ্ঠস্বর বিভক্ত হয়। জাতকের জন্মকালে কোন গ্রহের আধিপত্য ছিল এবং তজ্জনিত শুভাশুভ ফল কিরূপ, তাহা এতদ্বারা অভাস্তরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে। গ্রহগণের আধিপত্যভেদে মানবের এইরূপ স্বরভেদ হয়, যথা—

শনি—অবিসুদ্ধ, দীর, গভীর ও কর্কশ।

বৃহস্পতি—সুন্দর, সতেজ, সহাস্তযুক্ত, মনোজ্ঞ, সময়ে সময়ে বা সর্বদা পরিমিত।

সূর্য্য—শাস্ত, শুদ্ধ, মধুর ও বীণাধনিবৎ।

বুধ—সবল, দ্রুতগমন, অশুদ্ধ ও দ্রুত এবং সময়ে সময়ে অতি দ্রুত ও ভগ্ন (তোতলা)।

মঙ্গল—তীব্র, কর্কশ, উচ্চ, অশাস্ত ও কোপনস্বভাব।

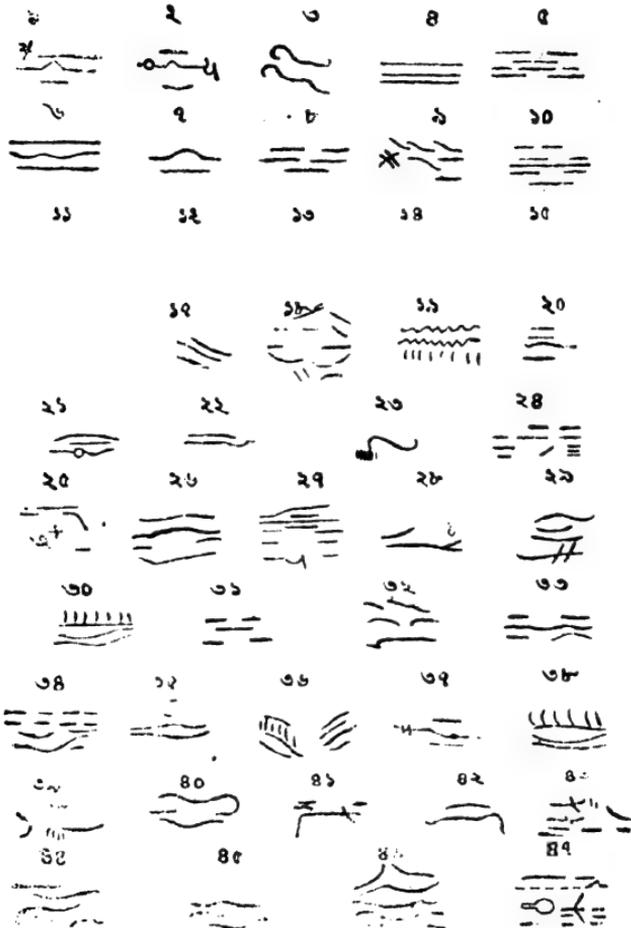
চন্দ্র—নিম্ন, ভঙ্জিত ও অসমান।

শুক—মধুর, কোমল, শাস্ত ও নারীকণ্ঠবৎ।

বৃহস্পতি, কৃষ্ণভ, গাঙ্গার, মধ্যম, পঞ্চম, দৈবত ও নিষাদ, এই সপ্ত পঞ্চায়েণ্ড গ্রহগণের আধিপত্যভেদ হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থী পাঠকবর্গের যুগপৎ বোধমৌকধ্যসাধন ও বিনোদন এই উ-য়-কল্পে নিম্নে কতিপয় নয়-কপালের চিত্র বা প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল। অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের ক্ষেত্র ও তদগত রেখাপুঞ্জের প্রকৃত বিচার করিয়া লক্ষ্যপ্রকাশিত সংখ্যামুখ্যার্থী ফল দৃষ্ট করিলে কপালদর্শ-শাস্ত্র বৃৎপত্তি জন্মিতে পারিবে।

সপ্তচত্বিংশদ্বিধ ললাটপিখন।



১। এই প্রকার বৃহস্পতিরৈখা থাকিলে মানব ধনসম্পন্ন, বিচক্ষণচেতা ও সংস্কার-বিশিষ্ট হয়।

২। বৃহস্পতিরৈখার এই প্রকার বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে মানবের ধনক্ষতি হয়।

৩। রেখা এইরূপ বক্র ও নাগিনাভিমুখে অবনত থাকিলে মনুষ্য বার-পর-নাই ছুব্বহা প্রাপ্ত হয়।

৪। এই প্রকার সমান ও সরল রেখা থাকিলে মানব ধীমান, চরিত্রবান, বার-পর-নাই সংপ্রকৃতি, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং প্রশস্ত অবস্থাপন্ন হয়। এই শ্রেণীর মানবগণ বঞ্চনা, প্রতারণা বা কোনরূপ স্বব্যবহার করিতে পারে না। ইহাদের ব্যবহার এত সরল ও এত সংযম, ভূরি উপার্জনের প্রতিভাসম্বন্ধেও তাহার সাধন করিতে পারে না। আকস্মিক প্রাপ্ত বা দেব-প্রদত্ত ধন ভিন্ন ইহাদের সংসারে পরিপূর্ণ হইবার উপায়স্তর নাই। ইহারা সমস্ত পন্যার্থে বঞ্চিত থাকে এবং অর্থ হইতে বিবধ বিপত্তি উপস্থিত হয়।

৫। এই প্রকার ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রেখা থাকিলে মানব বহুবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুবিষয়ব্যাপ্ত, চাটুভাবলম্বী, অসন্তোষ এবং অস্থিরভাবাবিশিষ্ট হয়।

৬। এরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান ও ধনশালী হয়।

৭। বৃহস্পতির রেখা এই প্রকার বক্রভাবে থাকিলে মনুষ্য ধনসম্পন্ন হয়, কিন্তু সছূপায়ে নহে, প্রাঞ্চনা বা বলপ্রয়োগে ঐ ধনরাশি সংগৃহীত হইয়া থাকে।

৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যহীন হয় এবং জীবনের বহু অংশতঃ সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য বৃহস্পতির অধিকৃত হয়।

১০। এই প্রকার শনিরেখা ও বিচ্ছিন্ন বৃহস্পতির রেখা থাকিলে মনুষ্য স্বাবর ও অস্বাবর উভয় সম্পাত্ত হইতে ভূরি ক্ষতিগস্ত হয়।

১১। এইরূপ বক্র ও উন্নতানন্ত রেখা থাকিলে মনুষ্য জঘন্যজীবনবিশিষ্ট বার-পর-নাই গন্যব্যবহারী হয়।

১২। এই প্রকার রেখা থাকিলে মনুষ্য দুর্ভাগ্যবান হয়।

১৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য খড়্গহস্ত (খুনে) ও নরহত্যাচারী হয়। অপঘাতে ইহাদের শাস্ত মৃত্যু হইয়া থাকে।

১৪। এই প্রকার বক্র রেখা থাকিলে মানব কঠোর, কৃপণ ও স্থপিত অবস্থাপন্ন হয়।

১৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব পরিবর্তন-শ্রিয় সন্দিগ্ধবদন ও অব্যবস্থিত হইয়া থাকে।

১৬। এই রেখা থাকিলে মনুষ্য সাধারণতঃ সংপ্রকৃতি হয়।

১৭। রেখা এই প্রকারে অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

১৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব অস্থির-ভাগ্যবিশিষ্ট অর্থাৎ কচিং ধনবান্ হয়।

১৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব জন্মগ্রহ হয় অথবা জন্মপথে ভীষণ বিপদে পতিত হয়।

২০। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান্ এবং স্থিরসৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

২১। এইরূপ চিহ্নযুক্ত মঙ্গলরেখা থাকিলে মানব নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসিক হয়।

২২। এই রেখা থাকিলে মানব অতিশয় ধনী ও অর্থবিশিষ্ট হয়।

২৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বাবদুক ও বালকসংসংক্রমণপ্রাপী হয়।

২৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বহুকাষাভারগ্রাহী ও গল্পকাথ্যসাধক হয়।

২৫। এইরূপ ক্রুশের চিহ্নযুক্ত সলাঢ় রেখা হইলে মানব উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে।

২৬। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ ভাগ্যসম্পন্ন হয়।

২৭। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব প্রভূত্বপন্ন-চিত্তাশক্তিসম্পন্ন, প্রায়-পরায়ণ ও অস্থিরধনভাগ্যবিশিষ্ট হয়। মঙ্গলরেখা পরীপেক্ষা সংবন্ধিত থাকায় ইহায়া সহস্রক্রোধী হইয়া থাকে।

২৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব নরহত্যাকাৰী হয়।

২৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য সাংঘাতিকরূপে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

৩০। ববি ও ক্রুশের রেখা • পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে মানব মহা-সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

৩১। শনি ও মঙ্গলের রেখা এইরূপ অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে মানব পতন হইতে সাংঘাতিক মরণ প্রাপ্ত হয়।

৩২। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য পরিবর্তনাপ্রসন্ন, অবস্থিতচিত্ত, অসত্যবুদ্ধ, প্রবন্ধক, বিশ্বাসঘাতক এবং অসার ও বুধা পঙ্কিত হয়।

৩৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব লোভী, বর্কর, নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অতি বলহতাব হয়।

• বিশেষ বিধি—দক্ষিণ ভ্রমধ্যে ববি ও বাম ভ্রমধ্যে ১২ অধিষ্ঠিত—[বদন-দর্শন মেন]

- ৩৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বিনয়, প্রকুর ও প্রতিভাসম্পন্ন হয়।
- ৩৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য ধনহীন হয়।
- ৩৬। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য প্রথমে ভাগ্যবান থাকিয়া শেষে অকস্মাৎ অতি দুঃখগ্রস্ত পতিত হয়।
- ৩৭। বৃহস্পতিরৈখ্য বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে মানবের ধনকতি হয়।
- ৩৮। এইরূপ রবি-চন্দ্র-রেখা সংযুক্ত থাকিলে মানব অতিশয় সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হয়।*
- ৩৯। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মৃত্যুকে আঘাত প্রাপ্ত হয়, কুকুর বা অপর জন্তুতে তাহাকে দংশন করে এবং বিষভয় প্রবল থাকে।
- ৪০। বুধরেখা এইরূপ বক্র থাকিলে মানব মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবাদপ্রিয়, তেজস্বী, প্রবঞ্চক ও প্রলোভনপরায়ণ হয়।
- ৪১। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য অতি বর্বর ও নরহত্যাকারী হয়।
- ৪২। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বহনরী প্রাপ্ত হয়।
- ৪৩। এইরূপ বুধরেখা কণ্ঠিত থাকিলে মানব সফলের পরিবর্তে কুফল-ভাগী হয় এবং বুধের আধিক্যকৃত † মানবগণের সহিত ইহাদের সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হয়।
- ৪৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব সুখী ও সৌভাগ্যবান হয়।
- ৪৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য উগ্রপ্রকৃতি, অসমসাহসিক, অস্বা-বস্থিতচিত্ত ও অস্থিরভাগ্যবিশিষ্ট হয়।
- ৪৬। এইরূপ মঙ্গলরেখা পূর্ণ ও প্রক্ষুট এবং বৃহস্পতি ও শনি-রেখা অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে মানব মঙ্গলরেখাগুণে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও বৃহস্পতি রেখাদোষে প্রতি পদে বাধাবিশিষ্ট ভোগ করিতে থাকে, বহু বিষয়েয় প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং দৃঢ় অধাবসায়ী ও পরিশ্রমপরায়ণ হইয়াও তাহাঃ কচিং কোন বিষয়ে বাহিঃ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।
- ৪৭। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব পরমধার্মিক ও অশেষ সঙ্গুণশালী হয় এবং সংসারে অশেষ কুংখস্বপ্না ভোগ করিয়া থাকে।

* The lines of the sun and moon thus joined denote a person very fortunate —Dr. Roback.

† কোষ্ঠীপ্রকরণ—গ্রহগণের স্বরূপ-বর্ণনা দেখ।

কর-কোষ্ঠী ।

মানবের করতলে পরতলস্থিত চিহ্ন-সমূহের জ্ঞায় শম্ব-চক্র-যব-পদ্মাদি যে সকল চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে 'করাক' কহে, আর ললাটস্থিত রেখাপুঞ্জের জ্ঞায় ইহাতে যে সময়ের বিভিন্নাকার রেখা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে 'কররেখা' কহে। ফলতঃ পদান ও ললাটেযে উভয়ের সাংক্ষেপে মানবের যেরূপ জীবনের শুভাশুভ বিনির্গত হয়, এক করতল দর্শনেই সেই সময় ও তদনুসারে অধিকরত স্বাক্ষাপুঞ্জের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবনের আত্মপুঙ্খিক ঘটনাবলীর প্রক্ষুটচিত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। এই করতল দৃষ্টেই পুরাকালীন পুণ্যস্মা আযাজ্যোতিষিদ্ মুনিঋষিগণ মানবমাত্রেরই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান কালকালের ফলাফল অভিযাক্ত করিতেন। এখনও পাক্ষাত্য জ্যোতিষবিদগণ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ করকোষ্ঠী-গণনায় প্রত্যক্ষফল দর্শাণীয়া সাধারণের পুঙ্খিত ও প্রাতষ্ঠিত হইতেছেন। একান সুপ্রসিদ্ধ পাক্ষাত্য পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছেন,—“আমরা কামনারূপ বন্ধতামিষে দিশাহারা হইয়া ভাগ্য ও যশের অবেষণে অল্পক্ষণ অধঃপদক্ষেপ করি, তথাপি করতলস্থিত দিবা দীপকের কেহ আশ্রয় গ্রহণ করি না, ইহা অপেক্ষা আশ্রয়ের বিষয় আর কি হইতে পারে।” * সহজে ও সংক্ষেপে যাহাতে শিক্ষাধিগণ এই পরম প্রয়োজনীয় করকোষ্ঠী-গণনের স্থূলমর্থ্য গ্রহণে সমর্থ হইতে পারেন, তদনুরূপ মাত্র ইহার আমূল বিবরণ প্রদত্ত হইল।

করকোষ্ঠী দুই প্রকার—অঙ্ককোষ্ঠী ও রেখাকোষ্ঠী। শম্বচক্র-যবাদিরূপ করাঙ্কবিজ্ঞানকে অঙ্ককোষ্ঠী ও তদগত রেখাস্বরেখাদিবিচারবিজ্ঞানকে রেখাকোষ্ঠী কহে। প্রথমে অঙ্ককোষ্ঠী বর্ণিত হইতেছে।

যে যে গ্রহ হইতে যে যে বিষয়ের ঘটনা নিরূপিত হয়, তাহা কোষ্ঠীপ্রকরণে সমাকৃ বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ শিক্ষাধিগণ সূর্যগ্রহ হইতে বিবাহপ্রণয়াদি ঘটনা, বৃহস্পতিগ্রহ হইতে মানসস্বর্গাদি বিষয়, শনিগ্রহ হইতে দুঃখ-রূপাদি, বুধগ্রহ হইতে বিভাবৃদ্ধি প্রভৃতি, চন্দ্র হইতে আন্তরিক পীড়া ও দুঃখাদি এবং মলিনগ্রহ হইতে সামর্থ্য, পরাক্রম ও অস্বাভিভয় প্রভৃতি বিষয়ের ঘটনা গণনা করিবেন।

করতলে যুগল (জোড়াল) সংখ্যের চিহ্ন থাকিলে মানবগণ ধনা ও ধার্মিক হয়। এইরূপ মন্ত্রপুঞ্জে পিতৃদেব, চক্রে ধনবান, শম্ব, চক্র, সিঁচিকা, হস্তী বা

পদ্মচিহ্নে রাজ, বা তরুলা সৌভাগ্যবান্ ; কলস, অক্ষুণ, যুগল বা পতাকা চিহ্নে
নিধিপতি ; সূত্রচিহ্নে ধেনু অথবা দন্তের চিহ্নে ভূস্বামী এবং উদুখল বেদী, তড়াগ,
দেবনদী বা জিকোপচিহ্নে মানব ব্যক্তির ও ধার্মিক হয় ।

অঙ্ককোষ্ঠী



যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং মাষাকৃতি চিহ্ন লঙ্কিত হয়, সেই ব্যক্তি
সর্বাশাস্ত্রপারদর্শী ও বিশিষ্টজ্ঞানী বলিয়া সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করে ।

যাহার করতলমধ্যে প্রক্ষুট ও উজ্জ্বল মীনচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ধনবান্,
পুত্রবান্ ও সুখী হয় । ইহার সংসারে যে কোন কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে, তাহাই
সুসিদ্ধ হয় ।

যাহার করতলে তুলাদণ্ড, গ্রাম, চতুষ্কোণ অথবা বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই
ব্যক্তি সংসারে যে কোনরূপ বাণিজ্য অবলম্বন করে, তাহাই সৌভাগ্য-প্রদায়ক
হয় ।

যাহার করতলে ত্রিশূলের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি দাতা, ধাঙ্গিক ও মৌভাগ্যবান হয়। খড়্গ, ধনু ও তোমরাদি চিহ্নে মনুজ্য বীরভঙ্গম্পন্ন ও ভাগ্যবান হয় এবং অষ্টকোণ চিহ্ন থাকিলে মানব ভূস্বামী হয়।

যাহার হস্তে পর্বত, কংগ, বাগী, ন মুণ্ড অথবা ঘণ্টের কার্য চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয়।

যাহার করতলে অক্ষয়, চক্র ও কুণ্ডল, এই তিন চিহ্ন থাকে, সেই পুরুষ মহাবীৰ্যচক্রবর্তী হয়। যাহার করতলে উহার দুইটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সে মৌভাগ্যবান এবং যাহার এটি থাকে, সে দামত্ব ভাগী হয়।

মংগ্ৰপুচ্ছ করতলে থাকিলে মানব বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয়। ইহার কিঙ্কিৎ পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

করতলে যবচিহ্ন থাকিলে বিদ্যা এবং মংগ্ৰ ও চক্র চিহ্ন থাকিলে ধনলাভ হয়।

যাহার করতলে একটি মূদ্রা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা, যাহার দুইটি থাকে, সে ধনবান্ এবং যাহার তিনটি থাকে, সে যোগযুক্ত আর যাহার হস্তে বহু মূদ্রা চিহ্ন থাকে, সে সপ্তানযুক্ত হয়।

পাশ্চাত্য মতে ক করতলে মংগ্ৰ নথবা মংগ্ৰপুচ্ছ অঙ্কিত থাকিলে শতপতি, বহুচিহ্ন বা মনুজ্য চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে সহস্রপতি, পদ্ম চিহ্ন থাকিলে লক্ষপতি এবং শঙ্খ চিহ্ন থাকিলে মানব স্যাটিপতি হয়।

যাহার অঙ্গুরের মূলভাগে বহুচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি বহুভোগশালী হয় সন্দেহ নাই।

অঙ্গুরের উৎতর মধো যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ সর্কবিদ্যাপারদর্শী অতুলৈ-ব্যাম্পন্ন, বহুভোগী বং মহাসুখী হয়। অঙ্গুরের উর্ধ্বভাগে যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ যোগী ও সুখী হইয়া থাকে।

তর্কনী বা মধ্যমাঙ্গুলীর মধো যবচিহ্ন থাকিলে ধনী, সুখবান্, ও দ্বী-পুত্র-গৃহাদিসম্পন্ন হয়।

সকল অঙ্গুলীতে চক্র চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি মহাবলম্পন্ন ও সর্ক-চলক্ষণ-যুক্ত হয়।

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে চক্র চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি বাণিজ্যে বিপুল উপার্জন-কারী হয়। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে চক্র চিহ্ন না থাকে, সে ব্যক্তি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাহার অনামিকাতে চক্র চিহ্ন থাকে, সে বিবিধ উপায়ে বা মিত্র কর্তৃক

অর্থবান্ হয়। অনামিকাতে চক্রচিহ্ন না থাকিলে বিবিধ প্রকারে তাহার ধনক্ষতি হয়।

বাহার মধ্যমাসুলীতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে দৈব কর্তৃক বিভবশালী হয়। মধ্যমায় চক্রচিহ্ন না থাকিলে তাহার দৈববিড়ম্বনায় ধনক্ষয় হয়।

বাহার তর্কনীতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে পিতা অথবা বন্ধু কর্তৃক অর্থশালী হয়। তর্কনীতে চক্রচিহ্ন না থাকিলে তাহার আর অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়।

বাহার অশুষ্ঠে চক্রচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি পিতৃপিতামহাদির ধনামিকারী হয়। অশুষ্ঠে চক্রচিহ্ন না থাকিলে মনুষ্য পিতৃ-উদ্দেশে ব্যয়শালী হয়।

মধ্যমাসুলীতে বা অশুষ্ঠে খবচিহ্ন না থাকিলে মানব অল্পসম্বিত ধন প্রাপ্ত হয়।

বৃদ্ধাসুলীতে বহু, করতলে তোদ্রণ এবং মধ্যমাতলে শ্বেতপদ্ম অঙ্কিত থাকিলে সেই ব্যক্তি শত্রু বিভবশালী ও বিপুলকোত্তিমান্ হয়।

জীজ্ঞাত্তির করতলে অশ্ব, গজ, বিষতরু, যুগ, বাণ, ঘব, তোমর, ধ্বজ, চান্দ, মালা, ক্ষুদ্র পর্বত, বর্ণভূষণ, বোদকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুস্পদ, মর্পফণা, অট্টালিকা, রথ, অশ্বশ হত্যাদির মধ্যে যদি কোন চিহ্ন অঙ্কিত থাকে বা লক্ষিত হয়, সেই নারী রাজরাণী বা সৌভাগ্যশালিনী হয়।

বাহার করতলে অশি, ত্রিশূল, শক্তি, গদা বা হস্তুভির চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই নারী সংসারে প্রতি যশস্বিনী হয়।

যে নারীর করতলে অশুশ, কুণ্ডল বা চক্রচিহ্ন থাকে, সে পতির সৌভাগ্য-প্রদায়িনী ও সুন্দরপুত্র-প্রদায়িনী হয়। ধনু বা চামরচিহ্ন থাকিলেও নারী সুলক্ষণা হয়।

করতলে শকট বা যুগ (জোয়াল) চিহ্ন থাকিলে, সেই নারীর পতি কৃষিজীবী হয়।

যে কামিনীর করতলে দক্ষিণাবর্ত মণ্ডল থাকে, সে স্বয়ং সিংহাসনামিকারিণী হয়। যদি শঙ্খ, ছত্র, কমঠ অথবা পদ্মচিহ্ন থাকে, তবে তাহার গর্তজাত পুত্র রাজা হয়। নারীর হস্তে স্বস্তিক থাকিলে তাহার কুলপাবন সুপুত্র হয়।

নারীর করতলে মংগল অঙ্কিত থাকিলে সে নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী হয়। যদি প্রাচীরের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তবে নারী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হয়।

যে কামিনীর দক্ষিণ করতলে তুলাদণ্ড এবং বামকরতলে হস্তী, ঘোটক বা ঘুঘুচিহ্ন সম্বন্ধিত থাকে, তাহার পতি বাণিজ্যজীবী হয়।

যে নারীর করতলে পূর্ণহস্তচিহ্ন থাকে, সে পৌত্রবতী হয়।

যে নারীর করতলে কক, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দভ, উষ্ট্র বা মার্কারচিহ্ন অঙ্কিত থাকে অথবা বামাবর্ত মণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই নারী অতি দুর্ভাগ্যভাগিনী হয়।

জ্যোতিষবিদগণ মানবের করতলভাগকে প্রথমতঃ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন :—অঙ্গুলিভাগ, তলভাগ ও প্রকোষ্ঠভাগ। অঙ্গুলিভাগে অঙ্গুষ্ঠে শুক্রগ্রহ, তর্জ্জনীতে বৃহস্পতি, মধ্যমায় শনৈশ্চর, অনামিকায় সূর্য্য ও কনিষ্ঠায় বুধগ্রহ অধিষ্ঠিত, আর তলভাগে মধ্যস্থানে মঙ্গল ও তন্নিম্নে চন্দ্র অর্থাৎ স্থিত করেন। অঙ্গুষ্ঠে দুইটি পর্ব্ব, তন্নিম্নে সহস্র অঙ্গুলীতে তিন তিনটি পর্ব্ব আছে। তর্জ্জনীর মস্তকে মেঘ, মধ্যো বুধ, নিম্নে মিথুন; তৎপর অনামিকার মস্তকে কর্কট, মধ্যো সিংহ, নিম্নে কন্যা; কনিষ্ঠার মস্তকে তুলা, মধ্যো বৃশ্চিক ও নিম্নে ধনু এবং মধ্যমার মস্তকে মকর, মধ্যো কুম্ভ ও নিম্নে মীন—ঈদংশরাশি যথাক্রমে এইরূপ মানবের করতলে অধিষ্ঠান করে। বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কোন রাশি নাই। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পাদদেশকে সেই অঙ্গুলীর অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখাস্থান কহে। মঙ্গল ও চন্দ্রের শিখাস্থান নাই। উহাদের অধিষ্ঠিত স্থানকে উহাদের ক্ষেত্র কহে। যে কোন বিষয়ের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইলে সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতাগ্রহের • শিখা বা ক্ষেত্র দর্শন করিলেই অদৃষ্টফল অবগত হওয়া যায়। সম্পূর্ণ শিক্ষিত বিচক্ষণচেতা জ্যোতির্বেত্তা হইলে এই প্রকারে গ্রহাদির অধিষ্ঠিত স্থান-দর্শনে বেথাপুস্তকের প্রকৃতি পয়্যাবেক্ষণ করিয়া জাতকের জীবনকালের প্রতি হৃদয়ের ঘটনা প্রকাশিত করিতে পারেন।

করতলের মধ্যো চারিটি বেথা প্রধান :—আয়ুরেখা, মাতুরেখা, পিতুরেখা ও উর্দ্ধরেখা। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলভাগে বুধগ্রহের শিখাস্থানের নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর মূলভাগে বৃহস্পতির শিখাস্থানের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে বেথা বিস্তৃত, তাহাকে 'আয়ুরেখা' কহে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অন্তর্দর্শিত স্থান বৃহস্পতির শিখার নিম্নতল হইতে করতলের মধ্যভাগ দিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে বেথা বিস্তৃত, তাহাকে 'মাতুরেখা' কহে। মাতুরেখার মূলভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া শুক্রের শিখা ও চন্দ্রের ক্ষেত্র এই উভয়ের মধ্য ভেদিয়া যে প্রস্থট পাবক বেথা মণিবন্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে 'পিতুরেখা' কহে। আর প্রকোষ্ঠ (মণিবন্ধ অর্থাৎ কাজ) ভাগ হইতে সঞ্চারিত হইয়া যে বেথা পিতৃ-মাতুরেখার

* কোষ্ঠী প্রকরণ—“গ্রহগণের স্বরূপকথন” দেখ।

রেখা-কোষ্ঠী।



অন্তর্ভাগ স্পর্শন পূর্কর উর্ক ভাগে মধ্যমামূলে শনৈশ্চরের শিখাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে উর্ক রেখা-কহে। এতন্ত্ৰিয় 'প্রকোষ্ঠ', 'রতিপতাকা', 'বিবাহ', 'জ্ঞান', সন্ধান', 'ববন্ধী', 'কাল', 'কীর্তি', 'মৈত্রী' প্রভৃতি দ্রুট, অক্ষুট ও সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক শাখা ও প্রশাখা-রেখা মানবের করতলে আছে।

প্রকোষ্ঠ-রেখা

যদি প্রকোষ্ঠে উজ্জল ও সমান চারিটি রেখা থাকে, তবে জাতক সংপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যবান্ ও অশীতি বা শত বৎসর পরমায়ু-বিশিষ্ট হয়। যদি উপরিভাগে দুইটি ক্ষুদ্র রেখাসম্পাতে একটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোণের গায় পরিদৃষ্ট হয়, তবে জাতক কোন মৃত ব্যক্তির বহুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া শেষ অবস্থায় সমাজে যথাসম্ভব সম্মতশালী হইবে।

যদি প্রকোষ্ঠে তিনটি সমান ও বিস্তীর্ণ রেখা থাকে, তবে ষাটি বৎসর পরিমিত আয়ুর্বিশিষ্ট ও মধ্যবয়সে বিপুল ধনসম্পন্ন থাকিয়া বার্দ্ধক্যে ছয়বৎসাপন্ন হয়। যদি প্রথম রেখা স্থূল, দ্বিতীয় রেখা সূক্ষ্ম ও তৃতীয় রেখা ক্ষুদ্র হয়, তবে জাতক প্রথমবয়সে ধনশালী ও মধ্যমাবস্থায় দরিদ্র এবং বার্দ্ধক্যে পুনরায় সম্পত্তিবিশিষ্ট হইবে।

যদি প্রকোষ্ঠে দুইটিমাত্র রেখা থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধসংখ্যায় পকাশ বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইবে এবং পীড়া ও রোগে সর্বদা আক্রান্ত থাকিবে।

যদি প্রকোষ্ঠে রেখাসকল বিভিন্নভাবে বহুমুখী হইয়া থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধসংখ্যায় চল্লিশ বৎসর-পরিমিত পরমায়ুবিশিষ্ট, অন্নজ্ঞানী ও সাহসসম্পন্ন হয়।

বাহ্য প্রকোষ্ঠে রেখাপুঞ্জ পরস্পর কণ্ঠিত ও মিলিত দৃষ্ট হয়, তাহার নিধনকাল বহুদূর জানিবে।

যদি রেখাপুঞ্জ প্রকোষ্ঠের উপরে অব্যবস্থায় অবস্থা, চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়, তবে জানিবে, জাতক অস্থিরসকর, অদ্ভুতকৌতূহলী, বিকল্পপ্রকৃতি, অত্যুচ্চ ভাবুক ও অসম্ভব উচ্চাভিলাষী হইয়াছে।

যদি রেখাপুঞ্জ শৃঙ্খলাকৃতি হয়, বিশেষতঃ প্রথমরেখা যদি এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট থাকে, তবে জানিবে, ঐ ব্যক্তি বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবনে মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

যদি প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটি রেখা সঞ্চারিত হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের সন্নিকটে ত্রিকোণাকার গঠিত করে, তবে পুংস্ব হইলে অতি লম্পট আর স্ত্রী হইলে অতি কামুকী বা বেগ্না হয়।

আয়ুরেখা।

সপ্তমহহের মধ্যে চারিগহের শিখরস্থান এক আয়ুরেখা অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। এই রেখা সকল রেখার মধ্যে প্রধান। করকোষ্ঠের প্রায় অর্ধেক বিচার এই রেখা হইতেই সংগৃহীত হয়। আয়ুরেখার মধ্যে মূত্রাকৃতি বা নক্ষত্রবৎ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে ঐ বিন্দু যে গ্রহের শিখাভূক্ত হইবে, জাতক সেই গ্রহ কর্তৃক

দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতির হয়, তবে ধন ও মান; যদি শনির হয়, তবে স্বাস্থ্য ও স্বখ, যদি সূর্যের হয়, তবে বিদ্যা ও বুদ্ধিবিশয়ক দুর্ভাগ্যভোগ জানিবে। যদি বিন্দুর পরিবর্তে ক্রুশের চিহ্ন হয়, তবে যে যে গ্রহের শিখায়ুভবতী হইবে, সেই সেই গ্রহ কল্পক উক্তরূপের পূর্ণ-বিপরীতক্রমে জাতক সৌভাগ্য-শোভিত হইবে।

যাহার আয়ুরেখা উজ্জল ও বিস্তারবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি তেজস্বী, প্রফুল্ল ও সদাশয় জানিবে।

যাহার আয়ুরেখা হইতে তর্জ্জনী অভিমুখে এক শাখা ও মধ্যমাভিমুখে অপর শাখারেখা যদি অণুলাগ্র হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ ব্যক্তি স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে সংসার মহা সৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে।

যদি বৃহস্পতির শিখায়ুস্থানে আয়ুরেখা সূক্ষ্ণভাব ধারণ করে অথবা যদি ঐ স্থানে বিন্দুবৎ কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক আজীবন দরিদ্র থাকিবে সন্দেহ নাই।

আয়ুরেখার কোন এক প্রান্ত যদি দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত থাকে, তবে জাতক ভাগ্যবান, প্রফুল্লপ্রকৃতি, সাহসিক, উচ্চমতি, বিনয়ী এবং মিত্রজনের কাৰ্য্যসাধক হয়।

যদি বৃহস্পতির শিখায়ুস্থানে আয়ুরেখা বিদীর্ণ হয় এবং মূলভাগে চক্রের ক্ষেত্রে বহুশাখানিশিষ্ট থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ ও সন্দেহাচ্যুত হয়। এরূপ ব্যক্তি সরল ও সংপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও বঞ্চনা ও বলপ্রয়োগে অর্থবান্ হইয়া থাকে।

যদি আয়ুরেখা কুজাকার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব চতুষ্পদ স্তম্ভ কল্পক নিধনপ্রাপ্ত হইবে কিংবা যে কোনরূপে হউক, তাহার অপমৃত্যু ঘটবে বা ক্ষিপ্ত অন্তে তাহাকে সাংঘাতিক দংশন করিবে।

যদি আয়ুরেখার মধ্যে দুইটি ক্রুশ'চিহ্ন (চেরার চিহ্ন) এক স্থানে থাকে, তবে জাতক যে কোন পদস্থ হউক, সমাজে সম্মানবিশিষ্ট হইবে।

আয়ুরেখা যদি সূক্ষ্ম বিন্দুমণ্ডি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে পুরুষ হইলে অতি কপট ও নারী হইলে ব্যাভচারিণী হইবে।

পিতৃবেধা ।

পিতৃবেধা যদি পরিহার, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, সৰল ও মণিবদ্ধ পর্যন্ত মিলিত থাকে, তবে জাতক শান্তিপূর্ণ দীর্ঘজীবন ভোগ করিবে সন্দেহ নাই । যদি নক্ষত্রাক্রান্তি কোন বিন্দু উহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ বিন্দু যে গ্রহের অধিকারভুক্ত হইবে, তৎকর্তৃক জাতক উৎপীড়িত ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয় ।

যদি পিতৃবেধা যুগ্ম (ঘোড়া) দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহ ও দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে । এরূপ ব্যক্তিগণ রাজা অথবা রাজতুল্য মহাসম্ভ্রান্ত পুত্রবনিগের মিত্র, প্রিয়পাত্র বা অল্পগ্রহভাজন হয় । এরূপ যুগ্ম পিতৃবেধা স্ত্রীজাতির হইলে সেই নারী স্বামীসৌহারিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হয় ।

যাহার পিতৃবেধা বিবর্ণ অথবা সীসকের দ্বায় বর্ণবিশিষ্ট, ক্রোধনপ্রকৃতি তাহার মৃত্যুর কারণ হয় । শুক্র ও বৃহস্পতির শিখার মধ্যবর্তী যে স্থানে পিতৃবেধা মিলিত হয়, সে স্থানে যদি অস্ত্রবেধা (শাখা-প্রশাখা) থাকে, তবে জাতক মহামাগ্ন ও ধনসম্পন্ন হয় । যদি এই স্থানে নক্ষত্র বা মুহার দ্বায় বিন্দুচিহ্ন থাকে, তবে জাতকের জীবনকালে, বিশেষতঃ বার্ক্কো বহু রোগভোগ হয় । যদি অস্ত্রবেধা কর্তৃক পিতৃবেধা কোন স্থানে কঙ্কিত থাকে, তবে তাহা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক জানিবে ।

পিতৃবেধার মধ্যে নক্ষত্রচিহ্ন থাকিলে মানব নারীজাতির অতি প্রিয় হয় এবং তৎকনিত তাহার জীবনদকটের সম্ভাবনা থাকে ।

পিতৃবেধার মধ্যে পর পর তিনটি নক্ষত্রচিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি নারীর নিমিত্ত অপমান, নিন্দা ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং লোকসমাজে অর্থাৎ ঘৃণা ও উপহাসাম্পদ হয় ।

যাহার পিতৃবেধার নিম্নপ্রান্ত মণিবন্ধের নিকটে বিদীর্ণ থাকে, সেই ব্যক্তি অর্ধাচীন ও উদাসপ্রকৃতি হয় ।

যে নারীর পিতৃবেধার উপরপ্রান্তে পর পর দুইটি ক্রেশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী দুর্দমনীয়া, নিলজ্জা ও বাভিচারিণী হয় ।

যাহার পিতৃবেধা মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহার উৎকট রোগভোগ হয় এবং বার্ক্কো সেই রোগে জীর্ণ হইয়া সে প্রাণ পরিত্যাগ করে ।

পিতৃবেধার নিম্নপ্রান্তে মণিবন্ধের নিকটে যদি দ্বিকোণাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি বাচাল ও মিথ্যাভাষী হয় । এইরূপ ব্যক্তিগণ কথোপকথনে বা কার্যকালে ষাট-পর-নাই আশ্রমতপেকী হইয়া থাকে ।

পিত্তরেখা। ও আয়ুরেখার মধ্যবর্তী স্থানের উপরপ্রান্তে যদি বহুচ্ছিন্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উদারচরিত্র, মহদাশয়, বদাঙ্গ এবং জ্ঞানী হয়। ইহার রাজসভায় বা সম্রাটসম্মানে অতি সহজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।

মাতুরেখা

মাতুরেখার মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন দুই হইলে জাতক ধনভাগ্যসম্পন্ন হয় এবং চাটুতাপূর্ণ অনভিজ্ঞবাদে ও মিথ্যাকথনে চির-অভ্যস্ত থাকে। মাতুরেখার ও আয়ুরেখার মধ্যবর্তী স্থানে যতগুলি অহুরেখা থাকে, জাতক প্রথমবয়সে ততগুলি রোগ ও পীড়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়; কিন্তু এই সকল পীড়া সাংঘাতিক হয় না। যতগুলি বৃহত্তর রেখা মধ্যমাঙ্গুলীর নিকট ব্যাপ্ত থাকে, জাতক মধ্যবয়সে ততগুলি রোগে আক্রান্ত হয় এবং যদি কোন রেখা তর্জ্জনী পর্যন্ত সঞ্চারিত বোধ হয়, তবে জাতক শেবাবস্থায় ততগুলি পীড়া ও রোগে শয্যাগত হইবে। এই অবস্থায় প্রথমে পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। যদি ঐ সকল ক্ষুত্র রেখার মধ্যে কোন রেখার অর্ধক্রুশ অঙ্কিত থাকে অথবা যদি উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং কোন শাখারেখা আয়ুরেখা হইতে নির্গত ও তর্জ্জনীমূখে ধাবিত হইয়া ইহাকে ব্যাহত করে, তবে জাতক যৌগাঙ্কিত ধনে মহা ধনবান্, ও স্নানবিধিযাত প্রসিদ্ধ পুরুষ হইবে।

যদি আয়ুরেখার সহিত পিত্তরেখা একত্রে সন্মিলিত থাকে, মাতুরেখা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নৃশংস, অসমসাহদিক ও পাশব-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে। জিহ্বা বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত এরূপ ব্যক্তির জীবনসকট উৎকট কাঁড়া থাকে, পিতা, মাতা অথবা স্ত্রীর সহিত ইহাদের দারুণ মনোবাদের ঘটে এবং অতি সত্ত্বর ইহাদের সকল আশা-ভরসার অবসান হয়। যদি মাতুরেখার পরিবর্তে তথায় নক্ষত্রাকৃতি বিদ্যুচ্ছিন্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা উদ্ভব অথবা দ্বন্দ্বমতে কাঁদা ঐ জাতকের নিশ্চিত জানিবে।

যদি মাতুরেখা বহুভাবে আসিয়া আয়ুরেখার সহিত সন্মিলিত হয়, তবে বুঝিবে যে, ঐ ব্যক্তি কোন আকস্মিক আশ্চর্য ঘটনাবশে বান-পর-নাই কর্তৃগস্ত হইবে।

যদি মাতুরেখা বৃহদাকার ও বিস্তারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘ-জীবন ভোগ করিবে এবং সপ্ততি বা অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে ছুববস্থাপন্ন হইবে।

মাতুরেখা যদি যুগ্ম দৃষ্ট হয়, তবে জাতক মধ্যবয়সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। মাতুরেখা যদি ধূসরবর্ণ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি হীনাবস্থায় পতিত ও প্রায় সর্কবিধ রোগে আক্রান্ত হইবে।

মাতুরেখায় মধ্যে যদি গ্রাহিচিহ্ন (গাঁইট) দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নবহত্যাকারী হইবে। বতগুলি উক্তরূপ চিহ্ন থাকিলে, মহুগ্ন ততগুলি নরহত্যায় কবিতা থাকে।

উর্ধ্বরেখা

উর্ধ্বরেখা সরল, প্রস্ফুট ও উজ্জলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যদি মধ্যমাঙ্গুলী পর্যন্ত নক্ষরিত থাকে, তবে জাতক ধনবান, পুত্রবান ও সর্কবিধ সুখসৌভাগ্যবান হয়।

বক্রবর্ণবিশিষ্ট উর্ধ্বরেখা যদি অনামিকামূল পর্যন্ত সম্মিলিত থাকে, তবে জাতক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হয়।

বাহ্যর উর্ধ্বরেখা তর্জনীর মূলভাগে বাইয়া মিলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বহুপুত্রবিশিষ্ট, বহুজনের প্রভু ও সুন্দর অট্টালিকা বা উৎকৃষ্ট আলয়ের অধীশ্বর হয়।

যদি উর্ধ্বরেখা সরল অথবা কর্ণক কণ্ঠিত ও অপরিস্ফুট পরিলক্ষিত হয়, তবে জাতক উত্তম স্বাস্থ্যবান, সুন্দর মেধাবী ও নিপুণবুদ্ধি হয়। এই জ্যেষ্ঠীর ব্যক্তিগণ শিশুৎবৎ চক্ৰলম্বিত, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়বিবহিত হইয়া থাকে।

উর্ধ্বরেখা যদি মণিবন্ধের উপর পিতুরেখার মূলভাগে বিদীর্ণভাবে থাকে অথবা যদি পিতুরেখার সহিত ত্রিকোণ বা ত্রিকোণ উৎপাদন করে, তাহা হইলে মনুষ্য সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিলাভের জন্ম সর্কদা লাভায়িত হয় এবং ধর্ম বা অধর্মবিহিত যে কোন উপায়ে তাহার সাধনকল্পে সচেষ্ট থাকে।

যদি উর্ধ্বরেখা তরকারিত এবং উর্ধ্বাধঃ বক্রতাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতক দুষ্টিবুদ্ধি, তন্দর, প্রতারণায় পটু ও ছদ্মবেশধারী হয়। উর্ধ্বরেখা অথ যে কোনরূপে অবহিত থাকিলে জাতকের শুভদায়ক হয়।

শুক্রেণ শিখাস্থান

প্রত্যেক অঙ্গুলীর পাদদেশে করতলের মধ্যে যে ঈষৎস্থান পবিদৃষ্ট হয় তাহাকে সেই অঙ্গুলী অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখাস্থান বলে, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি শুক্রের শিখাস্থান অর্থাৎ পিতুরেখা ও অঙ্গুষ্ঠমূল এই উভয়ের

অম্বর্ষভী ভাগ পরিষ্কার, সূদৃশ ও উজ্জল হয় এবং কতিপয় ব্রতবর্ণ সূদৃশ দৃশ্য ও সূক্ষ্ম কর্তরী রেখা কর্তক স্থশোভিত থাকে, তবে সেই পুরুষ বা নারী সর্বদা প্রফুল্ল, নৃত্যগীতাদিপ্রিয়, ভোগবিলাসী ও কামান্ধ হয়।

শুক্রে শিখার মধ্যস্থানে যদি পরিস্কৃত প্রক্ষুট নক্ষত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে ঐ পুরুষ বা নারী বাঞ্ছিত প্রণয়ে সর্বত্র সফলমনোরথ হয় এবং উহাতে পূর্ণ পবিতোষ ও পরম সুখ লাভ করে।

শুক্রে শিখাস্থানে যদি রোম বা বহুসংখ্যক ছেদচিহ্ন থাকে, তবে জাতক অল্পবৃদ্ধি, অবসিক, অপ্রেমিক ও স্নেহাচারী হয়।

শ্রীজাতির অঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগে নখের নিকট যদি ছেদচিহ্ন অথবা কুশের স্নায় দৃষ্ট হয়, তবে সেই নারী অতি দুষ্টা, মায়াবিনী ও অহিতকারিণী হয়। বিচক্ষণ জন এরূপ নারীর সংসর্গ ত্যাগ করিতে মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব করেন না।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূলে শুক্রে শিখাস্থানে ব্রতাকর কোন চিহ্ন থাকে, সে নারী পঞ্চমহর্ষ পুরুষের সহবাসসুখেও পরিতৃপ্ত হয় না।

যদি অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্বের নিকট দুই বা তিনটি কুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে সেই নারী বা পুরুষ অবশীভূত, অবনয়ী, বিবাদপ্রিয়, বাচাল, দুষ্টভাবী ও অতি দুর্দল হয়। যদি প্রথম পর্বের নিকট না হইয়া ঐ চিহ্ন দ্বিতীয় পর্বের নিকট হয়, তবে সম্পূর্ণ উহার বিপরীত ফল অর্থাৎ সেই নারী বা পুরুষ বিজ্ঞ, বিনীত, ভক্তিমান, স্থবীল, সুজন ও অতি দাম্বিক হয়।

যে নারীর ব্রহ্মাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্বে সন্ধিস্থানের নিকট নক্ষত্রচিহ্ন অথবা ছেদ বা রেখাপুঞ্জ থাকে, সেই নারীর অতি বালিকাবয়সে বিবাহ হয় এবং সে জুর্ভাগাভাগিনী হয়। পতির হস্তে ইহাদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

বৃহস্পতির শিখাস্থান।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি এক অথবা দুইটি কুশের চিহ্ন লক্ষিত হয়, তবে মনুষ্য উচ্চপদ, আধিপত্য, সম্মম এবং বিবাহমূলক সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি একটিমাত্র নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে মনুষ্য অপবন, অসম্মম ও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যদি দুইটি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ জাতক সুবন, সম্মম ও উন্নতি লাভ করে।

যদি আয়ুরেখা হইতে শাখারেখা নির্গত হইয়া বৃহস্পতির শিখা দ্বিগুণ করে, তবে নিশ্চিত সেই মানবের অকস্মাৎ অপঘাতযুক্ত হইবে।

যদি তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্কের দুই বা তিনটি রেখা থাকে, সেই নারী সতী ও মূলক্ষণা হয়। স্মৃতিকাগৃহে ইহাদের মৃত্যু সম্ভব।

যদি তর্জ্জনীর প্রথম পর্কের উপর দ্বিতীয় পর্কের সন্ধিস্থানে দুইটি সমান রেখা থাকে, তবে জাতক সংপ্রকৃতি, পুণ্যবান, ধর্মশীল ও উৎসাহী হয়।

যদি জ্যৈষ্ঠীর ঐ সন্ধিস্থানে দুইটি সমান্বয় মংলরেখা থাকে, তবে সেই নারী বহু সন্তান প্রসব করিবে। তাদের কন্যাপেক্ষা পুত্রভাগ অধিক হয়।

শনির শিখাস্থান।

শনির শিখাস্থানে যদি মধ্যমাজুলীর মূল হইতে কোন রেখা আসিয়া মিলিত হয় এবং ঐ রেখা অপর দুই ক্ষুদ্র রেখা কর্তৃক দুইটি ক্রুশের আকারে কল্পিত হয়, তবে মনুষ্য চিরদাস হইবে বা কাপাবাস ভোগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুরেখা হইতে কোন রেখা আসিয়া যদি শনির শিখাকে দ্বিগুণ করে, তবে সেই ব্যক্তি সংসারচিন্তায় চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত ও সর্বদা বিষন্ন থাকে। ইহার সৌভাগ্য সংগ্রহে সতত মনস্ত থাকিয়াও দারিদ্র্যাদৃশ্য কদাপি বিমোচন করিতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠীর মধ্যমাজুলীর প্রথম সন্ধিস্থানে হইতে যদি পাঁচ, ছয়, সাত বা আটটি রেখা নির্গত হইয়া দ্বিতীয় সন্ধিস্থানাবদি উখিত থাকে, তবে ঐ নারী উপর্ঘ্যাপরি ঐ রেখাসংখ্যক পুত্র প্রসব করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল সহ্যানের প্রত্যেকেই দরিদ্র ও দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়।

মধ্যমাজুলীর প্রথম সন্ধিস্থানে যদি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে প্রকাশ্য বা গুপ্ত হত্যায় সেই ব্যক্তির নিধন প্রাপ্তি হয়। *

* I have known the truth of this to my great grief, for it happened to a gentleman that was my good friend, who was murdered in his own room on the 24th of July 1623. He had such a mark of star, and I warned him that he was in danger of such awful death. I gave him that notice about the 20th February the same year 1623. — A French Author

শনির শিখাস্থানে যদি বহুরেখা থাকে, তবে জাতক দুঃখী, দরিদ্র, ভীক, কাপুরুষ এবং ছুটে ব্যক্তির শত্রুতা-পরামর্শে ঋণদায়ে কারাবাসী হয়।

ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর যদি শিখাস্থানে ছুইটি অসামান্ত রেখা প্রকাশিত হয়, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, কোন ভীষণ হত্যাপর্যায় শত্রু কর্তৃক মিথ্যা করিয়া জাতকের প্রতি অর্পিত হইবে। এই সময়ে সতর্ক হইয়া ঘটনার প্রাকালে দূরদেশে পলায়ন করিলে রক্ষা হয়, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

রবির শিখাস্থান।

যদি রবির শিখাস্থানে কতিপয় অকণ্ঠিত ও অক্ষণ্ডিত রেখা থাকে এবং যদি তাহা অনামিকার সন্ধিস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া আয়ুরেখাবধি সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে জাতক ধর্মপ্রকৃতি, হুম্মবুদ্ধি, বিবিধ বিচারত, গণিত, আত্মমতপ্রেমী ও বিচিত্র বাস্তুপটু হয়। বাক্যাগুণে ইহারাজা বা রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আত্মকুলাবশে অতিশয় ধনশালী হইয়া থাকে।

যদি উপরিউক্ত রেখাপুঞ্জ অক্ষণ্ড ও অকণ্ঠিত না হইয়া ছিন্নভিন্ন, বহুধা বিস্তীর্ণ ও কুজাকারবিশিষ্ট হয়, তবে উপরিলিখিত ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু অতি দারিদ্র্য, চরিত্র-দোষ, মিথ্যাকলঙ্ক ও অপবশ উপস্থিত হয় এবং হয়ত একরূপ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটে, বাহাতে তাহাকে সম্বলশূন্য পথের ভিখারী হইতে হয়।

রবির শিখাস্থানে যদি ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক ক্রপণস্বভাব হইবে।

যদি আয়ুরেখা হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র রেখা নির্গত হইয়া সমান্তরভাবে অনামিকার সন্ধিস্থানে ঘাইয়া মিলিত হয় এবং যদি পরস্পর সম্মিলিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সর্বদা আকাশকুহুম দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষয়ে অস্তিত্ব আরোপ করিয়া তচ্ছনিত স্খামভূতবে সর্বদা বিভোর থাকিবে। *

* "I have observed it in many, whom I would name, but that civility forbids me, many of them being persons of good quality but having that disease of the mind, which is nourished by the wind of hope, and makes them believe themselves already possessed of those charges and dignities which are but promised them."

R. Sanders

যদি অনামিকার প্রথম পর্কে কতিপয় সরল ও সমান্তর রেখা থাকে, তবে মহত্ত্ব সংস্কারবিশিষ্ট হয় এবং শ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনশালী হইয়া থাকে। যদি ঐ রেখাপুঞ্জ প্রথম পর্কে না থাকিয়া অনামিকার দ্বিতীয় পর্কে থাকে, তবে মহত্ত্ব স্বকীয় গুণবিশেষের জন্য লোকসমাজে আদরণীয় ও মাননীয় হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রসিদ্ধিত ও দারিদ্র্যদগ্ধ হইয়া থাকে।

যদি অনামিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্কের মধ্যস্থিত সন্ধিস্থানে নক্ষত্র অথবা ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তি উত্তরাধিকারীস্বত্বে ধনসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু ধারণ্য নাই হতভাগ্য হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিরদুঃখ ভোগের জন্য সংসারে জয়গ্রহণ করে, ইহাদের ভাগ্যে শোক, মর্মান্বহ ও কারাবাস অপূর্ণনীয়।

অনামিকার তৃতীয় পর্কে মন্ত্রকের নিকট যদি কয়েকটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় অবকাশ ও বিশ্রামশূন্য, সর্বদা অভাববিশিষ্ট ও দরিদ্র হইবে। কথায় ইহার মহত্ত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু কাৰ্য্যকালে অকর্মণ্য থাকে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিকে কোন অল্প-প্রচলিত বিষয় বা বৃত্তির অবলম্বন দ্বারা সর্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়।

যে পুরুষ বা স্ত্রীর আয়ুরেখা হইতে সরল ও প্রস্ফুট একটিমাত্র রেখা অনামিকা অঙ্কুরিত সন্ধিস্থান স্পর্শ করে, উত্তরাধিকারীস্বত্বে তাহার পরধনলাভ হয়। অনামিকার যে পর্কে রেখা শেষ হইবে, সেই পর্ক নিশ্চিত মাসের মধ্যে ঐ অধিকারের সংঘটন হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্কে কর্কট বা শ্রাবণ মাস, দ্বিতীয় পর্কে সিংহ বা জ্যৈষ্ঠ এবং প্রথম পর্কে কন্যা বা আশ্বিন মাস নির্দিষ্ট হয়।

বুধের শিক্ষাস্থান।

বুধের শিক্ষাস্থান যদি উত্তমবর্ণবিশিষ্ট, সমোন্নত এবং সমাকৃতি হয়, তাহা হইলে মানব অসার বাসনা বিরহিত, মহদ্বিষয়ে অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, শিল্প-বিজ্ঞানাদি-বিশারদ এবং প্রকৃত জ্ঞানপরাগণ ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হয়।

বুধের শিক্ষাস্থান যদি অসমান হয় ও বিভিন্নাকৃতির সরল রেখাপুঞ্জ অঙ্ককার-সমাজে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অল্পপ্রকৃতি, তাগাবান্, বিশ্বস্ত, বহুমিথ্যাভাবী ও স্ত্রীর একান্ত প্রিয় হয় সন্দেহ নাই।

যদি কনিষ্ঠার মূলভাগ হইতে কয়েকটি কৃষ্ণ রেখা নির্গত হইয়া বুধের শিক্ষাস্থানে পরিব্যপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি লোকসমাজে

বিজ্ঞাবস্তার ভাগ প্রদর্শন করে; বস্তুত: তাহার অধীত বিজ্ঞা সামান্যই। ইহার। চৌর্ধাশ্রয় ও প্রত্যারণা-পরায়ণ হয়।

যদি করতলের অপরভাগ হইতে কয়েকটি রেখা বুধের শিখা ভেদ করিয়া অনামিকার মূলভাগস্থ রেখার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যাপরায়ণ, ছদ্মজ্ঞানী ও অস্থির-প্রকৃতি হয়। ইহার। প্রায় সকলেই অসার বাক্যে ও মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় অবমাননা করে। বিশেষত: যদি ঐ রেখা কুজাকার হয়, তবে ঐ ব্যক্তি যার পর নাই প্রত্যারণা-পরায়ণ ও কপটী হয় এবং জীবনের মধ্যাবস্থায় এমন এক অতি লঘু অনসংকার্যের অনুষ্ঠান করে যে, আজীবন তাহাতে তাহার মর্ম্য দগ্ধ হয়।

মঙ্গলের ক্ষেত্র

মাতুরেখা, পিতুরেখা, ও উর্ধ্বরেখা তিনটির মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার স্থানকে “মঙ্গলের ক্ষেত্র” কহে। মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থান যদি নিম্নতল বা গর্ভবৎ হয় এবং তদগত রেখাপুঞ্জ কুরু অথবা বক্রভাববিশিষ্ট হয়, তবে মনুষ্য সাংঘাতিকরূপে শস্মাহত হইবে, কিংবা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া অদহীন হইবে অথবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

যদি শনির শিখাস্থান হইতে রেখা আসিয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তবে মনুষ্য বন্দী, কারাবাসী বা দাসত্বভোগী হয়, অথবা উপর্ঘাণির রোগ, শোক ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়।

যদি মণিবক্র বা প্রকোষ্ঠস্থান হইতে রেখা উখিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রে দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে (চন্দ্রের ক্ষেত্রে) প্রবেশ করে, মনুষ্য অস্থিরজীবন, উৎকণ্ঠাকলিত ও নানা স্থানবাসী হয়, মঙ্গলের পতিকূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার। শাস্তি প্রাপ্ত হয় না।

মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে পারিপাশ্বিক পিতুরেখার (পিতুরেখার পার্শ্বস্থ রেখা) অবমান দৃষ্ট হইলে মনুষ্য দাস্তিক, বধাগম্বিত, কোথী অধীর, সন্নিগ্ধহৃদয়, অস্বাভাব্য, প্রত্যারণ, চৌর, প্রলোভনকারী, কাণ্ডস্থানবিবজ্জিত, বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হয়।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে অল্প কোন ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিকোণ দৃষ্ট হয় এবং যদি উহা আয়ুরেখার সমীপবর্তী উর্ধ্বভাগে হয়, তবে মনুষ্য স্বপ্ন স্তম্ভ,

খ্যাতি ও জয় লাভ করে। যদি অধোভাগে প্রকোষ্ঠাভিমুখে হয়, তবে দুঃখ, অসম্মম, অখ্যাতি, পরাজয় প্রভৃতি বিবিধ দুর্ভাগ্যের সংঘটন হইয়া থাকে।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে বজ্র বা ক্রুশের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং উহা যদি মাতুরেখার নিকটবর্তী না হইয়া অগ্র স্থানে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজ-মাত্র স্মিত্রসম্পন্ন হয়। যদি মাতুরেখার নিকট স্থিত হয়, তবে ভাগ্যশূন্য, ন-গণ্য ও সর্বনাশ শত্রুপীড়িত হয়। ইহারা অবিমুখকারিতাবশে আপনার দোষ লোকের সহিত শত্রুতা উৎপাদন করে।

চন্দের ক্ষেত্র।

চন্দের ক্ষেত্রে বা চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণের আভাবিশিষ্ট মলিন রেখাপুঞ্জের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, তাহা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন জানাবে।

চন্দ্রমণ্ডলস্থিত রেখাপুঞ্জ সমাকৃতি, পরিষ্কৃত এবং উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত হয়। ইহারা প্রবাসে সুখভোগ করে। যদি ক্রীড়াভিত্তি এরূপ চিহ্ন থাকে, তাহার বহুপ্রসবিনী হয়; কিন্তু প্রসবকালে কোন যত্ননা ভোগ করে না।

চন্দ্রমণ্ডলে বৃত্তবৎ গোলাকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে জাতক অন্ধ হয় অথবা ভ্রম-স্বাস্থ্য ও শয্যাশায়ী হয়। ইহারা বন্দা, পক্ষাঘাত, বাতব্যাপি প্রভৃতি দীর্ঘভোগযুক্ত গুরুরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যদি চন্দের ক্ষেত্রে নক্ষত্রাকৃতি চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তবে বুঝিবে যে, সেই জনয়ে কোন ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার সকল উদয় হইয়াছে এবং তাহার সাধনের নিমিত্ত জাতক উদ্যোগী ও যত্ববান হইয়াছে; ফলতঃ এরূপ চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তি অসচ্চরিত্র।

যদি চন্দ্রমণ্ডলে বজ্র বা ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক শিথিল-স্বাস্থ্য ও ধর্মপ্রকৃতি হয়। যদি পর পর এইরূপ পাঁচটি চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক চিরক্লম্ব হয় এবং সাধাবণতঃ তাহার অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সের পরেই নিধন-প্রাপ্তি হয়। স্বভাব কিঞ্চিং পূর্বে উহার একটি চিহ্ন বিদূষ্ট হইয়া যায়।

বিবিধ রেখা ।

কোন করাতুল্য শিরোভাগে যদি কোন রেখা দৃষ্ট হয়, তবে সেই মাসে মানবের জন্মের ফাঁড়া আছে ।

অঙ্গুরের সন্ধিস্থানের নিয়মভাঙ্গে যদি রেখা থাকে, তবে মানব কখনও বহু ধনসম্পন্ন হইবে না । যদি দুইটি রেখা থাকে, তবে জাতক উত্তরাধিকারসূত্রে পরধন প্রাপ্ত হইবে । ঐ রেখা বৃহৎ ও পরিষ্কৃত হইলে, অধিকৃত বৃহৎ সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থার পড়িয়াছে ।

শুক্রেণ শিখাস্থান অর্থাৎ বৃহাতুল্য মূলভাগস্থিত করতলভাগ যদি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথবা স্তম্ভাকৃতি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিলাসী ও লম্পট হয় ।

শুক্রেণ শিখাস্থানের উপর অঙ্গুরের মূলদেশে যে কয়েকটি রেখা দৃষ্ট হইবে, নারীর সেট কয়েকটি সন্ধান জন্মিবে । যদি ঐ রেখাসকল করতলে পূর্ক-ভাগাবধি বিস্তৃত থাকে, তবে তত সংখ্যক পুরুষে নারী নিশ্চিত উপবত্তা হইবে ।

শিতরেখা যদি মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে মানব সাংঘাতিক অন্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইবে ।

তর্জনীর ও মধ্যমার মূলের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থান হঠতে অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলের মধ্যবর্তী সন্ধিস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা শনি ও বক্রি শিখাস্থানের মধ্য পর্বিসার থাকে, তাহাকে "শুক্রেণারিভাত রেখা" * কহে । বাহ্যর করতলে এই রেখা অখণ্ড, উজ্জল ও পরিষ্কৃতভাবে প্রকাশিত থাকে, সে ব্যক্তি যাব-পর-নাই জোগ-বিলাসী হয় । অঙ্গ রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইলে শুক্রেণারিভাতের কারকভাষক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হঠলেই জাতকের মৃত্যু হয় ।

উর্ধ্ববেধার মূলদেশের কিঞ্চিদূর হইতে কনিষ্ঠার মূলে বৃধের শিখাস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা চন্দ্রমণ্ডলের মধ্য সঞ্চারিত থাকে, তাহাকে "বতিপতাকা রেখা" † কহে । বাহ্যর করতলে ঐ রেখা অখণ্ড, সরল ও প্রাশ্ফটিকভাবে প্রকাশ থাকে, সে ব্যক্তি যাব-পর-নাই ঈশ্বরপন্থায়ণ, অবাধস্তিত্তচিত্ত, অবিবেকী, অতি তরল ও চপলপ্রকৃতি হয় । অঙ্গ রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন অথবা ব্যাহত হইলে † শুক্রেণারিভাতের দ্বার বতিপতাকারও কারকভাষক্তির হ্রাস হইয়া থাকে । এ রেখাও একেবারে অপ্রকাশিত অথবা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইয়া থাকিলে † জাতকের মৃত্যু হয় ।

আয়ুরেখা যদি একাঙ্গ হইয়া (শাখাশূন্যভাবে) মধ্যমার মূলে সন্নিহিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি আপনার দোষে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে জানিবে। ইহাকে নির্দিষ্ট দোষ হইতে সংশোধিত করিলে, অকালমৃত্যু হইতে মুক্তি হইতে পারে।

মৃত্যুরেখা যদি আয়ুরেখার মধ্যস্থানের দিকে আবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি আপনার দোষে আত্মঘাতী হইবে। সময়ে সতর্ক হইলে মুক্তি হইতে পারে।

তর্কনীর মূলের দিকে আয়ুরেখা ও মাতুরেখার মধ্যবর্তী স্থান যদি বহুদূর পর্যন্ত রেখাশূন্য পতিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি নির্দয়, লোভী, মিথ্যাবাদী ও দুর্ভাগ্য হইবে।

যদি পিতুরেখার ও উর্ধ্বরেখার মূলভাগ একত্র সংস্থিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তি অবিবেচক, অমিতব্যয়ী ও অসত্যাশ্রয় হইবে।

সূর্যের শিখাস্থানে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে কঙ্কণাকৃতি কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও তন্দুর হইবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি ত্রিকোণ থাকে, আর সেই ত্রিকোণের যে কোনটি উর্ধ্বরেখাভিমুখে থাকে, তাহা যদি অপর রেখা কর্তৃক বণ্ডিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি পিতৃঘাতী হইবে।

মঙ্গলের ত্রিকোণের মধ্যে চতুর্ভুজ চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি হয়।

মাতুরেখার নিম্নপ্রান্তে (চন্দ্রের ক্ষেত্রে) বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে, ঐ চিহ্ন রেখার বামপার্শ্বে হইলে বামচক্ষু এবং দক্ষিণপার্শ্বে হইলে দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইবে; যদি রেখার দুই পার্শ্বে দুইটি উক্তরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের দুই চক্ষুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

আয়ুরেখার উপর-প্রান্তে যদি দ্বিধাবিভীর্ণ হইয়া এক ভাগ বৃহস্পতির শিখায় তর্কনীমূলে, আর অপরভাগ পিতুরেখা উত্তীর্ণ হইয়া অজুষ্ঠাভিমুখে সঞ্চারিত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহামতি, মনোহর ও মহা ভাগ্যবান হয়।

কনিষ্ঠার প্রথম পর্বের মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন থাকিলে, সেই ব্যক্তি মূর্খ ও তন্দুর হয়।

যদি সূর্যের শিখাস্থানে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে বামে আবদ্ধ, নিম্নাভিমুখী দুইটি সরল দূতুরেখা দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জ্ঞানবান, মাননীয় ও প্রত্যাশিত বৃষ্টিবে।

যদি কনিষ্ঠার প্রথম সন্ধিস্থান হইতে সরল রেখা দ্বিতীয় সন্ধি ভেদ করিয়া উঠে, তবে সেই ব্যক্তি অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন হয়। কনিষ্ঠার মূলদেশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু হইবে।

মধ্যমার প্রথম পর্বের মধ্যে ত্রিকোণ থাকিলে মানব সর্বপ্রকার সৌভাগ্যহীন হয়।

বৃহস্পতির শিখান্ধানে ত্রিকোণ থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত ও ধনসম্পন্ন হয়।

করতলে বহু রেখা থাকিলে মনুষ্য বহু কষ্টভোগী ও দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়। অল্প রেখা থাকিলে দুঃখী ও দরিদ্র হয়। নারীর বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। রেখাসবল রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সৌভাগ্যপ্রদ এবং কৃষ্ণবর্ণীকান্ত হইলে দুর্ভাগ্যদায়ক হয়।

আয়ুরেখা যদি তর্জ্বনীর মূলদেশ দিয়া বহির্ভাগ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তবে ১২০ বৎসর পরমায়ু হয়। যদি তর্জ্বনী পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তবে শত বৎসর পরমায়ু হয়। যদি তর্জ্বনীর ও মধ্যমার সন্ধিস্থল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তবে ৭০ বৎসর এবং যদি মধ্যমার মূল পর্যন্ত থাকে, তবে ৬০ বৎসর আয়ু হয়। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আয়ুরেখা অতি অক্ষুট, রক্তবর্ণ, সরল ও অবিক্লিষ্ট ভাবে যদি অনামিকামূল স্পর্শ করে, তাহা হইলেও মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয়।

আয়ুরেখা যদি কোন ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কণ্ঠিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি অন্নায়ু হয়। যদি বহু ক্ষুদ্ররেখা কল্পক আয়ুরেখা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে জাতকের অপমৃত্যু হয়। যদি আয়ুরেখা মূলভাগে স্থল থাকিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার হয়, তবে মনুষ্য ভাগ্যবান হয়। আয়ুরেখা কোন স্থানে বিনা রেখায় বিধগত থাকিলে সেই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পাতত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

উর্ধ্বরেখা যদি তর্জ্বনীর মূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে, তবে মনুষ্য সম্ভ্রান্তপদারূঢ় ও ধর্ম-বিরহিত হয়; যদি মধ্যমার মূল পর্যন্ত থাকে, তবে পুত্রপৌত্রাদি বিশিষ্ট, বিভবশালী ও সুখসম্পন্ন হয়; আর যদি উর্ধ্বরেখা অনামিকার মূল পর্যন্ত থাকে, তাহা হইলে জাতক পুত্রপৌত্রগৃহাদিযুক্ত, বাণিজ্যে বিত্তবান ও সুবহু-সম্পন্ন হয়।

পিতৃরেখা যদি পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে মনুষ্য পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর যদি অর্ধরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে জানিবে। অধিক পিতৃ ও মাতৃরেখার প্রথমভাগ সংযুক্ত থাকিলে স্বভাত ও বিযুক্ত থাকিলে আরজ বুঝিতে হইবে।

মাতৃরেখার নিয়ন্ত্রাঙ্ক যদি রতিপতাকাব্যঃদিকে বহুশাখাবিশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঘোরপর নাই অকর্মণ্য ও অদ্ভুত বিলাসী হয়।

স্বীকৃতিঃ অক্ষুণ্ণমূল পর্য্যন্ত কোন রেখা থাকিলে সে নারী নিশ্চয় পতিষাতিনী হইয়া থাকে।

সুক্রের শিখান্বানে উর্দ্ধতলে অক্ষুণ্ণের পাদদেশে বতগুলি সরল, উজ্জল ও প্রশ্ৰুট ক্ষুদ্র রেখা দৃষ্ট হয়, জাতকের ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী হয়। এই সহরেখাগুলি কৃষ্ণাভ বা ক্রমসূক্ষ্ম হইলে উহাদের নিধন অথবা কলঙ্ক ঘটয়া থাকে।

অক্ষুণ্ণমূলে একটি যুগ্মরেখা থাকিলে মানব অতিশয় মাতৃভক্ত হয়। যদি ঐ স্থানে বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি বিপুল ভোগসম্পন্ন হয়।

অক্ষুণ্ণের মধ্যভাগে কুণ্ডলীরেখা (আবর্তবৎ সূক্ষ্ম রেখাসমষ্টি) থাকিলে মানব অতি ভোগবান ও অতি সূখশীল হয়।

কনিষ্ঠার মূলদেশে রেখা অঙ্কিত থাকিলে মানব সৌভাগ্যবান হয়।

স্বীকৃতিঃ অনামিকা-রেখাপুঞ্জ ছিন্নভিন্ন থাকিলে কলহপ্রিয়, মধ্যম-রেখা ছিন্ন থাকিলে কুটীলা, কনিষ্ঠারেখা ছিন্ন থাকিলে ছঃগিনী এবং তর্জনীরেখা ছিন্ন থাকিলে বিধবা হয়।

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী, এই কয়টি অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখাপুঞ্জ পৃথক পৃথক গণনায় দ্বাদশ হইলে মহুয় সূখী ও ধনধান্যসম্পন্ন; ত্রয়োদশ হইলে মহাতুঃখী ও মহাক্রেশমুক্ত; চতুর্দশ হইলে পাপী; পঞ্চদশ হইলে চোর; ষোড়শ হইলে দ্রুতাসক্ত ও প্রতারক; সপ্তদশ হইলে অসৎ; অষ্টাদশ হইলে অধাশ্মিক; উনবিংশ হইলে ঋণী, মাদী ও লোকপুঞ্জিত; বিংশতি হইলে তপস্বী এবং একবিংশতি হইলে মহাত্মা হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থীগণ ঘাণাতে করকোষ্ঠীর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তদনুসরণেই ইহার সমগ্র বিবরণ প্রকাশিত হইল। ফলতঃ মানবের করতলে স্বত প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির রেখাপুঞ্জ বর্তমান থাকিতে পারে, তাহার শতাংশেরও প্রতিরূপ এক চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। নিম্নে যে করচিহ্নের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, পচাংপ্রকাশিত সংখ্যানুযায়ী ক্রম পরপর্য্যয় দৃষ্টি করিয়া তদনুগত রেখাপুঞ্জের প্রকৃতি জ্ঞাত হইতে পারিলেই পাঠকগণ অনায়াসে অতি সহজে ও সংক্ষেপে যে কাহারও করতল দৃষ্টিমাত্রেই তাহার কলাকল ব্যক্ত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।



- ১। করতলের এই স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ হইলে অতি অসৎ প্রকৃতি ও স্ত্রী হইলে অসতী হয়।
- ২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অনবহিত ও উদাগপ্রিয় হয়।
- ৩। এই চিহ্ন থাকিলে মানব সম্বাস্তপদ প্রাপ্ত হয়।
- ৪। এই চিহ্ন থাকিলে মানব লোকমাগ্ন হয়।
- ৫। এই চিহ্ন থাকিলে মানবকে অপমানিত হইতে হয়।
- ৬। এই চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি দারুণ লজ্জাগ্রস্ত হয়।
- ৭। এই স্থানে চিহ্ন প্রকাশিত হইলে তাহার মৃত্যু আসন্ন হয়।
- ৮। এই চিহ্ন থাকিলে তাহার কারাবাসে বা প্রবাসে মৃত্যু হয়।
- ৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান্ হয়।
- ১০। এই চিহ্ন থাকিলে মানব দরিদ্র হয়।

- ১১। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের মনঃকষ্টে স্তুতা হয়।
 ১২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব বিধান ও ধনবান হয়।
 ১৩। এই চিহ্ন থাকিলে মানব পল্লবগ্রাহী হয়।
 ১৪। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধর্মজ্রোহী হয় অর্থাৎ তাহার কোন নির্দিষ্ট ধর্মমত থাকে না।
 ১৫। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অসুখী হয়।
 ১৬। এই চিহ্ন থাকিলে মানব যুগাস্পদ হয়।
 ১৭। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের মনঃপীড়া ষটে।
 ১৮। এই চিহ্ন করতলে থাকিলে মনুষ্য রোগগ্রস্ত হয়।
 ১৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ভীকৃষভাব ও কাপুরুষ হয়।
 ২০। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অস্বাভাবিক রতিবিলাসী হয়।
 ২১। এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ হইলে লম্পট ও স্ত্রী হইলে বেঙ্গা হয়।
 ২২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব জারজ হয়।
 ২৩। এই চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য অমুম্বিত্ব ও নিপুণবুদ্ধি হয়।
 ২৪। এই চিহ্ন করতলে দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি ভাবুক ও প্রেমিক হয়।
 ২৫। এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বহু কামিনীবিলাসী হয়।
 ২৬। এই চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্রপ্রকৃতি হয় ও অতি নিষ্ঠুর হয়।
 ২৭। এই চিহ্ন থাকিলে মানব সর্বত্র জয়লাভ করে।
 ২৮। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের সম্মানলাভ হয়।
 ২৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অপূত্রক হয়।
 ৩০। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের শত্রুভয় প্রবল হয়।

নষ্টকোষ্ঠি-উদ্ধার

দুষ্কার জলধিপথে সিগদর্শনবিবরহী নাবিকের জ্বরয় ধেরূপ সর্বদা সর্বত্র অনায়ত্ত থাকে, নির্দাক্ষব প্রদেশে পর্যভ্রান্ত হইলে পথিক ধেরূপ উদ্ভ্রান্তভাব ধারণ করে, তিমিরাছন্ন স্থানে মনুষ্য ধেরূপ ইতস্ততঃ অথবা পদসঞ্চালন করিয়া পরিক্রান্ত হয়, কোষ্ঠিবিবরিত জাতকের জীবন তদপেক্ষা সহস্রগুণে দুর্গতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়। সংসারে আত্মজীবন স্বচ্ছন্দঃ, সম্পত্তি-বিপত্তি, শান্তি-অশান্তি, রোগ-শোক প্রভৃতি ষত কিছু জাতকের সম্ভোগ বা সম্ব করিতে হয়, কোষ্ঠি বা জন্মপত্রিকায় তাহার আমূল বিবরণ প্রকটিত থাকে। ইতিপূর্বে এ সকল সম্বন্ধে বহু কথা বিবৃত

হইয়াছে, এক্ষণে এই মহোপকারক ও জীবনের আদর্শমুকুরস্বরূপ কোষ্টিপত্রিকা না থাকিলে অথবা বিনষ্ট বা অপহৃত হইলে যে কোনরূপে তাহার উদ্ধারসাধন করাইয়া লইতে পারা যায়, সহজে ও সংক্ষেপে তাৎপর্য বর্ণিত হইতেছে।

লার্নিক-প্রশ্নমতে

লার্নিক প্রশ্নমতে কোষ্টি উদ্ধার করিতে হইলে, সর্বাঙ্গে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রশ্ন-কর্তার প্রশ্নলগ্নের নিরূপণ কর। একটি রাশিচক্র অঙ্কিত কর। নিরূপিত লগ্নমানকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখ, যদি প্রথম ত্রেকোণে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নলগ্নে, যদি দ্বিতীয় ত্রেকোণে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নলগ্ন হইতে নবম স্থানে 'বু' এই সাক্ষাতক অক্ষর দ্বারা বৃহস্পতির অবস্থিতি ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া লও। কেহ কেহ প্রশ্নলগ্নকে দ্বাদশাংশ করিয়া উহার যে অংশে প্রশ্ন হয়, প্রশ্নকর্তার জন্মলগ্ন হইতে ততসংখ্যক গৃহে জন্মকালীন বৃহস্পতি অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। প্রথমে, ত্রেকোণমতে বৃহস্পতি স্থাপিত করিয়া পবে দ্বাদশাংশমতে জন্মলগ্ন হইতে কত অন্তরে উহার অবস্থিতি, তাহা দেখ; তাহা হইলেই অতি সহজে প্রকৃষ্টরূপে প্রশ্নকর্তার জন্মলগ্ন স্থিরাকৃত হইবে।

প্রশ্নকর্তার বয়স গণনা করিতে হইলে, প্রথমে সূক্ষ্ম অল্পমানে যত বৎসর বয়স বোধ হইবে, সেই সংখ্যা গ্রহণ কর। গ্রহক্ষুট-পঞ্জিকা বা চির-পঞ্জিকা দৃষ্টে, বর্তমান অঙ্কে প্রশ্নকালে বৃহস্পতি কোন্ রাশিতে অবস্থিত, তাহা দেখ। পূর্বকথিত ত্রেকোণাভ্যায়ী কল্পিত বৃহস্পতির স্থান হইতে বর্তমান স্থান যত অন্তর হইবে, তাহাকে প্রবাহ কহে। যদি অস্থিত বয়স দ্বাদশ বৎসরের অনধিক হয়, তাহা হইলে এই প্রবাহসংখ্যাই প্রশ্নকর্তার বয়সের সংখ্যা জানিবে। ১২ বৎসরের অধিক এবং ২৫ এর অনধিক হইলে ১০, ২৫ এর অধিক এবং ৩৬ এর অনধিক হইলে ২৪, ৩৭ হইতে ৪৮ এর মধ্যে ৩৬, ৪৯ হইতে ৬০ এর মধ্যে ৪৮ প্রবাহতে ভাগ করিয়া বয়সের সংখ্যা অবগত হইবে। উক্ত প্রকারে বয়সক্রম স্থির হইলে, বর্তমান শক হইতে বয়স বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই প্রশ্নকর্তার জন্মশক বলিয়া জানিবে। যথা—

১ম উদাহরণ—

১৮১১ শকের ২৩শে বৈশাখ অপরাহ্নে ৩২৮২৭ সেকেন্ডের সময় 'ক'
(বিহাতির বয়স ২৫ এর অধিক অনুমান হয়) আদিয়া তাঁহার নটকোণী উদ্ভাবের
প্রশ্ন করিলেন—

উক্ত দিবস ইং ৫:২৮২৭ গতে উদয়।

১৫২৮২৭

দিবা ঘণ্টা।

১০।০।০

১০ ঘণ্টায় = $১০ \times ২৪ = ২৪০$ দণ্ড, বাঙ্গলা ঠিক ২৫ দণ্ডের সময় প্রশ্ন
হইয়াছে।

মেঘরাশির লগ্নমান ৪।৭।১০

উক্ত দিবসের সূর্যোদয়সময়

মেঘরাশির তুলাদণ্ড ৩।৫।০

মেঘরাশির ভোগ্যদণ্ড ১।২।১০

বুধরাশির লগ্নমান ৪।৫২।০

মিথুন " " ৫।৩১।৫৫

কর্কট " " ৫।৪১।২

সিংহ " " ৫।৩১।৫২

২২।৩৮।৫২

কন্যা " " ৫।২৮।৭

২৮।৭।৩

সুতরাং কন্যারশিতে উক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন বুঝা গেল। কন্যারশি

শ্রেণী অংশ ১।৪৩।২২।২০

সিংহ পর্য্যন্ত ২২।৩৮।৫২

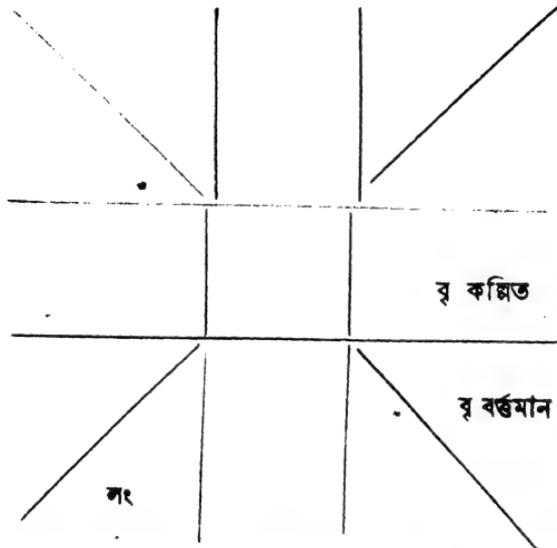
কন্যার ১ম শ্রেণী ১।৪৩।২২।২০

২৪।২৮।২১।২০

" ২য় " ১।৪৩।২২।২০

২৬।১৭।৪৩।৪০

অতএব কঙ্কারাশির দ্বিতীয় দ্বেকাণে প্রস্থ হইয়াছে, হুতরাং প্রক্রিয়ায় নিয়মানুযায়ী বৃহস্পতিক প্রস্থলম্বের ৫ম স্থান অর্থাৎ কঙ্কার ৫ম মকর রাশিতে স্থাপিত করা হইল। বর্তমান ১৮১১ অব্দে 'বৃ' ধনুতে আছেন।



কল্পিত বৃ হইতে বর্তমান বৃ ১২ রাশি অন্তরে আছে। প্রস্থকর্তার বয়ঃক্রম ২৫ এর অধিক বোধ হওয়ার তাহার বয়ঃক্রম $১২ + ২৪ = ৩৬$ ।

বর্তমান অব্দ	১৮১১ হইতে
বিয়োগ কর	৩৬
	১৭৭৫ অব্দ

হুতরাং প্রস্থকর্তার ১৭৭৫ অব্দে জন্ম হইয়াছে।

২য় উদাহরণ।—

১৮১১ অব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলার ৮১০ মনুতে 'খ' (বাহার বয়ঃক্রম আনুমানিক ১২ বৎসরের অধিক) আসিয়া তাহার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার লব্ধে প্রস্থ করিল।—

কর্কটরাশির লগ্নমান	৫১৪১।২
উক্ত দিবসে সূর্যোদয়ে কর্কট রাশির তুঙ্গদণ্ড—	২।০।৫১
<hr/>	
কর্কটের অবশিষ্ট ভোগ্যদণ্ড	৩।৪০।১১
নিংহের লগ্নমান	৫।৩১।৫২
<hr/>	
	২।১২।৩
কন্বারাশির লগ্নমান	৫।২৮।৭
<hr/>	

১৪।৪০।১০

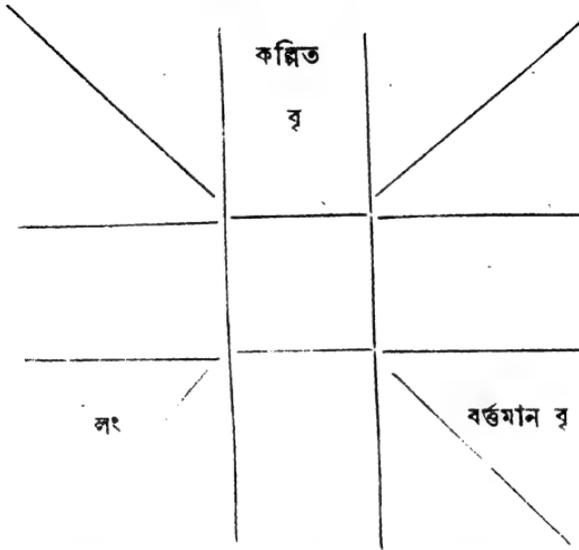
অতএব উক্ত ব্যক্তি কন্বারাশিতে প্রস্থ করিয়াছেন। কন্বারাশির বাদশাংশ	০।২৭।২০।০৫
নিংহলগ্ন পর্ধাস্ত	২।০২।৩
কন্বার ১ম বাদশাংশ	০।২৭।২০।৩৫
২য়"	০।২৭।২০।৩৫
৩য়"	০।২৭।২০।৩৫
৪র্থ"	০।২৭।২০।৩৫
৫ম"	০।২৭।২০।৩৫
৬ষ্ঠ"	০।২৭।২০।৩৫
৭ম"	০।২৭।২০।৩৫

১২ ২৩।২৭।৫

০।২৭।২০।৩৫

১২।৫০।১৭।১৪০

সুতরাং কন্বা লগ্নের অষ্টম বাদশাংশ 'খ' পদ প্রস্থ করিয়াছে। অষ্টম অংশে
প্রস্থ হওয়ার বৃহস্পতিক লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে স্থাপন কর। বর্তমান 'বু'
এক্ষণে ধনু রাশিতে আছেন। পূর্বেও বৃ হইতে বর্তমান বু নয় ঘর তফাতে
আছেন।



সূত্রবাং 'খ' বয়ঃক্রম $১২ + ৯ = ২১$ বৎসর এবং জন্মশক— $১৮১১ - ২১ = ১৭৯০$ । এই উদাহরণস্বরূপ গহণ করা হইয়াছে।

মাস।

বিষুব রেখার উত্তর বা দক্ষিণভাগে সূর্যের গতি অনুসারে বর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত;—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। যে সময় বিষুবরেখার উত্তরভাগে সূর্যের গতি হয়, সেই সময়কে 'উত্তরায়ণ' এবং দক্ষিণভাগে গতি হইলে "দক্ষিণায়ন" কহে। উত্তরায়ণে মাঘাদি ছয় মাস; যথা—মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং দক্ষিণায়নে শ্রাবণাদি ছয় মাস—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কাশ্বিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ। কোন মাসে জন্ম জানিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রশ্নলগ্নকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, তাহা হইলে কোন হোরার প্রশ্ন হইয়াছে, জানিতে পারিবে। প্রথম হোরায় প্রশ্ন হইয়া থাকিলে উপরি-উক্ত মাঘাদি ছয় মাসমধ্যে ও দ্বিতীয় হোরায় হইলে শ্রাবণাদি ছয়মাস মধ্যে প্রশ্নকর্তার জন্ম হইয়াছে স্থির করিবে। পরে যে হোরায় প্রশ্ন হইবে, সেই হোরাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিবে। প্রথম হোরার প্রথম ভাগে মাঘ, ২য়

ভাগে ফাল্গুন, ৩য় ভাগে চৈত্র, ৪র্থ ভাগে বৈশাখ, ৫ম ভাগে জ্যৈষ্ঠ, ৬ষ্ঠ ভাগে আষাঢ় এবং দ্বিতীয় হোরার ১ম ভাগে জ্যৈষ্ঠ, ২য় ভাগে ভাদ্র, ৩য় ভাগে আশ্বিন, ৪র্থ ভাগে কার্তিক, ৫ম ভাগে অগ্রহায়ণ ও ৬ষ্ঠ ভাগে পৌষ জানিবে।

১ম উদাহরণ।—

কস্তুর হোরাংশ	২।৪৪।৩।৩০
সিংহ পর্ষান্ত	২২।০৮।৫২
কস্তুর ১ম হোরা	২।৩৩।৩।৩০
	<hr/>
	২৫।১২।২।৩০

সুতরাং প্রমুখকর্তার ১ম হোরায় জন্ম হওয়ার মাঘাদি ছয় মাস মধ্যে জন্ম হইয়াছে।

হোরার বর্ষাংশ	০।২৭।২০।৩৫
সিংহ পর্ষান্ত	২২।৩৮।৫২
কস্তুর ১ম বর্ষাংশ	০।২৭।২০।৩৫
২য় "	০।২৭।২০।৩৫
৩য় "	০।২৭।২০।৩৫
৪র্থ "	০।২৭।২০।৩৫
৫ম "	০।২৭।২০।৩৫
	<hr/>
	২৪।৫৫।৪১।৫৫
	<hr/>
	০।২৭।২০।৩৫

সুতরাং প্রমুখকর্তার প্রথম হোরার বর্ষ ভাগে জন্ম হওয়ার আষাঢ় মাসে জন্ম হইয়াছে।

এই উদাহরণে পূর্বপ্রক্রিয়াভূমারে দেখা যাইতেছে যে, কস্তুরের ষাটশাংশের ৮ম ভাগে প্রমুখকর্তার জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ২য় হোরার ২য় ভাগে জন্ম হওয়ার ভাদ্রমাসে প্রমুখকর্তার জন্ম জানা গেল।

টিকা। কোন লগ্নমানের ষাটশাংশ করা থাকিলে বা ষাটশাংশভূমারে বয়ঃক্রম গণনা করা হইলে, সেই লগ্নমানের হোরা এবং তাহার বর্ষাংশ করা আবশ্যিক নাই; কারণ, ষাটশাংশের পূর্ব ছয়ভাগ প্রথম হোরা এবং পরবর্তী অর্থাৎ সপ্তম হইতে ষাটশ পর্যন্ত ছয়ভাগে দ্বিতীয় হোরা। পূর্ব বর্ষাংশ প্রথম

হোরার ষষ্ঠাংশ, পর ষষ্ঠাংশ দ্বিতীয় হোরার ষষ্ঠাংশ হইয়া থাকে ; বারংবার একপ্রকার অঙ্ক করিবার আবশ্যিক নাই।

তিথি ও পক্ষ।

তিথি জানিতে হইলে, প্রথমতঃকে ত্রিংশাংশ করিয়া, উক্ত ত্রিংশাংশের মধ্যে কোন অংশে প্রস্থ করিয়াছেন গত হইয়া, প্রথম অংশে শুক্র প্রতিপদ, দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয়া, তৃতীয় অংশে তৃতীয়া, চতুর্থ অংশে চতুর্থী, এই প্রকার ১৫অংশ-মধ্যে শুক্রপক্ষ এবং পরে কৃষ্ণপক্ষ জানিবে। এই গণনা অতিশয় সূক্ষ্মরূপে না করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

নক্ষত্র।

চিরপঞ্জিকার প্রক্রিয়ানুসারে তাহার পর নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে। অস্ত্রমতে নক্ষত্র গণনা করিতে হইলে, যে নক্ষত্রের নামে জন্মমাসের নামকরণ হইয়াছে, সেই নক্ষত্রের অঙ্কের সহিত জন্মতিথির অঙ্ক এবং শুক্রপক্ষ হইলে ১১ এবং কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১০ যোগ করিতে হইবে। এই যোগফলই প্রাথমিক্তার জন্মনক্ষত্র; কিন্তু এই যোগফল অর্থাৎ নক্ষত্রসংখ্যা ২৭ এর অধিক হইলে ২৭ বিয়োগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে নক্ষত্র হয়, তাহাই জন্মনক্ষত্র জানিবে।

রাশি।

সর্বশুদ্ধ ২৭টি নক্ষত্র, ২১০ সপ্তমী দুইটি নক্ষত্রে এক এক রাশি। উক্ত প্রকারে জন্মনক্ষত্র গণনা করিয়া, উক্ত জন্মনক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে সেই রাশিতে চন্দ্রকে স্থাপন করিবে এবং তাহাই প্রথমকর্তার রাশি জানিতে পারিবে।

অন্তমতে রাশি জানিতে হইলে উক্ত জন্মনক্ষত্রকে বেদ দ্বারা গুণ করিয়া গ্রহ দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগ করিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে ভাগফলে চন্দ্র যোগ কারিয়া দ্বারা হইবে, যেবরাশি হইতে গণনা করিয়া যে রাশিতে ফুরাইবে, সেই রাশিই প্রথমকর্তার জন্মরাশি।

[টীকা। বেদ—৪, গ্রহ—৩, চন্দ্র—১।]

লগ্ন।

“নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার” মধ্যে লগ্ন নিরূপণ করা অতিশয় দুর্কর; তৎক্ষণাৎ পাঠকগণকে সর্বেশেষ অগ্ররোধ, যেন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া এ বিষয়টি পাঠ করেন। লগ্ননিরূপণ সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আছে, তাহা নিম্নে-ব্ধাক্রমে বর্ণিত হইল।

১। প্রহ্নকর্তার দিবা কি রাত্রিতে জন্ম হইয়াছে, দিবা বা রাত্রিকালে তাহার পরার্দ্ধে কি পূর্বার্দ্ধে জন্ম হইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

দিবার পূর্বার্দ্ধে হইলে প্রহ্নকর্তার জন্মকালে রাব যে নক্ষত্রে ছিলেন, তাহা হইতে সপ্তম এবং পরার্দ্ধে জন্ম হইলে তাহা হইতে দ্বাদশ নক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে, সেই রাশি তাঁহার জন্মলগ্ন।

রাশির পূর্বার্দ্ধে হইলে রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে ১৭ সপ্তদশ এবং শেষার্দ্ধে হইলে তাহা হইতে ২৪ নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশিই প্রহ্নকর্তার জন্মলগ্ন জানিবে।

২। পূর্কোক্ত নিয়মামুসারে প্রহ্নকর্তার জন্মদণ্ড এবং জন্মরাশি স্থির করিয়া তাঁহার জন্মদণ্ড, রাশি হইতে জন্মরাশি যত অন্তরে আছে স্থির করবে। পরে লঙ্কাঙ্কে বাণ দ্বারা পূরণ করিয়া পক্ষ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, প্রায় তত দণ্ডের সময় তাঁহার জন্ম হইয়াছে। [টীকা—বাণ=৫, পক্ষ=২।]

৩। এহ গণনা অতিশয় সূক্ষ্মরূপে করিতে হইবে, সামান্ত গোলযোগ হইলে ঐক্য হইবে না; সুতরাং এহ গণনা অতিশয় কষ্টকর।

প্রহ্নলগ্নকে ৬০ দ্বারা হরণ করবে, পরে এই ষাটি অংশের মধ্যে প্রহ্নকর্তা যে অংশে প্রহ্ন করিয়াছে, ঠিক তত দণ্ডের সময় প্রহ্নকর্তার জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। *

লগ্ন-পরীক্ষা।

পূর্কোক্ত নিয়মামুসারে লগ্ন স্থির করিয়া স্থিরীকৃত লগ্ন প্রকৃত লগ্ন হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্কেত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের

* ২য় এবং ৩য় নিয়মামুসারে প্রহ্নকর্তার জন্মদণ্ড অবগত হইয়া, কোষ্ঠী-প্রকরণে বেক্রম নিয়মে লগ্ন স্থির করিবার উপদেশ আছে, তদনুযায়ী তাঁহার জন্মলগ্ন স্থির করিতে হইবে।

যাগ অনেক স্থলেই লগ্ন জানা যায় ; কিন্তু ছুই এক স্থলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গ্রহদিগের ক্ষুট গণনা করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে বিফলকাম হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

১। চন্দ্র যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিতে চন্দ্রের রাশির ত্রিকোণ (নবম এবং পঞ্চম স্থানে) অথবা লগ্নাধিপতি যে রাশিতে আছেন, সেই রাশি হইতে বিবোধ রাশিতে লগ্ন হইবে।

২। যে রাশিতে চন্দ্র আছেন, সেই রাশির অধিপতিগ্রহ যে রাশিতে আছেন, তাহার ত্রিকোণে, সপ্তম কিংবা দ্বাদশ স্থানে লগ্ন হইবে।

দিবা-রাত্রি।

সর্বশুদ্ধ দ্বাদশটি রাশি এবং দ্বাদশটি মাস। একাএক রাশির এক এক মাস। পূর্বকথিত নিয়মানুসারে জন্মমাস অবগত হইয়া সেই মাসের রাশিতে বসি স্থাপন করিবে। সেই মাসে সেই রাশিতে রবির উদয় এবং তাহার সপ্তম রাশিতে অস্ত হইয়া থাকে। রবি যে রাশিতে উদিত হন, সেই রাশিতে লগ্ন হইলে অতি প্রত্যবে বা সূর্যোদয়ের প্রায় দুই দণ্ডমধ্যে জন্মলগ্ন জানিবে। তাহার সপ্তম রাশিতে জন্মলগ্ন হইলে, সন্ধ্যার প্রাকালে বা সূর্য অস্ত হইবার পর প্রায় দুই দণ্ডমধ্যে জন্ম হইয়াছে। রবির উদয় এবং অস্তরাশির মধ্যে যে কোন রাশিতে বামাবর্ত্তক্রমে জন্ম হইলে দিবাভাগে এবং রবির অস্ত ও উদয়রাশির মধ্যে যে কোন রাশিতে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে জন্ম হইলে, রাত্রিতে জন্ম হইয়াছে জানিবে।

মাসের নাম	উদয় রাশি	অস্ত রাশি	দিবা রাশি	রাত্রি রাশি
বৈশাখ	মেঘ,	তুলা, বুধ,	মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা।	বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কূভ, মীন।
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ,	বৃশ্চিক, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা।		ধনু, মকর, কূভ, মীন, মেঘ।
আষাঢ়	মিথুন,	ধনু	কর্কট সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক।	মকর, কূভ, মীন, মেঘ, বুধ।
শ্রাবণ	কর্কট,	মকর, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু।		কূভ, মীন, মেঘ, বুধ, মিথুন।

মাসের নাম	উদয়	অস্ত	দিবা	রাত্রি
ভাদ্র	সিংহ,	কুন্ড,	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ।	মীন, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ।
আশ্বিন	কন্যা, মীন,		তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুন্ড ।	মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ।
কার্তিক	তুলা, মেঘ,		বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুন্ড, মীন ।	বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা ।
অগ্রহায়ণ	বৃশ্চিক, বৃষ,		ধনু, মকর, কুন্ড, মীন, মেঘ ।	মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা ।
পৌষ	ধনু, মিথুন,		মকর, কুন্ড, মীন, মেঘ, বৃষ ।	কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক ।
মাঘ	মকর, কর্কট,		কুন্ড, মীন, মেঘ, বৃষ, মিথুন ।	সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু ।
ফাল্গুন	কুন্ড, সিংহ,		মীন, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ।	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর ।
চৈত্র	মীন, কন্যা,		মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ।	তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুন্ড ।

পক্ষ ।

উক্তরূপে রবি এবং জন্মরাশি অবগত হইয়া তাহাতে চন্দ্র স্থাপন করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে উদয় হইতে অস্তরাশির মদ্যে চন্দ্র থাকিলে শুক্র এবং অস্ত হইতে উদয়রাশির মধ্যে চন্দ্র থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ জানিবে ।

জন্মতারিখ ।

পূর্বনিয়মামুসারে জন্মশক, মাস এবং জন্মতিথি অবগত হইবে । তাহার পর ঐ শকে জন্মমাসের ১লা তারিখে কি তািাখ ছিল, চিরপঞ্জিকা দ্বারা পণনা করিবে । পরে জন্মতারিখতে ১ যোগ করিয়া লঙ্কাঙ্ক হইতে জন্মমাসের প্রথম দিনের তিথির সংখ্যা বাদ দিবে; কিন্তু বিয়োগ করিবার সময় জন্মতিথির সংখ্যাপেক্ষা

জন্মমাসের প্রথম দিনের তিথির সংখ্যা বেশী হইলে তাহাতে ০ যোগ করিবে। পরে বাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত সংখ্যক দিবসে সে ব্যক্তির জন্ম জানিবে।

কখনও কখনও ১লা, ২রা, ৩রা স্থলে ৩১, ৩২, ৩৩ হইতে পারে; তৎকাল জন্মতিথির সহিত নিম্নলিখিত মাসাক যোগ করিয়া যোগফল জন্মনক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলে ১লা, ২রা, ৩রা, নতুবা ৩১, ৩২, ৩৩ হইবে।

বৈ	শ্রাবণ	কাষ্ঠিক	মাঘ
১	৭	১৪	২১
জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	অগ্রহায়ণ	ফাল্গুন
৩	১০	১৭	২৩
আষাঢ়	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র
৫	১২	১৯	১৫

জন্মবার

এবংবিধপ্রকারে জন্মতারিখ অবগত হইয়া চিরপঞ্জিকার নিয়মামুসারে উক্ত তারিখে কি বার জানিয়া লইবে।

জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ বা সংস্থাপন।

শনি।

পূর্বনিয়মামুসারে প্রমুখকর্তার স্থিরীকৃত বয়সের সংখ্যাকে ২ দ্বারা পূরণ করিয়া ৫ দ্বারা হরণ করিলে বাকি হইবে, বর্তমানবর্ষীয় শনি হইতে দক্ষিণাবর্ত-ক্রমে তত রাশি অন্তরে জন্মকালে শনি ছিল জানিবে। ভাগফল ১২র বেশী [লেহই, ১২ বাদ দিতে হইবে।

রাহু ও কেতু ।

উল্লিখিত শনি বর্তমানবর্ষীয় শনি হইতে বামাবর্তক্রমে ষড় রাশি অন্তরে থাকিবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তিন দ্বারা হরণ করিলে ষড় হইবে, বর্তমানবর্ষীয় রাহু হইতে বামাবর্তক্রমে তত রাশি অন্তরেই কেতুর স্থিতি এবং কেতুর রাশি হইতে গণনা করিয়া তাহার সপ্তম রাশিতে রাহুর স্থিতি জানিবে ।

বৃহস্পতি ।

বর্তমানবর্ষীয় রাহু হইতে দক্ষিণবর্তক্রমে জন্মকালীন কেতুর স্থিতি ষড় রাশি অন্তর হইবে, সেই সংখ্যাকে তিন দিয়া পূরণ করিয়া ২ দ্বারা হরণ করিলে ষড় ফল হইবে, বর্তমানবর্ষীয় বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্তক্রমে তত রাশি অন্তরে প্রমুখকর্তার জন্মকালে বৃহস্পতি ছিল ।

রবি ও চন্দ্র ।

রবি জন্মমাসের রাশিতে এবং চন্দ্র জন্মরাশিতে স্থাপন করিবে ।

বুধ ও শুক্র ।

রবিস্থিত কিংবা তাহার পার্শ্ববর্তী রাশিতে বুধ এবং শুক্রের স্থিতি জানিবে ।

এই প্রক্রিয়া কিংবা পূর্বলিপিত রবি চন্দ্র ভিন্ন গ্রহদিগের সকারগণনা দ্বারা সকল গ্রহের স্থিতি অবগত হইতে হইবে । তাহার পর যে নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিবে, সেই নক্ষত্রাত্মসারে জন্মকোষ্ঠীর প্রক্রিয়াসুযায়ী প্রমুখকর্তার দশা গণনা করিয়া ফল বলিতে হইবে ।

রাক্ষসী বিজ্ঞামতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার

প্রমুখকর্তা আসিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবেন, তৎপ্রশ্নবাক্যস্থ অক্ষরগুলিকে গণনা করিয়া যে সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৪ দিয়া গুণ করত গুণফলে তিন ঘোণ করিবে । ঘোণফলকে প্রবাক (non variable sum) বলিয়া জানিবে ।

জন্মশক।—প্রশ্নকর্তার জন্মশক বাহির করিতে হইলে, উক্ত ঐবাহকে ৩২ দ্বারা পূরণ করিয়া যাহা মূলক হইবে, প্রশ্নকর্তা বালক হইলে, উক্ত লঙ্কাকে ১২ দিয়া, যুবক হইলে ৪৮ দিয়া এবং বৃদ্ধ হইলে ২৪ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফলই তাহার বয়ঃক্রম হইবে। বর্তমান শক হইতে বর্তমান বয়স বিয়োগ করিলে জন্মশক হইবে।

জন্মবার।—জন্মবার জানিবার আবশ্যক হইলে উক্ত ঐবাহকে ১৮ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে বারাক অর্থাৎ সাত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বার (এক হইলে রাবি প্রভৃতি বার) জানিবে।

জন্মমাস।—উক্ত ঐবাহকে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, সেই অঙ্কে যে মাস হয়, সেই মাসে প্রশ্নকর্তার জন্ম হইয়াছে।

জন্মপক্ষ।—জন্মপক্ষ জানিতে হইলে, উক্ত ঐবাহকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দ্বারা হরণ করবে। যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে শুক্রপক্ষ, ২ অথবা ০ বাক্য থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ।

জন্মতিথি।—জন্মতিথি জানিবার সময় ঐবাহকে ১২ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দিয়া হরণ করবে। ভাগাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয়, সেই তিথিতে তাহার জন্ম জানিবে।

জন্মরাশি।—জন্মরাশি জানিবার আবশ্যক হইলে, ঐবাহকে ২০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ১২ দিয়া হরণ করবে, যাহা ভাগশেষ থাকিবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশি তাহার জন্মরাশি জানিবে।

জন্মলগ্ন।—লগ্ন স্থির করিবার সময় উক্ত ঐবাহকে ১৫ দ্বারা পূরণ করিয়া গুণফলকে ১২ দ্বারা হরণ করিলে যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশিতে তাহার জন্মলগ্ন জানিবে।

সামুদ্রিকমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার

সমস্ত অন্তপ্রত্যয় দেখিয়া ফল বলাকে সামুদ্রিক বলে। করকোষ্ঠী, কপাল দর্শন এবং তিলকার-দর্শন সামুদ্রিকের অন্তগত। সামুদ্রিকমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সহজ নহে। পুষ্টক পাঠ করিয়া রেখার নাম এবং তাহাদিগের ফলাফল সহজেই জানিতে পারা যায় সভ্য, কিন্তু রেখার বিষয় পাঠ করাই যথেষ্ট নহে, রেখা চেনা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক বহুদশী সামুদ্রিক-ব্যবলাগ্নীও সময়ে সময়ে রেখা চিনিতে সমর্থ হন না! সামুদ্রিক

দৃষ্টিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অনেকটা নিজের স্বল্প দর্শনশক্তি ও বুদ্ধি এবং কতক পরিমাণে দৈবশক্তির উপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেক ব্যবহারজীবী তাঁহাদিগের নিজ অবলম্বিত ব্যবসা ভাল বৃত্তিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের পয়সা হয় না। তাঁহারা তাঁহাদিগের সহাধ্যায়ীর দ্বায় অতিশয় পরিশ্রম এবং যত্নসহকারে নির্দিষ্ট পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা দিয়া উপাধিও লাভ করিয়াছেন সত্য, তবে কেন যে এরূপ ফলের তাৎপর্য হইয়া থাকে, এ কথা বুঝান স্কঠিন। অনেকে বলেন যে, তাঁহারা স্বীয় কার্যের সহিত পঠিত বিষয়গুলির সমতা রাখিতে কিংবা তাহাদিগকে কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু এ কথা কোন মূল্য নাই। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রাপেক্ষা জ্যোতিষ জটিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ শাস্ত্র জ্যোতিষের মধ্যে সামুদ্রিক অতিশয় জটিল এবং রেখাদি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। সামুদ্রিক-শিক্ষার্থীগণ ইহার গুরুত্ব এবং জটিলতা অবগত হইয়া যাহাতে অনেক পরিমাণে সফলকাম হইতে পারেন, তাহাষয়ে আমরা যত্নের ক্রটি করি নাই; তবে ইহা তাঁহাদিগের শিক্ষাভাগা এবং আমাদিগের প্রশংসাতাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।



কর, কপাল ও মুখতিলাক এবং দেহস্থিত
চিহ্নের পরাম্পর সম্বন্ধ ।

কর বা হস্তরেখা দেখিয়া মানবের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শুভাশুভ
কল, জন্মশক, মাস প্রভৃতি সকল প্রকার ফল বলিতে পারা যায় ।



মুখ মনের এবং কপাল চিন্তার আদর্শরূপ । কপাল ও মুখ দেখিয়া
মানবের বর্তমান অবস্থা এবং চিন্তার বিষয় ভালরূপে জানিতে পারা যায় ।

তিলাক দর্শন করিয়া কেবল সমস্ত জীবনের শুভাশুভ ফল বলিতে
পারা যায় ।

হস্ত-কপাল-রেখা ।

হস্ত এবং কপালরেখা সময়ে পরিবর্তিত এবং সময়ে সময়ে নূতন হইয়া থাকে, এ কথা শুনিয়া আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেরই চমৎকৃত হইবেন এবং অবিশ্বাসও করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে বিস্ময় বা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। মানবের দেহে বিশেষ রেশার পরিবর্তন এবং নূতন রেশার সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা দেহিয়া বরুণাময় ও মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। অবস্থাবিশেষে মানবের কপালের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন মানব নাই যাহার একরূপ আকৃতি, সূত্রতা বা বর্ণ একভাবে আছে; ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের দশা, অন্তর্দীনা এবং প্রত্যাহারায় গ্রহদিগের জন্মকালে অবস্থিতি সমুদারে মানবদিগের আকৃতি, সূত্রতা, বর্ণ এবং মানসিক প্রতি ভিন্ন হইয়া যায়, ইহা বোধ হয়, অনেকেরই প্রত্যক্ষ দেহিয়া থাকিলেন। যাহারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অবস্থাসময়ে হস্ত-কপাল-রেখা এবং কপালের বর্ণের পরিবর্তন হওয়া সম্বন্ধে কখনই তাঁহাদের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাহারা এ বিষয়ে সন্দেহ হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট সাহসনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহারা কোন বিশেষ লোকের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা নিজে পর্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বর্তমান বয়োরেখা

ক্রমাগত মানবের বয়ঃক্রমবৃদ্ধাসময়ে বয়োরেখার সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সর্কদাই দেখিতে পাওয়া যায়, শিশু ভূমিষ্ট হইলে তাহার করতলে বা ললাটাদিতে রেখাদি চিহ্ন সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হয় না, হস্তে ছুই একটি রেখা বা চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে দৃষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই রেখাদি চিহ্ন সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতে থাকে এবং নূতন নূতন রেখাদি চিহ্নও প্রকাশ পায়। স্তবরাং এইগুলি বিশেষরূপে বিদিত থাকা জ্যোতির্বিদগণের অবশ্য কর্তব্য। রেখাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতালাভের বাগনা থাকিলে এই সময়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; নতুবা কদাচ পারদর্শিতালাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

হস্তাঙ্গুলীর নাম এবং অঙ্গুলীর পর্ক।

(হস্তপাঞ্জী)



অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যম, অনামিকা ও কনিষ্ঠা নামে প্রত্যেক মানবের হস্তে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলী আছে কাহারও অঙ্গুলীগুলি সরল, আবার কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ বক্র-ভাবাপন্ন দেখা যায়। হস্তরেখা বিশেষ সতর্কতা সহকারে দেখা উচিত।

প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটি করিয়া পর্ক থাকে।

অঙ্গুষ্ঠের কেবল দুইটিমাত্র পর্ক থাকে। কোন কোন লোকের হস্তে অঙ্গুষ্ঠেও তিনটি পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর নহে।

বয়োগণনা

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ অর্থাৎ হাতের যে স্থানে পিতৃরেখা থাকে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে যে লকল রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা স্থিৎভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। উক্ত স্থানে অল্প বিষয়সম্বন্ধীয় রেখাও থাকে; অতএব বয়োরেখা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। তাহার পর উক্ত রেখার সংখ্যাকে দুইগুণ করিয়া যাহা লক হইবে, তাহাই বয়ঃক্রম জানিবে।

টিকা—এইরূপ গণনায়া দেখা যায় যে, কখনও কখনও প্রকৃত বয়ঃক্রম হইতে এক বেশী কিংবা এক কম হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে, এক এক রেখার পরিমাণ দুই বৎসর বলিয়া স্থির করা আছে। রেখা সম্পূর্ণভাবে লক্ষিত হইলে দুই ধরিতে হইবে; স্তত্রায় রেখার পূর্ণাঙ্গ অল্পসামান্য উক্ত দুয়ের ভগ্নাংশ করিয়া লইতে হইবে। বহুদর্শিতা দ্বারা যত দিন রেখা উত্তমরূপে স্থির করিতে না পারিবে, তত দিন বয়োগণনা স্থির হইবে না।

জন্মশক ।

উক্ত প্রকারে বয়ঃক্রম স্থির করিয়া, বর্তমান শক হইতে হীন করিলে, জন্মশকাক বাহির হইবে ।

জন্মপক্ষ ।

অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্বের মূলদেশে যদি একটিমাত্র সরলরেখা থাকে, তবে কৃষ্ণপক্ষে জন্ম জানিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে শুক্রপক্ষ ।

টীকা।—একরূপ পরীক্ষা দ্বারা কখনও কখনও ভ্রম লক্ষিত হইয়া থাকে ; অতএব বৃহদাঙ্গুষ্ঠের উক্ত পর্বরেখা দেখিয়া যে পক্ষ বিবেচনা হয়, জানিবে । তাহার পর তাহার অঙ্গুষ্ঠের নখ পরীক্ষা করিবে, নখ তায়বর্ণ হইলে কৃষ্ণপক্ষ এবং তাহার বিপরীতে শুক্রপক্ষ জানিবে । এই দুই প্রকারে পক্ষ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর প্রাণকর্তার কোন পক্ষ জন্ম বলিয়া দিবে । গ্রীষ্মকালে চই গ্রহের সময় কিংবা অস্ত কালে রোদ্রে কোন স্থান হইতে আসিয়া নখ পরীক্ষা করা উচিত নহে । কিছুকণ বিশ্রাম করিয়া এবং উত্তমরূপে জল দ্বারা ধোত করিয়া মুছিবে, তাহার পর পরীক্ষা করিবে ।

জন্মতিথি ।

মধ্যরাত্নালীর পর্বমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে । তাহার পর রেখার সংখ্যাতেও ৩২ বোণ করিয়া ৩ দ্বারা পূরণ করিয়া বাহা লক্ষ হইবে, তাহাতে ১৫ দিয়া ভাগ করিয়া বাহা ভাগফল হইবে, সেই সংখ্যায় যে তিথি হইবে, তাহাই প্রাণকর্তার জন্মতিথি জানিবে ।

১ম টীকা । যদি কিছু ভাগাবশিষ্ট থাকে, তবে ভাগফলে ১ বোণ করিবে ।

২য় টীকা । সর্বত্র তিথির সংখ্যা ৩০ । তিথি জানিতে হইলে প্রায়ই ৩০ দিয়া ভাগ দিতে হয় ; কিন্তু সামুদ্রিকমতে তিথি জানিতে হইলে ৩০ দিয়া ভাগ না দিয়া ১৫ দিয়া ভাগ দিতে হয় । ইহার পূর্বপ্রক্রিয়াজ্ঞানারে পক্ষ অবগত হইবে এবং পক্ষ ও তিথি জানিয়া সেই পক্ষের সেই তিথি বলিবে ; কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১৫ সংখ্যায় আমাবস্তা এবং শুক্রপক্ষ হইলে ১৫ সংখ্যায় পূর্ণিমা তিথি জানিবে ।

জন্মমাস।

তজ্জনীর পর্কমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া পূর্ণরেখা গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর ঐ সংখ্যাকে ২২ দ্বারা পূরণ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফল বাহ্য হইবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশিই তাহার জন্মকালীন মাস-রাশি জানিবে।

১ম টীকা। যদি পূর্ণরেখা ব্যতীত অর্ধরেখা থাকে, তবে প্রত্যেক ছই রেখায় একটি পূর্ণ রেখা ধরিয়া লইবে এবং ইহার সংখ্যা উক্ত পূর্ণরেখার সহিত যোগ দিয়া যেরূপ প্রক্রিয়া উপরে বর্ণনা করা গিয়াছে, তদনুসারে কাৰ্য্য করিলে মাস বাহির হইবে।

২য় টীকা। পর্কে পূর্ণরেখা ব্যতীত অর্ধরেখা না থাকিলে ১২ দ্বারা ভাগ দিয়া যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তবে তাহার পরিবর্তে ১ ধরিয়া ভাগফলে যোগ দিয়া জন্মমাস স্থির করিবে; কিন্তু যদি প্রথম টীকার উক্ত অর্ধ রেখা থাকে, তবে উক্ত নিয়মানুসারে অর্ধ-রেখা হইতে খাচা পাইবে, তাহা পূর্ণরেখার সংখ্যায় যোগ করিবে: এরূপ স্থলে ১২ দিয়া ভাগ দিবার পর যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তবে তাহার পরিবর্তে এক ধরিতে হইবে না।

জন্মবার।

অনামিকার পর্কমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিবে, তাহাদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর ঐ রেখার সংখ্যাতে ৬১১ যোগ করিবে এবং ঐ যোগফলকে ৫ দ্বারা গুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগাংশই বাহ্য থাকিবে, সেই অঙ্কে যে বার হয়, সেই বারে প্রসন্নকর্তার জন্ম হইয়াছিল জানিবে।

টীকা। যদি ভাগশেষ কিছু না থাকে, তাহা হইলে শনিবার তাহার জন্মবার।

জন্মতারিখ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পর্কমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর

তাহাদিগের সংখ্যাতে ক্ষতি, নেত্র, দিক্‌ বোগ দিবে। বোগ দিয়া বাহা লক্ষ্য হইবে, তাহাতে পুনরায় ১৫ বোগ দিয়া ৩০ দ্বারা ভাগ করিবে। বাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তারিখ হয়, সেই তারিখই জন্মতারিখ।

টীকা। এইরূপ গণনাতে প্রায়ই ভ্রম হইতে দেখা গিয়া থাকে; তজ্জন্ম সামুদ্রিকমতে জন্মশক, জন্মমাস এবং জন্মতিথি অবগত হইবে। তাহার পর লাম্বিক প্রথমতে “নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার” নিয়মাবলীতে তারিখ জানিবার যেরূপ উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে তারিখ গণনা করিবে।

এই প্রকারে সামুদ্রিক প্রণালীতে তিথি অবগত হইবে। চিরপঞ্জিকামতে নক্ষত্রগণনা করিয়া প্রথমকর্তার জন্মনক্ষত্র অবগত হইবে। তাহার পর ঐ নক্ষত্রে যে দশা হইতে পারে, কোষ্ঠীপ্রণালীমতে স্থির করিয়া প্রথমকর্তার জন্মাবধি বর্তমান ঘটনা-সকল ফলের সহিত ঐক্য করিবে।

কেরলিমতে ।

কেরলিমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। বাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া কার্যক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহারা বাস্তীত অপরে যে কেরলিমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে দক্ষ হইবেন, এক্ষণ আশা করা যায় না। তজ্জন্ম বংশী জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণের জন্ম নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিবার নিয়ম মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, নিম্নে তাহাই দেওয়া হইল

জ্যেষ্ঠা বালাদিকাবস্থা চতুর্বিংশতিবারিকী ।

তস্তা পূর্বাপরো ভাগো বেদন্যাং করশেবিতঃ ।

ষিগুপাং সূর্য্যভাগেন বয়ো জ্যেয়ং ততঃ শকম্ ।

চতুর্দ্বিংশদষ্টমৈঃ সূর্য্যশেষাণামান্ততো মতাঃ ।

বেদন্যাং করশেবেণ সুর্য্যঃ কৃষ্ণশ্চ পক্ষকঃ ।

মৈত্র-ন্যাং ভূক্তশেবেণ বায়া দব্যাদয়ো মতাঃ ।

* সূর্য্যকলনির্ণয়ের জন্ম যেরূপ কোষ্ঠীর প্রয়োজন, এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে “অতিরিক্ত কোষ্ঠীপ্রকরণে” তাহার সবিস্তার লিখিত হইল।

শৌর জগতে গ্রহণনিবেশ ।



বর্ষ	আগ	ব্যয় হইতে মাইল গড় হ্রদ দক্ষ মাইল ।	আগারভিন	ব্যয়ক-আগিকশ কশ	মাইলগর্ভ সাহজ কক্ষ	কক্ষসংখ্য এতি মাইল গড় বেশ সময় মাইল
৮৫৮,০৪৬	২,১৫৩	১৫০	২৭ ৭ ৪ ৩০	০	৫ ৮ ৪ ৮	০
৩,০৮১	৩৭০	৩১০	২৪ ৫ ৩০	৫,৭১৭	৭ ০ ১৩	১৫
৭,৮১৬	৭,১১৬	৬১৭	২৩২ ১ ১	২২৪,৭০	৩ ২৩ ৩১	৭৫
৭,১১৬	১,১১৬	১৫০	২৩ ৫ ৬	৩৬,৫২৬	০	৬৮
৪,০৭০	৪,০৭০	১,৪৪০	১ ০ ৩১ ০	৬৮৬,১৮	১ ৫ ১ ৫	৫০
১২,১৩৪	১২,১৩৪	৪,১০০	১ ৫ ৫ ৫ ৭	৪,৩০২,৫৮	১ ১৮ ৪ ২	৫৫
৭,৫০৭	৭,৫০৭	১,০০০	১ ০ ১ ৬ ২	১,৭৫১,২২	২ ২৪ ২ ১	২১
৩৬,২১৬	৩৬,২১৬	১৮,০০০	০	৩,০৬৮,৭,৮২	০ ৪৫ ৩৬	১৬
৩৩,৬১০	৩৩,৬১০	২৮,৫০০	০	৬,১২৩,৭,৭২	১ ৪৬ ৫ ১	১০

০ মনরবেকুতির সহিত ইহাচর বেশ সন্দের নাই ।

তিলকাক্ষ-দর্শন ।

—:•:•:—

মানবের অবস্থিত তিল, চক্র, মশক, আবর্ত, বিন্দু, জক্র ও মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ চিহ্ন হইতে তাহার জীবনের লক্ষণালক্ষণ ও শুভাশুভফল নির্দ্ধারিত হয় । এই সকল চিহ্ন বিশেষ বিশেষ অঙ্গে অবস্থিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফলের উৎপাদন করে, আবার আকৃতি, গঠন, পরিমাণ ও বর্ণভেদ উক্তরূপ নির্দ্ধারিত ফলের ন্যূনাধিক্য ঘটয়া থাকে । তিলাদি চিহ্নের আকৃতি বা পরিমাণ যত বৃহত্তর হয় অথবা বর্ণ যত পাত্তর হয়, নির্দ্ধিষ্ট শুভাশুভ ফলও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং চিহ্ন যত ক্ষুদ্রাকৃতি ও অপ্রপাট হয়, নির্দ্ধিষ্ট ফলের তত পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে । চিহ্ন গোলাকৃতি হইলে শুভলক্ষণ হয়, বিষম বা আবক্র গঠন হইলে অনেকেংশে শুভ হয় এবং ত্রিকোণাকৃতি হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করে । যদি তিলাদি চিহ্ন বহুললোমাচ্ছন্ন হয়, তবে মানবের দুঃদৃষ্ট, আর যদি দীর্ঘ ও অল্প রোমে ভূষিত হয়, তবে শুভাদৃষ্ট আনিবে ।

মানবের ললাটের দক্ষিণ প্রান্তে যদি তিলাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জীবনকালে কোন সময়ে ঋটিতি ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত হইবে ।

যদি দক্ষিণ ভ্রমরো উত্তরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয়, তবে জাতকের প্রথমবয়সে বিবাহ হইবে এবং পুরুষ হইলে গুণবতী স্ত্রী ও নারী হইলে মদুগুণসম্পন্ন স্বামী প্রাপ্ত হইবে । উক্তরূপ চিহ্ন ললাটের বামপ্রান্তে বা ভ্রতে দৃষ্ট হইলে আশাভঙ্গ ও কার্যনাশ হয় ।

অপাঙ্গের বহিঃপ্রান্তে (চক্ষুর কোণের বাহিরদিকে) চিহ্ন থাকিলে মানব শাস্তপ্রকৃতি, বিনীত ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, ইহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে ।

গণ্ডস্থলে বা কপালে চিহ্ন থাকিলে মহুয়া মহাবিধ অবস্থাপন্ন হয় । ইহরা যতই বড় ও চেষ্টা করুক না কেন, কখনই বহুধনভাগী হয় না এবং যতই সমিতব্যয়ী ও অত্যাচারী হউক, কখনই অতি দরিদ্র হয় না ।

নাসিকার তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মানবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতীষ্ট সিদ্ধি হয় ।

অধরোষ্ঠে চিহ্ন থাকিলে মানব প্রেমিক ও বলশালী হয় । চিবুকে চিহ্ন থাকিলে মহুয়া মহাশোভাগ্যসম্পন্ন ও লোকমান্ত হয় ।

গলদেশে চিহ্ন থাকিলে মানব অতি দীন ও দুর্বলহৃদয় হয়। ইহারা শেখারদ্বায় কোন আকস্মিক-প্রাপ্ত-সম্পত্তি-ভোগ সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

কর্ভভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব বিবাহনৃত্তে ভাগ্যবান হয়।

বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশে চিহ্ন থাকিলে মানব দৈবহৃৎস্বিপাকে বা অপরিহার্য কোন ঘটনাবশে সহসা মর্কস্বাস্ত্র হয়। ইহাদের অধিকাংশ কল্যাসন্তান হয়।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব যে কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাই প্রায় সফল হয়। ইহাদের অধিকাংশ পুত্র-সন্তান হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব মধ্যবিধ ভাগ্য ও স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে।

যদি বক্ষঃস্থলের বামাংশের অধোভাগে স্থানের নিম্নে চিহ্ন হয়, তবে মানব অস্থিরচেতা, আলস্রপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি ও ওরলমতি হয়। স্বীভাতি হইলে বুদ্ধিমত্তী, প্রগাঢ়-প্রেমবতী এবং সুখপ্রসবিনী হয়।

দক্ষিণ পদ্বরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য নিরোধ ও কাপুরুষ হয়। ইহারা অতি কষ্টে যে কোন কৰ্মের সাধন করিয়া থাকে।

উদরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী, স্বার্থপর ও বহুভোজী হয়। ইহাদের পরিচ্ছদের কোনরূপ পারিপাট্য বা শৃঙ্খল থাকে না।

নিতম্বে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্যের বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং কয়েকটিমাত্র জীবিত থাকে। এই সকল সন্তান সহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান ও কামুক হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-স্তম্ভায় চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান হয়। ইহারা প্রায়ই বিবাহনৃত্তে সৌভাগ্যসঞ্চয় করে।

বাম-স্তম্ভায় চিহ্ন থাকিলে মানব অর্থহীন ও মিত্রহীন হয়। ইহারা প্রতিবেদীর ক্ষত্রতা ও অস্তায় ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-জাহ্নুদেশে চিহ্ন থাকিলে জাতক, পুরুষ হইলে অতি মনোরমাত্মী এবং নারী হইলে অতি মনোহর পতি লাভ করে। ইহাদের জীবনে ক্কাচিৎ হৃৎখভোগ হইয়া থাকে।

বাম-জাহ্নুতে চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্রপ্রকৃতি, অবিবেচক ও ক্ষিপ্রকারী হয়। ইহারা বখন শাস্ত ও স্তম্ভে থাকে, তখন অতি সং ও বিনীতবৎ ব্যবহার প্রদর্শন করে।

পানদেশে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য ভাবশূন্য মূৰ্খপ্রকৃতি হয়। ইহার প্রায় মশক কার্যেই শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

মানবের করতলে একটি মূত্রাচিহ্ন থাকিলে রাজা, দুইটি থাকিলে ধনী; তিনটি থাকিলে রোগী, ও বহু থাকিলে বহুসন্তান হয়। *

সুলক্ষণদেশে চিহ্ন থাকিলে পুরুষ নারীর ক্রায় স্বভাববিশিষ্ট ও পরিচ্ছদশ্রিয় হয়। স্ত্রীজাতির হইলে সে নারী অতি কমিষ্ঠা ও সন্দর্ভুদ্বিগী হইয়া থাকে।

শরীরের যে কোন স্থানে চক্র-চিহ্ন যদি বিষম, নিম্ন অথবা অস্থিসংলগ্ন হয়, তবে মানব দরিদ্র হইয়া থাকে। উন্নত হইলে মানব ভোগবিশিষ্ট এবং স্থূল হইলে অর্থবিশিষ্ট হয়।

পুরুষের নখে পুষ্পবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি দুঃখভোগী হয়, স্ত্রীজাতির যদি ঐরূপ নখবর্ণ বিস্মৃ লক্ষিত হয়, তবে সে নিশ্চিত স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইয়া থাকে।

ললাটে বা শ্রান্তক্রমধ্যে মশক (আঁচিল) থাকিলে, সেই নারী রাজ্যাধিকারিণী বা মহাসৌভাগ্যশালিনী হয়।

হৃদয়ে তিলাসু থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। বামকপালে যদি কোন বর্ণের মশক দৃষ্ট হয়, তবে সেই নারী আত্মবন স্বপ্নভোগিনী হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-স্তনে যদি তিলাসু থাকে এবং উহা যদি লোহিতবর্ণ হয়, তবে সেই নারীর চারটি কন্যা এবং দুই অথবা তিনটি পুত্র হইবে। যদি বাম-স্তনে ঐরূপ তিল বা অল্প কোন লোহিতবর্ণের চিহ্ন থাকে, তবে নারী একটিমাত্র পুত্র হইয়াই বিধবা হইবে।

গুহদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তিল-চিহ্ন থাকিলে নারী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়।

নাসিকার অগ্রভাগে মশক দৃষ্ট হইলে, উহা যদি শোণবর্ণ হয়, তবে সেই নারী ভাগ্যবতী, আর যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে সেই নারী বিধবা ও পুংসলী হইবে।

নাভির নিম্নতলে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হয় আর ঐ চিহ্ন গুলকে থাকিলে অতি হৃৎভাগিনী হয়।

“একমুদ্রো ভবেত্রাজা দ্বিমুদ্রে ধনবান্ধবঃ।

ত্রিমুদ্রো রোমস্পন্দো বহুমুদ্রো বহুপ্রভঃ।”

জক, মশক এবং তিল, এই তিনের কোন এক চিহ্ন যদি বামকর্ণে, বামকপালে অথবা বামকণ্ঠে লক্ষিত হয়, তবে সেই নারী প্রথমগর্ভে পুত্র প্রসব করিবে।

বামকৃষ্ণিতে মাষচিহ্ন (মাষকলারবৎ চিহ্ন) থাকিলে নারী অতি সুলক্ষণা হয়।

পার্শ্বভাগে স্নর্গীর্ণ ও স্নন্দর তিলক থাকিলে নারী পতিপ্রিয়া ও পৌত্রবতী হয়।

কন্টার * বামকপালে, বামহস্তে, বামকর্ণে অথবা গলদেশের বা অধরগর্ভের বামভাগে যদি মাষতুলা তিলচিহ্ন থাকে, তবে সে কন্ডা অতি সুলক্ষণা হয়।

কর্ণদেশে দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকিলে নারী বিধবা ও দুঃখভাগিনী হয়।

আবর্তচিহ্ন কটীদেশে থাকিলে নারী ব্যভিচারিণী, নাভিতে থাকিলে পতিব্রতা এবং পৃষ্ঠদেশে থাকিলে পতিঘাতিনী বা বারবিলাসিনী হয়।

হস্তে দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকিলে নারী সুলক্ষণা ও বামাবর্ত চিহ্ন থাকিলে সুলক্ষণা হয়। নারীর নাভিদেশে, কর্ণে অথবা বকঃস্থলে দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকিলে সে কন্ডা অতিশয় শুভফলদায়িনী হয়।

নারীর পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণভাগে অথবা মধ্যভাগে যদি দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকে, তবে সেই নারী মহা সৌভাগ্যবতী হয়। ঘোনির উপরিভাগে দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকিলে সেই কন্ডা লক্ষ্মীরূপিণী হয়।

যাহার উদর হইতে পৃষ্ঠ পয্যন্ত দক্ষিণাবর্ত রেখা থাকে, সেই কন্ডা অশুভভাগিনী ও ব্যভিচারিণী হয়। যদি ঐ রেখা শুষ্ক হইতে কটি পয্যন্ত থাকে, তবে নারী পতিপুল্লঘাতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী হয়।

ললাটে বা সীমস্ত্রে দক্ষিণাবর্ত থাকিলে অথবা কৃকাটিকা অর্থাৎ ঞাড়ের মধ্যভাগে উহা দৃষ্ট হইলে সে কন্ডা সংবৎসরের মধ্যে বিধবা হইবে। যদি মূর্ধাদেশের বামভাগে একটি বামাবর্ত অথবা মূর্ধার যে কোন স্থানে একটি বা দুইটি বাম বা দক্ষিণাবর্ত চিহ্ন থাকে, তবে দশাহমধ্যে সে কন্ডা পতি বিনাশ করিয়া বৈধব্য সংগ্রহ করিবে সন্দেহ নাই।

* পূর্বকালে বিবাহের সময় কন্টার সর্ব্বাঙ্গের লক্ষণ পরীক্ষিত হইত। মহাত্মা মল্লও প্রকারান্তরে অঙ্গবর্ণবিবাহের অঙ্গমোদন করিয়াছেন। তথাপি কুল-কন্টার পাণিগ্রহণে অঙ্গমতি দেন নাই।

মানবের মুখমণ্ডলের যে কোন স্থানে বেক্রম তিলাক পরিদৃষ্ট হয়, অপরাধে কোন বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে তাহারই অহরূপ তিলাক প্রকাশিত থাকে। বদনার্কিত কোন তিলাকের অহরূপ তিলাক মানবের অপর কোন অংশ পরিদৃষ্ট হইবে এবং তৎকালিত জীবনকাল মানবের কিরূপ সংঘটিত হইবে, তাহার সহজ-বোধের অস্ত্র নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও সংখ্যানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। শিক্ষার্থীগণ নিবিষ্টচিত্তে কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেই উক্ত প্রত্যেক তিলাকের অবস্থানস্থান ও ফলভেদ বিশেষরূপে কল্পন করিতে পারিবেন।

(১)

অহরূপ তিলাকের অবস্থানস্থান—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগ। তিলাককালিত ফল - কৃষি বা স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শিতা ও ভাগ্য। যদি তিলাক মধুর ছায় বর্ণবিশিষ্ট বা রক্তবর্ণ হয়, তবে চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হইবে। যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে অবস্থা মধ্যবিধ থাকিবে; যদি মস্তবৎ হয়, তবে বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবে। স্ত্রীজাতির হইলে উত্তরাধিকারহুত্রে ভাগ্যবতী হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ - শুক্র, বুধ ও মঙ্গল।

(২)

অহরূপ তিলাক—দক্ষিণাঙ্গ। বিবাহহুত্রে ভাগ্যবান্ দীর্ঘজীবন, সন্তান ও সম্পত্তি। মধুবর্ণ হইলে স্রমফলে ভাগ্যবান্, রক্তবর্ণ হইলে কোন ধর্মাস্ত্রা পুরুষ হইতে ভাগ্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অতি মুক্তহস্ত বা অমিতব্যয়ী। স্ত্রীজাতির হইলে স্থলক্ষণ, মস্তবৎ হইলে স্ত্রী বা পুরুষ আকাম্বিক ভাগ্যবিশিষ্ট হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্র ও মঙ্গল।

(৩)

দক্ষিণবাহু *—মধ্যবিধ অবস্থাবিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে চতুঃপদ পত্ত কর্তৃক ভাগ্যবান্; রক্তবর্ণ হইলে ব্যসন, সঙ্গীত বা তৎস্বরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বী; কৃষ্ণবর্ণ হইলে উচ্চস্থান হইতে পতনের আশঙ্কা এবং মস্তবৎ হইলে ব্যবসায়কারী হয়। স্ত্রীজাতির হইলে পতির সৌভাগ্যদায়িনী হয়।

(৪)

পৃষ্ঠদেশ,—ভাগ্যবান্, ধনশালী ও মহত্তের আশুকুল্যবিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে কৃষামী, রক্তবর্ণ হইলে সন্ত্রাস্ত ও যাত্রা এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে আশাত্ত, অপূর্ণমনোরথ

* অপরাধের এই স্থানে নির্দিষ্ট তিলাক পরিদৃষ্ট হইবে।

ও দরিদ্র হয়। যদি ইহার ভাগ্যবান হয়, তবে নিজের ক্ষমতায় নহে। জীজাতির হইলে স্থলক্ষণ হয়, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সেই স্ত্রী অতি পতিপরায়ণ। হইয়া থাকে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৫)

দক্ষিণ উদর,—সাম্রাজ্য-বন্ধু-অর্থ-বিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে কামিনীবল্লভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে জিতেক্রিয় ও মসুরবৎ হইলে উচ্চপদবিশিষ্ট হয়। জীজাতির হইলে অল্পায়ু; ভাগ্যবতী এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শত্রুবেষ্টিতা ও শান্তপ্রকৃতি। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি ও শুক্র।

(৬)

দক্ষিণ বক্ষঃস্থল,—স্ববুদ্ধি, শ্রমশীল এবং বৃদ্ধিবলে ধনবান, ধূমবর্ণ হইলে বাণিজ্যে মহাসৌভাগ্যম্পন্ন, রক্তবর্ণ হইলে বিত্যাগে ভাগ্যবান, কৃষ্ণবর্ণ হইলে দক্ষবিশিষ্ট এবং মধুবর্ণ হইলে সকল কার্যে সিদ্ধমনোরথ হয়। জীজাতির হইলে স্ত্রীক্ষণ ও দৌঘটন হয়। যদি কৃষ্ণবর্ণের হয়, তবে সেই নারী মিথ্যা কলকভাগিনী হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বুধ ও বৃহস্পতি।

(৭)

দক্ষিণ উদর,—স্বাধ্যায়, বানিজ্য ও ক্রয়বিক্রয়-কার্যে ভাগ্য ও ভ্রমণকার্যে ধনাগম হয়। মধুবর্ণ হইলে প্রধান্য সিদ্ধিলাভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সর্বত্র প্রতারিত এবং মসুরবৎ হইলে বিবাহবিষয়ে বা তৎস্বত্রে ভাগ্য সঞ্চারিত হয়। জীজাতির এই চিহ্ন স্থলক্ষণ, মধুবর্ণ হইলে বহুদূরে বিবাহ হয়, রক্তবর্ণ হইলে ধনপাতবর্ধিনী; কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রোষিতভাষা বা পাতবিরহিনী এবং মসুরবৎ হইলে পতির সহিত বিদেশবাসিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৮)

বাম পৃষ্ঠ,—দীর্ঘাকার হইলে দণ্ডভোগ। মধুবর্ণ হইলে শত্রু কর্তৃক সামান্যপরাধে দণ্ডিত, রক্তবর্ণ হইলে অচিরে কারামুক্তি, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কারামধ্যে মৃত্যু এবং মসুরবৎ হইলে দুর্ভাগ্যের ভাগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত থাকে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও বুধ।

(৯)

বাম কঠর,—ভোগবিলাসী ও ধনসম্পত্তিনাশক। মধুবর্ণ হইলে বিনীত, রক্তবর্ণ হইলে ছয়বৎসরবিশিষ্ট ও মল্লীলবাদী এবং চণকতুল্য বা মসুরবৎ হইলে

মধ্যবিধ পঞ্চম ও প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। জীজাতির হইলে সৌভাগ্যদায়িনী, লজ্জাহীনা ও অসতী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক ও মঙ্গল।

(১০)

বাম বহু,—কঠোর প্রকৃতি, অকারণ কাধী ও হত্যাকারী; মধুবর্ণ হইলে হত্যাপরাধে মুক্তিলাভ; রক্তবর্ণ হইলে নারীর জগ্না বিপদগ্ৰস্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিবাদঘাতকতার চক্রান্তে ধর্মান্বিত্যে গুহিত ও দণ্ডিত হয়। জীজাতির হইলে মূখরা ও বটুভাষিনী হয় ॥ অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি।

(১১)

বাম বহু,—কষ্টান্বিত ও গুরুবাকির নিকটে উপেক্ষিত। মধুবর্ণ হইলে বুধা কাঁচাকরী, রক্তবর্ণ হইলে দারিদ্র্যাদক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে উগ্রপ্রকৃতি, অসাবধান ও দুর্দমা এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। জীজাতির হইলে ধনহীনা ও হতভাগিনী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অতি কুলক্ষণ হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—চন্দ্র ও মঙ্গল।

(১২)

বাম বহু,—মনঃপীড়া, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা। মধুবর্ণ হইলে মিত্র কতক পীড়িত; রক্তবর্ণ হইলে জাতি কর্কট ঐ সকল সংঘটিত; কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারীভ্রজে দুর্ভাগ্যগ্ৰস্ত এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। জীজাতির হইলে অতি চঞ্চলা এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে যৌবনে বেঙ্গা ও বার্কিকো দর্তী ও দুর্ভাগিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—চন্দ্র ও মঙ্গল।

(১৩)

বামপার্শ্ব,—রাজদণ্ড, বিবাদ, অপমান ও শত্রুতা। মধুবর্ণ হইলে হিতে বিপরীত হইয়া ঐ সকল ঘটে, রক্তবর্ণ হইলে নিজের ক্ষিপ্ৰকারিতা-দোষে এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রতারণা দ্বারা ঘটে, মন্থরবৎ হইলে যত্ন ও অধ্যবসায়বলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। জীজাতির হইলে বহুভাষিনী ও বহুবিলাদিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(১৪)

কামনাভি,—বিবিধ ভোগ। মধুবর্ণ হইলে গুণ্য ও শূলরোগ, রক্তবর্ণ হইলে দূষিত রক্তজাত রোগ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখ ও কষ্টজনিত রোগ আর অন্নজীবন বহুভ্রমণ ও কুভাৰ্ঘ্য হয়। জীজাতির হইলে উদয়বেদনা রোগ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে

প্রসবসঙ্কট এবং উচ্চ হইলে এই সকল দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—
মঙ্গল ও বুধ।

(১৫)

মধ্যজঠর,—বিলাসিতা ও নারীস্বভাৱে দুর্ভাগ্য। কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহার আধিক্য
এবং মন্থবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইলে অতীব ভয়ঙ্কর হয়; মন্থবর্ণ ও উচ্চ হইলে
নারীবল্লভ হয়। জ্যোতিষ হইলে কুলক্ষয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(১৬)

মধ্যবক্ষঃস্থল,—বর্ষর ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, অস্থিরমস্তিষ্ক, অকার্য্যাকরী এবং
ক্লেশভাবী। মধুবর্ণ হইলে লোকপ্রিয়, রক্তবর্ণ হইলে অতি কোপমন্তভাব,
কৃষ্ণবর্ণ হইলে অক্লান্তকর্মা এবং উচ্চ ও বৃহৎ জক্রবৎ হইলে সৌভাগ্যপ্রদ হয়।
জ্যোতিষ হইলে আলস্যপ্রিয়া এবং বুদ্ধিহীনা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে স্নেহাচারিণী
হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(১৭)

বাম উদর,—বিভিন্ন ফল। মধুবর্ণ হইলে সৌভাগ্য ও সমগুণ, রক্তবর্ণ
হইলে নরঘাতক এবং জক্রবৎ হইলে জ্ঞানী ও ধার্মিক হয়। জ্যোতিষ হইলে
কুলক্ষয় এবং কৃষ্ণবর্ণে নরঘাতিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(১৮)

মধ্য উদর,—বাক্পটুতা, সন্ত্রম, বিলাসিতা ও বহুভোজন। জ্যোতিষ
হইলে মদনোন্মাদ ও ব্যভিচার। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্ল ও শনি।

(১৯)

মধ্য-বক্ষঃস্থল,—বহুবিপন্ন ও দুশ্চিন্তিত্ত্ব ব্যাধি, পীতবর্ণে কারাবাস এবং
কত, অর্শ ও বনস্ত প্রভৃতি রোগ, রক্তবর্ণে রক্তদেবজনিত রোগ, কৃষ্ণবর্ণে দন্ত ও
গুহরোগ এবং মন্থবর্ণ আকারে ঐ সকল রোগে লক্ষ্য মুক্তি হয়। জ্যোতিষ
অর্শ ও গুহরোগ কৃষ্ণবর্ণে আধিক্য। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি ও শুক্র।

(২০)

বক্ষঃস্থল,—বহুবিপন্ন ও দুঃখ। মধুবর্ণে কিকিৎ শমতা, রক্তবর্ণে সাহায্য ও
সহায়হুতিপ্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে সর্বদা অশান্ত এবং জক্রবৎ হইলে নিপুণবন্ধি ও

প্রথমকম হয়। জীজাতির হইলে অলক্ষণ এবং কৃষ্ণবর্ণে অপবাতে পিতার মৃত্যু হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(২১)

গুহ্মদেশ,—পাশাসক্তি ও বহুবিপত্তি। কৃষ্ণবর্ণে বিলাসবাসনা-জনিত বহু অপকার ও রাজদণ্ড, কুষ্ঠ বা শুষ্ক দুষ্কিকিংশ্র ব্যাধি এবং নঃসত্যতা, মধু বা রক্তবর্ণে শুভ এবং মসুরাকারে কথকিংশ হিতপরিবর্তন হয়। জীজাতির মূলক্ষণ। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল।

(২২)

দক্ষিণ অক্ষা,—কৃষিকার্যে সৌভাগ্য এবং সুবিধা ও প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে সম্পত্তিলাভ। মধুবর্ণে বৌবনে ধনশালী; রক্তবর্ণে আত্মবিন সৌভাগ্যবান্; কৃষ্ণবর্ণে আরাপেকা ব্যয়ব্যয় এবং মসুরবৎ উচ্চাকারে বার্ককো বিপুল বিঘ্নের সম্মম। জীজাতির মূলক্ষণ—বিপুল সঞ্চয়।—শুক ও বুধ।

(২৩)

মতান্তরে,—আকস্মিক অসম্ভাবিত বিভ্রাণ্ডি ও বিপুল সম্পত্তি। মধুবর্ণে বা মসুরাকারে সমধিক সৌভাগ্যবর্জন এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি দুর্ভাগ্য। জীজাতির মূলক্ষণ—জাতি বা আত্মীয় কর্তৃক বহুধনপ্রাপ্তি।—মঙ্গল ও বুহ্ম্পত্তি।

(২৪)

দক্ষিণ বাহুমধ্যে,—ব্যয়ন বা পুণ্যপালনজনিত সৌভাগ্য; মধুবর্ণে অথবা মসুরাকারে অধিকতর শুভ এবং অসম্ভাবিত সম্পত্তিলাভ। জীজাতির মূলক্ষণ, পিতৃমাতৃদত্ত বিভ্রাণ্ডি।—শনি ও শুক্র।

(২৫)

দক্ষিণ গুহ্ম,—মহাদাহুকুল্যে সৌভাগ্য, সম্পত্তি ও সম্ভ্রান্ত পদ। যে কোন বর্ণে বা আকারে শুভ এবং কৃষ্ণবর্ণে কথকিংশ কতি। জীজাতির মূলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে মূধরা।—বুহ্ম্পত্তি ও মঙ্গল।

(২৬)

বকঃমূল,—নারী বা মিত্রস্বত্রে সৌভাগ্য। মধু বা রক্তবর্ণে বিবাহমূলক ভাগ্য, মসুরাকারে মিত্রস্বত্রে উপার্জন এবং কৃষ্ণবর্ণে কটে সিদ্ধি। জীজাতির মূলক্ষণ।—শনি ও শুক্র।

(২৭)

দক্ষিণবক্ষ: দক্ষিণভাগ,—প্রবাসজনিত সৌভাগ্য, স্বনাম, ধন, সম্ভ্রম ও বংশশ্রেষ্ঠ ব্যাতি; মধুবর্গে বহুভ্রম ও অধ্যবসায়, রক্তবর্গে সামান্ত ধন, কৃষ্ণবর্গে অসার-বাসনা এবং মসুরাকারে পূর্ণসৌভাগ্য হয়। জ্বীজাতির স্থলক্ষণ, কিঞ্চিৎ মুখরা।—বুধ ও বৃহস্পতি।

(২৮)

দক্ষিণনাভি,—দুরভ্রমণ, প্রবাস ও ভাগ্য। মধুবর্গে বনিতাজনিত ভাগ্য, রক্তবর্গে আত্মীয় হইতে অর্থ-প্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্গে অতি দারিদ্র্য এবং জক্রবৎ আকারে অর্থ ও সম্পত্তি। জ্বীজাতির স্থলক্ষণ—পতির শুভ ও ধন, কৃষ্ণবর্গে অস্থিরভাগ্য এবং মসুরাকারে অতি শুভ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(২৯)

বাম পৃষ্ঠ,—আত্মদোষজনিত দুঃখ, দারিদ্র্য ও তাপ; মধুবর্গে অথবা রক্তবর্গে বৎসিংহ দুর্ভাগ্যভ্রাস, কৃষ্ণবর্গে অতি দুঃখ ও কায়াবাস এবং জক্র বা চঞ্চক তুল্য আকারে অধিকাংশ শমতা ও শাস্তি লাভ। জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শনি, বৃহস্পতি ও বুধ।

(৩০)

নিম্ন বামংক্ষ:—দুর্ভাগ্যজীবন, অমিতব্যয় ও সঞ্চিতধনবিনাশ। মধু অথবা রক্তবর্গে পান-দোষ ও বহুভোজন। বৃষ্ণবর্গে মতিভ্রমিকার; মসুর-আকারে বিলাসবৃত্তি ও লাম্পট্য। জ্বীজাতির কুলক্ষণ।—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

(৩১)

বাম পৃষ্ঠ,—অভিযোগদিপ্সা, বিবাদবিসংবাদ এবং নারীস্বজে বিপত্তি; মধুবর্গে বিলাসিতাজনিত দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্গে আত্মদোষে বিষয়ক্ষয় এবং মসুরাকারে সামর্থ্য ও সাহস। জ্বীজাতির মহা অলক্ষণ, এই তিলাক যে কোন বর্গে বা আকারে থাকিলে নারী অতি অসচ্চরিত্রা ও বার-পয়-নাই কুগৃহিণী হয়।—শুক্ল ও মঙ্গল।

(৩২)

বাম স্বক্ৰ,—কারাদণ্ডভয় ও মিত্র বর্জুক নিগ্রহ। মধুবর্গে অপব্যয়, অমিতব্যয় ও সম্পত্তিনাশ, রক্তবর্গে অধঃপতন ও দারিদ্র্য, কৃষ্ণবর্গে মহতের কোপদৃষ্টি এবং জক্রবৎ বা মসুরাকারে ঘোবনে বিপুল বিত্ত ও বার্ককে

খনহীনতা। স্বীকৃতির সুলক্ষণ, মনস্তাপ ও বস্তুনা; কৃষ্ণবর্ণে দার-পৰ-নাই হতভাগিনী।—শনি ও মঙ্গল।

(৩৩)

বাম উদর—বাধাবিপত্তি, কষ্ট ও হুশিকিৎস ব্যাধি, মধুবর্ণে উদরবাধা, রক্তবর্ণে পানদৌৰ্ভজনিত বহুং যোগ, কৃষ্ণবর্ণে শুক্রের অবধা কর বা সক্ষয়জনিত ব্যাধি এবং মসুরাকারে বিপুল সামর্থ্য, প্রবল রতিশক্তি ও পুস্তলাভ। স্বীকৃতির অতি অলক্ষণ।—মঙ্গল।

(৩৪)

বাম পার্শ্ব,—হিংসা, বেব, মাংসর্ষা ও দুষ্টাবস্থা। মধুবর্ণে মিত্র কর্তৃক অপমান, রক্তবর্ণে অসংপ্রভূত্বপন্নমতি, কৃষ্ণবর্ণে আত্মপরাধজনিত সঙ্কট এবং জরু বা মসুরাকারে দুর্ভাগ্যের শমতা। স্বীকৃতির সুলক্ষণ।—শনি ও বুধ।

(৩৫)

বাম নাভি,—নরহত্যা ও দেশান্তরপলায়ন। মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে জাতি বা আত্মীয় কর্তৃক বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে জলপথে বিপদ এবং জরুরং আকারে কথঞ্চিৎ শমতা। স্বীকৃতির অলক্ষণ; অন্নায়ু ও সু-স্বামী; কৃষ্ণবর্ণে শত্রুভয়।—মঙ্গল।

(৩৬)

দক্ষিণ উদর,—স্বাস্থ্যসুখ, দীর্ঘজীবন, সৌভাগ্য। মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে অধ্যয়নশীলতা ও ভাবনাশক্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিত্ত ধন এবং জরু বা মসুরাকারে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি। স্বীকৃতির সুলক্ষণ, পতির সৌভাগ্য ও সৃষ্টিহীনতা, কৃষ্ণবর্ণে পতির স্বাস্থ্যহানি।—বৃহস্পতি ও জরু।

(৩৭)

দক্ষিণাঙ্গ—বিপুল বিত্ত ও সম্ভ্রান্তপদ। মধুবর্ণে সহজমিত্তি, রক্তবর্ণে নিখিলাভ ও পরস্বপ্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিধ ধন, মসুরাকারে প্রস্তুত সঙ্গুণ ও জ্ঞান। স্বীকৃতির অতি সুলক্ষণ, সংপ্রকৃতি, পাতিভ্রতা, ধর্ম, সত্য ও সর্কসুখ।—বৃহস্পতি ও শনি।

(৩৮)

দক্ষিণাঙ্গ,—সৌভাগ্য, মাত্ত ও খ্যাতি। মধুবর্ণে রত্ন ও ভূমি; রক্তবর্ণে খ্যাতি ও ধন; কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ কৃতি এবং মসুরাকারে সর্কসুখ, সৌভাগ্য ও জয়। স্বীকৃতির অতি সুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৩৩)

দক্ষিণ পার্শ্ব,—নিপুণতা, অবিহত শ্রম, বহুধন ও দীর্ঘায়ুঃ। মধু বা রক্তবর্ণে দৌভাগ্যযুক্ত; কৃষ্ণবর্ণে কথাক্ষয় ক্রান্তি এবং জক্র বা মসুরাকারে সহাসৌভাগ্য ও জয়। জ্বীজাতির অতি স্থলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্রান্তি।—বৃহস্পতি ও বুধ।

(৪০)

দক্ষিণ জায়,—দৈবশক্তি বা প্রতিভা এবং বহুধন। মধুবর্ণে মহাসৌভাগ্য; রক্তবর্ণে মহোচ্চবংশের পত্নীলাভ, কৃষ্ণবর্ণে দাম্পত্য-কলহ এবং মসুরাকারে সর্বত্র মহোন্নতি ও মহাধন। জ্বীজাতির স্থলক্ষণ, অস্থির সৌভাগ্য।—বুধ ও বৃহস্পতি।

(৪১)

বামজন্মবা—জীবনসফট ব্যাধি; মধু বা রক্তবর্ণে কিঞ্চিৎ শমতা, কৃষ্ণবর্ণে উচ্চ হইতে পতনে, জলে বা অনুরূপে অকালমৃত্যু এবং জক্র দ্ববা মসুরাকারে অগ্নায়ুঃ ও স্থশমৃত্যু।—জ্বীজাতির অতি অলক্ষণ, চিরবোগভোগ, কৃষ্ণবর্ণে মহাদুর্ভাগ্য ও অপঘাতমৃত্যু।—শনি ও শুক্র।

(৪২)

বামাঙ্গ,—অতি নীচ ব্যবহার ও জঘণ্যাবস্থা। মধু বা রক্তবর্ণে অপেক্ষাকৃত শুভ, কৃষ্ণবর্ণে বিলাসিতা ও কুষ্ঠ, অপঘাত, বন্দ্য প্রভৃতি দুর্শ্চিন্তা ব্যাধি এবং জক্র বা মসুরাকারে অস্থির ও সান্দিধ্যাচর। জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি।—মঙ্গল ও চন্দ্র।

(৪৩)

বামাঙ্গ,—মহংরোগ ও অতি দুর্ভাগ্য। মধু ও রক্তবর্ণে চিরবোগ, কৃষ্ণবর্ণে সংক্রামক ব্যাধি, গুলময় ফাঁড়া এবং মসুরাকারে দীর্ঘজীবনভোগ। জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ—গুলময় ও পতন ফাঁড়া ও পূর্ববৎ প্রকৃতি।—শনি।

(৪৪)

নিম্ন বামপৃষ্ঠ,—দুঃ প্রকৃতি; মধুবর্ণে অতি জোখ, রক্তবর্ণে অতি নিষ্ঠুরতা, কৃষ্ণবর্ণে চৌখ্য, হত্যা ও সমূচিত দণ্ডভোগ এবং জক্র বা মসুরাকারে দুর্ভাগ্যের কথঞ্চিৎ শমতা। জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ—অসংপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণে অগ্নায়ুঃ।—শনি।

(৪৫)

বাম জঙ্ঘা,—বাধা, বিপত্তি ও দুঃখ। মধুবর্ষ বা রক্তবর্ষে অবিমূঢ়কারিতা, কৃষ্ণবর্ষে অপমৃত্যু এবং মসুরাকারে আপেক্ষিক শুভ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ষে অপঘাতমৃত্যু হয়।—মঙ্গল ও চন্দ্র।

(৪৬)

দক্ষিণ উদর,—জীবনসকট বিপত্তি ও মৃত্যুকে আঘাতভয়; মধু বা রক্তবর্ষে বিপদ ও মুক্তি, কৃষ্ণবর্ষে কার্যাক্রম, বিস্তার, সাম্প্রতিক আঘাতপ্রাপ্তি এবং মসুরাকারে ঐক্লম কতি। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—পতনফাঁড়া ও আদরের বন্ধনাশ এবং কৃষ্ণবর্ষে মৃত্যুকে আশ্রুকৃত প্রস্তরাঘাত।—মঙ্গল।

(৪৭)

দক্ষিণাজ,—শক্রভয় ও মানহানি, রক্তবর্ষে আপেক্ষিক বৃদ্ধি, কৃষ্ণবর্ষে দক্ষিণাজে অপ্রাপ্তভয় এবং মসুরাকারে মধ্যবিধ ভাগ্য। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শনি ও মঙ্গল।

(৪৮)

নিম্ন দক্ষিণাজ,—দুর্ভাগ্য ও দৈন্ত্য। যে কোন বর্ষে বা আকারে অশুভ এবং জলমগ্ন ও পতনফাঁড়া। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—মঙ্গল।

(৪৯)

বাম উদর,—শক্রভয়, রাজদণ্ড ও দুর্ভাগ্য; মধু বা রক্তবর্ষে শ্রবণ শক্র এবং কৃষ্ণবর্ষে অপঘাতমৃত্যু-শঙ্কা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ।—শনি ও মঙ্গল।

(৫০)

নিম্ন বামাজ,—জঘন্য আকার, কুৎসিত ব্যবহার ও অতি নীচপ্রকৃতি, মধুবর্ষে তন্দ্রবৃদ্ধি, রক্তবর্ষে নবহত্যা এবং জক্র বা মসুরাকারে ঘোর বিলাসিতা। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—মৃত্যুফাঁড়া, কৃষ্ণবর্ষে অপঘাত-মৃত্যু।—মঙ্গল ও বুধ।

মতান্তরে—বৈষম্যপ্রিয়তা ও বিবাদাত্মকতা; মধুবর্ষে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ষে অতিক্রোধ, কৃষ্ণবর্ষে হত্যাপবাদ এবং জক্র বা মসুরাকারে কচিৎ অপমৃত্যু স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—বিষভয় ও অপঘাতমৃত্যু।—শনি ও মঙ্গল।

(৫১)

দক্ষিণ গুহ,—বিবাহজনিত সৌভাগ্য, মধুবর্গে সৌভাগ্য ও ধন, রক্তবর্গে নারীস্বত্রে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্গে উৎকর্ষা ও আংশিক ক্ষতি এবং মসুরাকারে বসন্তাবিত সম্প্রতিলাভ । জ্বীজাতির অতি স্থলক্ষণ ।—শুক্র ও বুধ ।

(৫২)

মধ্য অঙ্গ,—গর্ভ, ক্ষিপ্ৰকারিতা এবং কক্ষ ও কোপনপ্রকৃতি । যে কোন বর্গ বা আকারে স্বভাবদোষ । জ্বীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি ।—মঙ্গল ও বুধ ।

(৫৩)

গুহদেশ,—বাপক ও মকট বহরোগ ; মধুবর্গে গুহপীড়া, রক্তবর্গে শিরঃপীড়া, কৃষ্ণবর্গে দন্ত ও গুহরোগ এবং মসুরাকারে চিত্তোৎসেগ, তীব্রভাষা ও অধুত কোতুহল । জ্বীজাতির কুলক্ষণ—স্বাস্থ্যক্ষয়, জ্বরোগ ও আশ্রয়দোষজনিত মৃত্যু ।—শনি ।

(৫৪)

বাম গুহ,—নরহত্যা, মধু বা রক্তবর্গে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্গে স্বজনহত্যা এবং মসুরাকারে মতিক্ষবিহার ও উন্নততা । জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ ।—শুক্র ও মঙ্গল ।

(৫৫)

দক্ষিণ গুহ,—অপবশঃ ও ব্যভিচার । মধুবর্গে আশ্রয়স্বত্রে ও কৃষ্ণবর্গে পত্নীস্বত্রে দুর্ভাগ্য এবং মসুরাকারে আপেক্ষিক শমতা ও শুভ । জ্বীজাতির কুলক্ষণ—পুংসলী বা বেস্তারিত্ত ।—শনি ও শুক্র ।

(৫৬)

বস্তুর নিম্নতল,—বিলাসবাসনা ও অশ্লীল-প্রকৃতি ; রক্তবর্গে বহরতি, কৃষ্ণবর্গে তন্দ্রজনিত রোগ ও ক্ষতি এবং মসুর বা চণকাকারে দুর্বলতা ও অসামর্থ্য ; জ্বীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি ।—শুক্র ।

(৫৭)

দক্ষিণ-উর্দয়—সৌভাগ্য ও সম্পদ ; মধুবর্গে ধৌবনে সৌখ্য, রক্তবর্গে আজীবন সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্গে আপেক্ষিক ক্ষতি এবং মসুরাকারে বার্ষিক্যে মহাসৌখ্য । জ্বীজাতির স্থলক্ষণ ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল ।

(৫৮)

দক্ষিণ নাভি,—নারীসূত্রে সৌভাগ্য; মধুবর্ণে দান, সম্পত্তি, রক্তবর্ণে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্ণে বিষয়লাভ এবং মসুরাকারে সৌভাগ্যবন্ধন। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও শুক্র।

(৫৯)

বাম উদর,—লাম্পটাজনিত কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও রাজনগু; মধুবর্ণে সামান্য নারীসূত্রে, রক্তবর্ণে মহৎশৈল্য নারীসূত্রে এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি জঘন্য নারী। কোন অস্বাভাবিক অঙ্গীলসূত্রে আর মসুরাকারে আঙ্গকৃত সূত্রে দুর্ভাগ্য। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ, ঐরূপ প্রকৃতি।—শনি ও শুক্র।

(৬০)

বামাঙ্গ,—বিবাহজনিত দুর্ভাগ্য; মধুবর্ণে নৈশ, রক্তবর্ণে গণঘণা; কৃষ্ণবর্ণে অশান্তি এবং মসুরাকারে সম্পত্তিবিনাশ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণে পুংশলী বা বেঙ্গাবৃত্তি।—শনি ও মঙ্গল।

মতান্তরে,—ভাগ্য-উন্নতি,—যে কোন বর্ণে ও আকারে শুভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—পতির শুভ।—বৃহস্পতির শনি।

মতান্তরে,—বিলাসবৃত্তি;—মধু বা রক্তবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্ণে অজঘন্য নীচাংহা এবং উচ্চাকারে অঙ্গীল ও স্বাভাবিক বিলাস। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে কুলকলঙ্কিনী।—শনি ও বৃধ।

(৬১)

দক্ষিণাঙ্গ,—সৌভাগ্য; মধু বা রক্তবর্ণে বিপুল বিভলাভ, কৃষ্ণবর্ণে বাধাবিশক্তি, অতি দুর্ভাগ্য ও মুক্তি এবং মসুরাকারে অসম্ভাবিত ও অচিহ্নিতপূর্ব সম্পত্তিলাভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ।—বৃধ ও বৃহস্পতি।

মতান্তরে,—বিপুলবিত্ত ও সম্ভ্রম; কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক শমতা এবং মসুরাকারে পরস্বপ্রাপ্তি ও স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ। কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ।—শুক্র ও বৃধ।

(৬২)

বাম শুভ,—বিষক্তি ও যন্ত্রণা। মধু বা রক্তবর্ণে উগপ্রকৃতিজাত যন্ত্রণা, কৃষ্ণবর্ণে অপমৃত্যু এবং মসুরাকারে চিরযন্ত্রণাভোগ। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ। শনি ও বৃধ।

(৬৩)

বাম জন্মা.—অঙ্গীল ইন্দ্রিয়দোষ ; মধুবর্গে অতিরিক্ত রতি ও সামর্থ রক্তবর্গে অতিরিক্ত, কৃষ্ণবর্গে শিল্পপরায়ণতা-জনিত, দন্তভোগ এবং মন্থরাকারে নারীর কুচক্রে মতাক্রান্তি । স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্গে আত্মহত্যা । —শনি ও শুক্র ।

(৬৪)

দক্ষিণ পার্শ্ব.—ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা, মধুবর্গে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্গে, প্রতিহিংসা-লিপ্সা, কৃষ্ণবর্গে নরহত্যা বা তাহার হেতু এবং মন্থরাকারে অসমসাহসিকতা । স্ত্রীজাতির অতি অলক্ষণ—কৃষ্ণবর্গে জীবনসঙ্কট ।—মঙ্গল ।

(৬৫)

গুহ্যদেশ,—অন্নায়ু ; মধুবর্গে বহুভোজন, কুপথা ও চারিত্রদোষজনিত আয়ুঃক্ষয়, রক্তবর্গে ভ্রমণ, পরিবর্তন ও অস্থির কর্মজনিত আয়ুঃক্ষয় ; কৃষ্ণবর্গে বিসম্বোধে নিনাশ এবং মন্থরাকারে অমিতাচারে অপমৃত্যু ।—স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—প্রসবসঙ্কট । কৃষ্ণবর্গে অন্নায়ুঃ ও বিষসেবনে অপমৃত্যু ।—শনি ।

(৬৬)

বামাঙ্গ,—বিবাদ, বিপদ, ও জীবনসঙ্কট ; মধু ও রক্তবর্গে সম্পত্তিজনিত বিপত্তি, কৃষ্ণবর্গে ঐরূপ ক্রুখে প্রাণাত্যয় এবং উচ্চাকারে আপেক্ষিক শমতা । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্গে ঘিচারিণীভাব ও অকালমৃত্যুভয় ।—শনি ও মঙ্গল ।

(৬৭)

গুহ্যদেশ,—বহুবিপদে উচ্ছিন্নাবস্থা ; মধুবর্গে প্রতি বিপদে আশু মুক্তি, রক্তবর্গে আরোপিত বিপদ, কৃষ্ণবর্গে বিপদের সহিত গুহ্যপীড়া এবং জক্র বা মন্থরাকারে সঙ্কটে শমতা ও মুক্তিলাভ । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি । —মঙ্গল ।

(৬৮)

ভাগ্যদেশ,—বহুদেশ ভ্রমণ ; মধুবর্গে ভ্রমণ দ্বারা ভাগ্য ও ধন, রক্তবর্গে নিজস্ব-উচ্ছেদ, কৃষ্ণবর্গে বিশ্বাসদ্রোহ ও অসংপ্রকৃতি এবং জক্র বা মন্থরাকারে স্বপ্নসম্পত্তিভোগ । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কু-গৃহিণী, কৃষ্ণবর্গে অসতী ।—মঙ্গল ও বুধ ।

(৬৯)

পাদদেশ,—জারজ সন্তানলাভ । মধুবর্ষে বক্তবর্ষে ভাগা ও ভোগ, কৃষ্ণবর্ষে নীচবৃত্তি বা অল্পবিত্ত এবং মন্থরাকারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি । অধিকাংশ জারজ সন্তানলাভ ও জারজ পুত্রগণ কর্তৃক সংসারে উৎপীড়ন ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল ।

মতান্তরে,—অশান্তি, বর্ধরতা ও কলহলিপ্সা । মধুবর্ষে সাহস, সামর্থ্য ; বক্তবর্ষে অত্যাগ্রহভাব, কৃষ্ণবর্ষে নরহত্যা এবং জক্র বা মন্থরাকারে অকারণ আত্মত্যাগিতা । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ষে বসনাট্যবিশেষে মঙ্গলমুত্যা ।—মঙ্গল ।

(৭০)

দক্ষিণ নিতম্ব,—শিল্পপ্রতিভা, অধাবসায় ও খ্যাতি ;—মধুবর্ষে পরধনলাভ, বক্তবর্ষে স্বথ ও সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্ষে নিদ্রাজ্ঞান এবং মন্থরাকারে সর্বস্বপ্ন । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ষে বাতীত অশ্রবর্ষে সৌভাগ্য ও দীর্ঘায়ু; কৃষ্ণবর্ষে আপেক্ষিক কতি ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল ।

(৭১)

নাভি ও গুহের মধ্যভাগ,—উৎকর্ষন অথবা রাজসঙ্গে ফাসী বা অপমৃত্যু । মধুবর্ষে আপেক্ষিক শমতা, বক্তবর্ষে শত্রু কর্তৃক দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্ষে রাজসঙ্গে নিধন এবং মন্থরাকারে জলমধ্যে মৃত্যু । স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ, গর্ভাবস্থায় কষ্ট ও বিপদ । কৃষ্ণবর্ষে ঐ অবস্থায় মৃত্যু ।—শনি ও শুক্র ।

(৭২)

জন্মা,—সৌভাগ্য, সহজসিদ্ধি, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও স্বথ ; মধুবর্ষে স্থানীয় বোগভোগ, বক্তবর্ষে অর্শপীড়া ও আয়ুর্হানি, কৃষ্ণবর্ষে অন্মায়ু; এবং মন্থরাকারে দুর্ভাগ্যে শমতা । স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—বস্ত্রপীড়া ও মাতৃবোগ, কৃষ্ণবর্ষে পতনে গর্ভস্রাব ।—শনি ।

(৭৩)

নিতম্ব,—পতনফাঁসী ; মধুবর্ষে সামান্য আঘাত, বক্তবর্ষে বহুবার পতন ও গুরু আঘাত, কৃষ্ণবর্ষে আঘাতে জীবনসম্বৎ এবং মন্থরাকারে অতি সামান্য কতি ; কর্তৃ

ও নিতম্বের উভয় তিল সমবর্ণে ও সমাকারে অতি কুষ্ঠাদি দুষ্কিকিংশ ব্যাধি ।
দ্বিজাতির কুলক্ষণ—পতন বা জলময় ফাঁড়া—শনি ও মঙ্গল ।

ক

সাংঘাতিক ক্ষত বা আঘাত এবং কঠোর ভাগ্য ।—শনি

খ

দুষ্কিকিংশ ব্যাধি, অস্থিরবাস ও অন্নায়ুঃ ।—শনি ও মঙ্গল ।

গ

সাংঘাতিক রোগ, পৌনঃপুনিক পীড়া ও অন্নায়ুঃ ।—চন্দ্র ও মঙ্গল ।

ঘ

সৌভাগ্য, স্বকৃত গ্রায়োপাঙ্কিত সম্পত্তি সৌখ্য ও দীর্ঘজীবন ।—বৃহস্পতি
ও মঙ্গল ।

চ

ব্যবসায় বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও মন্থন ।—বুধ ও বৃহস্পতি ।

ঝ

মদনোন্মাদ ও তৎসূত্রে দাসত্বভোগ ।—শনি ও শুক্র ।

স

পাপপ্রকৃতি ও আত্মহিতবৃত্তি ।—শনি ও শুক্র ।

চরিত্রানুমান-বিজ্ঞা

—o:~:o—

কৰ্মক্ষেত্রে (সংসারে) সৰ্ব্বদাসাধা অপ্রতিহাধ্য ক্রিয়াকলাপের সাধন:-
সংবেশেই হউক, আর লোকসাধারণ নৈমিত্তিক বৃত্তি আসক্তিম্পার মোহিনী
শক্তিবশেই হউক, প্রতিপদেই সৰ্বত্র ও সৰ্ব্বক্ষণ যে জাতককে বহু বিভিন্ন প্রকৃতিস্ব
বিভিন্নচরিত্রে ব্যক্তিবশেষের সাহিত মজ্জবর্ণ করিতে হয়, কৃত্রাপি তাৎপৰ্যে
সন্দেহমাত্র নাই এবং অহরহঃ এইরূপে অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি কর্তৃক
কতজন কত দিকে কতরূপেই যে অহুক্ষণ অসংকৃত ও বিপদ-গ্রস্ত হইয়া থাকেন,

তাহারও ইয়ত্তা হয় না। সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক পরিমাণেও ব্যবহার্য ব্যক্তির প্রকৃতি অবগত হইতে পারিলে এ দুর্দৈবের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে। প্রত্যঙ্গ-বিবেক-জ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগ্রহ জন্মবে সন্দেহ নাই, তথাপি অশেফাকৃত বিশদ ও প্রস্ফুট করিয়া এই মহার্ঘ জ্ঞান শিক্ষার্থিগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য মানবতত্ত্ববিৎ মহামতি জ্যোতির্বিদগণের সহায়ভূতি অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি পৃথক পৃথক সংজ্ঞায় সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল;—

পিত্ত-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্ভাগ—উষ্ণস্পর্শ, শুষ্ক, ক্রুশ, ককশ ও রোমশ। মুখমণ্ডল—বর্ণ দ্বিধং পাণ্ডু ও আভা পাংশুবৎ। জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর—স্বভাবতঃ শুষ্কবৎ। তৃষ্ণা—অপেক্ষাকৃত দ্বিধং প্রবল ও পোনঃপুনিকা। প্রকৃতি—অব্যাবস্থিত, অশান্ত ও চঞ্চল। নাড়ী প্রকৃতি—কষায় এবং গতি দ্রুত ও বেগবান্। মুখের আশ্বাদ—তিক্ত, কষায় বা কটু। প্রস্রাব—অপেক্ষাকৃত তরল সূক্ষ্মার ও দ্বিধং হরিদ্রাবর্ণ। স্বপ্ন—কলহ, বিবাহ ও অধিকাংশ পীতবর্ণ পদার্থ। ত্বক্ভ্রবোর পরিমাণ—অধিকাংশ শিথল।

বায়ু-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ একাদশ প্রকার)

ত্বক্ভাগ—যুগপৎ উষ্ণ ও আর্দ্রস্পর্শ, মাংসল, কোমল ও রোমশ। লাবণ্য—কিশলয় তুল্য, সতেজ ও সরল। মুখভাব—অপরিষ্কট ও দ্বিধং সংলগ্ন। শিরা ও মাংসশেখী—পূর্বতাবিশিষ্ট এবং দ্বিধং স্ফাত। নাড়ীর প্রকৃতি—পুষ্ট, আর্দ্র ও দ্রুত। প্রস্রাব—দ্বিধং রক্তবর্ণ ও স্থলধার। মুখের আশ্বাদ—মিষ্ট বা মধুর। অস্ত্যাস—বাক্পটুতা। প্রকৃতি—হাস্ত, বিক্রম ও প্রফুল্লতা। স্বপ্নবৃশ—শোভা, সৌন্দর্য্য, নৃত্যগীতাদি আনন্দময় পদার্থ। ত্বক্ভ্রবোর পরিমাণ—অধিকাংশ ভাগ শোণিত।

কফ-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্ভাগ—শীতল ও আর্দ্রস্পর্শ, কোমল, স্থূল ও রোমশ মুখমণ্ডল—সর্বদা স্বভাবতঃ নিম্প্রভ। আর্দ্রতার আধিক্য—পোনঃপুনিক স্নেহা বা নিষ্ঠীবনক্ষেপ

ପ୍ରସ୍ରାବ—କ୍ରିୟା ଓ ଉତ୍ସାହ, ଜଳବନ୍ଧ ଓ ଅଧିକ । ନାଡ଼ୀ-ପ୍ରକୃତି—କୋମଳ, ଶିଥିଳ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ।
ତୃକା—ଅନେକାକୃତ ପ୍ରବଳ । ନିହା—ଅଧିକ ଓ ଗର୍ଭୀୟ । ପ୍ରକୃତି—ଶିଥିଳ,
ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଆଲଗ୍ନପରାମ୍ପର । ସ୍ୱପ୍ନଦୃଶ୍ୟ—ଜଳପଥ, ଜଳମାଧ୍ୟମ ଓ ଜଳୀୟ-ଘଟନା । ଭୃକ୍-
ହ୍ରବୋର ପରିମାଣ—ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ କଫ ସ୍ଥଳ୍ୟ ।

ଅତିପିତ୍ତ ବା ବିସମ୍ଭ-ପ୍ରକୃତି

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର)

ଦୃକ୍-ଭାଗ—ଶୀତଲମ୍ପର୍ଶ, ଶୁକ୍ଳ, ସୁନ୍ଦର, ଓ ମହନ୍ତ । ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ—ସେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ
ହଉକ ନା, କ୍ରିୟା ଓ ନୀଳ-ପ୍ରତିଭା । ନିଶ୍ଚିତ—ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ କଠୁ । ପ୍ରସ୍ରାବ—ଅତିଶୟ
ମୃଦୁ ଓ କ୍ରିୟା ଓ ନୀଳ-ପ୍ରତିଭା । ନାଡ଼ୀ-ପ୍ରକୃତି—ସୁଦୃଢ଼, ମନ୍ଦ ଓ କର୍କଶ । ପ୍ରକୃତି
—ନର୍କଣା-ବିସମ୍ଭ, ଅସ୍ତମନକ ଓ ଅସ୍ତମନକ । ଅଭାସ—ନିକଳ ବିଷୟେଇ ଶକ୍ତି ଓ
ଦୁର୍ବଳତା । ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି—ପ୍ରସନ୍ନ, ଦୃଢ଼ ଓ ଏକାଗ୍ରତାମୟ । ସ୍ୱପ୍ନଦୃଶ୍ୟ—ଅଧିକାଂଶ
କଫବର୍ଣ୍ଣର ପଦାର୍ଥ, ହତ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟ, ବଧ ଓ ଏବଂ ଭୃତ-ପ୍ରତିପତ୍ତିଆଦି ଭୟାବହ ଯୋଗ ।
ଭୃକ୍-ହ୍ରବୋର ପରିମାଣ—ଅତି ପୈତ୍ତିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ବିସ୍ତାର ।

ଉଷ୍ଣମସ୍ତିଷ୍କ

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ତିନି ପ୍ରକାର)

ମୁଖମଣ୍ଡଳ—ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ଳେଶ ଓ ଆରକ୍ତିମୟ ବର୍ଣ୍ଣ । ମସ୍ତିଷ୍କ—ସୁଖିତ କରିଲେ ଅତି
ଶୁକ୍ଳ କେଶ ପୁନଃକ୍ଷିତ ହୁଏ । କେଶ—କଠିନ, କୁଞ୍ଚିତ, ଅତି କଠିନବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଳ୍ପବୟସେ
ଟାକ ହୁଏ ।

ଶୀତଳମସ୍ତିଷ୍କ

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ତିନି ପ୍ରକାର)

୧ । ମୁଖମଣ୍ଡଳ—ସ୍ୱଭାବତଃ ଶୀତଳ ଓ ନିମ୍ନଭାଗ । ୨ । ମସ୍ତିଷ୍କ—କେଶ ସୁଖିତ
କରିଲେ ଅତି ବିଲସ୍ତେ ପୁନଃକ୍ଷିତ ହୁଏ । ୩ । କେଶ—ବିରଳ, ଝୁଞ୍ଚୁ ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣ ।

ଶୁକ୍ଳମସ୍ତିଷ୍କ

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର)

ଜିହ୍ୱା—ଅଳ୍ପଗୁଣ୍ଡବନ୍ଧ । ଗାତ୍ରମୟ—ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାସିକାର ମୂଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ । କେଶ
—କର୍କଶ ଓ ଅଳ୍ପବୟସେ ନୁଷ୍ଠି (ଟାକ) । ବାହ୍ୟେ ଅତି ଶକ୍ତି ଅତିପ୍ରସନ୍ନ । ନିହା—
କଠିନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ।

আর্দ্রমাস্তক

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

জিহ্বা—অত্যধিক রসযুক্ত। গাত্রমল—চক্ষু, কণ ও নাশায় প্রচুর। মস্তক—কোমল ও শীত বর্ধনশীল কেশযুক্ত। বাহ্যেজিয়—অভাবতঃ অপ্রথর শক্তিবিশিষ্ট। নিজা—অপ্রচুর ও গম্ভীর।

উষ্ণ (কঠিন)—হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—সরল ও পোনঃপুনিক। নাড়ীপ্রকৃতি—সরল, দ্রুত ও পোনঃপুনিক। বক্ষঃস্থল—বৃহৎ, বিষম ও লোমাচ্ছন্ন। প্রকৃতি—উৎসাহ ও উত্তমপূর্ণ। ক্রোধ—ক্ষিপ্ত ও বিষম (বিবেচনাশূন্য)।

শীতল (কোমল)—হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। নাড়ীপ্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত দুর্বল, বিরল ও মন্দ। বক্ষঃস্থল—সমাকৃতি, হৃদৃশ্য ও অল্প ক্ষুদ্ররোমযুক্ত। প্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত অল্লোৎসাহ ও হীনোত্তম। ক্রোধ—বিরল ও মম (বিবেচনা-বিশিষ্ট)।

শুষ্ক হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ীপ্রকৃতি—তীক্ষ্ণ ও বর্কশ। ক্রোধ—বহুব্যাপী ও অদম্য।

আর্দ্র হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ীপ্রকৃতি—লঘু, কোমল ও হৃদু। ক্রোধ—অত্যল্পহারী ও শায্য।

তীক্ষ্ণ-প্রতিভা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চবিংশতি প্রকার)

ষেহ—নাতিদ্রুশ, সরল ও মম। গঠন—নাতিকৃশ, নাতিদুল ও পরিমিত। বাস ও পেশী—অভাবতঃ কোমল। স্বকৃভাগ—সুস্থ, সমান, নাতিবর্কশ ও

ନାତିକୋମଳ । ବର୍ଷ—ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଶିଷ୍ଟ । କେଶ—ନାତିକର୍କ୍ଷଣ, ନାତିକୋମଳ, ଖଞ୍ଜୁ ଓ ନୈଷଂ ଆକୃଷ୍ଟିତ । ମନ୍ତକ—ମଧ୍ୟମାକୃତି, ନାତିବୃହତ୍ ଓ ନାତିକ୍ଷୁଦ୍ର । ମୁଖମଂଗଳ—ନାତିମାଂସଳ ଓ ନାତିକୃଷ୍ଣ । ଲଲାଟ—ଅନତି-ଉଚ୍ଚ ଓ ଅନତିମନ୍ୟୁ । ନେତ୍ର—ଅତି ବୃହତ୍ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଶିଷ୍ଟ । ଦୃଷ୍ଟି—ଦ୍ୱିଧ୍ୱ ଓ ବିନ୍ୟୟ । କର୍ଣ୍ଣ—କ୍ଳୋଦିତ-ବନ୍ଧ, ହୁନ୍ଦର ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗର୍ଭୀୟ । ନସ୍ତ—କଚିଂ ଘନ, କଚିଂ ବିବଳ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ହୁଳ, ମୟମଂଖ୍ୟାକ ଓ ହୁନ୍ଦର । ଜିହ୍ୱା—ହୁନ୍ଦ ଓ ବଜ୍ରାଭ । ଶ୍ୱର—ଅନତିଶିଖିଳ ଓ ମଧ୍ୟମ । ଗଳମେଶ—ଅନତିହୁଳ, ହୁନ୍ଦର ଓ ମୟ । କର୍ଣ୍ଣପଟି (ଗଳାର ଟୁଂଟା) ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ ଚକ୍ଷୁଳ । ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ—ଅନତିମାଂସଳ ଓ ହୁଗର୍ଥନ । ହୃଦ୍—ଅତୁଚ୍ଚ, ଅହୁଳ ଓ ମୟ । ଶିରାଗ୍ରହି—ହୁମ୍ପଟ, ସଂବଦ୍ଧ ଓ ହୁନ୍ଦର । ହସ୍ତ—ଅନତିଦୀର୍ଘ, ମୟ ଓ ହୁଦୃଶ୍ୟ । ଅଙ୍ଗୁଳୀ—କୃଷ୍ଣ, ଦୀର୍ଘ, ମୟଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ମୟ । ମନତଳ—ଅନତିମାଂସଳ, କୋମଳ, ମୟ, ମନ୍ୟୁ, ଶୁଦ୍ର, ହୁନ୍ଦ, ବଜ୍ରାଭ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୁକ୍ତ । ଗତି—ମରଳ ଓ ମୟାନ ।

ମଲିନ-ପ୍ରତିଭା

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ବିଂଶତି ପ୍ରକାର)

ନେତ୍ର—ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୀର୍ଘ ଓ ବୃହତ୍ । ଗର୍ଥନ—ଅତିମାଂସଳ ଓ ହୁଳ । ମାଂସ ଓ ମେଣ୍ଡି—କଠିନ ଓ କର୍କ୍ଷଣ । ବର୍ଷ—ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଶିଷ୍ଟ । ମନ୍ତକ—ଅତି ବୃହତ୍ ବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମନ୍ୟୁମଂଖ୍ୟାକ, ନିୟ ଓ ମନ୍ତାଦିଭାଗେ ବର୍ତ୍ତୁଳ । କେଶ—କୃଷ୍ଣ, କର୍କ୍ଷଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଦିକ । ମୁଖମଂଗଳ—ଅତିବୃହତ୍ ଓ ମାଂସଳ । ଲଲାଟ—ବୃହତ୍, ମାଂସଳ ଓ ଗୋଳାକାର । କର୍ଣ୍ଣ—ଗୋଳାକୃତି ଓ ଚିମିଟାକାର ଅଥବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଖଞ୍ଜୁ । ନେତ୍ର—ଅକ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଶିଖିଳ ଅଥବା ଅଚକ୍ଷୁଳ ଓ ହିର । କର୍ଣ୍ଣପଟି—ହାନବ୍ରତ୍ ଅଥବା କୁଂସିତଗର୍ଥନ । ହୃଦ୍—ଉଭୟ ମୀମାଞ୍ଜେ ମଞ୍ଜୁ ଓ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱମୁଖ । ଉଦରଭାଗ—ଅତିମାଂସଳ ଓ ହୁଳ । ବନ୍ଧଃହୁଳ—ବୃହତ୍ ଓ ମାଂସଳ । ଉଦର—ଅତି ଅପ୍ରକାଶିତ । ବାହ—ଅତ୍ୟାଧିକ ମାଂସଯୁକ୍ତ । ଜିହ୍ୱା—ଧର୍ବ ଓ ନନ୍ଦିହାନେ ହୁଳ, ମାଂସଳ ଓ ଗୋଳ । ଗୁଳ୍ଫ—ଧର୍ବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବକ୍ର ।

ପ୍ରବଳ-ସ୍ମୃତି

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଚାରି ପ୍ରକାର)

ନେତ୍ର—ଉତ୍ତମାଦି-ମୟମୟ ଓ ନନ୍ଦିହାନ-ନକଳ ଅନତିବୃହତ୍, ମଧ୍ୟମାକାର, ହୁଗର୍ଥନ ଓ ମାଂସଳ ଅଥଚ ଅହୁଳ । ମନ୍ତକ—ମନ୍ତାଦିଗ୍ରହିତ ମେଧାହାନ ବଦ୍ଧିତାସ୍ତତନ । କର୍ଣ୍ଣ—ଜୈଷଂ ବୃହତ୍ ।

দুর্বল-স্মৃতি

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

- ১। দেহ—উত্তমাক্ত সমুদয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কুগঠন এবং স্থূল।
২। মস্তক—আর্দ্র। ৩। মস্তক—পশ্চাদ্ভাগে চাপা। ৪। কর্ণ—ক্ষুদ্র।

উৎকৃষ্ট বিচারণা শক্তি

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

চক্ষু—ঈষৎ চঞ্চল। দাতু—অপেক্ষাকৃত কক্ষ। স্বর—অভূচ্চ, মধুর, সবহিত ও বাবস্থিত অথচ সহজ।

প্রজ্ঞা ও বিবেক

(প্রধান লক্ষণ চতুর্দশ প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তক—সম্মুখভাগে নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাগে ঈষৎ বদ্ধিত। মুখমণ্ডল—অপেক্ষাকৃত ঈষৎ বিশাল ও ঈষৎ মাংসল। ললাট—ঈষৎ চতুর্ভুজ ও দীর্ঘ এবং স্বপ্নের দিকে বিন্দু। চক্ষু—পূর্ণ, উচ্চ, পরিষ্কার ও চঞ্চল। চিত্রা—যুক্ত ও মনুষ্য। নাসা—পরিমিত ও কুগঠন। স্বর—অতীব ও সম। কণ্ঠস্থিত (পাড়া) লক্ষণভাগে ঈষৎ বদ্ধিম। কর্ণদ্বয়—প্রকৃতি ও সমান। বসুধা—সুদৃঢ় ও স্ববল। বক্ষস্থল—বিশাল। বহুদেশ—বৃহৎ ও সম। বাতদ্বয়—বিশাল। বক্ষু—ঈষৎ বৃহৎ এবং কথোপকথনকালে স্বভাবতঃ চঞ্চল।

অবিবেক (বিবেচনাশক্তিহীনতা)

(প্রধান লক্ষণ বিংশতি প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেহভাগ বামভাগে ঈষৎ বদ্ধিম। মস্তক—বর্তুলাকার এবং সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে নিম্ন। নেশ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বক্কাভিমুখে ধাবিত। মুখমণ্ডল—অতিবিশাল ও মাংসল। চক্ষু—ক্ষুদ্র, আৱক্তিম বা স্তিমিত (মিটমিটে), মলিন, অলুচাকলাযুক্ত, উৎকৃষ্টভাষে ভগ্ন এবং ঈষৎ ফীত। কর্ণ বৃহৎ, দীর্ঘ এবং ক্ষুদ্র (পাড়া)। নাসা—অথবা পরিমিত ও কুগঠন। ললাট—ফীত (ফুলা) অথবা বিদীর্ঘ (চেৱা)-বৎ। গঠ ও অধর—বৃহৎ ও ফীত। স্বর—অভূচ্চ, তীব্র ও মধুর। বাক্য—যুক্ত, বহুল ও অসংবদ্ধ।

ହାତ୍ର—ଶୁକ୍ର ଓ ଶୋନ:ପୁନିକ । କୁକାଟିକା—ଋଜୁ (ଖାଡ଼ା) ଅଥବା ସଂସତ (ଚାପା) । ଋଜୁ—ଲୋମାବୃତ । ପାର୍ଥଦେଶ—ମାଂସଲ । ହସ୍ତ—ଅତିଧର୍ମ ଏବଂ ନନ୍ଦିହାନ ଦୀର୍ଘଳ, ହୂଳ ଅଧଃ ତୀକ୍ଷ୍ଣବଂ । ଅଜୁଳୀ—ଧର୍ମ ଓ ମାଂସଲ । ଗତି (ଚଳନ)—ଅନବହିତ, ଈଷଂ କୁଞ୍ଜବଂ ଏବଂ ଆକୃତି ଅସ୍ଥିର ।

ଧାର୍ମିକତା

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପ୍ରାକାର)

ମୁଖମଂଗଳ—ପରିହାର ଓ ମନୋରମ । ଜଳାଟ ନାତିନିର୍ଦ୍ଧଳ ଓ ନାତିମଲିନ । ଚକ୍—(ଆକୃତି) ଫୁରିତ, ବୃହଂ ଓ ହୂନ୍ଦର । ଚକ୍—(ପ୍ରକୃତି) ଆର୍ଦ୍ର, ଉଞ୍ଜଳ ଓ ବିକଳିତ । ଦୃଷ୍ଟି—ବିନୀତ ଓ ନୟ । ସ୍ଵର—ସମ, ନାତି-ଉଚ୍ଚ ଓ ନାତି-ନିମ୍ନ । ହାତ୍ର—ଅନାଧିକ ଓ ମୁହୁ ।

ଅଧାର୍ମିକତା

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାଦଶ ପ୍ରକାର)

ମୁଖମଂଗଳ—କୁଗଠିତ । କର୍ଣ—ଦୀର୍ଘ ଓ ଅପ୍ରସର । ଚକ୍—ବିବର୍ଣ, ଶୁକ୍ର, ଫୁରିତ ଓ ଉଞ୍ଜଳ । ଜ୍ର—ରୋମଶ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ । ମୁଖ—ହୂନ୍ଦ୍ର ଅଧଃ ବହିର୍ଭାଗେ ଫୁରିତ । ନୟ—ଦୀର୍ଘ, ଋଜୁ ଓ ନୁଟ । ଅଧର—ହୂନ୍ଦ୍ର ଓ ନିମ୍ନ ଏବଂ ଦଶନବିକାଶକ । ସ୍ଵର—ହୂନ୍ଦ୍ର, ଧ୍ରୁତ ଓ ଅହୁନାସିକ । ଗଳଦେଶ—ଆବହ । ପୃଷ୍ଠ—ଈଷଂ କୁଞ୍ଜବଂ । ଡକ୍ ଓ ପାଦଦେଶ—ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମାଧିକ ଧର୍ମ ଓ ହୂନ୍ଦ୍ର । ପାଦତଳ ହ୍ରାଞ୍ଜ ବା କୁଞ୍ଜ ।

ଆୟପରାୟଣତା

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ସତ୍ତ୍ଵବିଧ)

ଦେହଭାଗ—ପରିମାଣବିଶିଷ୍ଟ । ଜଳାଟ—ଦୀର୍ଘଳ ଓ ଉତ୍ତୟପାର୍ଶ୍ଵେ ବହିତ । କେଶ—ସମ୍ପର, ହୂନ୍ଦ୍ର ଓ ସମ । ଚକ୍—ଈଷଂ ବୃହଂ, ଫୁରିତ, ଜ୍ୟୋତିଷୁକ୍ତ ଓ ଉତ୍ତୟ ପାର୍ଶ୍ଵେ ବହିତ । ସ୍ଵର—ଗଞ୍ଜୀର । ଆକୃତି—ଗଞ୍ଜୀର ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ।

ଅଆୟପରାୟଣତା

(ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ଵିବିଧ)

ଚକ୍—ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଆଭାବିଶିଷ୍ଟ, ଶୁକ୍ର, ଈଷଂ ଚକ୍ଷୁ, ସୁଗିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ହିର ଓ ଶୀତ୍ର । ଆକୃତି—କର୍କଶ ଓ ଭୀତିପ୍ରଦ ।

শক্তি ও সাহস

(প্রধান লক্ষণ অষ্টাদশ প্রকার)

শরীর—সরল ও ঋজু। মস্তক—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। কেশ—নাতিকৃষ্ণিত, নাতিসরল। ললাট—পরিমিত ও চতুরঙ্গ। চক্ষু—পরিমিত, বিকসিত ও নীল, পীত, লোহিত তিন বর্ণের আভাবিশিষ্ট। জু—ন্যূজ ও বন্ধিম। নাসা—ললাটের নিম্নে ন্যূজ অথবা অগ্রভাগে বর্ত্ত্বলবৎ ও স্থূল (ভেঁতা)। মুখ—বৃহৎ। চিবুক—চতুরঙ্গ ও লোমশ। অধরোষ্ঠ—সূক্ষ্ম (পাতলা)। ঘর—উচ্চ ও ঝঙ্কারযুক্ত। নিশ্বাস—সরল ও অবিরাম। গলদেশ—বন্ধিত ও সরল। বক্ষঃস্থল—পূর্ণ ও বিশাল। পৃষ্ঠভাগ—প্রশস্ত ও কঠিন। স্কন্ধ—দীর্ঘ ও বিশাল। সন্ধিস্থান—প্রক্ষুট, সুসংবহ ও বিশাল। গতি (চলন)—স্কন্ধের চাক্ষুশ্য ও বিশাল বিক্ষেপ।

অসামর্থ্য ও ভীকৃত্য

(প্রধান লক্ষণ ঊনবিংশতি প্রকার)

শরীর—ঈষৎ বন্ধিম বা ন্যূজ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও রোমরহিত। রোমরাজি—অতি বিরল ও কোমল। অঙ্গপ্রঙ্গলী—শান্তিবাজক। বর্ণ—মলিন ও সৌসকবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট। মস্তক—সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে সংযত ও নিম্ন। কেশ—অনতিকৃষ্ণবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত বিরল। মুখমণ্ডল—অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্হীন ও বিষয়। ললাট—বৃহৎ ও মাংসল অথবা অস্থিসার। মুখ—ক্ষুদ্র ও রেখাবৎ ওষ্ঠবিশিষ্ট। নিশ্বাস—ক্ষুদ্র, দুর্বল ও মন্তর। ঘর—তীব্র ও মসৃণ (টাটা) অথবা শিথিল এবং ঈষৎ ভগ্ন ও অনুনাসিক। বাক্য—তীব্র, দুর্বল ও অগ্ন। গলদেশ—সন্ধিস্থান কোমল, অক্ষুট ও দুর্বল। বাহু—খর্ব। জঙ্ঘা—ক্ষুদ্র ও কৃশ। হস্ত—দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র।

নির্ভীকতা

(প্রধান লক্ষণ দ্বাদশ প্রকার)

ললাট—অনির্মল ও অবনত। জু—দীর্ঘ। চক্ষু—শুক, আরক্ত, বিকসিত, উজ্জ্বল ও ভীকৃত। মুখপ্রী—কঠিন ও কর্কশ। নাসিকা—দীর্ঘ ও মুখভাগ পর্য্যন্ত বন্ধিত। মুখ—বৃহৎ ও প্রকাশিত; দন্ত—ভীকৃত, বিরল, দীর্ঘ ও সরল। গলদেশ—খর্ব ও অপূর্ণ। বক্ষঃস্থল—বিশাল। স্কন্ধ—অতি বৃহৎ বাহু—দীর্ঘ ও বিশাল। অঙ্গুলী—খর্ব ও ঘন।

মিতাচার

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

কেশ—নাভিপ্রবল, নাভিবিরল । ললাট—অনতিনির্মল । চক্ষু—বৃহৎ ও উজ্জ্বল এবং মধ্যাকার-ভারকাবিশিষ্ট । অঙ্গপরিমাণ—নাভি হইতে শুষ্ক যত পরিমাণ, কণ্ঠ হইতে নিম্নবক্ষঃ তত পরিমাণ ।

মিতাচার

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মুখমণ্ডল—ঈষৎ পাতুবর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্ট । চক্ষু—বৃহৎ, ঈষৎ আর্দ্র, স্ফুরিত, আরক্তিম, ভীক্ষু ও অনুজ্জ্বল । মুখ—নিম্ন ও কুগঠন । বাক্য—উচ্চ ও ক্ষীণ । নিশ্বাস—দ্রুত ও স্থূল । গলদেশ—স্থূল ও কণ্ঠঘণ্টা অপ্রকাশিত । উদর—নিম্নবক্ষঃ হইতে কণ্ঠের পরিমাণ যত, নাভি হইতে নিম্নবক্ষের পরিমাণ ততোধিক ।

মদনোন্মাদ (কামুকতা)

(প্রধান লক্ষণ সপ্তদশ প্রকার)

মস্তক—বিষম, কর্কশ ও কেশবহুল । কেশ—ঋজু, ঘন, কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ । চক্ষু—নিম্ন, পরিষ্কার ও কটাক্ষবিশিষ্ট । পক্ষ—সর্বদা চঞ্চল । ললাট—উত্তমার্জ কেশাবৃত অথবা জর উপাস্ত পর্য্যন্ত কেশসমাবৃত ; কর্ণ অতি ক্ষুদ্র । গণ্ড হাফকালে আকুঞ্চিত । নাসা—নিম্নতাবিশিষ্ট । চিবুক—কেশবহুল । গলদেশ—বামভাগে ঈষৎ বক্ষিম । বক্ষঃস্থল লোমশ, বৃহৎ ও কৃশ । স্তনাগ্র—নিম্নমুখে অবনত । জন্ডবা—কৃশ, বিষম কঠিন । উদর—স্থূল ও কোমল । বাহু—দৃঢ় ও দুর্বল এবং প্রস্ফুটশির । পদাঙ্গুলী—অপেক্ষাকৃত সংলগ্নবৎ । গতি (চলন)—ধীর ও মন্থর এবং মধো মধো স্থিরতা ও অঙ্গদর্শন ।

বিষ্মস্ততা

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

ললাট—কঠিন ও হ্রীন্নমান । জ্র—সঙ্কুচিত ও সংযুক্ত । চক্ষু—নাভিনিম্ন, নাভিবৃহৎ, ঘোর কৃষ্ণাভ ও উজ্জ্বল ।

অবিস্মৃত্য

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মস্তক—অতি ক্ষুদ্র, অযথাপরিমিত, সুগঠন ও পশ্চাদ্ভাগে ক্ষীণ।
ললাট—বিষম, ভীক্ষু ও কুপবহল। চক্ষু—ক্ষুদ্র, নিম্ন, গুহ, অক্ষুট ও
ভীক্ষুদৃষ্টিবিশিষ্ট। ঋদ্ধ—অত্যাচ্ছ ও পূর্ণ। কর্ণদ্বয়—ক্ষুদ্র, কুশ।

বিনয় ও শিষ্টাচার

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত। অঙ্গভঙ্গী—মৃদু ও মধুর। চক্ষু—
অপেক্ষাকৃত অপরিক্ষুট, অনতিবিকসিত ও অর্ধ উন্মীলিতবৎ। জ্র—
অনতিচঞ্চল। গণ্ড—লজ্জাদিকালে আরক্তিম আভাবিশিষ্ট। স্বর ও
বাক্য—গভীর, চিন্তিত, বিলম্বিত ও মধুর। বর্ণ—ঈষৎ রক্তবর্ণের
আভাবিশিষ্ট।

অশিষ্টাচার ও অবিনয়

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

শরীর—ঋজু ও ভীক্ষু। বর্ণ—জ্যোতিহীন। মস্তক—মধ্যাংশে
ক্রমসূক্ষ্ম ও উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে বর্ধিত। কেশ—ক্ষুটিতাগ্র। মুখমণ্ডল—
অতিবর্জ্বল বা অতি দীর্ঘ। চক্ষু—পূর্ণবিকসিত ও উজ্জ্বল। পক্ষ—
রোমবহল ও ঋজু। জ্র—অতি দীর্ঘ। বাক্য—নির্লজ্জ, উত্তেজিত ও
লাহনাপ্রকাশক। নাসা—অতি মাংসল ও স্থূলাগ্র (ভেঁতা) এবং
ললাটের নিকট ন্যূন বা কৃক্ষিত। বক্ষঃ—উচ্চ ও সম। পদাঙ্গুলী ও
নখ—আবক্র। গতি (চলন)—ক্ষিপ্ৰ ও হঠতামুক্ত।

নরতা ও স্ত্রীলতা

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মস্তক—আত্রবৎ, কোমল, সম ও অল্পলোমযুক্ত। কেশ—কোমল,
চাক্চিক্যবিশিষ্ট ও সম। চক্ষু—কৃষ্ণবর্ণ। জ্র—অনতিবিক্রিম। স্বর—
কোমল, ধীর ও গুরুত্ববিশিষ্ট। বাক্য—বিনীত, অনবহিত ও শিথিল।
গতি (চলন)—ধীর, মধুর ও অনবহিত।

নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা (গৌয়ারতামী), অসুমা,

অহিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দুষ্টাচরণ

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

দেহভাগ—সরল, ঋজু ও হীনতাবিশিষ্ট। বর্ণ—জ্যোতিহীন।
মুখমণ্ডল—গোলাকার। ললাট—গোলাকার অথবা আকৃষ্ণিত।
জ্র—বিপরীতভাগে কৃষ্ণ ও বর্ধিত। চক্ষু—বৃহৎ, পুষ্ট, আরক্ত ও
তীক্ষ্ণোজ্জ্বল। প্রান্তললাট—উচ্চ ও স্ফুরিতবৎ এবং শিরাপ্রকাশিত।
নাসা—নিম্নভাগে তীক্ষ্ণ। নাসাপুট—বৃহৎ, বিস্তৃত ও কুপগভীর।
মুখ—ঈষৎ প্রকম্পিতবৎ। দন্ত—ঋজু ও তীক্ষ্ণ। জিহ্বা—জড়তাম্বুস্ত ও
ক্ষিপ্ৰ। স্বর—উচ্চ ও ব্যাহত অথবা তীক্ষ্ণ ও উগ্র অথবা প্রথম উচ্চ বা
নিম্ন এবং শেষ তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম। বাক্য—ক্ষিপ্ৰ, অপরিণত, কঠোর ও
পুনরুক্তিপূর্ণ। মুখশ্রী—কর্কশ ও নির্দয়। গলদেশ—দীর্ঘ স্থূল ও
প্রস্ফুটশির। কণ্ঠ—বিষম ও স্ফুরিত। বক্ষঃ—বৃহৎ, ক্ষীণ ও সুগঠন।
হৃদয়—বৃহৎ হৃদয়পার্শ্ব—বিস্তৃত। সন্ধিস্থান—বৃহৎ ও দৃঢ়। স্বভাব—
সময়ে সময়ে অঙ্গুলীর চাঞ্চল্য। শব্দ—দন্তে দন্তে পীড়ন।

অঘঙ্ক ও অনবধানতা

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

কেশ—কোমল ও চিকণ। মুখমণ্ডল—অতীব বিশাল ও পুষ্ট।
ললাট—অপ্রসর ও ক্ষুদ্র। জ্র—নাসিকান্তিমুখে আনত। কর্ণ—অতি
ক্ষুদ্র। চক্ষু—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ—কুগঠন ও বিদীর্ণ (চেরা) বৎ।
অধরোষ্ঠ—স্থূল। দন্ত ঘন ও সম। স্বর—অপরিস্ফুট বা তীক্ষ্ণ।
বাক্য—ক্রত ও সম, কিংবা ধীর ও ক্ষীণ। গলদেশ—স্থূল ও মাংসল।
উদর—রোমশ, কোমল ও নিম্নমুখাবনত।

সাম্বৃত্তা ও সত্যকথন

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

আকৃতি—মুখমণ্ডল মধ্যবিধ, নাতিদীর্ঘ, নাতিবর্জ্বল এবং গণ্ড ও
প্রান্ত ললাট যথাপরিমিত ও স্থির এবং ঈষৎ মাংসল। স্বর—নিম্ন,
নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল।

মিথ্যাকথন

(প্রধান লক্ষণ অষ্ট প্রকার)

দেহভাগ—কুগঠিত ও ঈষৎ কুজ। মুখমণ্ডল—মাংসল। নাসা—
মধ্যস্থানে উচ্চ। চক্ষু—অনিন্দিত, প্রফুল্ল ও ঈষৎ কটাক্ষযুক্ত। জ্র—
নিম্নমুখে অবনত। পক্ষ—নিম্নপক্ষ ধনুবে ও রামধনুর স্থায় বর্ন ও
জ্যোতির্বিশিষ্ট। বাক্য—অপেক্ষাকৃত দ্রুত, চাটুতাবাঞ্জক ও ঈষৎ
মানুসাসিক। হাঙ্গ—ব্যঙ্গবিকাশক।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্বিধ)

মুখমণ্ডল—মাংসল ও আবল্যাবিশিষ্ট। ললাট—কুক্ষিত ও বিষম।
জ্র—প্রান্তললাটের নিকট নত, বক্র ও সংলিপ্ত। চক্ষু—ক্ষুদ্র, ঈষৎ
গোল ও উজ্জ্বল। ঘর—অনতিক্ষুট ও শিথিলবৎ। গতি—চঞ্চল-
বিশিষ্ট ও সর্বদা অস্থির।

চাটুতা (খোসামোদ)

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মুখমণ্ডল—জ্যোতির্হীন ও ঈষৎ আকুক্ষিত। ললাট—অতি
পরিষ্কার ও নির্মল। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও চঞ্চল। আকৃতি ও ঘর—মনোজ্ঞ
এবং কৃত্রিম। গতি ও ক্রিয়া—বিবিধ নৈপুণ্যপ্রকাশক, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট
এবং ইতস্ততঃ ধাবনাত্মক।

উদারতা ও সদাশয়তা

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

কেশ—স্ভাবতঃ নাসাভিমুখে অবনত। গলদেশ—পশ্চাদভাগে
উচ্চতাবিশিষ্ট। স্বচ্ছ—দৃঢ়। অঙ্গুলী ও বাহু—অঙ্গুলিসকল পশ্চাদ্বিকে
ঈষৎ বন্ধিম ও বাহু দীর্ঘ।

প্রলোভনপরায়ণতা

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

মুখমণ্ডল—অতি ক্ষুদ্র। চক্ষু—অতি হ্রস্ব। জ্র—নাসাভিমুখে
আবক্র। পৃষ্ঠ—কুজ বা কুগঠন। স্বচ্ছ—সুন্দর, সংবদ্ধ নহে, বন্ধ-

স্থলের দিকে অবনত। অঙ্গুলী—অপেক্ষাকৃত কঠিন, সঙ্কোচযুক্ত ও সম্মুখভাগে আবদ্ধ। গতি—ঘন বিক্ষেপ, ক্ষিপ্ৰ ও দ্রুত।

সভ্যতা ও সামাজিকতা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

ললাট—বিশাল, মাংসল, চতুরঙ্গ ও সম। চক্ষু—আর্দ্র ও উজ্জ্বল। আকৃতি—হর্ষ, সন্তোষ ও প্রফুল্লতাবিশিষ্ট। স্বর—মনোরম ও সুন্দর। অঙ্গভঙ্গী—ধীর ও মন্থর।

অমার্জিত বা ইতরপ্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

শরীরের গঠন—অপেক্ষাকৃত কুশ ও হীনতাবিশিষ্ট। ললাট—মলিন, কৃষ্ণিত ও অতি বিষম। চক্ষু—নিম্নাভিমুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট। জিহ্বা—ক্ষিপ্ৰ। গতি (চলন)—ক্ষুদ্র ও দ্রুত বিক্ষেপ। স্বভাব—ভ্রমণসময়ে একান্তে আত্মগত আলাপ।

শ্রমশীলতা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

মস্তক—ক্ষুদ্র বা অনতিবৃহৎ। শরীরের প্রকৃতি—রুক্ষ ও কঠিন। মুখমণ্ডল—কুশ ও অস্থিবিশিষ্ট। চক্ষু—চঞ্চল ও ক্ষিপ্ৰ। জিহ্বা—ক্ষিপ্ৰ। গতি—দ্রুত ও দৌর্ঘ্য বিক্ষেপ।

আলস্য ও বিশ্রামলিপ্সা

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

মস্তক—প্রকাণ্ড। শরীরের প্রকৃতি—আর্দ্র ও কোমল। মুখমণ্ডল—মাংসল ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আভাযুক্ত। ললাট—বিশাল। চক্ষু—অনতিচঞ্চল ও শিথিল। নাসা—নিম্নভাগে স্থূল। গণ্ড—প্রক্ষুরিত। জিহ্বা—ধীর। আলাপ ও বাক্য—অনধিক। গতি—ধীর, মন্থর ও ঔদাস্যযুক্ত।

ঔদাস্য, দীর্ঘসূত্রতা, উগ্রমহীনতা ও অসন্তোষ

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

দেহভাগ—অধমাত্র হইতে উত্তমাত্র অস্বথাপরিমাণে বৃহত্তর। শরীরের প্রকৃতি—শ্লেষাধিক্য। ত্বক—অত্যধিক প্রক্ষুরিত। চক্ষু—প্রক্ষুরিত বা অতি পৃষ্ঠ। আকার—আবল্যযুক্ত ও নিরুদয়। নাড়ীপ্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

অতিবিনয়, নিরহঙ্কার ও নীচতা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত বা বন্ধিম। চক্ষু—অপ্রসন্ন ও শান্ত।
জিহ্বা—মধ্যবিধ। হাশ্ব—কচিং। গতি—মহুর্ ও নম্র।

অহঙ্কার ও গর্ব

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

দেহভাগ—ঋজু ও সরল। ক্র—ক্ষুরিত ও অতি বক্র। চক্ষু—বৃহৎ,
উজ্জ্বল, খঞ্জনবৎ ও উর্দ্ধা-সঞ্চালিত-ভারকাবিশিষ্ট। স্বর—ভীত্র ও গম্ভীর।
হাশ্ব—বন্ধিত ও বিকৃত। গলদেশ—স্থূল ও দীর্ঘ। কণ্ঠ—ভীক্ষ ও
বন্ধিত। অঙ্গুলী—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। গতি—বৈচিত্র্যাজ্ঞাপক ও গর্বপূর্ণ।
কুকাটিকা (ঘাড়)—বন্ধিম ও ইতস্ততঃ অপাঙ্গে দৃষ্টি। স্বভাব—
ভ্রমণকালে মধো মধো স্থিরভাব।

অতিবিশ্বস্ততা

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

দেহভাগ—অধমাস্র ঈষৎ ক্ষুদ্র ও পরিমিত। কর্ণ—মধ্যবিধ
পরিমাণবিশিষ্ট, মস্তকের সহিত সুসংলিপ্ত, ক্ষোদিতবৎ। অধরোষ্ঠ—
সঙ্কেচযুক্ত।

বাচালতা

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

দেহভাগ—অধমাস্র হইতে উত্তমাস্র বৃহত্তর। মুখশ্রী—ঈষৎ
পাণ্ডুবর্ণের আভাবিশিষ্ট। কর্ণ—বৃহৎ ও ঋজু। নাসা—সরল।
গণ্ড—অতি দীর্ঘল। মুখ—বন্ধিত ও বিদীর্ণবৎ। চিবুক—অতি দীর্ঘ।
ওষ্ঠাধর—অধরের উপর ওষ্ঠ পতিত। জিহ্বা—ভীত্র ও নীরস।
গলদেশ—দীর্ঘ ও কৃশ। কণ্ঠ—ভীক্ষ ও বিষম। পার্শ্ব—প্রকাশিত
অস্থি। অঙ্গুলী—দীর্ঘ ও কৃশ।

হিতৈষিতা

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

মুখশ্রী—সুন্দর ও শ্রীতিপদ। ললাট—দীর্ঘ, নিম্নমুখ, বিষম ও
ঈষৎ ভীক্ষ। চক্ষু—মাংসল ও হাশ্বযুক্ত অথচ অধিকাংশ সময়
অন্ধ্রসম্পন্ন।

অহিতৈষিতা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

প্রান্ত ললাট- (রগ্)—বক্র ও নিম্ন। জ—রোমণ ও সংযুক্ত।
চক্ষু—ক্ষুদ্র ও বিমলিন। মুখ—কুগঠিত। দন্ত—দীর্ঘ। বাহু—খর্ব।

পরত্রীকাতরতা

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষীণ। মুখমণ্ডল—সমান এবং কৃশ ও
ঈষণ নীলবর্ণের আভাবিশিষ্ট। কর্ণ—দীর্ঘ ও অপসর। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও
মলিন। স্বর—মধুর, মনোরম ও সুন্দর। বাক্য—তীব্র ও তীক্ষ্ণ।
হাস্য—অপ্রকাশিত অথচ সময়ে সময়ে হর্ষ ও প্রফুল্লতা-প্রকাশক।

ক্ষিপ্তপ্রকারিতা

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

স্বর—প্রথমে নিম্ন ও গভীর এবং শেষে উচ্চ, তীব্র ও তীক্ষ্ণ।
দন্ত—বিমিশ্র অর্থাৎ কতক প্রশস্ত ও ঘন এবং কতক ক্ষুদ্র ও বিরল।

বীরত্ব ও মহত্ব

(প্রধান লক্ষণ ষোড়শ প্রকার)

গঠন—সরল, ঋজু ও যথাপরিমিত। বর্ণ—অপরিস্ফুট ও আরক্তিম।
মস্তক—পরিমিতরূপে প্রশস্ত, সুবৃত্ত ও উভয় পার্শ্বে বর্ধিত। কেশ—
সুন্দর ও সম। মুখমণ্ডল—পরিষ্কার, সুন্দর ও জ্যোতির্বিশিষ্ট।
ললাট—চতুরস্র, পরিমিত ও অতি নির্মল। চক্ষু—বিশাল। আকৃতি—
শ্রদ্ধা ও ভীতিব্যাঞ্জক। কর্ণ—পরিপাটি, পরিমিত, ঈষণ চতুরস্র ও তীক্ষ্ণ
শ্রবণশক্তি বিশিষ্ট। মুখ—বৃহৎ অথচ সুন্দর। বাক্য—বিনীত ও গভীর।
হর্ষভাব—অনতিরিক্ত। বক্ষঃস্থল—বিশাল ও সুদৃঢ় সংবদ্ধ। করদ্বয়—
মুক্ত ও বিশাল। অঙ্গুলী—পরিমিতরূপে দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, সুন্দর ও ঈষণ
শাস্তিকে বক্র। গতি—ধীর, মধুর, গভীর ও মহত্বব্যাঞ্জক।

বর্কর-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ উনবিংশতি প্রকার)

গঠন—শিরোভাগে বক্রতাসম্পন্ন। মস্তক—কঠিন ও কর্কশ অথবা সূক্ষ্ম। কেশ—কর্কশ, ঘন ও বিষম। মুখমণ্ডল—কুগঠিত ও মলিন। নলাট—কঠিন ও বিষম। কর্ণ—অতি বৃহৎ ও প্রসন্নিত। চক্ষু—ক্ষুদ্র, ক্রুদ্ধ, কোটরগত, অক্ষুদ্র ও ধূসর এবং পীতবর্ণের আভাযুক্ত। জে—লোমশ ও যুক্ত। দন্ত—ভীক্ষু ও তীব্র। আকৃতি—ভীষণ। গণ্ড—দীর্ঘ ও কেশবহুল। মুখ—দীর্ঘ, প্রসন্ন ও ছন্দ্বাক্যাবিশিষ্ট। স্বর ও বাক্য—ভীক্ষু, ভেদক ও ছন্দ্ব। পৃষ্ঠদেশ—কেশযুক্ত। স্কন্ধ—স্থূল ও উন্নত। উদর—বিশাল। পদতল—খর্ব্ব ও মাংসল। নখ—কুঞ্জ, অপ্রসন্ন ও দীর্ঘ। অঙ্গুলী—খর্ব্ব ও ঘন। মনুষ্যপ্রকৃতির সমষ্টিগুলি এই স্থলেই আমরা শেষ করিলাম, ইহাতে চরিত্রানুমানবিদ্যা সহজে সিদ্ধ হইবে।

দৈব-জ্ঞান

গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্যজ্ঞাবী দৈনন্দিন সুখঃখ এবং তদগত নিত্য প্রতিপাদ্য অপ্রতিবিধেয় ও অভিলষিত কর্ম্মাদির ভাবী শুভাশুভ ফলের সহজ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত তদ্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী আর্ধ্য জ্যোতির্বিদগণ বহুবিধ পবিত্র ও বিচিত্র দৈববিধানাবলীর নির্ধারণসাধন করিয়াছেন। উল্লেখ্যে কতিপয়মাত্র সর্ব্ববাদিসম্মত, সহজ ও সাংক্ষাৎফলপ্রদ বলিয়া প্রাচীন ও আধুনিক, পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সমগ্র জ্যোতির্জগৎদীর মধ্যেই সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ও অব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শাকুনশাস্ত্র বা কাকচরিত্র, প্রতান্ন-নৃত্য বা স্পন্দনচরিত্র, কুৎপল্লীবিজ্ঞান জ্যেষ্ঠীপতন-সংবাদ ও নরাক্রান্ত বা পতাকা, এই পঞ্চবিধান সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত ও প্রকৃষ্ট। সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইল :—

কাকচরিত্র

কাক জাতিভেদে পঞ্চ প্রকার :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ।

আকার বৃহৎ, বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, স্বর দৃঢ় এবং মুখভাগ দীর্ঘ ও স্থূল হইলে কাক ব্রাহ্মণজাতীয় হয়। দেহ ও বর্ণ বিমিশ্র, চক্ষু নীল বা শীতল ও অল্প বলিষ্ঠ হইলে কাক ক্ষত্রজাতি হয়। মে-সকল কাকের শরীর নীলমিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় নীলমিশ্রিত শুভ্র, তাহাদিগকে

বৈশ্বজাতীয় কহে। আর কৃশ, ক্লম্ব, চক্ষুস, পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট যে-সকল কাক এবং যাহাদের শব্দোচ্চারণে বহু ককারধ্বনি হয়, তাহারা শূদ্র-জাতীয় হইরা থাকে। অভ্যাজজাতীয় কাক বিভিন্নরূপ; ইহাদের নব প্রদীপ্ত, ঘর ও গতি স্থির, কণ্ঠদেশ চিকণ এবং অঙ্গ ও মুখভাগ ক্লম্ব ও সূক্ষ্ম।

ব্রাহ্মণজাতীয় কাকের সূচিত ফল সন্ত, ক্ষত্রজাতির ফল তিন দিবসে, বৈশ্যের সপ্তাহে, শূদ্রের দশাহে এবং অভ্যাজ-কাকের ফল পক্ষমধ্যে প্রকাশিত হয়।

সূর্যোদয়সময়ে পূর্বদিকে প্রগল্ভ স্থানে বসিয়া কাক যদি কাহারও সম্মুখভাগে রব করিতে থাকে, তবে তাহার শত্রুকর, কাৰ্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীরত্নলাভ হইবে।

প্রভাতে অগ্নিকোণে মনোরম স্থানে বসিয়া কাক যাহার অভিমুখে রব করে, তাহার শত্রুকর ও নারীলাভ হইবে।

প্রভাতে দক্ষিণদিকে বসিয়া কঠোর রব করিলে তাহার রোগ, মনস্তাপ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। যদি ঘর মনোহর ও শান্ত হয়, তবে ইষ্টবস্ত্র ও স্ত্রীলাভ হয়।

প্রাতঃকালে নৈঋতকোণে কাক রব করিলে গৃহস্থের সেইদিন কোন কুরক্ষণসাধন করিতে হয় অথবা কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তি আগমন করে।

প্রাতঃকালে যদি পশ্চিমদিকে কাকের শব্দ হয়, তবে সেই দিবস গৃহস্থের পত্নীসহ কলহ হয়, বৃষ্টি হয়, দুতের আগমন হয় এবং অল্প অথবা নারীলাভ হয়।

প্রাতঃকালে বায়ুকোণে কাকশব্দ হইলে ইষ্টবস্ত্রলাভ, বিষ্ঠার ও মান্যতা, অতিথি বা অভ্যাগতের আগমন, পূর্বধনবিনাশ অথবা প্রবাসযাত্রা উপস্থিত হয়।

প্রভাতে উত্তরদিকে কাকধ্বনি হইলে দৈঘ্য, দুঃখ ও সর্পভয় ঘটে এবং নষ্টবস্ত্র ও ইষ্টলাভ হইয়া থাকে।

প্রাতে ঈশানকোণে কাকধ্বনি হইলে, বাটীতে যদি রোগী ব্যক্তি থাকে, তবে তাহার অমঙ্গল হয়, কোন প্রিয়বস্ত্র লাভ হয় এবং অভ্যাজজাতির কোন স্ত্রীর বাটীতে আসিয়া সেইদিন কোন অকল্যাণসাধন করিয়া যায়।

প্রাতঃকালে মন্তকের উপরিভাগে মধুর কাকধ্বনি হইলে সেই ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ হয় সন্দেহ নাই।

(প্রথম প্রহর)

পূর্বদিকে কাকশব্দ হইলে অভীষ্টসিদ্ধি, বন্ধুসমাগম ও নষ্টবস্ত্রলাভ হয়। অগ্নিকোণে হইলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনাশ হয়।

দক্ষিণদিকে হইলে নারীলাভ, সুখভোগ ও প্রিয়সম্মিলন হয়।

নৈঋত্বকোণে হইলে মিষ্টান্নভোজন, সৌখ্য, মনোরথসিদ্ধি, বন্ধু ও নারীলাভ হয়। পশ্চিমদিকে হইলে সেইদিন বৃষ্টি হয় ও কোন পূজা ব্যক্তির আগমন বুঝা যায়।

বায়ুকোণে কাকশব্দ হইলে কোন প্রিয়জনের সহিত সম্মিলন, রাজনর্শন, পথিকদর্শন বা রাজপ্রসাদ লাভ হয়। ঈশানকোণে অভীষ্ট বা প্রিয়সাক্ষাৎকারলাভ, বহুলোক-সম্মিলন ও অগ্নিভয় হয়।

মন্তকের উপরিভাগে হইলে সৌখ্য, সম্পত্তি, সম্মানভোগ, ইষ্টসিদ্ধি ও ধনলাভ হয়।

(দ্বিতীয় প্রহর)

পূর্বদিকে হইলে পথিকের আগমন, ব্যাকুলতা, চোরভয় ও বহু শঙ্কা উপস্থিত হয়।

অগ্নিকোণে হইলে কলহ, স্ত্রীলাভ ও প্রিয়ব্যক্তির আগমন-সংবাদ ঘটে। দক্ষিণদিকে হইলে বহুভয়, বৃষ্টি ও প্রিয়সমাগম হয়, নৈঋত্বে হইলে প্রাণভয়, স্ত্রীভোগ ও রোগশান্তি হয়।

পশ্চিমদিকে হইলে স্ত্রীসমাগম, বৃষ্টি ও অগ্নি ভয় হয়।

বায়ুকোণে হইলে দৃশ্যগমন, নারীলাভ, মানলাভ, পুত্রলাভ, অস্ত্রলাভ এবং চোরপথিক-সম্মিলন হয়। উত্তরদিকে হইলে ধনাগম ও ইষ্টজনের আগমন হয় ; কিন্তু ঐ শব্দ যদি কর্কশ হয়, তবে চোরভয় সম্ভব।

বায়ুকোণে মধুর রব হইলে গুরুপত্নীসমাগম এবং জয়সংঘটন হয়, কঠোর রব হইলে রুক্ষবাক্যলাভ ও চৌরাগ্নিসম্বাস উপস্থিত হয়।

মন্তকের উপরিভাগে হইলে রাজার অথবা রাজতুল্য মহদব্যক্তির আনুকূল্য বা অনুগ্রহলাভ এবং মিষ্টান্নভোজন ও শুভ হয় ; কিন্তু ঐ শব্দ কঠোর হইলে চোরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

(তৃতীয় প্রহর)

পূর্বদিকে মধুর রব হইলে রাজাগমন, কার্যসিদ্ধি ও জয়সংঘটন হয়। কর্কশ রব হইলে বৃষ্টি ও চোরভয় উপস্থিত হয়।

অগ্নিকোণে মধুর রব হইলে জয় অথবা শুভবার্তালাভ হয় ; কঠোর রব হইলে অগ্নিভয়, কলহ ও বিরুদ্ধ বার্তালাভ হইবে।

দক্ষিণদিকে হইলে সত্তর ব্যাধি উপস্থিত হয়, আত্মীয়ব্যক্তির আগমন হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যসিদ্ধি হইয়া সমুদায় অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

নৈঋতকোণে হইলে জলদাগম, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুজয়, কোন শূদ্র-ব্যক্তির আগমন এবং বিরুদ্ধসংবাদশ্রবণ ও যাত্রায় কার্য্যবিনাশ হয় ।

পশ্চিমদিকে হইলে নষ্টলাভ, মিত্রাগমন, দূরযাত্রা, অভিলষিত ও জয়বার্তা শ্রবণ এবং কোন নারীর আগমন হয় । শব্দ যদি সুমধুর হয়, তবে সেই দিবস অতিশয় সুখাত্মা হইবে অর্থাৎ যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে, তাহা নিশ্চয় সুসিদ্ধ হইবে ।

বায়ুকোণে হইলে সেইদিন দুর্দিন অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইবে এবং ঝড়বৃষ্টি, নষ্টলাভ, প্রিয়সমাগম, প্রশান্ত মধুর বাক্যশ্রবণ, চৌরাগমন, সুন্দরী স্ত্রীলাভ ও যাত্রায় সুসিদ্ধি হয় । শব্দ যদি কঠোর হয়, তবে শুভফলগুলি হইবে না ।

উত্তরদিকে হইলে স্নানলাভ, খাদ্যলাভ, সুখাত্মা, খাদ্যবৃদ্ধি ও শুভবার্তাশ্রবণ ও বাটীতে কোন বৈশ্যজাতীয় ব্যক্তির আগমন হয় ।

ঈশানকোণে মধুর রব হইলে ভোজ্য ও জয়লাভ হইবে এবং কর্কশ শব্দ হইলে হানি ও কলহ উপস্থিত হইবে ।

মস্তকের উপরিভাগে হইলে তিল, তাম্বুলাদি এবং ভোজ্যলাভ হইবে
(চতুর্থ প্রহর)

পূর্বদিকে হইলে রাজপূজা ভয়বৃদ্ধি, রোগ এবং অর্থলাভ হয় ।

অগ্নিকোণে হইলে ভয় মৃত্যু অথবা কোন শিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয় ।

দক্ষিণদিকে হইলে তন্দ্রভয় অথবা শত্রুভয় এবং অগ্নিকোণজনিত ফল অর্থাৎ রোগ ও মৃত্যু ভয় এবং শিষ্টব্যক্তির আগমন হয় ।

নৈঋতকোণে হইলে অভীষ্টসিদ্ধি ও সমৃদ্ধিলাভ হয় এবং পশ্চিমধো-চৌরের সহিত বিবাদ বা কলহ উপস্থিত হয় ।

পশ্চিমদিকে হইলে অর্থ ও জয়লাভ, ব্রাহ্মণ বা নারীর আগমন, জলবর্ষণ ও মধ্যবিধ যাত্রাসিদ্ধি হয় ।

বায়ুকোণে হইলে কোন প্রিয় মানিনী নারীর আগমন হয় এবং সম্ভাষমণে কিছুকালের জন্য প্রবাসযাত্রা উপস্থিত হয় ।

উত্তরদিকে হইলে পাতকের আগমন, তাম্বুল বা উপঢৌকনলাভ, কুশলবার্তা, অর্থলাভ ও যাত্রায় ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং যদি গৃহে রোগী থাকে, তবে তাহার মৃত্যু বা জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয় ।

ঈশানকোণে হইলে সুবর্ণবার্তালাভ হয় এবং গৃহে রোগী থাকিলে তাহার বিনাশ হয়। মন্তকের উপরিভাগে হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় ও অধাবিধ যাত্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দশভেদ

দিবার প্রথম দণ্ডে পূর্বপার্শ্বে “অয়ি অয়ি” ধ্বনি হইলে পৌরুষ্য অর্থাৎ সুখ্যাতিলাভ হয়; দ্বিতীয় দণ্ডে অয়িকোণে “অয় অয়” ধ্বনি হইলে, শোকবার্তা উপস্থিত হয়; তৃতীয় দণ্ডে দক্ষিণে ‘মূয় মূয়’ ধ্বনি হইলে বিত্তলাভ হয়। চতুর্থ দণ্ডে নৈঋতকোণে ‘মূয়া মূয়া’ ধ্বনি হইলে অগ্নিভয় অথবা চোরভয় ঘটে। পঞ্চম দণ্ডে পশ্চিমদিকে “আহা আহা” ধ্বনি হইলে বিত্তলাভ হয়। ষষ্ঠ দণ্ডে পশ্চিমদিকে “কাহা কাহা” ধ্বনি হইলে ইষ্টসিদ্ধি বা কার্য্যে লাভ হয়। ষষ্ঠ দণ্ডে বায়ুকোণে “আহে আহে” ধ্বনি হইলে নিকটস্থ কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং সেই রোগে তাহার মৃত্যু হইবে। সপ্তম দণ্ডে উত্তরদিকে “যা যা” ধ্বনি হইলে অশুভবার্তা অর্থাৎ কোনরূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। অষ্টম দণ্ডে ঈশানকোণে “হা হা” ধ্বনি হইলে মরণবার্তা উপস্থিত হয়। নবম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ মন্তকোপরি “হা হা” ধ্বনি হইলে পূর্বপ্রার্থনাসিদ্ধি হয়। দশম দণ্ডে সম্মুখভাগে “আবা আবা” ধ্বনি হইলে, কোন শুভবার্তা উপস্থিত হয় অথবা প্রবাসযাত্রা ঘটে। একাদশ দণ্ডে অগ্নিকোণে “ভজ ভজ” ধ্বনি হইলে ছত্রলাভ হয়, দ্বাদশ দণ্ডে বায়ুকোণে “কা কা” ধ্বনি হইলে মহাহুঃখবার্তা উপস্থিত হয় অথবা সে দিবস অতিক্রমে অতিবাহিত হয়। ত্রয়োদশ দণ্ডে “কুয়া কুয়া” ধ্বনি হইলে যাত্রায় অমঙ্গল ঘটে। চতুর্দশ দণ্ডে উত্তরদিকে “কোব কোব” ধ্বনি হইলে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। পঞ্চদশ দণ্ডে ঈশানকোণে “যা যা” ধ্বনি হইলে মহাহুঃখবার্তা প্রকাশ করে। ষোড়শ দণ্ডে পূর্বদিকে “কোবা কোবা” ধ্বনি হইলে মিত্রলাভ হয়। সপ্তদশ দণ্ডে দক্ষিণদিকে “আয় আয়” ধ্বনি হইলে বহুহুঃখ উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ দণ্ডে বায়ুকোণে “খাবা খাবা” ধ্বনি হইলে মহৎকার্য্যাসিদ্ধি হয়। ঊনবিংশতি দণ্ডে পশ্চিমদিকে “মহ মহ” ধ্বনি হইলে প্রবাসগমন হয়। বিংশতি দণ্ডে উত্তরাভিমুখে “আয় আয়” ধ্বনি হইলে ভূমিলাভ হয়। একবিংশতি দণ্ডে দক্ষিণদিকে “উয় উয়” ধ্বনি হইলে শুভ। দ্বাবিংশতি দণ্ডে পূর্বদিকে “আকা আকা” ধ্বনি হইলে বস্ত্রলাভ হয়। ত্রয়োবিংশতি দণ্ডে অগ্নিকোণে “অঘর অঘর” ধ্বনি হইলে সর্বলাভ হয়। চতুর্বিংশতি দণ্ডে

দক্ষিণদিকে “ওয়া ওয়া” ধ্বনি হইলে মিথ্যাকলহ উপস্থিত হয়। পঞ্চ-
বিংশতি দণ্ডে নৈঋতকোণে “খায়ে গায়ে” ধ্বনি হইলে বিবিধ ভয় উপস্থিত
হয়। ষড়্বিংশতি দণ্ডে পশ্চিমদিকে “আহা আহা” ধ্বনি হইলে অর্ধলাভ
হয়। সপ্তবিংশতি দণ্ডে উত্তরদিকে “আকা আকা” ধ্বনি হইলে মহৎ
সুখলাভ হয়। অষ্টবিংশতি দণ্ডে ঈশানকোণে “সা সা” ধ্বনি হইলে
সুখলাভ হয়। উনত্রিংশদণ্ডে মন্তকোপরি “আকা আকা” ধ্বনি হইলে
সুখলাভ হয়। ত্রিংশদণ্ডে ভূমিতে বসিয়া “আবা আবা” ধ্বনি করিলে
কোনরূপ হঃখ উপস্থিত হয়।

স্বরভেদ

কাকমুখে “কা” শব্দ হইলে তাহা নিষ্ফল হয়, “ক ক” শব্দ হইলে
মিত্রলাভ হয়, “কা কা” শব্দ ব্যাঘাতকারক হয় এবং ‘কব’ শব্দ কেবল
কাকের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

কাকমুখে “কাকটা” শব্দ হইলে সেই দিবস আহারদোষ ঘটে ;
“টাকু টুকু” শব্দ হইলে যুদ্ধ বা বিবাদ উপস্থিত হয় এবং “কে কে”, “টাকু
টুকু”, “টিটিকী”—এই তিন শব্দ হইলে সমস্ত বাটীর বা গ্রামের অমঙ্গল
ঘটে। কাকমুখে ‘কা কা কে কে’ ধ্বনি হইলে মহা শুভফল হয় ; “কোগা”
ধ্বনি হইলে বাহনবিনাশ ও “কুরু কুরু” ধ্বনি হইলে হর্ষের কারণ হয়।

‘কব কব’ শব্দ হইলে আমিষভোজন, ‘কতি কতি’ শব্দে উপবাস-
সংঘটন, ‘খুরু খুরু’ শব্দে প্রবাস হইতে কাহারও আগমন এবং ‘শব শব’
শব্দে কোন ব্যক্তির মরণের কারণ হয়।

‘কর কর’ রবে কলহ, ‘কণ কণ’ রবে পীড়া, ‘কুলু কুলু’ রবে
শ্রিয়সমাগম ও ‘কট কট’ রবে দধিভোজন হয়।

যদি কোন সময়ে কাক শ্রমদৈন্যযুক্ত ও উৎসাহিত হইয়া অনবধানতা-
বশতঃ প্লুত্বস্বরে * সুদীর্ঘ ‘কা-১-১’ শব্দ উচ্চারণ করে, তবে তৎকালীন
সকল কার্য ধ্বংস হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কাকমুখে শব্দভেদে সকল
প্রকার ভাবী শুভাশুভ ফলের নির্ণয় করিতে পারেন। নিম্নে বিভিন্ন
প্রকার শব্দ ও তাহার ফল সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল ;—

শব্দ	ফল
ক ক	কল্যাণলাভ।
ক কঃ	রাঞ্জেপদ্মব।

একমাত্রো জবেদ্বস্বো দ্বিমাত্রো গুরুচ্যতে ।
ত্রিমাত্রস্ত প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনকার্দ্ধমাত্রকম্ ॥

শব্দ	ফল
করকং-করকং	বহুজনের সহিত সাক্ষাৎ ।
কেতং কেতং	রত্নহানি ।
করকো করকো	কলহ ।
কৌলো-কৌলো	নিষ্ফল বা ক্ষতি ।
কোয়ং-কোয়ং	রাজা বা প্রভুর বিনাশ ।
কেরং-কেরং	মৃত্যু ।
কুবল্ল কুবল্ল	মঙ্গললাভ ।
কঃকু কুং-কঃকুকং	পরদর্শন ।
ক্রেনং ক্রেনং	মিত্রনাশ ।
কুরুভং-কুরুভং	বিষাদ ও কলহ ।
কুরং-কুরং	পরার্থে মৃত্যু ।
কেচ্ছং-কেচ্ছং	স্বাস্থ্যহানি ।
কৈ-কৈ	সতীসমাগম ।
কুলুর-কুলুর	মৃত্যু ।
ক্রোং ক্রোং ক্রোং	দ্রবালাভ ।
কোং-কোং-কোং	চোরভয় ।
ক্রৌ-ক্রৌ	সুন্দরী নারীলাভ ।
কারং-কারং	স্ত্রী ও পুত্রবিনাশ
কুলং-কুলং	বধ ও বন্ধন ।
কোনই-কোই	জ্ঞানলাভ ।
ক্রোতং-ক্রোতং	বৃষ্টি ।
ক্রোং ক্রৌ ক্রৌ	মঙ্গল ।
কৈকং কৈকং	মিলন ।
কারং-কোর	সমৃদ্ধি ।
কুরুটং কুরুটং	নিরুপদ্রব ।
কুরুণু কুরুণু	লক্ষ্মীলাভ ।
কুল কুল	বন্ত্রলাভ ।
ককং কে-কৈকংকে	বন্ধুসমাগম ।
কাওয়-কাওয়া	প্রবাসীর আগমন ।

দিবাভাগে যে সময়ে কাক আপন মনে রব করিতে থাকে ও কোনরূপ নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে না, সেই সময়ে যদি রবি প্রকাশিত

ଧାକେ, ତବେ ଫଳପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାପତ୍ତିତମତେ ତାହା ହିତେ କଳ ସଂଗ୍ରହ କରିତେ ପାରେନ ।

(ଗଣନା)

କାକ ଯଦି ଡାକେ ଆପନ ମନେ, ଛାନ୍ନା ଯାପି କରିବେ ବିଶୁଣେ ।
 ସାତେ ହରିଲେ ଥାକେ ସେ, କାକେର ପ୍ରମାଣ କହେ ସେ ।
 'ଏକେ' ଭୋଜନ କରି, 'ଦୁଇ' ଜୀବନ ସଂହାରି,
 'ତିନେ' ସ୍ତ୍ରୀଯାତ୍ରା କର, ଚାରେ କଳହ-ଅନଳ ଜ୍ଞାଳାର ।
 'ପାଞ୍ଚ' ଯଦି ଥାକେ ତାମ୍ବ, ତବେ ଖୋସ-ଧବର ପାମ୍ବ,
 ଯଦି ଥାକେ ଶୁକ୍ତ 'ଛୟ', ତବେ କାକ ଆପନ ବୁଝି କର,
 ସମ୍ପାଦ୍ଧିପରିମିତ, ଛାନ୍ନା ଦ୍ଵିଶୁଣୀକୃତ ।

କାକ-ଯାତ୍ରା

ଯାତ୍ରାକାଳେ କାକଦର୍ଶନ ହିତେ ତାହାର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତାଦିଭେଦେ ଯାତ୍ରାର ମନ୍ତ୍ରଲାମନ୍ତ୍ର ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୟ, ସଂକ୍ଷେପେ ତଦ୍ଵିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିତେହେ ।

କୋନ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ଦେଶେ ନିକଟ ବା ଦୂରଯାତ୍ରାକାଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟେ କାକ ଦୃଷ୍ଟ ହୟ, ତବେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତାହାକେ ନମସ୍କାରପୂର୍ବକ ବଳି* (ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟାଦି ଅନ୍ନ) ପ୍ରଦାନ କରିୟା ଅଭୀଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିତେ କରିତେ ପ୍ରସ୍ତାନ କରିୟା ଥାକେନ । ଏରୂପ କରିଲେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ସୁସିଦ୍ଧ ହୟ କି ନା, ଆଧୁନିକ ଧର୍ମାଭିମାନୀ ନବ୍ୟସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିଲେହି ସହଜେ ଉପଲକ୍ଷି କରିତେ ପାରିବେନ ।

କାକ ଯଦି ମନୋହର ଧ୍ଵନି କରିତେ କରିତେ ବାମଦିକ୍ ହିତେ ଦକ୍ଷିଣଦିକେ ଗମନ କରେ, ତବେ ବୁଝିବେ ସେ, ଓଷଧାତ୍ରା ହିତେହେ ଏବଂ ସର୍ବାର୍ଥସିଦ୍ଧି କରିୟା ନିରାପଦେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ହିତେ ।

କାକ ଯଦି ସଂଧ୍ୟାକାଳେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିୟା ବାମଦିକେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୟ, ତବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଓ ନିରାପଦେ ପ୍ରତ୍ୟାଗତ ହିତେ ।

କାକ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣଦିକ୍ ହିତେ ବାମଦିକେ ଗିୟା ଶବ୍ଦ କରେ, ତବେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଆର ଯଦି ବାମଦିକ୍ ହିତେ ଦକ୍ଷିଣଦିକେ ଗିୟା ଶବ୍ଦ କରିତେ ଥାକେ, ତବେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟହି ପଶୁ ହିତେ ।

* ବଳି ଓ ନମସ୍କାରର ମନ୍ତ୍ର ସଂଧ୍ୟା—

“ଭୁକ୍ତ୍ୟା ବଳିଂ ପକ୍ଷିନ୍ଦୁ ମନ୍ତ୍ରପୁତ୍ରଂ ତଂ ପ୍ରାଣିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଣାଧିକବର୍ଷଲକ୍ଷ୍ମ ।

ଓଷ୍ଠେନ ଚ ଶ୍ରୀଂ ଡକ୍ଷେ ନମୋହିନ୍ତୁ ତୁଭ୍ୟଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତାମ୍ ସକ୍ଵଂପ୍ରଜାୟ ।”

যদি সহজ শব্দ করিতে করিতে কাক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে অথবা শব্দ করিয়া সম্মুখে যায় কিংবা চকু দ্বারা মন্তক, মুখ বা পদ কণ্ঠ্যন করে, তবে যাত্রায় অশীষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

জলপূর্ণ ঘট, নদীতট, কূপ, প্রানাদ, ধান্ধতুপ, হর্ম্যা, শব্দপূর্ণ ভূমি, তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র, হস্তী, অশ্ব বা ধ্বজের উপরে কাক দৃষ্ট হইলে যাত্রায় শুভ ফল হয়।

যদি কাকের মুখে অন্ন, মল ফুল, মূল বা দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রায় শুভফল ও বাহিতসিদ্ধি হয়।

যদি মনোহর অক্ষর পত্র, ফল, পুষ্প ও ছায়াশোভিত বৃক্ষের উপর বসিয়া যাত্রাকালে কাক মধুগ্রহণি করে, তবে যাত্রায় মনোরথ পূর্ণ হয়।

যদি কাকের মুখে সর্বদ তুণ দৃষ্ট হয় অথবা যদি দ্বাঙ্গ, যব, দধি বা স্নাতের প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাহাকে রব করিতে দেখা যায়, তবে যাত্রায় শুভ।

গোপৃষ্ঠ, গোময় বা দুর্গীক্ষেত্রে যদি কাক চকু ঘর্ষণ করিতেছে দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রিকের সেই দিবস অশ্রের আহারীয় জ্বাভক্ষণ হয়।

কাক শয্যা উপরে বসিয়া শাস্ত্ররব করিতেছে দৃষ্ট হইলে সেই যাত্রায় শাধুদর্শন হয়; পক্ষমৎ ববাহপৃষ্ঠে ঐরূপ দৃষ্ট হইলে অবশ্য লাভ হয়। এইরূপ মহিষপৃষ্ঠে মছোজর, শবোপরি মুণ্ডা, শূংগৃহোপরি কাথানাশ, শুককাঠে কলহ, রাসভপৃষ্ঠে শক্রভয় বা নিধন, শূকরপৃষ্ঠে বিনাশ, গজপৃষ্ঠে কলাগলাভ, গোপৃষ্ঠে রত্নলাভ এবং পৃষ্ঠভাগে বা বট কিংবা অপর গন্ধর বৃক্ষে ঐরূপ শাস্ত্র রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে দর্শিতসিদ্ধি হয়।

যাত্রাকালে কাক দক্ষিণভাগে শব্দ করিলে বা রব করিতে করিতে সম্মুখে আসিলে অথবা পৃষ্ঠভাগে বিপরীতগমন করিলে যে কোন কারণে সেই যাত্রায় রক্তপাত হয়। বামভাগে বিপরীতগমন করিলে যাত্রায় বিয় উপস্থিত হয় এবং গৃহে বসিয়া কিকিং লাভের সংঘটন হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে পূর্বা ৬ ঐশানকোণে এই উভয়নিকের মধ্যবর্তী স্থানে কাকদন্ডি হইলে ভাষায় অসঙ্গল ঘটে। যদি একপদে স্থিত হইয়া কাক চকু দ্বারা গাত্র বগুয়ন করিতে করিতে উচ্চরব করে এবং পরফণেই যাত্রিকের প্রতি নেত্রপাত করে, তবে সেই যাত্রায় যাত্রিকের কারণও হয় সন্দেহ নাই।

সাধারণ ফল।

অকস্মাৎ কতকগুলি কাক একত্র হইয়া শব্দ উৎপাদন করিলে স্থানীয়

দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়। যদি চক্রাকারে একত্র হয় ও শব্দ করে, তবে বিবিধ ভয় উপস্থিত হয়। যদি রাজিকালে কাকচক্র লক্ষিত হয় অর্থাৎ ঐরূপে বহুসংখ্যক কাক একত্র ভীষণ শব্দ করে, তবে নিশ্চিত সেই স্থানে মড়ক উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে কাকচক্র হইলে বৃষ্টি হয়, অগ্রকালে ভয়ের কারণ হয় এবং যে কোন কালে ধূলিবিলুপ্তিত কাক দৃষ্ট হইলে অনতিবিলম্বে জলবর্ষণ হয়।

মধ্যাহ্নে গৃহচূড়ে ভীষণ কাকধ্বনি হইলে গৃহস্থের তত্ত্ববভয় ও বিবিধ বিপদ উপস্থিত হয়। মুখে তৃণ লইয়া কাক রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে, নিশ্চিত অগ্নিভয় এবং পমন বা উপবেশন সময়ে সম্মুখে আসিয়া রব করিলে লাভ হয়, জলে বসিয়া রব করিলে বিশংপাত হয়, প্রস্তরে বসিয়া রব করিলে কার্যনাশ হয়। পমন ও উপবেশন যে কোন সময়ে দৃষ্ট হইলে উক্ত ফল ঘটয়া থাকে।

যদি রুধিরাতুলিপ্ত কাক ঘরদেশে উপস্থিত হয়, তবে বাটীর মধ্যে কোন শিশুদেহানের মৃত্যু ঘটিবে। যদি গৃহে বসিয়া কাক পক্ষ প্রকম্পিত করিতে করিতে রব করে, তবে নিশ্চিত অমঙ্গল হয়।

মন্ত্রসিদ্ধি, বাণিজ্য ও বিবাহাদি কাথাকালে কাক যদি অয়, বিষ্ঠা বা মাংস মুখে করিয়া রব করে, তবে নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ হয়।

মৈথুনরত কাক ও ধবল কাক এষ্ট উভয়ের দর্শনকে শাকুনশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত 'কাকোৎপাত' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন:—ইহাতে উদ্বেগ, বিদেহ, ভীতি, প্রবাসকষ্ট, আঘাত, ধনক্ষয়, ব্যাধি ও বিবিধ অভ্যাহিত উপস্থিত হইয়া থাকে। কাকোৎপাতদর্শন হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ তাহার শাস্ত্রবিধান করেন।

বর্ষ ফল।

শাকুন-শাস্ত্রবিদ জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাকের অবস্থান-স্থান দর্শন করিয়া সংবৎসরের ভাগী শুভাশুভ বিনির্নয় করিয়া থাকেন।

যদি বৈশাখমাসে নিরুণদ্রব তরুতে কাকের কুলায় (বাসা) নিম্নিত হয়, তবে সে বৎসর শুভপ্রদ হইবে। সন্ধ্যাক, শুক বা নিম্নিত বৃক্ষে কুলায় দৃষ্ট হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্বাদিগ-ভাগস্থিত স্তম্বর শাখায় কুলায় নিম্নিত হইলে, সেই বর্ষে প্রভূত পরিমাণে বান্নিবর্ষণ হয়, জীবগণ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে এবং সেই বর্ষে রাজা যত যুদ্ধেই ব্যাপৃত হন, সর্বত্র বিজয়লাভ হয়। যদি বৃক্ষের অগ্নিকোবর্তী কোন শাখায় কুলায় নিম্নায় হয়, তবে সেই বৎসর প্রচুর বান্নিবর্ষণ হয় অথচ দুর্ভিক্ষ,

কলহ, শক্রভয়, বিবিধ শকা ও চতুস্পদ জন্তুর রোগ সংঘটিত হয়। যদি দক্ষিণদিগবর্তী শাখায় কুলায় নিশ্চিত হয়, তবে বর্ষণ, পীড়া, মৃত্যু, শক্রবিরোধ ও ইত্যন্ততঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নৈর্ঋতকোণের শাখায় কুলায় হইলে বর্ষায় বর্ষণ, পীড়া, ভয়ভয়, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধসংঘটন হয়। পশ্চিমভাগস্থিত সম্পত্তি ও সর্কর আনন্দ পরিদৃষ্ট হয়। বায়ুকোণে হইলে মন্দ বর্ষণ, প্রবল পবন, মুষিকোপদ্রব, শস্তানাশ, উদ্বেগ ও শক্রবিরোধ ঘটে। উত্তরদিকে হইলে বর্ষায় আবশ্যিকমত বর্ষণ, স্থভিক্ষ-সঞ্চার, আরোগ্য ও আনন্দে বর্ষের অতিবাহন হয়। দৈশানকোণে হইলে অল্পবর্ষণ, শক্রবৃদ্ধি, প্রজাক্ষয়, বহুবিষাদ ও অবমানাদি সংঘটন হয়। বৃক্ষের অগ্রভাগে হইলে বর্ষায় প্রথমে প্রচুর বর্ষণ, মধ্যে মধ্যবিধ বর্ষণ ও শেষভাগে মন্দ বর্ষণ হইয়া থাকে এবং স্থপে দুঃপে বৎসরের অবমান হয়। যদি মুক্তিকায় কুলায় নিশ্চিত হয়, তবে অনারুণি ও রোগ : যদি শুক্রবৃক্ষে কুলায় নিশ্চিত হয়, তবে সমস্ত দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ ; যদি প্রাচীরগর্ভে কুলায় নিশ্চিত হয়, তবে বিবিধ ভয়ে এবং যদি মুক্তিকার নিয়ে, বৃক্ষাগহ্নরে, বাঙ্গীকমধ্যে বা লতা-শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কাকের কুলায় নির্মাণ হইতে দেখা যায়, তবে সেই বৎসরে বর্ষণদোষে বহুবিধ রোগ পীড়াভয় ও অনিয়মাদিতে প্রজাগণের বহুকষ্টভোগ হইয়া থাকে।

স্পন্দন-চরিত্র।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৃত্য অর্থাৎ স্পন্দন দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভ জ্ঞান অব-
ধারিত হয়। পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ-স্পন্দন ও নারীর বাম অঙ্গ-স্পন্দন শুভজনক
এবং পুরুষের বাম ও নারীর দক্ষিণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন অশুভজনক হইয়া
থাকে। নিম্নে সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক পৃথক ফল প্রকাশিত হইল।

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল।
মস্তকভাগ	রাজা বা রাজসম্মান।
কেশ	দেশক্ষয়।
ললাটদেশ	ঐশ্বর্য ও ভোগ।
ভ্রু	প্রিয়সঙ্গম।
দক্ষিণ-নেত্র	অর্থলাভ বা মিত্রদর্শন।
দক্ষিণনেত্রের নিম্নভাগ	ক্লেম ও পীড়া।
বামচক্ষু	অর্থহানি, কলহ, রাজভয়।

স্পন্দিত শ্রত্যক্ষ	ভাবী ফল ।
বামচক্ষুর উর্দ্ধভাগ	অর্থলাভ ।
মুদিত নেত্র	স্বথলাভ ।
অপাঙ্গ	নারীলাভ ।
অপাঙ্গপ্রান্ত	পীড়া ও রোগ ।
নেত্রের মধ্যভাগ	উদ্বেগ ও মৃত্যু ।
নাসিকা	মৃত্যু ও মাংসাতিক পীড়া ।
দক্ষিণনাসাপুট	গাত্রপীড়া
বামনাসাপুট	মৃত্যুসংবাদলাভ ।
ওষ্ঠ	উৎকণ্ঠভোজন ।
অধর	আকস্মিক বেদনা ।
জিহ্বা	বহুলাভ ।
তালু	কলহ ও লাভ ।
দক্ষিণকর্ণ	কুটুম্বলাভ, বিতাল্লাভ ও স্ত্রীলাভ
বামকর্ণ	শিরোবেদনা ।
উভয়কর্ণ	অর্থ ও ভূষ্টিলাভ
কর্ণপ্রান্ত	প্রিয়সংবাদলাভ ।
দক্ষিণকঙ্ক	সুবর্ণলাভ ।
বামকঙ্ক	যৎকাক্ষং লাভ ।
উভয়কঙ্ক	শিরশ্ছেদ ।
শিরা	বহুলাভ
কণ্ঠ	জরাতিসার ।
বক্ষঃস্থল	সর্কাদ্বে বেদনা ও জয়লাভ ;
পৃথদেশ	শূলরোগ ও পরাজয় ।
কপোল	রাজ্যহারদর্শন ।
স্তন	অর্থলাভ ।
বাহু	বহুস্নেহ
কৃক্ষি	প্রীতিলাভ ।
উদর	সৌভাগ্য ও পুত্রলাভ ।

দক্ষিণ-হস্ত	বলবৃদ্ধি ।
বাম-হস্ত	কলহ ।
অস্ত্র	ধনলাভ ।
স্পন্দিত প্রত্যাহ	ভাবী কল ।
জাহ্ন	শক্রর সহিত মিত্রতা ।
জন্ম	কুসংবাদপ্রাপ্তি ।
কটি	আমাশয়পীড়া ।
নাভি	দুঃস্বপ্নদর্শন ও স্থানচ্যুতি ।
নিতম্ব	শিরশ্ছেদ ।
শুভ	সৌখ্য ও দূরযাত্রা ।
একুলী	তিক্তদ্রব্যভোজন ।

ক্ষুৎ-পল্লী-জ্ঞান ।

ক্ষুৎ (হাঁচি) ও পল্লী (টিক্‌টিকি) এই উভয় হইতে যেরূপে ভাবী শুভাশুভ ফলের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহার সম্পূর্ণ সাফল্য হইবে, সন্দেহ নাই ।

কক্ষজনিত হাঁচি, শিশু বা বৃদ্ধের হাঁচি ও কৃত্রিম হাঁচি সর্বত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা হইতে শুভ বা অশুভ কিছুই নির্দ্ধারিত হয় না । শয়নকালে, জোজনসময়ে, উপবেশনসময়ে, দানকার্য্যে, বিবাহে, বিবাহে ও বস্ত্রপরিধানকালে যদি হাঁচি বা টিক্‌টিকিধ্বনি হয়, তবে তাহা শুভজনক হইবে । এতদ্ভিন্ন যে কোন কার্য্যকালে উক্তরূপ ধ্বনি হইলে নিশ্চয় তাহাতে অশুভ উপস্থিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়াত্র ও সংশয়ের বিষয় নাই । যাত্রাকালে উর্দ্ধভাগে ক্ষুৎ-পল্লী ধ্বনি হইলে ধনলাভ ও কাব্যসিদ্ধি হয় । পূর্কদিকে বা অগ্নিকোণে হইলে কোন জয়ের কারণ উপস্থিত হয় । দক্ষিণদিকে হইলে অগ্নিভয় ও কলহ ঘটে, পশ্চিমে হইলে মিত্রতা, উত্তরে হইলে সন্তান, বায়ুকোণে হইলে নববর ও সপ্তমুদ্রাব্যালাভ এবং ষ্ট্রশানে বা নৈঋতে হইলে রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয় । হাঁচি ও টিক্‌টিকি একত্রে ধ্বনিত হইলে সেই ব্যক্তির নাসীলাভ হইয়া থাকে ।

পূর্কদিকে সূর্যোদয়কালে টিক্‌টিকির শব্দ হইলে বাচ্ছভয়, এক প্রহরের সময় হইলে অগ্নিভয়, ত্রিপ্রহরের সময় হইলে দূতমুখে সংবাদলাভ এবং অপরাহ্নে বা সন্ধ্যার সময় হইলে কোনরূপে ধনাগম হয় । বাত্রিকালে প্রথম প্রহরে হইলে

ত্রয়লাভ, দ্বিতীয়প্রহরে অভিলষিতসিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে যুবতীলাভ ও চতুর্থ প্রহরে হইলে অর্থহানি হয়।

অগ্নিকোণে দিবার প্রথম প্রহরে হইলে যুত্বাসংবাদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মিষ্টায়লাভ, তৃতীয় প্রহরে হইলে অর্থলাভ, চতুর্থ প্রহরে ও শেষভাগে হইলে সুখলাভ হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে সৌখ্য, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে কোন আশ্চর্যদর্শন হইয়া থাকে।

দক্ষিণদিকে সূর্যোদয়কালে শুভকাৰ্যঘটনা, প্রথম প্রহরে বন্ধুসম্মিলন, দ্বিতীয় প্রহরে পশ্যজ্বা-প্রাপ্তি, তৃতীয় প্রহরে কোন ঐলোকের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে পঞ্চঐশকম হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে প্রবাসী বন্ধুর কুশলসংবাদ, দ্বিতীয় প্রহরে আত্মীয়জনের সহিত বিবাদ, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে মহাকলহ উপস্থিত হয়।

নৈঋত্বেকোণে, সূর্যোদয়কালে কাৰ্য্যসিদ্ধি, প্রথম প্রহরে কোন ব্রাহ্মণের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে প্রেরিত দূতের প্রত্যাবর্তন, তৃতীয় প্রহরে রত্নলাভ, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রহস্যশ্রবণ হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে পথিকের আগমন, দ্বিতীয় রক্তপাত, তৃতীয় যুত্বা বা সংশয় এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে পীড়া ও রোগ হয়।

পশ্চিমদিকে, প্রাতঃকালে আচার্য্যর আগমন, প্রথম প্রহরে শান্তিলাভ, দ্বিতীয় প্রহরে অর্থহানি, তৃতীয় প্রহরে কুমারীর আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রাজপ্রসাদলাভ হয়। রাত্রিকালে, প্রথম প্রহরে অগ্নিভয়, দ্বিতীয় প্রহরে রাজবার্তাশ্রবণ, তৃতীয় প্রহরে মহালাভ এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে শারীরিক অবসাদলাভ হইয়া থাকে।

বায়ুকোণে, প্রভাতে চোরবার্তা-শ্রবণ, প্রথম প্রহরে ভৃত্যের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে রাজা বা রাজতুল্যা মহাশক্তির আগমন ও দর্শন, তৃতীয় প্রহরে পণ্ডিতের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে বিষসংঘটন ও দূতের আগমন হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে সমৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে ইষ্টসিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে শুভবার্তালাভ ও চতুর্থ প্রহরে অভিলষিতসিদ্ধি ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

উত্তরদিকে, সূর্যোদয়কালে ধনাগম, প্রথম প্রহরে মিত্রাগমন, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে শ্রিয়বাক্তির আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে শ্রিয়সম্মিলন

হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে শিষ্টাগমন বা কলহ হয়, দ্বিতীয় প্রহরে জ্বালাভ, তৃতীয় প্রহরে তস্ববভয় এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে ঐশ্বর্যলাভ হয়।

দৈশানকোণে, প্রাতঃকালে মভীষ্টার্থলাভ, প্রথম প্রহরে আত্মীয়ের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে সমৃদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে কল্যায়মাগম হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে অর্থবৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে কল্যায়মাগম, তৃতীয় প্রহরে বিবিধ ভয় এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে ভয়ভয় ঘটনা উপস্থিত হয়।

উর্দ্ধভাগে সূর্যোদয়সময়ে সূর্য-পল্লী-ধ্বনি হইলে কোন বিশেষ শুভঘটনা উপস্থিত হয়।

জ্যোষ্ঠীপতন-সংবাদ

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর জ্যোষ্ঠী (টিকুটিকি) নিপতিত হয়, ইহা বোধ হয়, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা হইতে যে কোন অবশ্যাস্তাবী ঘটনাবিশেষের পূর্বাভাস সূচিত হইতে পারে, অধিকাংশ আধুনিক কৃতবিজ্ঞপণ বোধ হয় কুত্রাপি কেহই তাহা স্বীকার করেন না, অন্তরের অন্তঃকলে স্বীকার করিয়াও প্রকাশে তাহার মারবস্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করিয়া থাকেন। জ্যোষ্ঠী পতন-সংবাদ যে অভ্রান্ত, তাহার পরীক্ষা করিলেই সম্পূর্ণ সন্দয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং পূর্বকালেরও অপনোদন হইবে। জ্যোষ্ঠীপতন বামাজে হইলে শুভজনক ও দক্ষিণাজে হইলে অশুভপ্রদ হয়। বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

জ্যোষ্ঠীস্পৃষ্ট অঙ্গ	পূর্বাভাস-ফল।
মস্তক	সম্পদবৃদ্ধি।
হস্ত ও কপোল	ঐশ্বর্যলাভ।
কর্ণ	ভূষণলাভ।
নেত্র	মিত্রসাম্মিলন।
নাসা	সুগন্ধলাভ।
মুখ	মিথ্যায়ভোজন।
গলদেশ	দিকি ও সম্পদ।
স্তন	সৌভাগ্য।
বক্ষঃ	সৌখ্য।
পৃষ্ঠ	ভূমিলাভ।
পার্শ্ব	বন্ধুদর্শন।

কটি	বসনলাভ ।
শুভ	মৃত্যু ।
উন্ন	বাহনলাভ
জাহ্নু ও জঙ্ঘা	অর্থক্ষয় ।
পদ	ভ্রমণ ।

নরাস্কিত বা পতাকা ।

অভিলষিত বিষয়ের কল্পনা-সাধনকালে তৃতীয় ব্যক্তির আকস্মিক উক্তি-বিশেষের দ্বারা অন্তরে যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'নরাস্কিত' বা 'পতাকা' কহে : কেহ কেহ ইহাকেই 'দৈববাণী' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন ; যথা—

রমানাথ নামক কোন ব্যক্তি কালীনাথ নামক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গ্রামান্তরে যাত্রা করিতেছে ; কিন্তু মনে মনে ভাবনা হইতেছে যে, এক্ষণে সাক্ষাৎ হইবে কি না ?—এমন সময়ে চরিতদাস নামক কোন ব্যক্তি পথিমধ্যে ভোলা রজকের দোষ পাইয়া বস্ত্র পাওয়া যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে । ভোলা দূর হইতে উত্তর করিতেছে,—‘আজ পাবে না’ । এখানে রমানাথের অভিলষিত বিষয়—কালীনাথের সাক্ষাৎকারলাভ, আর তাহার সাধনা—গ্রামান্তরে যাত্রা যথার্থ দূরগমন, এই সময়েই তৃতীয় ব্যক্তি ভোলা রজকের “আজ পাবে না”—এই আকস্মিক উক্তি-বিশেষে রমানাথের অন্তরে দৈব প্রতিঘাত হইল ; যদি রমানাথ সাক্ষাতার্থ যাত্রা করে, কদাপি সাক্ষাৎলাভ হইবে না । এ স্থলে রমানাথের যথা যাত্রা স্থগিত রাখিয়া অপর কর্মে মনোনিবেশ করাই জ্যোতিষিক যুক্তি এবং ইহাকেই “নরাস্কিত” বা ‘পতাকা’ কহে । পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে “দৈববাণী” বলিয়া নির্দেশ করেন ।

শিবনাথ, পুলের সঙ্কটপীড়ায় যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতেছে, ‘পুল বক্ষা পাইবে কি না ?’—এমন সময়ে দূরে কে কাহাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে—“ভয় নাই, পাবে পাবে” । শিবনাথের পুল কখনই এ যোগে প্রাণত্যাগ করিবে না, ইহা এই অত্রাণ জ্যোতিষমতে নিশ্চিত নির্দিষ্ট হইল ।

পাঠকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ অল্প-রাসেই বক্ষ্যমাণ সহজসিদ্ধ জ্ঞান সমাধি উপলব্ধি করিতে পারিবেন । বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ প্রদত্ত হইল না ।

স্বপ্ন-সিদ্ধি

—o:~o —

যদি নৈববিধানে কোন মনঃকল্পিত অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি অসিদ্ধি, বা শুভাশুভ ফলের আভাষ দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে পশুস্ত তিথিযোগে বিশুদ্ধ ও পবিত্রাস্তঃকরণে অপ্রমত্তভাবে দিবা যতিবাহন করিবে, নিশামানে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে যথাকালে পবিত্র শয্যা গ্রহণ পূর্বক বিহিতপার্শ্বে সুখশয়নে শয়ান হইয়া ইষ্টমন্ত্রধানে নিদ্রিত হইবে। প্রাঃস্মরণীয় পুণ্যাস্ত্রা আর্ঘ্য-জ্যোতির্কিন্দু মূনিঋষিগণের দিবাবাক্য যদি ভ্রমবিমুক্ত হইত না হয়; তাহা হইলে প্রাগুক্ত স্মৃতি-যোগে অভিলষিত চিত্র প্রস্তুতি করিয়া অল্পতম অসামান্য কোন স্বপ্নের চিত্র আসিয়া জাতকের মনোনেত্রপটে সুস্পষ্ট প্রাতভাত হইবে, তাহাতে সংশয়ের বিষয় নাই।

— — —

ব্যক্তি-বিবেক।

ব্যক্তিবিশেষে স্বপ্নসিদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ ধাতু বা প্রকৃতি, তদনুরূপ স্বপ্নদর্শন হইলে অপিকাংশ স্থলেই তাহা স্বকাৰ্য্য হইয়া রাশিভেদে সর্বত্র স্বপ্নবলেব প্রকারভেদ হইয়া থাকে। বামিপিণ্ডিত ও চিক্কা-ক্লিষ্ট ব্যক্তির স্বপ্ন সর্বত্র বুঝা যায়। বাভিচার পরায়ণ, অসত্যসঙ্গ ও মনোমত্ত ব্যক্তির স্বপ্ন কুত্য়পি ফলপ্রদ নহে এবং অস্বাভাঃস্বাভিঃ, অতি কপটী, পল, লুক, মুগ্ধ, ক্রোধোন্মত্ত ও অহঙ্কৃত প্রভৃতি দুর্বল বা ব্যক্তিগণের স্বপ্নদর্শন অশাস্বিগর্ভ অমূলক চিত্তামাত্র; উহা সামান্য স্মৃতির বিকৃতি ভিন্ন অত কিছুমাত্রই প্রকাশ করে না; কচিং অতি প্রবল প্রতিকূল বিধানবিশেষের অসংযোগ ঘটিলে প্রাগুক্ত ক্ষেত্রেও ফল প্রকাশিত হয়।

পক্ষান্তরে, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অবস্থিত, সর্বদা সাধু, জিতেশ্লয়, ধর্মপ্রকৃতি, পবিত্র ও নিষ্ঠাবান্ তাহাদের পরিদৃষ্ট স্বপ্ন সর্বত্রই সিক হইয়া থাকে।

অবস্থা-বিবেক।

অবস্থাভেদে স্বপ্নের প্রকারভেদ হয়। অপবিত্র অবস্থায় থাকিলে বা অপবিত্র শযায় শয়ন করিলে নিশ্চয় চূঃস্বপ্নদর্শন হয়। অত্যন্ত শীতলতা ও উষ্ণতা

উপভোগ অথবা অযথা পানভোজন কিংবা মাদকসেবন করিয়া নিদ্রিত হইলে মন্ত্ৰীক্ষের বিকৃতিবলে যেক্রম স্বপ্নই পরিদৃষ্ট হউক না কেন, তাহা অকিঞ্চিংকর হয়। পুরুষ বামপার্শ্বে ও নারী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিয়া সুষুপ্তিগ্রস্ত হইলে তদবস্থায় স্বপ্ন সর্বত্রই নিফল হয়।

পক্ষান্তরে, যাহারা আত্ম প্রকৃতির অহুপামিনী অবস্থায় পাবত্র শয্যায়, বিহিত পার্শ্বে, সুশয়নে শুচি ও পাবত্র হইয়া নিদ্রিত হন, তাঁহাদিগের পরিদৃষ্ট স্বপ্ন সর্বত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষণ-বিবেক।

ক্ষণভেদে স্বপ্নফলের ফলভেদ হয়। প্রথম প্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সংবৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সাত মাস মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে হইলে তিন মাস মধ্যে এবং চতুর্থ প্রহরে বা প্রভাতে স্বপ্নদর্শন হইলে দশ দিনের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রভাতকালের স্বপ্ন সত্ত্ব ফলপ্রদান করে এবং দিবাস্বপ্ন সমধিক ফলপ্রদ হয়।

তিথি-বিবেক।

তিথিভেদে স্বপ্নের ফলভেদ হয়। তিথির সংখ্যাহুয়ারী ফল ও কাল সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল; যথা—

(১) বিলম্বে, (২) পরাস্বপ্নে অর্থাৎ নিজে হইলে অপরের ও অপরের হইলে নিজের, (৩) বিপরীত, (৪) দুইমাস হইতে বৎসরের মধ্যে, (৫) দুই মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে, (৬) সত্যফল, (৭) সত্যফল, (৮) সত্যফল, (৯) সত্যফল, (১০) সত্যফল, (১১) বিলম্বে, (১২) বিলম্বে, (১৩) মিথ্যাফল, (১৪) মিথ্যাফল, (১৫) সত্য ও নিশ্চিত ফল, (১৬) মিথ্যাফল, (১৭) বিলম্বে, (১৮) মিথ্যাফল, (১৯) সত্যফল, (২০) মিথ্যাফল, (২১) মিথ্যাফল, (২২) ঋচিং মিথ্যা, ঋচিং সত্য, (২৩) সত্যফল, (২৪) মিথ্যাফল, (২৫) সত্যফল (২৬) মিথ্যা ও ক্ষতি।

বস্তু-বিবেক।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমুদয় শুভবর্ণের পদার্থ শুভজনক ও প্রশস্ত; বজ্জিত—কার্পাস, তাম্র ও অস্থি। স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ—অশুভদায়ক ও অলক্ষণযুক্ত, বজ্জিত—গো, হস্তী, ব্রাহ্মণ ও দেবতা।

রাশি-বিবেক ।

রাশিভেদে মানবের পরিদৃষ্ট স্বপ্নদর্শন বিভিন্ন কল উৎপাদন করে । স্বপ্নচিহ্নে সংসারের যে যে বিষয়ের প্রাতিচ্ছায়া সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শ্রেণীবিহিত করিয়া রাশি অথবা ফলের সাহিত্য যথাক্রমে সহজে ও সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল :-

অ।৭৬ং—

মেঘের—কষ্ট, বুধের—বন্ধুসমাগম, মিত্বনের—অখলাভ, কৰ্কটের—বন্ধুদর্শন, সিংহের—বন্ধুবিক্ষেদ, কঙ্কার—আনন্দ, তুলার—প্রাপ্ত, বৃশ্চিকের—আত্মহুঃখ, ধনুর—আনন্দ, মকরের—বন্ধুবিক্ষেদ, কুস্তুর—ভ্রমণ এবং মানের—মিথ্যা স্বপ্ন ।

বস্ত্রাদি দর্শনে—

মেঘের—শুভ্রতা, বুধের—আনন্দ, মিত্বনের—শুভ্রতা, কৰ্কটের—স্বাস্থ্যলাভ, সিংহের—শক্রতা, কঙ্কার—অপমান, তুলার—ববাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পাড়া, মকরের—আত্মখলাভ, কুস্তুর—মানসিক পাড়া এবং মানের—শুভ্রতা ।

জল-দর্শনে—

মেঘের—কষ্ট, বুধের—ভয়, মিত্বনের—শুভ্রতা, কৰ্কটের—স্বাস্থ্যলাভ, সিংহের—শক্রতা, কঙ্কার—অপমান, তুলার—ববাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পাড়া, মকরের—অহুযোগ, কুস্তুর—শুভ্রতা, এবং মানের—পাড়া ।

জলমধ্যে জীবিত জন্তুদর্শনে—

মেঘের—ভয়, বুধের—বন্ধন, মিত্বনের—ধনলাভ, কৰ্কটের—মানসিক বহুশা, সিংহের—ভয়, কঙ্কার—ধনহানি, তুলার—আত্মায়নাশ, বৃশ্চিকের—জীবনাশকা, ধনুর—স্বসংবাদলাভ, মকরের—কষ্ট, কুস্তুর—পাড়া এবং মানের—শুভ্রতা ।

সৌভাগ্য-দর্শনে—

মেঘের—হুঃখ, বুধের—শয়ন, মিত্বনের—মান, কৰ্কটের—পাড়া, সিংহ ও কঙ্কার—হুঃখ, তুলার—শক্রভয়, বৃশ্চিকের—আরোগ্য, ধনুর—নববন্ধুলাভ, মকরের—মনের চাকল্য, কুস্তুর—সকলতা এবং মানের—শুভ্রতা ।

অট্টালিকাদিদর্শনে—

মেঘের—ভয়, বুধের—প্রবল কর্তৃক অত্যাচার, মিথুনের—কৃতি, কর্কটের—
ধন, সিংহের—ভ্রমণ, কন্টার—হুসংবাদ, তুলার—সফলতা, বৃশ্চিকের—অয়লাভ,
মকরের—চিত্তচাঞ্চল্য, কুস্তুর—সফলতা এবং মীনের—শুভতা।

সঙ্গীতে—

মেঘের—লাভ, বুধের—সৌভাগ্য, মিথুনের—ভ্রমণ, কর্কটের—অগ্নিষোণ,
সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্টার—জয়, তুলার—অপমান, বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনু-
—ফুরতা, মকরের—ধন, কুস্তুর—শুভতা এবং মীনের—সামান্য লাভ।

বন্ধুসমাগমে—

মেঘের—পুরস্কার, বুধ ও মিথুনের—শুভতা, কর্কটের—ধনবৃদ্ধি, সিংহের—
মহা হানি, কন্টার—অর্থলাভ, তুলার—ধীরতা, বৃশ্চিকের—ধনলাভ, ধনু-
—মান, মকরের—হুসংবাদ, কুস্তুর—ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের—বিলাসিতা।

স্বাম-পরিবর্তনে—

মেঘের—শকা, বুধের—স্বাস্থ্য, মিথুনের—সংবাদ, কর্কটের—বন্ধুহানি,
সিংহের—অতিখিলাভ ও আনন্দ, কন্টার—শত্রু, তুলার—কৃতি, বৃশ্চিকের—মান,
ধনু-—শুভতা, মকরের—ক্রোধ, কুস্তুর—বন্ধনভয়, মীনের—আশ্চর্য্য
সংবাদপ্রাপ্তি।

অগ্নিদর্শনে—

মেঘের—কষ্ট, বুধের—অতিখিলাভ, মিথুনের—ধনবৃদ্ধি, কর্কটের—পীড়া,
সিংহের—কৃতি, কন্টার—কষ্ট, তুলার—সংবাদলাভ, বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনু-
—সংবাদপ্রাপ্তি, মকরের—সংবাদ, কুস্তুর—চিত্তবিভ্রম, মীনের—মর্খাষাত।

অশ্বাদি আরোহণে—

মেঘের—মৃত্যু, বুধের—মান, মিথুনের—বন্ধুলাভ, কর্কটের—শুভতা,
সিংহের—দীর্ঘাযুঃ, কন্টার—বিবাদ, তুলার—সন্তানলাভ, বৃশ্চিকের—কষ্ট,
ধনু-—অশ্রুত্যা, মকরের—চৌর্য্য, কুস্তুর—অতিখিলাভ, মীনের—মৃত্যুবৎ
অবস্থা।

হত্যা-দর্শনে—

মেঘের—বিবাহ, বুধের—বন্ধুলাভ, মিথুনের—দুঃখভিগ্নি, কর্কটের—ধন, সিংহের—পীড়া, কন্টার—লাভ, তুলার—ধন, বৃশ্চিকের—পাপ, ধনুর—মৃত্যু, মকরের—পুরস্কার ও আনন্দ, কুস্তুর—শুভতা ও মৌনের—প্রাপ্তি।

শব্দদর্শনে—

মেঘের—ধন, বুধের—ক্ষতি, মিথুনের—সংবাদলাভ, কর্কটের—ক্রোধ, সিংহের—ধনলাভ, কন্টার—অতিখিলাভ, তুলার—আনন্দ, বৃশ্চিকের—মিথ্যাফল, ধনুর—সংবাদ, মৌনের—শুভতা।

ধনদর্শনে—

মেঘের—পীড়া, বুধের—কঠিন—স্বপ্ন, মিথুনের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের—অতিখিলাভ, সিংহের—ধন, কন্টার—প্রভাবণা, তুলার—শক্রনাশ, বৃশ্চিকের—চৌধ্য, ধনুর—মিথ্যাশ্রম, মকরের—আতিথ্য, কুস্তুর—জয়লাভ, মৌনের—আতিথ্য।

যুদ্ধাদি-দর্শনে—

মেঘের—অপমান, বুধের—জয়, মিথুনের—প্রেমলাভ, কর্কটের—উন্নতি, সিংহের—হিংসা, কন্টার—সংবাদ, তুলার—শত্রু, বৃশ্চিকের—কর্ম, ধনুর—খীলাভ, মকরের—সংবাদ, কুস্তুর—শক্রতা ও মৌনের—জয়লাভ।

পীড়াদি-দর্শনে—

মেঘের—অপমান, বুধের—জয়, মিথুনের—মীমাংসা, কর্কটের—অর্থহানি, সিংহের—পুরস্কার, কন্টার—ধন, তুলার—শক্রতা, বৃশ্চিকের—বিবাদ ও কলহ, ধনুর—পীড়া, মকরের—জয়, কুস্তুর—বহু আনন্দ ও মৌনের—লাভ।

ক্রন্দনে—

মেঘের—বিচ্ছেদ, বুধের—বন্ধুভয়, মিথুনের—আনন্দ, কর্কটের—বিবাদ, সিংহের—মান, কন্টার—সৌখ্য, তুলার—হর্ষ, বৃশ্চিকের—জমতা ও শপথ, ধনুর—ভয়, মকরের—বন্ধুনাশ, কুস্তুর—ভ্রমণ ও মৌনের—সংবাদলাভ।

ভয়ে—

মেঘের—কর্ষ, বুধের—বিবাদ, মিথুনের—মন্দবুদ্ধি, কর্কটের—সৌভাগ্য, সিংহের—পীড়া, কঙ্কার—ধনলাভ, তুলার—মিথ্যাফল, বৃশ্চিকের—মিথ্যাফল, ধনুর—সংবাদ, মকরের—কলহ, কুস্তুর—মনঃকষ্ট ও মীনের—অশ্রুপাত ।

মিত্র-মিলনে—

মেঘের—সংবাদ, বুধের—কলহ ও বিবাদ, মিথুনের—শঙ্কা, কর্কটের—আনন্দ, সিংহের—কুসংবাদ, কঙ্কার—কুসংবাদ, তুলার—পীড়া, বৃশ্চিকের—কুসংবাদ, ধনুর—সামান্য হর্ষ, মকরের—শুভতা, কুস্তুর—মিথ্যা, মীনের—মিথ্যাভয় ।

চন্দ্রনালিঙ্গনে—

মেঘের—কষ্ট, বুধের—মর্শাঘাত, মিথুনের—বন্ধুসমাগম, কর্কটের—শত্রু-সমাগম, সিংহের—উন্নতিলাভ, কঙ্কার—বিবাদ, তুলার—আতিথ্য, বৃশ্চিকের—হর্ষ, ধনুর—শ্রম, মকরের—সংবাদ, কুস্তুর—দুঃখ ও কষ্ট, মীনের—আনন্দ ।

দৈব-শক্তি ।

—:১:—

মনুষ্য সংসারে থাকিয়া বিজ্ঞা, ধন, মান ও প্রতিপত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু উপার্জন করিয়া থাকে, সাধারণ লোকে তাহাকেই মনুষ্যের চেষ্ঠা ও যত্নের ফল নির্দেশ করে বটে; কিন্তু সুস্মরণী বুদ্ধিমান মানবের অন্তরে সে কথা স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং পাইতেও পারে না। সত্য বটে, মনুষ্য নিশ্চেষ্ট থাকিলে কিরূপে জিয়ার মুখ দর্শন করিতে বা ফললাভের অধিকারী হইতে পারিবে? কিন্তু নৈবের অন্তুকূলতা বাতিরেকে ভাগ্যবান হইবার বা বর্ধ-ক্ষেত্রের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ব্যক্তি চিরকাল শাস্ত্রচর্চার জীবন যাপন করিলেন, হয় ত তাঁহার নাম পৃথিবী জগতে অজ্ঞাত रहিল, অর্থোপার্জন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও, তিনি তাহার পথ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক জন হয় ত উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন; কিন্তু পরিচয়ের গোরব প্রকাশ করিতে পারিলেন না, আর এক জন হয় ত ঘোর মূৰ্খ, লেখাপড়ার কোন ধার ধারে না, অধিকন্তু নীচবংশমুদ্রিত, সে ব্যক্তি অর্থপ্রভাবে সাধারণের নিকট অনায়াসে সুপরিচিত হইল; তাঁহার নাম, ধন ও প্রতিপত্তি দিগ্‌দিশে প্রথিত হইতে থাকিল। ইহার তাৎপর্য কি? সকলের এক লক্ষ্য হইলেও, কেহ সিদ্ধ, কেহ অলিঙ্গন হইতেছে কেন? ফল কথা, যে বিষয় কেবলমাত্র মনুষ্যের নিষ্কল্মষপ্রভাবে আয়ত্ত হইতে পারে, শাস্ত্রে ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহাই লৌকিক শক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। দেহ ও বুদ্ধিবলে যে কোন কার্য সমাহিত হয়, তৎসমস্তই মানবশক্তির কার্য। যাহার ফল ভোগ করা যায়, কিন্তু শক্তি লক্ষ্য হয় না, তাহাই “দৈব।” স্বীকার করি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্যই মনুষ্যের অমের সাক্ষ্য নিদর্শন; কিন্তু দৈব বা অদৃষ্টমূল ইহার অভ্যন্তরে গুঢ়ভাবে নিহিত रहিয়াছে। মানব যত কেন নিষ্কের সামর্থ্য ও চেষ্ঠা প্রকাশ করুক না, দৈবের অপরিবর্তনীয় শক্তি রোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। সময়ে কৃষি-কার্য, শিল্পাতরঙ্গ বা বাণিজ্যপ্রচলনের অস্তিত্ব হইল, কিন্তু ভোগকালে মানবকে ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় কেন? কাহার শক্তিতে এই অচিন্তনীয় ব্যাপার সমাহিত হইয়া থাকে? জিজ্ঞাসা করিলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কথায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়, যদিও উত্তরে কেহ অদৃষ্ট, কেহ ভাগ্য, কেহ বা নৈবের নাম নির্দেশ করেন শুনিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু আমরা নামভেদে এই একই শক্তিকে “দৈব” বলিয়া অবধারণা করি। যেমন ঈশ্বরের শক্তি কেহ “মায়ী”, কেহ ‘অবিজ্ঞা’, কেহ ‘ইচ্ছা’ প্রভৃতি নাম নির্দেশ করেন, কিন্তু ফলতর্থে তাহা এক, সেইরূপ ‘অদৃষ্ট’ ও ‘ভাগ্য’ প্রভৃতি কথার অবতারণা থাকিলেও তাহা দৈব হইতে পৃথক পদার্থ নহে।

দৈবের দয়া জগতে আবহমান জাজল্যমান। ইহার প্রভাবে নিরন্তর অতুলৈশ্বর্যভোগ এবং ঐশ্বর্যশালী পথের ভিখারী। যে ব্যক্তি ধনে কুবের-তুল্য, পদে ইন্দ্রসদৃশ, বিক্রমে যমোপম, তাঁহাকেও ইহার আক্রমণে অকস্মাৎ অকিঞ্চন ও নিশ্বেজ হইয়া অতের প্রসাদভোগী হইতে হয়। যাহাকে আমরা বিপুল স্বর্থের অধিকারী মনে করি, দৈবোত্তর অশুকুলতানা থাকিলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাদের বিহারভূমি ও অশান্তির নিকেতন; বরং পীড়িতের সূচিক্রিয়ায় পীড়ার উপশম ঘটতে পারে, কিন্তু দৈবের ভয়ানক ব্যাপার। যৌবনে জরা এবং জীবিতাবস্থায় নিষ্কর্জীবনশা, ইহারই আধিপত্যের পরিচায়ক। বলিতে কি, ইহার শক্তি অসীম ও আশ্চর্য। প্রজা যেরূপ রাজার অধুগত ও বাধ্য থাকিলে তাহার আপদ-বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, রাজার রোধ ও মন্তোষে যেরূপ প্রজার স্বথ-দুঃখ ঘটিয়া থাকে, দৈবের সহিত মনুষ্যের সেই প্রকার সম্বন্ধ। যেরূপ উচ্চতর রাজকর্মচারিগণ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে কায্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্বরাজ্যের রাজা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে গ্রহদেবতাগণ প্রাদুর্ভূত আছেন। জীবের শাসনকাণ্ডেই তাঁহারা নিযুক্ত। যিনি না বুঝিয়া গ্রহদেবতাকে বিরুদ্ধ বা জুর করিয়া তুলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। আধি, ব্যাধি, বিপদ, মনস্তাপ, দুঃখিত্য, দুঃখপ্ন, অর্থনাশ প্রভৃতি সমস্ত কায্যই গ্রহদেবতাদিগের অপ্রসন্নতায় ঘটিয়া থাকে। উপহার, শুভংগত, প্রার্থনা, পূজা ও সর্কৃতোভাবে আত্মগত্য-প্রদর্শনে যেরূপ নিবাহ প্রজাপুঞ্জ রাজদৃষ্টির প্রসাদ পাইয়া থাকে, জীবও সেইরূপ দৈবের অননুকম্পায় আবদ্ধ ও গ্রহদেবতাগণের প্রসন্নতায় নিরুপদ্রব, দুঃখ, শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। গ্রহশব্দের অর্থ অভিধান দ্বারা বলিয়া দিউন না, আমরা বলি, আমরাদিগকে গ্রহণ অর্থাৎ আক্রমণ করেন বলিয়া উঁহাদের ঐ নামের সৃষ্টি। চক্রের গতি যে প্রকার অর্থাৎ উঁহা যেরূপ এক চিহ্নের পর পর্দায়ক্রমে অন্য চিহ্নে পদার্পণ করে, নরের ভাগ্যে অদৃষ্ট-চক্র সেইরূপ নিয়ন্ত ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে এবং তাহাতেই স্বথ-দুঃখ-সম্বন্ধন হইতেছে।

অম্বতে কাহার অরুচি হয়? কে না মুখভোগের বাসনা করে? কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, চেষ্টা করিলেও লোকে নানাপ্রকার দুর্গতি ও কষ্ট ভোগ করে, ইহার কারণ কি? যিনি যাহা বলুন, দৈবের বিরুদ্ধতা বা গ্রহের অপপ্রভাই ইহার মূল। যদি তাহা না হইবে সাধারণের কথা বলিতেছি না), তবে রাজা শ্রীবৎস, পরমজ্ঞানী নল, ধর্মবীর যুধিষ্ঠির, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের একরূপ অবস্থান্তর ঘটবার কারণ কি? কাহার আদেশে, কাহার বশে এবং কাহার নিয়মে একরূপ অক্ষতপূর্ব্ব অতুতপূর্ব্ব ঘোর ব্যাপার সংসাধিত হইল? “ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন দৈবমনুরূধ্যতে” এই মহাবাক্য কি তাহার কারণ বা প্রমাণ নহে? যাহা ইউক, গ্রহের নিগ্রহে নিত্য যে সকল ফলভোগ করিতে হয়, তাহার বিস্মৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই; সংক্ষেপে কিরূপে তাহাদিগকে শাস্ত রাখিয়া সুফল পাইতে পারা যায় এবং কোন্ গ্রহ বিরোধী হইলে কি অশুভ ঘটে, তদ্বিবরণসহ গ্রহকে ঋণের উপায়গুলি এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

গ্রহদোষশাস্তির জন্ত যে সকল উপায় বিহিত আছে, তাহার মধ্যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নবগ্রহের উদ্দেশে স্তবস্ততি ও প্রণামকরণই সংক্ষিপ্ত উপায়। নিম্নে তাহা পরিদর্শিত হইল :—

রবির উদ্দেশে

জ্বাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্রাতারিঃ সর্ব্বপাপনং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥ ১ ॥

সোমের উদ্দেশে

দিব্যশঙ্খভূষাভাং ক্ষীরোদার্ববসন্তবম্ ।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শক্তোর্মুকুটভূষণম্ ॥ ২ ॥

মঙ্গলের উদ্দেশে

ধরণীগর্ভসঙ্কৃতং বিদ্যাপুঞ্জসমপ্রভম্ ।
কুমারং শক্তিহস্তকং লোহিতাকং নমামাহব্ ॥ ৩ ॥

বুধের উদ্দেশে

প্রিয়ঙ্কলিকাক্ষামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্ ।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেভং নমামি শশিনঃ স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥

জ্যোতিষ-রহস্যকর

বৃহস্পতির উদ্দেশে

দেবতানাম্বীণাকু গুরুং কনকসন্নিভম্ ।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫ ॥

শুক্রের উদ্দেশে

হিমকুন্দমৃগালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্ ।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

শনির উদ্দেশে

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসুতং মহাগ্রহম্ ।
ছায়াম্মা গর্ভসজ্জুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ ॥

রাহুর উদ্দেশে

অর্ধকামং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিষর্দকম্ ।
সিংহিকায়্যাঃ সুতং রৌদ্রং তং রাজং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ ॥

কেতুর উদ্দেশে

পলালধুমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিষর্দকম্ ।
রৌদ্রং রুদ্রাশ্বকং কুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

গ্রহবিরুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

- রবি—স্থানত্যাগ, ভয়, মানকর, দৈন্ত ও পীড়া ইত্যাদি ।
সোম—অর্থনাশ, ক্রোধজনক পীড়া, কুক্কিরোগ, কার্যধ্বংস ।
মঙ্গল—শত্রুবৃদ্ধি, ধননাশ, শরীরপীড়া, রক্তবিকৃতি ও ভূমিনাশ ।
বুধ—বন্ধুনাশ, রোগ, অর্থক্ষয়, বুদ্ধিবিলয় ও পরমামুর্হাস ।
বৃহস্পতি—বন্ধুবিচ্ছেদ, পীড়া, মানহানি ও অধর্মে মতি ।
শুক্র—শত্রুবৃদ্ধি, শোক, ধনহানি, ম্লানি ও অবমাননা ।
শনি—ধনমানহানি, স্থানত্যাগ, মনঃকষ্ট, শত্রুবৃদ্ধি ও সঙ্কিতার্থক্ষয় ।
রাহু—অর্থহানি, রিপুভয়, কার্যহানি, রোগ ও মৃত্যুভয় ।
কেতু—অর্থহানি, রিপুভয়, কার্যহানি, রোগ ও মৃত্যু ।

গ্রহবিরুদ্ধে এই সকল ফল ফলে । যদি জীবের জন্মকালে গ্রহদেবতার
এতদ্বন্ধি থাকে, তাহা হইলে অন্তত ফলের আধিক্য ঘটে না । এতদ্বন্ধি

স্থানবিশেষে গ্রহগণ শুভ থাকিলে শুভফলপ্রাপ্তি ঘটে, অশুভ থাকিলে অনিষ্টের কারণ হয়।

গ্রহদেবতার উদ্দেশে নির্দিষ্ট দান, গ্রহযোগ, জপ, ধার্ম্য দ্রব্য ঝাণিক্যাদি ও নির্দিষ্ট কবচ অস্ত্রে ধারণ ও মানীয় দ্রব্যে স্নান করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গ্রহদোষশান্তির জন্য সংক্ষেপে দান-সামগ্রীর বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

রবি—ধেনু, রক্তবর্ণ প্রবাল ও তাম্র।

সোম—শ্বেতবর্ণ রক্ততথু ও ক্ষীরপূরিত শঙ্খ।

মঙ্গল—রক্তবস্ত্র, প্রবাল, বৃষ, মসুর ও তাম্র।

বুধ—কুঙ্কুমবাসিত বস্ত্র, যজ্ঞমূত্র, কাঞ্চন, অশ্ব ও যজ্ঞোপবীত।

বৃহস্পতি—চিনি, দারুহরিদ্রা, খোটক, হলুদবর্ণ ধাতু, হলুদবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পরাগমণি, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণ।

শুক্র—শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, স্বর্ণ ও মুক্তা।

শনি—কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণগাভী, কৃষ্ণকঙ্কল, মহিষ, শুদ্ধলৌহ (শতপল) চামর ও চন্দন।

রাহু—গোমেদ রক্ত, খোটক, নীলবস্ত্র, কঙ্কল, তিল, লৌহ-পাত্রস্থ তিল-তৈল।

কেতু—ধূস্রবস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

সামলবচনে দানবিধি এইরূপ। মতান্তরে, দানব্যবস্থার ভিন্নতাও ঘটে হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত দৈবশক্তির পক্ষে “সন্তায়ন” একটি উপায়বিশেষ। যে কার্যের অনুষ্ঠানে যত্ন অর্থাৎ মঙ্গললাভ ঘটে, তাহার নাম “সন্তায়ন”। সন্তায়ন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে শিবসন্তায়ন, পঞ্চাঙ্গ সন্তায়ন, বিষ্ণুর উদ্দেশে জপ ও তুলসী দান, দুর্গানাম জপ ও সংকল্পিত চণ্ডীপাঠ প্রমুখ। দুর্ভিক্ষ, ঘোর উপদ্রব, দাবান্নিভীতি, অরণ্যবাস, বহুনাশহা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মারীভয়, দুঃস্বপ্নদর্শন, জলনিমজ্জন, অগ্নিদাহ, সর্পভয়, ব্যাত্রবিভীতিকা প্রভৃতি সমস্ত আপদ-বিপদ-নিবারণ চণ্ডীপাঠের ফলশ্রুতিতে প্রকাশ আছে।* পবিত্রভাবে, পবিত্রাচারে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত উপযুক্ত লোক দ্বারা এই সকল কার্য্য সমাধা করিলে অনেক দুর্গতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। মার্কণ্ডপুরাণে দুর্গানাম-

* “পবনং সন্তায়নং হি, তৎ।” . . মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

জন ও চণ্ডীপাঠই প্রধান সন্তান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তবে বর্তমানে একরূপ অনুষ্ঠানেও লোক সেরূপ ফল প্রাপ্ত করেন না, লোকের অবিদ্যালী হ্রদয়, প্রণালীবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান ও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা কার্য্য না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

অভয়

সংসার বিভীষিকা-ক্ষেত্র ও আপদবিপদের স্থান। মনুষ্যের আহাৰ, বিহার, শয়ন, স্বপ্ন প্রভৃতি বাবতীয় কার্য্য ও চেষ্টা ভয়ের অনুগত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইতে পারে যে, যেখানে ভয়ের বিদ্যমানতা নাই, একরূপ স্থান দৃষ্ট হয় না। অস্ত্র কথা কি, দেহীর দেহ ও মন পর্য্যন্ত ভয়ের অধীন। যদি সংসার একরূপ ভয়সঙ্কুল হইল, তবে জীবের ভাগ্যে কিরূপে 'অভয়' ঘটতে পারে এবং সে অভয় কাহাকে বলে, অনেকে এ প্রশ্ন করিতে পারেন। বাস্তবিক অনেকের একরূপ প্রশ্ন করিবারও কথা। উত্তরে বলা যাইতেছে যে, আমাদের গৃহে বাহিরে শত্রুর অভাব নাই। একদিকে শরীরে ইঞ্জিয়, অন্তরে বাসনা, অস্ত্র দিকে ছায়াভাবে গ্রহদেবতার আক্রমণ; সুতরাং এই বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বদা সতর্ক ও স্থিরদৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন। যে যে উপায়ে আমাদের সকল প্রকার ভয় বিদূরিত হয় এবং আমরা অভয়ের মুখ দেখিতে পাই, সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু শাস্ত্রে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুর্নিমা অমাবস্যা পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য যে সকল দ্রব্যভোজনের ব্যবহার ও নিষিদ্ধ দ্রব্য বর্জননের বিধি দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অল্পত প্রকার বুদ্ধিপূর্ণ। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা পূজ্যপাদ ঋষিগণ আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মকর্মেদের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ এক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহাতে রুচি থাকে না, অরুচিনিবন্ধন মনে বিকারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশেষতঃ নদীর জোয়ার-ভাটার স্থায় দেহীর দেহ কখনও শুষ্ক, কখনও বা সরস হইয়া থাকে; সুতরাং সে সময়ে নিষিদ্ধ ভোজ্য গ্রহণ করিলে নীড়া প্রকাশ পায়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ আহার সম্বন্ধে যে রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অবৈজ্ঞানিক মনে করা বাতুলের কার্য্য।

নিবিদ্ধ ভোজন

প্রতিপদে কুম্ভাণ্ড, দ্বিতীরার ছোট বার্তাকু, তৃতীরার পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিষ্ণু, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে ভাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁড়িকা, ত্রয়োদশীতে মাষকলাস, অমাবস্তা বা পূর্ণিমাতে মংগুমাংস ভোজন নিবেদ। ধনহানি, ধর্মহানি, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির শাসনভঙ্গ শাস্ত্রে কল্পিত আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা, ধর্মসংকল্প ও অভয়প্রাপ্তি।

আচার

ধর্ম আচারের অন্তর্গত। মানব সদাচারপরায়ণ হইলে পবিত্রতা, বলবৃদ্ধি ও ধর্মলাভ ঘটিল্পা থাকে। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে শয্যাভ্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, স্নান, দেবার্চনা, পবিত্র ভোজন, এইগুলিই আচারের অধীন। বর্তমান অবস্থায় অনেকের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও যে দীর্ঘজীবী দেখা যায়, সদাচার ও পবিত্র ভোজনই তাহার কারণ। স্নেহাচারভোজী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত ও অজ্ঞান্যুঃ হইতে দেখা যায়। আচারবিহীনতা ও ধর্মপরিভ্যাগই রোগের মূল কারণ। বিবেচনা করিল্পা দেখিলে এক্ষণে রুগ্ন ব্যক্তিগণ সর্বদাই ভয়ানক।

কবচ

যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সময়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের শরীর কখনও ক্ষয়, কখনও বৃদ্ধি ও কখনও বা সমভাবে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রুগ্নাবস্থায় শরীর শীর্ণ হইলে যে রূপ বলকারক ঔষধ সেবনের প্রয়োজন, সেইরূপ রোগবশতঃ বা গ্রহপীড়ার আক্রমণ হেতু বলক্ষয়, মানসিক গ্লানি, পক্ষাঘাতাদি রোগপ্রকাশ, উন্মাদ, অপস্মার ইত্যাদি ঘটিলে কবচধারণে বিশেষ উপকার ঘটে। পূর্বকালে ইহার মহিমা অবগত হইয়া সাধারণ লোক কবচ ধারণ করিতেন, বর্তমানে নবাসম্প্রদায় ততদিন পর্যন্ত ইহার মর্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, বর্ত-দিন পর্যন্ত কলিকাতার “মেডিকেল কলেজের” খ্যাতনামা ডাক্তার ব্যাক্সমারীয়া ষাটুদ্রব্যধারণের উপকারিতা না বুকাইয়া দিয়াছেন।

কবচ অনেক প্রকার; শুদ্ধধো রাস, ব্রহ্ম, বৃসিংহ, দুর্গা, কালিকা, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণু, বংশ—এই কয়েকটি কবচই সমধিক প্রসিদ্ধ ও ব্যৱহৃত; জম্বিকামণ কবচই উল্লেখ্য, তবে পৌরাণিকও দেখা যায়। প্রত্যেক কবচের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রপ্রকার; তবে মানসিক গ্লানিনিবারণ, দুঃখিত-বাহু-

প্রশমন, শক্রভয়বিনাশন, গ্রহপীড়া-শান্তি, পাপপ্রশমন প্রভৃতিই অনেক কবচের উদ্দেশ্য। যদি বীজমন্ত্র উদ্ধার করিয়া পুরস্চরণপূর্বক কবচ ধারণ করা হয়, অত্যাচার—সুরাপান, অন্দের উচ্ছিষ্টগ্রহণ, বেষ্ঠাভিগমন প্রভৃতি পাতিত্যজনক কার্য না ঘটে, তাহা হইলে ইহার ফল পাইতেই হইবে। বাস্তবিক, মথানিয়মে কবচ ধারণ করিলে কোন ভয় থাকে না। কবচ ধারণের ঞায় নিত্য কবচপাঠেও উপকারিতা দেখা যায়।

রত্নধারণ

কবচধারণ দ্বারা শরীর সুরক্ষিত হইলে যেরূপ কোন ভয় থাকে না, তাহার ঞায় রত্নাদিধারণেও দেহীর বিশেষ উপকার ঘটিয়া থাকে। নক্ষত্র-বিশেষে রত্নধারণ করা অতিশয় প্রশস্ত ও উপকারী।

বিহিত নক্ষত্রে রত্নধারণের ব্যবস্থা।

অশ্বিনী, রেবতী, ধনিষ্ঠা এবং হস্তাদি করিয়া পাঁচটি নক্ষত্রে শম্ভু, বিক্রম ও মুক্তাদি ধারণ করিলে কোন ভয় থাকে না।

গ্রহবিরুদ্ধে রত্নধারণের-কথা

যদি রবি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নীল বৈদূর্য্যধারণে রবিদোষ প্রশমিত হয়। চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলে নীল, মঙ্গলে মাণিকা, বুধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে হীরক, শনিতে ইন্দ্রনীল, রাহুতে গোমেদ, কেতুতে মরকত ধারণ করিতে হয়। *

যেরূপ রত্নধারণে গ্রহপীড়া প্রশমিত হয়, সেইরূপ ঘর্নাদি ষাটুধারণেও গ্রহভয় থাকে না। যে যে গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে যে যে পদার্থ ধারণে ভয় থাকে না, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :

রবি বিরুদ্ধ হইলে বাহুতে তাম্র ধারণ করিতে হয়। সোম বিরুদ্ধ হইলে শম্ভু, মঙ্গল বিরুদ্ধ হইলে বিক্রম, বুধগ্রহ বিরুদ্ধে কাঞ্চন, বৃহস্পতি বিরুদ্ধে রজত, শনি বিরুদ্ধে ত্রপু অর্থাৎ সীসক, কেতু বিরুদ্ধ হইলে লৌহ এবং রাহুবিরুদ্ধে রাজপট্ট ধারণ করিতে হয়।

গ্রহ-শান্তি

গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে তাহার শান্তির পক্ষে যে সকল উপায় আছে, গ্রহ-

* বৈদূর্য্য ধারণে সূর্য্যে নীলক মুগলাহনে। আবনেয়েহপি মাণিক্য পদ্মরাগ শশাঙ্কে। গুরৌ মুক্তাং ভূগৌ বজ্রমিঞ্জনীলং শনৈশ্চরে। রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা ॥ ইতি দীপিকা।

হোম তাহাদের অশুভম। প্রত্যেক গ্রহের শান্তি করিতে হইলে পৃথক্ পৃথক্ সমিধ দ্বারা হোম করিতে হয়। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল : *

রবিবিরুদ্ধে অর্ক(আকন্দ)সমিধ দ্বারা হোম করিতে হয়। চন্দ্র-বিরুদ্ধে পলাশসমিধ। মঙ্গলবিরুদ্ধে খদিরসমিধ। বৃষবিরুদ্ধে অপামার্গ (আপাং)। বৃহস্পতিবিরুদ্ধে পিঙ্গল। শনিবিরুদ্ধে শমী (শাঁই)। রাহুবিরুদ্ধে দুর্বা। কেতুবিরুদ্ধে কুশ।

গ্রহদেবতার উদ্দেশে যে হোমবিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা হাজার আট, শত অষ্ট বা অষ্টাবিংশতি। যদি অবশ্যক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম না ঘটে, তাহা হইলে সর্বশেষ অষ্টাবিংশতি আহুতি দিতে হয়। প্রত্যেক সমিধ মধু এবং ঘৃতাক্ত করিয়া দিবার নিয়ম।

রবি	বিরুদ্ধে	ধেনু	দক্ষিণা
চন্দ্র	"	শঙ্খ	"
মঙ্গল	"	বৃষ	"
বৃষ	"	মর্গ	"
বৃহস্পতি	"	পীতবস্ত্র	"
শুক্ল	"	শ্বেতাশ্ব	"
শনি	"	কৃষ্ণা গাভী	"
রাহু	"	লৌহ	"
কেতু	"	ছাগ	"

আবাস

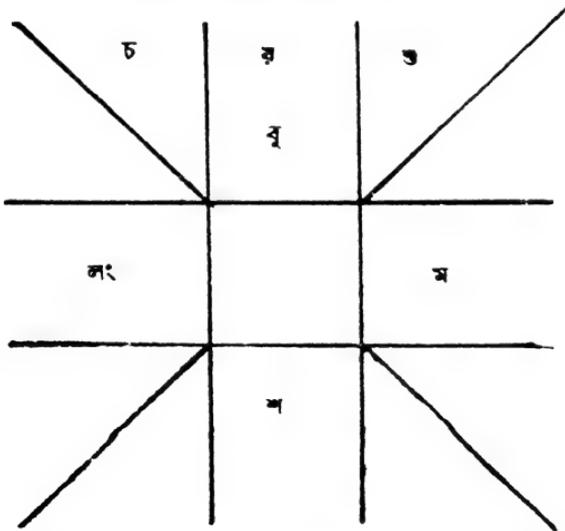
যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মার্জিত, সে কখন আপনার বাসভূমি মলিন রাখে না, মালিন্যতাগই চিন্তাশক্তির প্রধান উপায় ও অভয়ের হেতু। দেহগৃহ যে এতদূর পবিত্র, এতদূর শান্তি-নিকেতন, তাহার কারণ কি? বাইরে ধূপ-ধূনা প্রভৃতির আয়োজন, অন্তর ভক্তিরসে পরিপ্লুত। এই জগৎ লক্ষ্মীমান, দীর্ঘায়ুঃ, বলিষ্ঠ, বিত্ত্বচেতা হইবার পক্ষে বাসগৃহে সন্মার্জনের ব্যবস্থা দেখা যায়। দেহ পরিষ্কার, গৃহ পরিষ্কার, শয্যা পরিষ্কার, বাক্ পরিষ্কার ও মন পরিষ্কার রাখিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না।

* অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্রুপামার্গোহথ পিঙ্গলঃ।

উত্থরঃ শমী দুর্বা কুশান্ত সমিধঃ ক্রমাৎ ॥" ইতি শুদ্ধীপিকা।

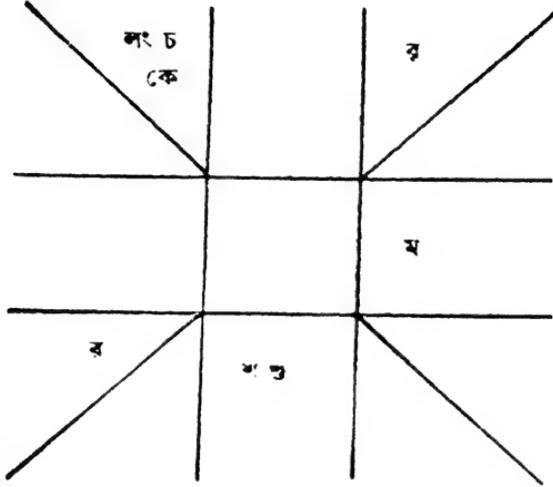
ফল কথা, যে গৃহে সাধ্যমত দানধর্ম, যেখানে অতিথিপূজা, যেখানে পতিভ্রতা, যেখানে লক্ষ্মীর কৃপা, সেখানকার কথা আর বলিতে হইবে না। যদি আশ্রমে থাকিলে আশ্রমীর ধর্মপালন করা হয়, যদি পাপের কুহকিনী শক্তিকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়, যদি মৃত্যুর জগ্গ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। ঘটে, যদি রিপুদল স্বপ্রভাব-প্রকাশে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জীবকে আর ভয়ের মুখ দেখিতে হয় না। যদি ক্রমাসিদ্ধি, জপ-সিদ্ধি, যোগসিদ্ধির সামর্থ্য ঘটে, তাহা হইলে এই সংসার আনন্দধাম হইয়া উঠে। জীব যদি সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে, ইঞ্জির উপর কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কি দেহ, কি গৃহ, কোন স্থানেই কোন ভয় থাকে না। যেখানে ধর্মের সমাদর, অতিথির সমাদর, সত্যের সমাদর, সেখানে কোন বস্তুরই অভাব থাকে না, ইহা এক প্রকার প্রমাণিক বাক্য।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা



পঞ্চগ্রহ তুলী থাকার রামচন্দ্র অষ্টমীর রাজা হইরাছিলেন। সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকার স্ত্রী-সুখ ঘটে নাই এবং রাজ্য কর্তৃক বনপন্থন ঘটনা-ছিল। এরূপ অসাধারণ গ্রহসন্নিবেশ ভগবানেরই সম্ভব, মানবের নহে।

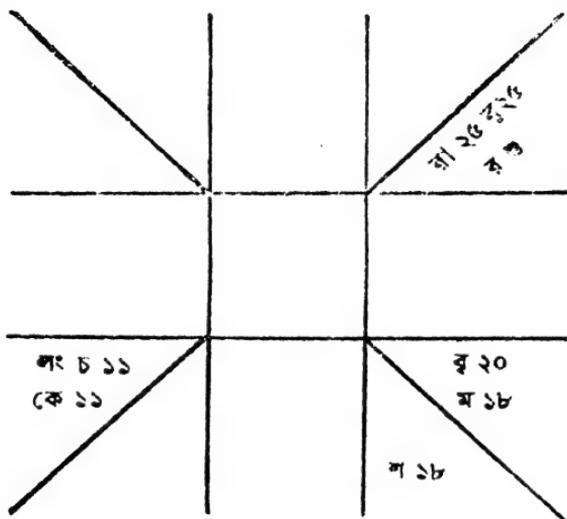
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা



উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌমচাশ্রিশনয়ো লগ্নঃ বুধো লাভগো
 জীবঃ সিংহতুলাদিসু ক্রমবশাৎ পুষোলনোরাহবঃ ।
 নৈশীথঃ সময়োঃস্টমী বুধদিনঃ ব্রহ্মক্ষমত্র ক্ষণে
 শ্রীকৃষ্ণাভিষমস্থজৈক্ষণমভূদাবিঃ পরঃ ব্রহ্ম তৎ ॥

জন্মকালে তিন গ্রহ তুঙ্গী এবং চারিটি গ্রহ খনক্ষত্রগত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র
 পূর্ণাবতাররূপে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।

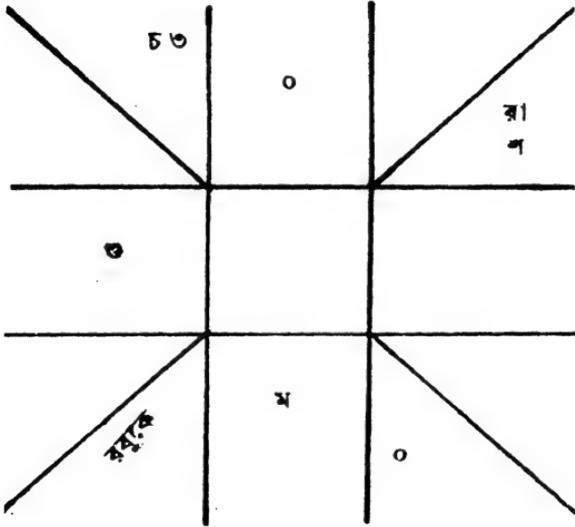
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-পত্রিকা



বু এবং ম একত্রে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকায় তিনি তাঁহার সমকালীন-
পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাত ও পূজ্য প্রেমাভতাররূপে
জীবনিকা-দাতা ।

৮পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের জন্ম-পত্রিকা

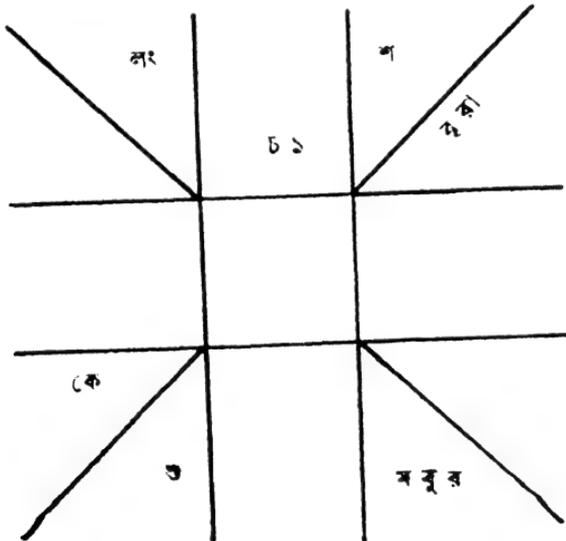
জন্মতারিখ ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, বেলা ১৫ দণ্ড, ৪০ পল সময়
 ছন্দগত বুধের ফলে তিনি এরূপ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন।



বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাভবচাঁদ বাহাদুরের জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৭৪৩ শকাব্দার ২রা অগ্রহায়ণ এবং মৃত্যুতারিখ ১৮০২ শকাব্দার ৮ই কার্তিক।

যদি কেলে বা ত্রিকোণাধিপতি কোন গ্রহ নীচরাশিস্থ হয়, আর সেই নীচরাশির অধিপতি এবং ঐ গ্রহের উচ্চরাশির অধিপতি কেলে বা উচ্চস্থানে থাকে, তবে রাজযোগ হয়। এই যোগে ইনি জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।



ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রণের জন্ম-পঞ্জিকা

জন্ম তারিখ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী এবং মৃত্যুতারিখ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল।

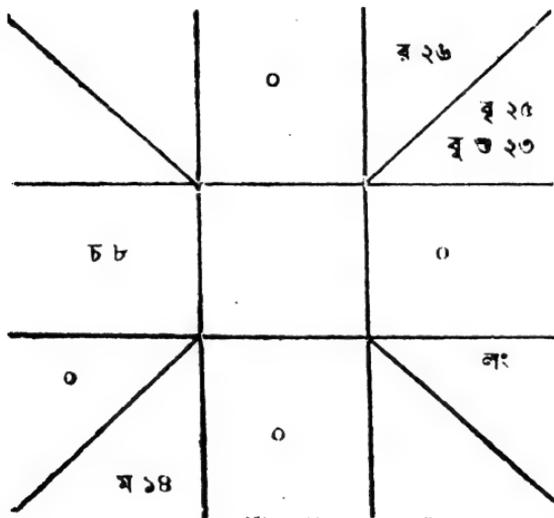
যদি পঞ্চমাবধিগতি গ্রহ ও বৃহস্পতি কিংবা শুক্র পঞ্চমে এবং চন্দ্র ও মঙ্গল মিত্বন রাশিতে হইয়া নবমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক পরম রসজ্ঞ, কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট ও সুকবি হয়। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩ ৫

৮ ৭ ৩ ৭

ফ্রান্স দেশের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের পুঞ্জের জন্ম-পত্রিকা

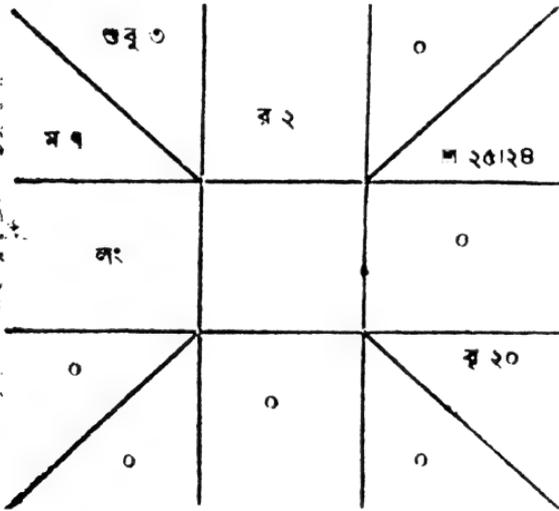
যদি তিনটি কেন্দ্রে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটয়া থাকে। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়া অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।



রুস দেশের সজাট্, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ ।

লগ্নাধিপতি কিংবা চন্দ্র যদি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া অষ্টমে এবং দশম ও দ্বাদশে অবস্থিত করে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে । ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করা প্রযুক্ত প্রজা কৃত্তিক নিহত হইয়াছিলেন ।



ভারতেশ্বরী মহারানী তিত্তোরিন্দার জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে। অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমার
জন্ম হইলে যদি কোন তুঙ্গীগ্রহ লগ্নে থাকে, আর বৃহস্পতি লগ্নে বা
দশমে এবং শনি বা মঙ্গল একাদশে থাকে, তবে রাজযোগ হয়।
আমাদের মহারানী এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লং ৮ ১৫।৪৫	৩ ৬।৩৬ বৃ ৯।২৪ বৃ ৬।২১	শ ২৫।২৫ মচ।৫৮

উচ্চ-কারী-পত্র

কোন একটি ভাবী বিষয়ের সম্বন্ধিত বা কোন আশা ইত্যর স্থানিতে হইল, উগমানের নাম লইয়া, এই চক্রবাক্য
 'কেহ একটা জন্মের অক্ষী গিরে। সেই জন্মের একে হারা হইতে প্রত্যেক লক্ষ্য জন্মকে অস্ত হ্যান নিশিয়া মাথিয়ে। কিন্তু যখন
 হোথিরে, সেটি লক্ষ্য হইবে, পুনর্বার লক্ষ্যের সেইটিকে এক ধরিতে হইবে। ঐরূপে আত্মক লক্ষ্য জন্মের অংশ করিয়া চক্রের
 শেষভাগ উপস্থিত হইলে, চক্রের প্রথম হইতে পুরী জন্মের পর্যন্ত আসিবে। এইরূপে যে জন্মগুলি প্রাপ্ত হইবে, যেমনা করিলে
 তাহাই ভাবী ভলভাত্তর ফল ও প্রাপ্তের উত্তর। সম্মতিস্বরের শেষের জন্মের অধম হইতে পারে।

ক	হ	বা	হে	না	হ	হ	র	মা	ম	ক	ম	যে	যে	র	এ
স	এ	নে	নে	ব	ন	ভা	ভা	ক	ক	লো	তা	এ	হ	র	র
ব	শ	ন	হ	ব	ভ	ভা	ভা	মা	ব	না	এ	হ	ক	না	না
ব	স্ব	ন	ক	ই	বে	বি	বি	য়	না	না	হ	হে	রি	ক	ক
ক	বা	সো	ক	ধ	ল	এ	যা	নে	টি	না	য	বি	রা	আ	আ
ক	ক	হ	ব	এ	দে	ফ	ফ	ছে	ব	তা	ও	স	বা	ধি	ধি
হ	ম	ন	গ	হা	ল	ত	ব	হে	তা	ক	ভা	ত	নি	ব	ব
ভা	ছি	হা	ল	ব	লো	ব	ভা	যো	ক	লো	ভা	ব	ত	না	না
ক	জ	প	হ	তো	কে	ক	ক	ক	ধি	হ	দে	বে	হ	হ	হ
ক	বে	খি	না	বে	নি	হি	হ	বে	কি	ক	বা	ব	ক	না	না
ভা	ক	চ	ই	গা	কি	না	মি	মি	স্ব	ত	না	ক	ব	ধ	ধ
যা	প	ভা	ম	ব	ল	ল	ল	কা	কা	ব	হ	ক	রা	কো	কো
যা	ভা	হ	য	জ	হ	ল	র	সা	ক	ব	স	ক	নু	কো	কো
ভা	ভা	ব	হ	না	হি	ক	ক	ন	ব	মি	হ	হ	ক	ক	পা
বি	ক	না	তে	ম	ও	ব	ই	ই	তা	যা	ব	না	পা	ই	ই

